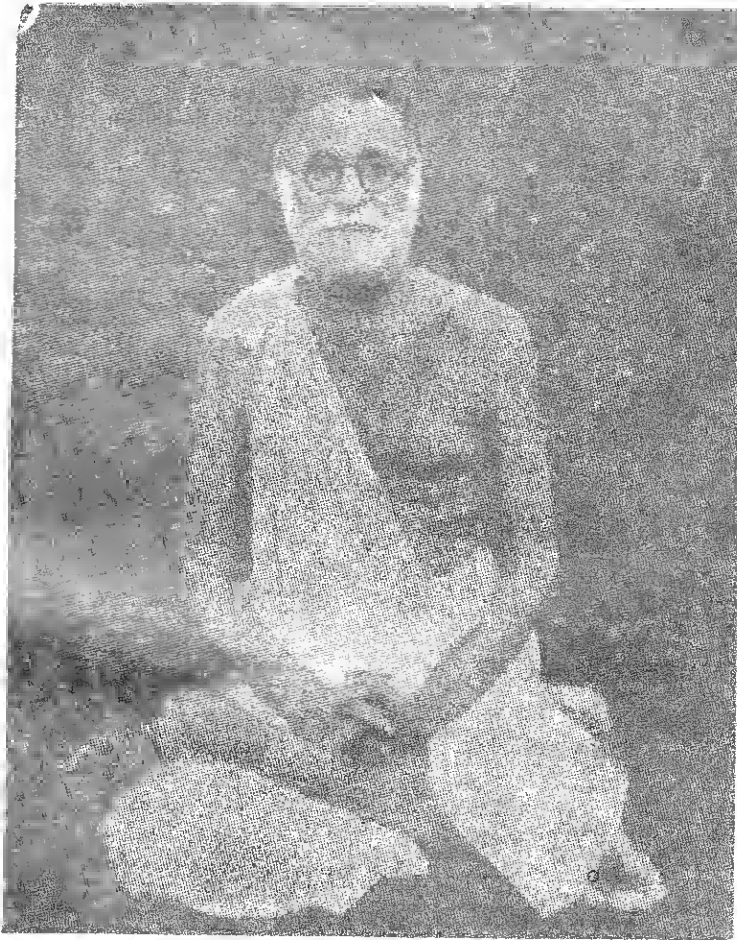




২২শ বর্ষ } কাঙ্ক্ষন, ১৩৭৬ { ১ম সংখ্যা



চাতুর্মাশ্যকালে শ্রীল প্রভুপাদ

সম্পাদক—ত্রিদিগ্বিশামী শ্রী শ্রীমন্তকিষেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ
কার্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ঙ্গ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

আচার্য্য ও সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ (সঙ্ঘপতি)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমস্থী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকুপা ব্রহ্মচারী ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীগৌড়ীয়া বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ



নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥
অতিমর্ত্যচরিত্রায় স্বাশ্রিতানাঞ্চ পালিনে ।
জীবহংখে সদাৰ্ত্তায় শ্রীনাম-প্রেমদায়িনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়া মঠ,

শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদীয়া ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

দ্বাবিংশবর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাক্ষ ৪৮৩ গোবিন্দ হইতে ৪৮৪ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৭৬ ফাল্গুন হইতে ১৩৭৭ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৭০ মার্চ হইতে ১৯৭১ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সভাপতি-ভাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তি-বান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

বার্ষিক ভিক্ষা—৬.০০ টাকা মাত্র

ষাৰ্হিংশতি বর্षे श्रीगोडीर-पत्रिका

अवका-सूची

श्रीवक्त्रेण नाम	संख्या उ पत्रिका
१। आदर्श विपुलित अणुत सवति	१।०१, ५।०२
२। अष्टरुटि-रहोयने काकाव—श्री	५।५८
३। कवराटोर ववत	७।१-६
४। अमारा	७।७१३
५। अर्ध	७।७३३
६। अमरकुता	८।३७८, ८।३५२
७। आनादेव ईट्टेकोट्टि	८।३७३
८। आदि कि अत कथा ववत पारि	८।३७५
९। आत कि अत आसुरे मी (कविता)	८।२५३
१०। काकि निवेवव (कविता)	१२।५५३
११। आहोमी कीनवेर ईतिहास	७।३३७
१२। उयव-सवताव	७।३७३
१३। कट्टेकी कातवा-विषय	७।३७६
१४। काकि कि निरीयव वपिल	७।३३७, ८।३७८
१५। किर अमारा काकिने	१५।३
१६। ककलतिउत विवत विवादी	
कुवतकु लल लाई (कविता)	
१७। कीर्तन निउः	१३।३५३
१८। कालिकीर विववव वईल अणुत	८।३७३
१९। कवराट-ववती-पत्रिका काकाव—श्री	८।५७, ७।३७३
२०। ककलानपणे उ वावुवववववव	
कीरहीरेर निवेवव—श्री (कविता)	
२१। वीपालकेपटिक—श्री (कविता)	२५।७५
२२। गोडीरेर आविन वव	१५।३
२३। गोडीरेर आविन वव (कविता)	१५।३७७
२४। किरा उ लाठरा (कविता)	८।३७७

২৫।	চাতুৰ্মাস্ত্র ব্রত	৭।২৫৬
২৬।	চাঁদকাজী-উদ্ধার (নাটিকা)	৭।২৫২, ৯।৩৪০, ১০।৩২২
২৭।	জড়শা স্বরূপসাধনার প্রতিবন্ধক	১।২৪
২৮।	জানাও তারে নতি (কবিতা)	৩।২১
২৯।	জীবগোস্থায়ী প্রভু—শ্রীল	৭।২৬৮
৩০।	দন্তবক্র বধ	৬।২৩১
৩১।	দীনের বিজ্ঞপ্তি (কবিতা)	১।৮
৩২।	নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা, নবনির্মিত সমাধি মন্দিরে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ও গৌর-জন্মোৎসব—শ্রীশ্রী	২।৭৪
৩৩।	নবদ্বীপধাম-পরিক্রমায় অস্থান—শ্রী	১২।৪৬৯
৩৪।	নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহ-মহোৎসব—শ্রীল	১২।৪৭১
৩৫।	নরোত্তম ঠাকুর—শ্রীল	৮।৩০৫
৩৬।	নামমহিমা—শ্রী (কবিতা)	৭।২৫০, ১০।৩৬৮
৩৭।	পত্নোত্তরে শ্রীরথযাত্রার সিদ্ধান্ত	১০।৩৮৮
৩৮।	প্রভুপদে হৃদয় বারতা (কবিতা)	৪।১৫৮
৩৯।	প্রশ্নোত্তর—[রস-কীর্তন ১।৬ ; ভক্তি-প্রাতিকূল্য ২।৪৮, ৪।১২৭, ৩।৮৭, ৫।১৬৬ ; অষ্টাভিলাষ ৬।২০৬ ; মৰ্কট-বৈরাগ্য ৭।২৪৬ ; যোষিৎসঙ্গ ৮।২৮৬ ; প্রাতিষ্ঠাশা ৯।৩২৫ ; কুটীনাটী ১০।৩৬৬ ; জীব-হিংসা ১১।৪০৬ ; অপরাধ ১২।৪৪৬ ।]	
৪০।	বণিগ্‌বৃত্তি	১২।৪৬৫
৪১।	বর্ষান্তে বিজ্ঞপ্তি	১২।৪৭২
৪২।	বাসুদেব গোড়ীয় মঠে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা—শ্রী	৫।১৯৭
৪৩।	বিনা প্রেম্ছে নাহি মিলে নন্দলালা	৫।১৮৩
৪৪।	বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্মথ	৩।১১০
৪৫।	বৈষ্ণব ও শ্রীমন্মথের ব্যবধান	১।১৪
৪৬।	ব্যাসপূজায় আস্থান—শ্রীশ্রী (পত্র)	১১।৪৪০
৪৭।	ভক্তপ্রবর মহারাজ পরিক্ষীত	৬।২১৯
৪৮।	ভক্তি ও ভীতি	৯।৩৪৯
৪৯।	ভক্তি বলিতে কি বুঝি ?	৬।২১৬
৫০।	ভক্তিই জীবের পরম ধর্ম	২।৫৮, ৩।২৭
৫১।	ভক্তির তাৎপর্য্য	১২।৪৫৭

৫২। ঋষ্ঠবাসের সার্থকতা	৪।১৪২, ৫।১৮৬
৫৩। মনুষ্যে ঈশ্বরত্বারোপ	৯।৩৫৫
৫৪। মানবদেহধারী অশ্বর	১।২৭, ২।৬৮
৫৫। যথার্থ ধনী	৫।১৯৩
৫৬। রথযাত্রার নিমন্ত্রণ-পত্র	৪।১৫৯
৫৭। লাম্পট্য	৭।২৬৫
৫৮। লোকনাথ গোস্বামী প্রভু—শ্রী	১।১৪৩৩
৫৯। শত্রু ও মিত্র	১।১৪২৫
৬০। শুদ্ধভজন	১।১৫২৮
৬১। শ্রাদ্ধ	৮।২৯৭, ৯।৩৪৬, ১০।৩৭৪, ১।১৪২০
৬২। শ্রীধর	১২।৪৬৫
৬৩। শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করিলেই কি ধার্মিক হওয়া যায় ?	৬।২২৪
৬৪। শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীরথযাত্রা-প্রচলন কি শ্রীকৃপামুগত্যের বিরুদ্ধ ?	১।৩৭৯
৬৫। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের ব্যাসপূজনোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি	৬।২২৪ ২।৫২, ২।৭১, ৩।১০৩, ৪।১৩১, ৪।১৪৫
৬৬। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব	৮।৩১৭
৬৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথি-পূজার আহ্বান (পত্র)	৭।২৭৯
৬৮। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীসার্বভৌম-সংলাপ	৯।৩৩৪
৬৯। শ্রীনন্দ	১।১৪৩৪
৭০। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী— [অর্ধাচীনতার কুনাট্য ও তৎপ্রতিকার ১।৬ ; কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা ২।৪৫, ৩।৮৪ ৪।১২৪ ; 'খিওসপি', মায়াবাদ ও প্রাকৃত সাহজিক মত ৫।১৬৫ ; আচার্য্য- চরিত্র ও দৈব-বর্ণাশ্রম ৬।২০৪ ; মঠের স্বরূপ, দিব্যোন্মাদ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ৭।২৪৫ ; বাস্তবসত্য অজ্ঞেয় নহে ৮।২৮৫ ; সংসারিক ক্লেশ ও ভগবানের দয়া ৯।৩২৪ ; জাগতিক উচ্চবচজাতিত্ব পারমার্থিক-বিচার ১০।৩৬৫ ; অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন ১।১৪০৫ ; শোক-শাতন ১২।৪৪৪ ।]	

৭১।	শ্রীল-রঘুনাথ-দান-গোস্বামি-বিরচিতম্—[প্রার্থনা ১।১ ; শ্রীব্রজবিলাস-স্তবম্ ২।৪১, ৩।৮১, ৪।১২১, ৫।১৬১, ৬।২০১, ৭।২৪১, ৮।২৮১, ৯।৩২১, ১০।৩৬১, ১১।৪০১, ১২।৪৪১।]	
৭২।	শ্রীশ্রীমধুপুরী-মাহাত্ম্যম্	১।১৮, ২।৬৩
৭৩।	সংপুত্রের পত্র	১১।৪১৩
৭৪।	সমিতির উৎসব-সমীক্ষা (ঝুলনঘাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী)	৭।২৭৪
৭৫।	সমিতির সংবাদ-সমীক্ষা (নেপাল দর্শন ও শ্রীমন্মধ্বাচার্যের আবির্ভাবোৎসব)	৮।৩১৬
৭৬।	সমিতি-সমাচার (শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব-উৎসব)	১১।৪৩৮
৭৭।	সম্পাদকীয়	১০।৩৯৮
৭৮।	সম্বন্ধের তাৎপর্য	৪।১৪৯
৭৯।	সন্দর্ভ-সার [ভক্তিসন্দর্ভ ১।১০, ২।৪৪, ৩।৯২, ৪।১৩৩, ৫।১৭৩, ৬।২১০, ৭।২৫২, ৮।২৮৯ ; প্রীতিসন্দর্ভ ৯।৩২৯, ১০।৩৭০, ১১।৪০৯, ১২।৪৫২।]	
৮০।	সাধুসঙ্গে তীর্থদর্শন (আস্থান)	৭।২৭৭
৮১।	সংশয়াজ্ঞা বিনশ্চিতি	৯।৩৫৩
৮২।	সংসারে আসক্তির পরিণাম	৬।২২৭
৮৩।	স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ	৬।২৩৩
৮৪।	স্বধামে শ্রীমদ্ভক্তিঅর্ণব পরমার্থী মহারাজ	৮।৩১৯
৮৫।	স্বার্থসর্কস্বতা	৭।২৬২
৮৬।	Statement about Ownership and Particulars about Newspaper	১।৪৭

সংগে পুণ্যে পূজা পাইয়া যাকো ভক্তিযোগে কাম ।



অষ্টমোহাধ্যায়িকথা প্রাপ্তো জ্ঞানসীমাবন্ধন

যেই বসি যোগে যাকো যোগেশ্বর । অথ বসি অষ্টমোহাধ্যায়ে যেই অর্থ ।
অষ্টমোহাধ্যায়ে যোগেশ্বরী ভক্তি সিদ্ধান্ত । অষ্টমোহাধ্যায়ে যোগেশ্বরী ভক্তি সিদ্ধান্ত লক্ষ্যে যোগেশ্বরী ভক্তি সিদ্ধান্ত ।

বঙ্গ-বঙ্গ } জীবনোপায়ী, ২১ গোবিন্দ, ৪২০ গোবিন্দ
নিবাস, ৩০ ফকির, ১০১৬ : ইং ১৯১৬ ১৯১৭ } ১৮-শ্রীমদভগবদ্গীতা

সংস্কৃতভাষায়

[শ্রীমদভগবদ্গীতা-পঞ্চাঙ্গমিষঃ প্রার্থনা]

প্রাণঃ শীতলটে কুণ্ডলপরি কৃষ্ণা সূর্য্যভরে লোচনে
খিঃখোষ্ঠে পুষ্প বিকসে তটিলতা সৎসুধানে সুধাঃ ।
যাচা বুদ্ধিবুধা কৃষ্ণা ললিতমা ত্যাগে নঃ প্রভাবী কৃষ্ণা
পুষ্টেমাঃ হৃদি ভীষিতা জ্ঞাতবতী রাধা প্রবঃপাতু যঃ ন ১ ব

অনন্তর প্রাণকালে রানসীর প্রবেশ বচন মতান মকর যাজ্ঞোযানপূজক
আবিনন্দনঃ প্রিয়ভবেত শীতলসনকে উজ্জ্বল বিবানভরত বীর পুষ্টি পান
বরদাতার এবং যজ্ঞকোশ পরিবৃত্ত ললিতাঙ্গী কর্তৃক যজ্ঞকোশ বিহীনক
আবিনন্দন হইলে তৎকালীণ শিষ্যগণ প্রাণা শ্রীমদভগবদ্গীতায় অবস্থিত
আশ্রমটিকে অষ্টম ভক্তি আশ্রমসংঘ ভক্তি (গোবিন্দাঙ্গম গোবিন্দী যেন আশ্রম
নবদ্বন্দ্বী তৎকালীন ভক্তি শ্রীমদভগবদ্গীতা অভিলাষ করিয়া কহিতেছেন)

কবিতোত্তম, হাঁহান শীতবসনে শুভযত্নে লাবণ্য, নিদ্রাবেশে মনোমগ্ন বর্ণনার
 ও অবাধিগ অতিশয় কত রিখক হইয়াছে। প্রাক্তনকালে এই অবস্থা পুনঃ পুনঃ
 বর্ণন করিয়া জটিল। ক্রুদ্ধ হইলে, লজ্জিতা শিখা-বৃষ্টিপূর্ণ বাতা হারা অর্থাৎ
 ললিতা। জটিলকে কহিলেন, হে বাতা ! তোরো বহু রাগীনা, কি করিব ?
 আবারের প্রাণা গ্রাহ্য করেন না, কারো হাত রক্তস্রোত হাঁহকে নিবারণ
 করিলেও তরি যথেষ্ট মধুনার করিবার্জিলেন, তাহার কর ইচ্ছা লোচনে
 অরলোকক কল্পন এবং আহরা ফলিয়াছিল, অবি রাগে। কুতি রক্ত খারা
 কুই আচ্ছাদন করিয়া পরর কর, যোহকু এতল এতল মলরাধির প্রোহিত
 হইতেছে, কি কারি তোহার বিহ-বদুশ-কটে তর হইতে পারে, আনবা এই
 প্রকার অভ্যর্থনা করিলেও ইলি অরাক্ত রক্তাশ পরর করিরাহিলেন, একর
 তাহার ফল হাঁহর অবশে অরলোকক করনা। অহে রণীশ। প্রোহিত
 কুশের উপর হার অহুতব কর। হে বাতা জটিল। অপরক মরণে লাবরা
 যে কুতি আয়োগেরও লোচনে এই প্রকার প্রচীতি হব, যোহকু রথেষ্টেও
 যে-প্রাণা কখন শীতবসনে পরিমাণ পারক না, এই প্রোহিত অহে অত
 শীতবসনের কান হইতোহ ইত্যাদি বাবা রারা জটিলকে প্রোহিতা পরর
 রিখা। ক্রেমে প্রোহিতার প্রতি দুটিশাক করিক লাপিলা বিনি অহুত জীতা
 হইরা ললিতাকে অহ করিরাহিলল অর্থাৎ হে ললিত। কুতি পররাক্তিহে,
 পররকিউতবিকী আয়াক্ত করণাধিহিতা তোহার রক্ত লব্ধ করিবা আবার
 কখন হইবাছে, এখন রি হইবে, কিছা পাওই বা বাতা লব্ধ করিব তাহ। রক্ত
 উত্যাগি প্রোহিতা করিরাহিরে। হে প্রোহিতা রাধিকা তোহাধিহিত লব্ধনা
 হুত করন। ১।

শিকপটু বরবাইল স্বর্জকহারগানো

শুভবতুলকুতুপজোক্তক্রে লবণ।

অর লবসি কুতোক্তকৃত্য আশুগাত

স্বজনবহুবুগুৎ নর্তকং বীজযালি ২ ॥

অনন্তর দার লোখাটী পরামান্য বিবশ হইয়া বীত অহুতর সেনা রাগে
 প্রকাশ করত কহিলেন : কোকিলের সুতসুর শব্দকণ রাক হারা ও অহবের
 কহবজ্ঞ রক্তীত দারা সুখোভিত রিকপব রিক্তরকণ সুত্যাশরে যেন
 কলর্ণে দীপক সত্যর কলর্ণের প্রসাদবজ্ঞ কার্যের রিখিত আবেশে মৃত্যু

করিলা ঐহারা অমৃত্যুলাল নইতেছেন সেই নষ্টনশীল রতনবসুধযুক্তকে অর্থাৎ
শ্রীমদ্রূপাখ্যানে আমি জানার বীজম করি । ৬ ৬

বুড়করীকর্তৃকপি কমকটী বরি পুন্ডঃ

বিশাখা দানক্যাপিত কটিন দ্বিতাং প্রদত্ত ।

যথাঃ তেনৈতদযু বকুলমদ্যোক্ত সগদা-

প্রোক্ত রাসে তস্মৈ অপিপদক হানানিহ মুহঃ ৬ ৬ ৬

কংসেশোভায় শ্রীশিখাখ্যে সৌভাগ্য অকরম করিয়া অংশবাক্তে তাঁহার
কথা প্রার্থনামূলক কসিতেছেন । কোকিল-বদন অংশবাক্তে তাঁহার অতি
মলোৎসব বদন সেই শ্রীশিখাখ্যে অংশবাক্তে উত্তমরূপে সজীত শিক্ষা প্রদান করিল
যে প্রদানে আনি সেই সজীত বাবা বাসে অর্থাৎ উত্তম মিলিত জীতা-
শিক্ষণে এই সখ্য বৃক্ষসলকে অর্থাৎ সমীপস্থিত বৃক্ষসমূহে শ্রীমদ্রূপাখ্যানে
পরিচুতি করিয়া তাঁহাদের নিকট নইতে রংরাস বদন, পদক ও দান প্রকৃতি
পানিতোষিত প্রাক্ত নইতে লাগি । ৬ ৭

কান্তা বিলম্বমুত্তমসখ্যচরিত্রঃ তপ্তকাক্তবরাতঃ

বানো রিত্তানমীমং দ্বিত কটিকবুধাভ্যোজমাকল্পিতাকঃ ।

বানোকে রাবিকাং তাং প্রথম রসকলা কেলিসৌভাগ্যমজা

মানিক্যাকাপতলা অজলভিত্তনয়ঃ শ্যেবচক্ৰঃ অজানি । ৬ ৮

৬ ইতি শ্রীমদ্রূপাখ্যান-খোদাধিনিঃ প্রার্থনা ৬

নির্জন নিকটে অংশবা পদম পরিবাস প্রকাশি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমদ্রূপাখ্যানে
অংশবাক্তে কসিতে অকৃতর করিয়া বাসবোৎসাহী করিলেন । যিনি বীস
অংশবাক্তি বাবা অংশবাক্তে বেনমাল্যকে জিনকাস করিতেছেন, বাহাও তপ্ত-
নক্ষত্র-বদন অকৃত পরিবাস, বাসার রতনকরম ঐহাখ্যে অংশবাক্তে, বাসার
নক্ষত্র-বদন অংশবাক্তে বাবা বিলম্বিত এবং যিনি বৃক্ষসকলিমজা শ্রীমদ্রূপাখ্যানে
নাম জোকে দ্বন্দ্বনমূলক তাঁহাতে বাসা বদন রাত্তরকৃতী বাবা বাসবোৎসাহী
কসিতেছেন, সেই অংশবাক্তন শ্রীকৃষ্ণকে আমি বিসত অংশ করি ৬ ৯ ।

৬ ইতি শ্রীমদ্রূপাখ্যান-খোদাধিনিঃ প্রার্থনা ৬

सर्वज्ञानेश्वर कृत ४ उद्देशिका

विश्व कस्तीबाजी महासंघः

संज्ञा

2014 0102, 0103 9

1992

1999 年 4 月 20 日

प्रेमनिर्वाणम्—

আপনার রক্তের দূর্লভতা-যেহু আমি চিন্তিত হিলাম। পথ পাইলাম
 হঠাৎ, আমি মোহাম্মদ * * বাবুর জিবান-বংশেতে নিশ্চিত হইলাম, আমি
 করিবারিলাম, কিন্তু এখনও চিরি গ্রাফন ক্রেশ ভোল করিতেছেন জাতিয়া
 চিন্তিত হিলাম। কুর্দবৎকুলী * চিন্তিত, আমি-মের আমর *
 ব্যক্তিগতকভাবে আমি উশলজি করিবার হিমম। * *

[illegible]

* 'एकमात्र हि जैनदेवता के लिये अनुयायी एकमात्र भक्त हैं' ।

বীতিত অকর্ষক বলিয়া বিবেচিত। উক্ত উদ্ভিদ হৌকাতো বৃত্তো বইবা সেলেও
 বাসবাবসা সে কুলিতে পাটন নাই। প্রমাণঃ *Utricularia monophylla* লাকুই

বা-নাভূতীর বহুশিষ্টবস্তু উদ্ধারের শিক্ষাবিভাগে অগ্নানবন করিবার যে 'বাণবাঈ' আলো, প্রত্যয় ভীতিতা সহ বহিষ্ঠ পাত্রে না। আবহা ক্রমের পরিভাষ্য-পূর্ণক বিভাভুতক্রিয় অগ্নুপদ্ধতি বহিষ্ঠাব উপাধন পাইবাতি। তবে নিাকপনায়, পান্যপন্যে ও তদুপাধন মঙ্গল রাষ্ট্রকোষে অারনাদের রে বাণ্য পতিয়াছে, 'আরাণ্ড' বিদ্যুৎ আঁবন্যাক নিাকপন্যে ও কোপন্যে হুৎ হইতে ভিভার আঁবন্যাদের হুতি রেবাব পট্টা দেশ-ব'ল-প্যাণ্ড উপাধনী বহন্য আঁবন্যক। 'আই' বলিয়া আঁবি এতল বলিষ্ঠহি রা যে, এতল হুঁপুতি-লম্বন কন্যাবের প্রবক্তা বিবাহপের তত আঁবন্যাক বহী ত্রোঁ বাতিলা হিাবন। তাহাবিধাত 'আঁবন্য' রেবাব কাক বাতই উতিভ বন। এই পট্টীয় লোকবিদ্যাক রেবাব হুঁপুতিরা তুন্যে বাইবে না—এতল বন। কিন্তু তাহাবা মুক্ত-অল্লবন্য-বালচাপল্যবুত থাকিলে তাহাদের নিকটে উত্ত হুঁপুতিয়া বলিবেন না। 'পল্লনাং লত্তকো বন্য' বেখানে উত্ত, লেখানে বাক্যকন্যাক কন্যাই প্রোঁ; তবে উহা বিবাহে 'শিফিবল্যনে' পরিবণিত বা কবিরা 'বল্লি লাব্যদানী' অভিধানে কুণিত বহাঈ আঁবন্যক। *Bacterial vibration* এই এখনটা *particular* উত্তক এই মরো পন্য কুবিধার প্রাক্তা বহঁবাবে আঁবন্যের আঁব। *Range* এর পন্য-কন্য হইলে উহা আঁবন্যের নিকটে বিবল্য বোব বন, তল্লত আঁবন্য আঁবি যে, *advice* *gratin* এর বহঁবে তাহাব নিকটে হইতে *see* লাবিল করিবার ক্রিয়াটিই তাহাব পক্ষে *eligibility*-র *prominent mark* বা *criterion*.

অরষ্টীয় *posterioris* হৈ কার্য অবিক অত্রণর হন বাই। লেখক পাইলেই এন্য *inordinable* বা *posterioris* আঁব: *inordinable* হুইলই হন লতীরে ঐ কার্য বল্লর কার্যত পারিভাব, কিন্তু বিলব হইবা বাইতাহ। বাবর বা কন্য না থাকিলে—কটিল্য-কুটিল্য না থাকিলে লীলা-সৌন্দর্য প্রলকে অন্য উপাধি থাকিবার লববে চমৎকাবিভা প্রবর কার না। কিন্তু নিতাপনে ঐ *inordinable* বহঁববববববব প্রাবল বা থাকিবার অর্যাব বিবাপন্যক-বহঁব বহঁবলব চিত্তবহঁববব লব বিত্তা বিবাববাব। অত্রণ: উহা হুৎ নাহ।

বিভাগীর্ষ-বন —

ঐলিলাকুলসরযজী

প্রশ্নোত্তর

(রস-কীর্তন)

১। কৃষ্ণলীলা-গানের প্রণালী কি ?

“গৌরচন্দ্রের লীলা-গীতই সর্বাগ্রে গান করা উচিত; বিশেষতঃ গাধু-দিগের প্রথা এই যে, গৌরচন্দ্রের লীলা-গান না করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-লীলা গান করেন না।”

—‘সমালোচনা’, সঃ তোঃ ২।৬

২। সাধকের পক্ষে কিরূপ সঙ্গীত শ্রবণ করা উচিত ?

“যে সঙ্গীত কেবল ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্য করে না, কিন্তু ভগবানের লীলা-বর্ণনের দ্বারা ভক্তি-বৃত্তির অনুশীলন করে, কেবল সেই সকল সঙ্গীত-বাছাদিই শ্রবণ করিবে। যে সঙ্গীত সামান্য কর্ণেন্দ্রিয় ও বিষয়া-ভিভূত চিত্তের বিষয়রাগ-মাত্র সমৃদ্ধি করে, তাহা দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।”

—‘চৈঃ শিঃ ৩।২

৩। গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে সঙ্গীতের পারিপাট্য কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে ?

“শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর সময়েই গানের পারিপাট্য হয়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাস-আচার্য্য, শ্রীনরোত্তম দাস ও শ্রীশ্যামানন্দ,—এই তিন মহাত্মা কিছুদিন শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষা-শিষ্যরূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে ইঁহারা কীর্তন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিলেন। তিন জনেই সঙ্গীত-শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। দিল্লীর কালোয়াতি বিদ্যায় তিন জনেই পারদর্শী। তিন জনেই পরস্পর এক-প্রাণ, একাশয় ও হৃদয়-বন্ধু।”

—‘ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাতাস’, সঃ তোঃ ৬।২

৪। ‘মনোহরসাহী’, ‘গরাণহাটী’ ও ‘রেণেটী’ গানের প্রচলন কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে ?

“শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য কাটোয়া-প্রদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রদেশটি মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্তিত গান-পদ্ধতির নাম—‘মনোহরসাহী’ গান। শ্রীনরোত্তমদাস রাজসাহী জেলার গরাণহাটী বা গড়ের হাট পরগণার অন্তর্গত খেতুরী গ্রামের অধিবাসী। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্তিত গান-পদ্ধতির নাম ‘গরাণহাটী’ গান। শ্রীশ্যামানন্দ

যেদিনীপুত্র জেলের লোক । কীভাবে অনুষ্ঠিত ঈক-পদ্ধতিতে 'যেবেলী' গান
বলা যায় । ঈশীর গোবর্গে) পাখাজাদিনকে উৎসাহ দিবার জন্য
ঈশিবাস আচাৰ্যকে—'ঐহু'-গন, ঈশবোত্তর বাসকে—'ঐহু'-গন ও ঈক-মো-
নকে—'ঐহু'-গন দিরাহিতবেশ ।

—'ত'ক'সিদ্ধান্তবিকল্প ও বসাকাস', পৃঃ ভোঃ ৩৭

৬। বহু'কন-পরে অবশেষে বাক্তির অকল্প সংযোগ করা : অনুষ্ঠিত কেব ?

"বহু'কনেই বাক্তি বসাকাস ও বৈকল্য-বিকল্প বিহীন থাকে । অল্পসং-
যুক্তি বা বাবক অল্প সংযুক্ত করিলে কালে-কালেই বসাকাস ও বিদ্যাক-
বিকল্প কথা হইয়া পড়ে ।"

—'ত'ক'সিদ্ধান্তবিকল্প ও বসাকাস', পৃঃ ভোঃ ৩৭

৮। বহু-কীর্তন-বাসবোধী বলা কতকাল ও কালার কীর্তন কি বৈকল্যের
প্রোত্তবা ?

"ইহায়া (বাসবোধী লীলা-রস-বাসবোধ) বকলেই নাকি-বসিবমাত্র :
আহায়া রসবোধ-মূল এবং বৈকল্য-বিদ্যাক-বিকল্প-আবী । তাহাণের গানে
সার-বাসিনী, বহু-কন বসেই আছে, কিন্তু বৈকল্যের প্রোত্তবা অধিক সারা বাস
না । তাহায়া সমাপ্ত ঈশোক ও বৃক্ষ শোকদিব্যক বসিব করিবার মানবে
নামে প্রোত্তব অকল্প দেব কন, বহু'কনের পদটি কোথায় থাকে, তাহা কন্যা
হাসনা । বৃক্ষলোক বালা দেব, অর্প লেব, তাহাতেই তাহায়া অহু'কনে
বসিপুর ।"

—'ত'ক'সিদ্ধান্তবিকল্প ও বসাকাস', পৃঃ ভোঃ ৩৭

৭। ঈশ ঐহু'র জক্তিবিনোদ অবিকারীত থাকে যে বসকীর্তন বিদ্যাক,
তৎপরাহ বিদ্যাক তীত্র ঐকি করিবারেন ?

"কথতে অধিকানে মহত বিদ্যাক : তাহায়া বা ভালবাসে, প্রকৃত ভক্তনেস
সাম লইয়া অধিকার করিয়া থাকে । বৈকল্যের এই কুপরা বসাকাস বা
সহীদ, সে-পরাহ দৃশ্য-বসেব ব্যাকীরা থাকিলে না । যে ততকাল :
কার্ণবর গাধক ও অতানবপূর প্রোত্তাণিগের সত্য আশবাস্তা বসাকাস
প্রব কথিবেন না । আত-নকাত 'বৃ'বে বাউক, বৈকল্যবিকল্পের আশবাস্তাও
এ পদ্ধতি তাহাতে না থাকে, তাহায়া বক্ত করনা । সর্বপ্রকার
অধিকারী বেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম ও প্রার্থনা এবং দাস্ত-
বনের গান হওয়াই উচিত । সেখানে অধিক ওক বসিক বৈকল্য-বাস্ত

উপস্থিত থাকেন, সেখানে রস-গার প্রবণ ভক্তির এবং রস-গান প্রবণ-গরজে
মিক-মিক-মক্কাপোড়িত-তরুণতান শ্রবণ করুন। ইহাতে খান-পুষ্টি
বৃদ্ধি ঐতিহ্য আর, বাউক, তাহাতেও বৈকুণ্ঠবিশেষের মঙ্গল হইবে।
অর্থ-লোভে ও ইঞ্জির-স্বার্থের প্রত্যাশার বেখানেন-বেখানেন
রস-আনের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিত্যের কলির কার্য্য।”

—‘ভক্তিগিহ্মবিত্ত্ব ও তপস্বিত্য’, পৃঃ ১০২, ১০৩

৮। বেহারাণী থাকি অগ্রাহ্য-লীলার কথা জ্ঞাপে ঐক-পাতিলাভ করে।
‘হে-রকল-ভক্তি-হুল-বেহাগত-স্বপ্নে-বহুমানব-করত-চিৎত-বেহাগত
এই-রকল-আনন্দ-বৈচিত্র্য-অবগত-বর-বাই, তাহার। এই-সকল-কথার
প্রতি-দৃষ্টিপাত, যখন-ও-আলোচনা-করিবে-না-ও-বের-থা, তারা-করিলে
ঐ-সকল-বর্জ্যকে-খাংস-চর্য্যগত-ক্রিয়া-জনে-করিবা-হস্ত-অসীল
মিলিয়া-মিলিয়া-করিবে-ন, সব-আনন্দ-কবিত্ব-সহ-কি-অন্য-ভাবে
অব্যাপ্ত-লাভ-করিবে-ন।’

—১০: ‘পা-১০১

—অধ্যক্ষ-শ্রী-ভক্তিবিদ্যোদ-চাকুর

দীনের বিজ্ঞপ্তি

গৌবদ্যম-মায়াপুর ! অল্পপের ভূমি ।
বিশুদ্ধের কোড়ে-পান-কবে-দিয়ে-ভূমি ॥
মহাপি-অখ্যাগ্য-আনি-আছে-উষ্টিবার ।
জননী-বৃন্দে-কবে-বকে-অধিকার ॥
দেবের-পনর-আনা-পড়ে-ভূরে-গোধে ।
রাকীয়াত্র-এক-আনে-—ভূমি-বিসে-বৈ ॥
এবে-মহাপি-সো-কেশে-ববি-টানে ।
রক্ষা-পেড়ে-পারে-এই-হস্ত-অগ্য-প্রাণে ॥
মহাপি-বা-জান-মোর-বিশুদ্ধ-নাই ।
সরাস্বতী-হয়ে-ভূমি-ভাই ॥

আশ্রয়ত্ব, ক্ষুণ্ণত্ব, কুশিলা বহেলে ।
 মোহাজ্জর হয়ে আমি আমি বিনেলে ॥
 তার কৃপাবলে তার স্তুতিগী কাণিলে ।
 থাকিবে কি লে-গো আর বিষয়-অনলে ৭
 লাগত্রে-ং ইঙ্গ-প্রাণ প্রানভটে হয়ে ।
 কতই না কষ্টে লাগি মতিজ্বর হয়ে ॥
 কোথাব স্বপ্নে যদি জনগেতে শূবে ।
 পাঠিবে কি থাকিবে সে তোমার হতে নূরে ৭
 কৃষ্ণন, কৃষ্ণন স্তুতিবে কি আরে ?
 হুত হবে কি গো আর চিত্তের বিভাব ৭
 উদ্যতের আর এবে আশ্রয়ত্যা হবে ।
 বিষয়ে পক্ষে সদা চার সুবিরাত্রে ৭
 নাথু-উপদেশ শুনি শূকনুটে চাই ।
 বিষয়ের লোভন দৃষ্টি ছাড়িতে না পাই ॥
 বিবক মস্তিষ্কে নন নাথু-উপদেশ ।
 কিছুতেই কিছুমাত্র না করে প্রবেশ ৭
 এ ক্ষীণ উদ্যত-রোগ নাগিবে সিক্রমে ।
 স্বরূপ লভিব কিলে ছাড়িয়া বিবশে ৭
 অংশা নাই, অংশা নাই কিছুমাত্র আর ।
 হুব নাহি হবে কছু মোহ-অন্ধকার ৭
 স্বরূপে রামবাসী কৃপালু সজ্ঞান ।
 কৃপা করি হুণে লও পদময় জন ॥
 কৃপা না করিও সেয়ে ভাবিলা পণ্ডিত ।
 পণ্ডিতের হিত করা নাথুর চরিত ॥

— শ্রীধরপতিদাস অধিকারী

কাচুয়াসার, পোহাঙ্গিয়া

(আসান)

এইক না ২০০০

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-৪৯)

অনন্তর গুণকীর্তন বর্ণিত হইতেছে—

ইদং হি পুংসস্তপসঃশ্রুতশ্চ বা

শ্রিষ্টশ্চ স্মৃতশ্চ চ বুদ্ধদত্তয়োঃ ।

অবিচ্যুতোহর্থঃ কবিভিনির্দ্রুপিতো

যত্নমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্ ॥ (ভাঃ ১৫১২২)

উত্তমঃ শ্লোক ভগবানের গুণানুকীর্তনই জীবের তপশ্চা, বেদাধ্যয়ন, যাগোক্ত, মন্ত্রজপ, শাস্ত্রজ্ঞান, দান প্রভৃতির অবিচ্যুত অর্থ অর্থাৎ নিত্যকাল-রূপে কবিগণ গান করিয়াছেন ।

তৎপরে লীলাকীর্তন বলা হইতেছে—

শ্রুতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গুণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্ ।

নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥

(ভাঃ ২১৮৪)

শ্রদ্ধাসহকারে ভগবান শ্রীহরির লীলাসকল শ্রবণ ও কীর্তন করিলে শ্রীহরি অনতিবিলম্বে ঐ ভক্তহৃদয়ে প্রবেশ করেন (স্মুরিত হন) ।

মৃষাগিরস্তা হুমতীরসংকথা

ন কথ্যতে যদ্ ভগবানধোক্ষজঃ ।

তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং

তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্ ॥

যত্নমঃশ্লোকযশোহনুগীয়তে ॥ (ভাঃ ১২১২১৪৯)

যাহাতে ভগবান অধোক্ষজ কীর্তিত না হন, তাদৃশী অসংকথাযুক্তা মিথ্যাবাক্য সকল অসতী, কিন্তু ভগবদ্গুণোদয়—যাহাতে উত্তমঃ শ্লোক ভগবান অনুক্ষণ কীর্তিত হন । তাহাই সত্য মঙ্গল ও পুণ্যস্বরূপ ।

স্কান্দে বলিয়াছেন—

যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ততে কথা ।

তত্র তত্র হরির্যতি গোঁর্যথা স্মৃতবৎসলা ॥

সন্তানবৎসলা ধেনু যেরূপ সন্তানের অনুগামিনী হয় । তদ্রূপ যেখানে হরিকথা কীর্তিত হয় । শ্রীহরিও তথায় গমন করেন ।

पञ्चकशिकापिकः सिद्धः सर्वव्यापिनाम् सः सः ।

॥ यथासाक्षात् विदुः साक्षात् विदुः साक्षात् विदुः ॥

(**सिद्धांत**)

ନିତୀକ୍ଷୟର ବ୍ୟାପକତା, ଆସାର କଳା ଏବଂ ସେହିଭଳି ଶବ୍ଦ ଆଶାମାନ କଥାମାନ
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଟ୍ୟର ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରୀ ଦିଅନ୍ତୁ । (ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍)

प्राचीन विज्ञानसङ्ग्रह भा. ७५५

[illegible]

ବିଷୟ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

सवि संद नमुन्यासवि. पुनर्परीक्षादर्थे न (कृप. २००७३३३)

বিবেচ্য স্থিতি বিকল্প বহুমান কর্তা ভগবান ঈশ্বর। যে ক্ষমতা অসংখ্য
 কার্যের আয়োজন করেছেন, তিনি যে স্বয়ং বিশ্ব সীর্জন করেন তা অসংখ্য
 করেন, তাঁরই অসংখ্যকার্যেরই ঈশ্বরতা ভক্তি বৈধ।

সংস্কৃতের নকশি হল। প্রাকৃতিক জগতের নিয়মের কথা জানতে পারলে
মিহির তাঁর নিজস্ব কৌশল প্রয়োগ করে নিজস্ব বিজ্ঞান অধ্যয়নের নতুন তিনিও তত্ব লাভ
লাভ।

नादेशानुसारक दहाक नववर्षासिन्धुवर दिनि ।

येन युक्तिः त्रयीत्रयं श्रितव्यं तत्र न प्रकथितम् ।

(विद्युत्-चुम्बकिय)

नीचे के अनुसार—

माह: वर्षादि दिनकर्तृ एवादिनाः सत्यं वा न ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

६७३११ शुक्रादिका अक्षजनादिषुः क्रियासु नदीषुः ।

ਦੁਹਨ ਟ੍ਰਿਲਿਟ ਅਸੀਂ ਜਾਨਿ ਅ ਲਖੀ ਧਨ ਮੁਲਕੀ 19 ਨ

यदि त्रैधातुसंज्ञितः (त्रिधातुवाचकः) कश्चित् अङ्गुलीयसंज्ञितः सित आकृष्टे इति ।
तदा त्रिधातुसंज्ञितः कश्चित् इति भागवत्पूर्वकं नमोऽपि इत्येवमादि गानं कथितम् ।

६३. कानन । आनि देवभूँ न सोनिगमन करन वान करि सो । किन्तु
 आनान करनन बेबादन आगस कोरन करु आनि गेईनादेई वास करि ।
 गङ्गुलानि वान । आनान करननन गूढावाताई आवात देवद्वय नरद्विष्टि
 कर । किन्तु आनान गूढावाताई करि कर न ।

নৃসিংহ পুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদোক্তি —

তে সন্তঃ সৰ্বভূতানাং নিরুপাধিকবান্ধবাঃ ।

যে নৃসিংহ ভগবন্নাম গায়ন্ত্যচৈমুদাবিতাঃ ॥

হে নৃসিংহদেব ! যে সকল সাধু হৃষ্টচিত্তে উচ্চৈশ্বরে আপনার নাম কীর্তন করেন, তাঁহারা সৰ্বপ্রাণীর অহৈতুক বান্ধবস্বরূপ ।

অনেক ব্যক্তির সম্মিলিতভাবে কীর্তনকে সংকীর্তন বলা হয় । তাহা কীর্তন অপেক্ষা চমৎকার বিশেষ পোষণ করে ।

এই নাম সঙ্কীর্তন বিষয়ে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশ —

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু ও অমানী-মানদ হইয়া সৰ্বদা হরি কীর্তন কর্তব্য ।

যাহারা দ্রব্য, জাতি এবং ক্রিয়াবিষয়ে দীন অর্থাৎ যাহাদের উত্তম দ্রব্য জাতি-গুণ-ক্রিয়া বর্তমান নাই, তাহাদের একমাত্র বিষয়রূপে শ্রীহরির অপার করুণারূপিণী এই কীর্তনাখ্যা ভক্তির বিধান করিয়াছেন ।

ব্রহ্মবৈবর্তে—

অতঃ কলৌ তপোযোগবিদ্যায়জ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।

সাক্ষা ভবন্তি ন কৃতাঃ কুশলৈরপি দেহিভিঃ ॥

অতএব কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষাবিভূষ তাননায়াসেনৈব তত্তদ্যুগগত-মহাসাধনানাং সৰ্বমেব ফলং দদান। সা কৃতার্থয়তি । অতএব তৈবৈব কলৌ ভগবতো বিশেষতঃ সন্তোষো ভবতি —

তথা চৈবোত্তমং লোকে তপঃ শ্রীহরিকীর্তনম্ ।

কলৌ যুগে বিশেষেণ বিষ্ণুপ্ৰীত্যৈ সমাচরেৎ ॥

অতএব তপস্শ্রা, যোগ, জ্ঞান, যজ্ঞাদি ক্রিয়া সকল কলিযুগে সূনিপুণ ব্যক্তি দ্বারা অল্পাধিক হইলেও তাহা সাক্ষ হইয়া না । অতএব কলিযুগে স্বভাবতঃ অতি দীন ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে আবিভূতা হইয়া এই কীর্তনাখ্যা ভক্তি তাহাদিগকে অনায়াসে অজ্ঞাত যুগপৎ মহাসাধন সকলের যাবতীয় ফলই প্রদান করে । যেহেতু তাহা দ্বারাই কলিযুগে ভগবানের বিশেষ সন্তোষ হয় । কলিযুগে শ্রীহরিকীর্তনই উত্তম তপঃস্বরূপ, অতএব শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্ত বিশেষভাবে তাহারই অনুষ্ঠান কর্তব্য ।

শ্রীভাগবতে ১২।৩।৫২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

কৃতে যদুধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ ।

দ্বাপরে পবিচর্য্যয়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাং ॥

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানেন, ত্রেতায় যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা যে ফল লাভ হয়, কলিতে কেবল হরি কীর্তনে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে ।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।

যত্র সংকীর্তনে নৈব সৰ্ব্বঃ স্বার্থোহভিলম্ব্যতে ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৬)

যাঁহারা কলিযুগের কীর্তন প্রচাররূপ গুণ অবগত আছেন, কলির দোষ গ্রহণ না করিয়া তাদৃশ সারভাগী ব্যক্তি অর্থাৎ সারগ্রাহী ব্যক্তি কলিযুগেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন, যেহেতু কলিতে কেবল সংকীর্তন দ্বারা সমস্ত স্বার্থ (অত্যাচ্ছ যুগের সাধনাদি দ্বারা সাধ্য হইলে) লাভ হইয়া থাকে ।

ন হ তঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ ।

যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্রুতি সংস্রুতিঃ ॥

(ভাঃ ১১।৫।৩৭)

যে কীর্তন হইতে পরম শান্তি প্রাপ্ত হয় এবং কীর্তনকারীর সংসারও নষ্ট হয়, তাদৃশ কীর্তন অপেক্ষা ইহলোকে ভ্রমণশীল ব্যক্তির পরম লাভ আর কিছুই নাই ।

কৃতাдиषু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবন্ ।

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩৮)

সত্যাদিযুগের প্রজাগণ কলিযুগে জন্মগ্রহণ ইচ্ছা করিয়া থাকেন । যেহেতু কলিতে মনুষ্যগণ নারায়ণপরায়ণ হইবেন ।

ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা ।

নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধশ্চ হরেনর্মানি লুন্ধকঃ ॥ (বিষ্ণুধর্ম্মে)

হরিনাম গ্রহণ বিষয়ে দেশনিয়ম, কালনিয়ম অথবা উচ্ছিষ্টাদি অবস্থায়ও কোন নিষেধ নাই ।

যস্মিন্শ্রুস্ত মতির্নযাতি নরকং স্বর্গোহপি যচ্ছিত্তনে

বিম্নো যত্র নিবেশিতাশ্রমনসাং ব্রহ্মোহপি লোকোহল্লকঃ ।

মুক্তিং চেতসি যঃ স্থিতোহমলধিয়াং পুংসাং দদাত্যব্যয়ঃ

কিং চিত্রং যদঘং প্রযাতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্তিতে ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

নাহাতে হংসান্বিতেন কবিলে মাহন নরকগামী হব না, স্বর্গস্থলক বাহান
 ধামে বিহুজপে অগুরুত হন, বাঁনার প্রতি মনোনিবেশ করিলে ত্র্যলোকক
 জুড়পে নির্মীত নহ এন; বিন নির্মলচিত্ত নাকিরণের চিত্তে বনহিত নইয়া
 মুক্ত পদান্ত্র জ্ঞানক করেন, সেই শ্রীহরিন নীর্ণব এনায়ে যে বনন্ত দ্যাব বিপত্তি
 হইবে তাহাতে পাশ্বে। ক ?

লালো ন ধাননু জগতাং পরা ভক্তঃ
 ত্রিশোকমাননতপাদনজগন্মুখ
 প্রোনেন বর্জ্যো ভববন্ধুহনুতঃ
 বহুভক্তি পাবন্ত নিষিদ্ধংএনঃ ॥
 ধ্যানানব ত্রিধয়েন আত্মঃ লভ্য
 স্বৰূপ বা বিনশো গুণানু পূৰ্ণানু ।
 নিমুক্তকর্মাণল উত্তমং লভিৎ
 প্রোমোক্তি বক্ষ্যতি ন তঃ কলৌ জগাঃ ॥ (জাঃ ১২/১৪৩-৪৪)

ত্রিলোচনাপণর বাহান পাদপঙ্কে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, কলিযুগে প্রকাশ
 পাবন্ত হুৎ প্রবা বিচিহ্নচিত্ত হইক সেই শ্রীহরির পূৰ্ণা কঠিনে না । মিত্রমান,
 আত্মব, প্রতিভ, আলিত না বিনশক্যাব বাহান মন উচ্ছাদন কলিলে জীৱ
 কর্ণবন্ধনমুক্ত হইয়া উত্তমভি লাভ করেন, কলির প্রকাশে সেই শ্রীহরিন
 পূৰ্ণা কঠিনে না ।

— ত্রিনন্দিবামী শ্রীমদ্বৈষ্ণৱ-প্রোক্তী মহাত্মক

বৈষ্ণব ও শ্রীমদ্বৈষ্ণৱ ব্যবধান

জীন স্বৰূপ সেই ও মনে জাত্মনি কনত "নরো যলংলকারী হইয়া
 নানানিব কর্ণেন অংগানব কনে, তখন হে শ্রীমদ্বৈষ্ণৱে অপ্রতিহিত মন । কেলকল
 জীৱ ভনধননে লমপাপব বহেব বা নাচুগনে প্রবহ মনেন, কেলমাত্ত নৈকমিত্ত
 বৈষ্ণবিক নৈষ্ণবিক ষ্ট্যান্ট, ত'নানিসকে লালন ততিবাব ভক্ত তৃত্যক নিধান-
 সত্বন লভিত হইনানে । বাহাবো নরকবাই নিক দাষ্টলাফেন কক বিপ্যা-অপা,
 কলকনা, জলপাচাব, পনতাবা লোক, পনহিসো প্রকৃতি অনমন্যে নিমুক্ত,
 ত'নানিসেব ঐকল সুপ্রভৃতি নকৃতিত কনিবাব ভক্ত ততিব বটোর আবেশ ।

এমন কি, নিজ অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সংরক্ষণ করেন না। মহাজনের ভাষায় বলিতে গেলে তাঁহার বিচার এইরূপ,—

তুয়া ভক্তি-প্রতিকূল ধর্ম্ম যাতে রয় ।
 পরম যতনে তাহা ত্যজিব নিশ্চয় ॥
 তুয়া ভক্তি-বহির্মুখ সঙ্গ না করিব ।
 গৌরান্ধ-বিরোধি-জন-মুখ না হেরিব ॥
 ভক্তিপ্রতিকূল স্থানে না করি বসতি ।
 ভক্তির অপ্রিয়কার্য্যে নাহি করি রতি ॥
 ভক্তির বিরোধী গ্রন্থ পাঠ না করিব ।
 ভক্তির বিরোধী ব্যাখ্যা কভু না শুনিব ॥
 গৌরান্ধবর্জিত স্থান তীর্থ নাহি মানি ।
 ভক্তির বাধক জ্ঞান-কর্ম্ম তুচ্ছ জানি ॥
 ভক্তির বাধক কালে না করি আদর ।
 ভক্তি-বহির্মুখ নিজজনে জানি পর ॥
 ভক্তির বাধিকা স্পৃহা করিব বর্জন ।
 অভক্ত-প্রদত্ত অন্ন না করি গ্রহণ ॥
 যাহা কিছু ভক্তি-প্রতিকূল বলি' জানি ।
 ত্যজিব যতনে তাহা,—এ নিশ্চয় বাণী ॥

আবার হরিভক্তির অনুকূল-বিষয়ে তিনি বিচার করেন,—

তুয়া ভক্তি-অনুকূল যে যে কার্য্য হয় ।
 পরম যতনে তাহা করিব নিশ্চয় ॥
 ভক্তি-অনুকূল যত বিষয় সংসারে ।
 করিব তাহাতে রতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারে ॥
 শুনিব তোমার কথা যতন করিয়া ।
 দেখিব তোমার ধাম নয়ন ভরিয়া ॥
 তোমার প্রসাদে দেহ করিব পোষণ ।
 নৈবেদ্য-তুলসী-দ্রাণ করিব গ্রহণ ॥
 কর-দ্বারে করিব তোমার সেবা সদা ।
 তোমার বসতিস্থলে বসিব সর্ব্বদা ॥

ভোয়াত্র বেনার কান নিগোণ কতিব।

ভোদান বিবেচিনে ভোব দেখাইব ন

এইকশে সর্গস্থিতি, আর সর্গভান।

তুবা অহুতুপ ই'য়ে লভুক প্রভাব।

তুবা ভক্ত-অহুতুপ বাহা বাহা বনি।

তুবা ভক্তি-অহুতুপ বলি' তাহা বনি ন

অন আর্জেন্স ব্যাবধানিক কাণ্ডোত্র ত' কথাই দাই, যাচাকে তিনি
 'লাবনার্থিক' কাণ্ডী বলিলা প্রদায় কানন, তান'ও তাঁহার ভোপেবই অহুতুপ
 ইচ্ছাবি তাহা ভগবৎসেবায় বিবোধী কার্য। আর্জেন্স লক্ষ্য-বলনা, শাস্ত্র-পাঠ,
 শাস্ত্র-ব্যাখ্যা প্রভৃতি লাবনার্থিকতান আশ্রয়ক কাণ্ডী কলির বর্জ্য-কান-বাক-
 বাস্তবত উপাধিগম্বুক কপটত্ব। আর্জেন্স কপার্প-চেষ্টান কতিবর বা
 "জিহো খই—দোষিত্যাব নয়"—চেষ্ট'র কাণ্ডাকর কপটনাহুক আন্তঃপ্রা-
 চেষ্টাবরতান। আর্জেন্স লক্ষ্য-বলনা কবেব—বর্জ্যপ্রাণের মত, শাস্ত্র পাঠ কবেব
 —পুণ্যের কত, শাস্ত্র ব্যাখ্যা কবেব—অর্থবিপ্রাশ্রিত কত। কাজেই
 আর্জেন্স লাবনার্থিক-কাণ্ড ও অর্থপ্রাপ্তির চেষ্টেনাত্র। কান বৈষ্ণব, শাস্ত্র ব্যাখ্যা
 কানন, শাস্ত্র পাঠ কবেব—কলঙ্কট্রিণ কত—কলসেবা-হুক-বহুদিন কত।
 তিনি বর্জ্য-কামবাহাবুক বকানননাদি জিত'কে "লক্ষ্যাবলন-কতমত
 তবতো ভো দার তুজাং ময়া" বলিবা ঐনকল কপটতাবনী চেষ্টার নক
 পরিচায়ক কবেব। বৈষ্ণব অর্থ-চেষ্টা কবেব,—ভগবৎকেত কথা প্রচার এবং
 ভগবৎকেত সেবায় কত। ব'হাণা হুসিবেবাশ্রিত, সেই সকল লেহ-নবস্ত্রী
 আশ্রিত-বহন-বাসধারী ব্যক্তিগণকে 'প্রবঞ্চক' বলিবা তাঁহারা আশ্রয়কনা ও
 পরহকনা কানন না—'বর্জ্যে'ন দোহাই বিবা তাঁহারা নিম্নপক্ষেব বেবার
 আশ্রয়যোগ ও আন্তঃপ্রাণেব আশ্রয়ন কবেন না। বেবকল অকতিবাদ
 ব্যক্তি নজা নজা দিকবটে হুসিবেবা কবেন, তাঁহাদের কতই বৈষ্ণবগণ
 কততবনিং শ্রীকৃষ্ণেবের নির্দেশানুসারে লবণপ্রকার চেষ্টা কবিয়া থাকেন—
 তাঁহাদের কতই কৰোপার্জন কবেব, তাঁহাদিগের সর্গ্যের পরিচয়্য কবিয়া
 থাকেন। কাজেই আর্জেন্স ও বৈষ্ণবেব ব্যাবধানিক জীবনে আন্তঃ-উদ্বেগত
 আকার-পাতাল-ভেদ বর্ণনান। আর্জেন্স জীবন—হুসিবিষয়তাব পুটে, আর
 বৈষ্ণবেব জীবন—বিবিবেদ্য নমুত।

ঐ বিষ্ণুপায় ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ‘ভৈরবচর্চা’ লিখিয়াছেন,— কহে
ভক্তিপূত বজ্জে বিষয়ী, স্ত্রী-মহী (অর্থাতঃ বিষয় ও স্ত্রীলোক-সঙ্গে আনন্দি
আবাদেন), যাযাবার ও মস্তেক্যকোষে স্থিত-জনন এবং কর্মকর—এই চারি-
প্রকার ব্যক্তি কখনিমূখ। ইহাদের সহ দুখে পরিত্যাগ করিবে। তাহ
উদ্ভিত হইলে ভক্তি বাঢ় য়। যে পর্য্যন্ত ভাবেত উন্নত হয় নাই, সে লক্ষ্য
ভক্তিও বিরোধী নয় শাসিত্যাপ করা আবশ্যিক। ‘দ্বন্দ্ব’-পক্ষে অশেষ; কাটি
যতিবে অত্যন্ত ব্যতির সাহিত্য সে লক্ষ্যকর্ম হয়, তাহাকে ‘গল’ বলে না।
অন্তের সাহিত্যকে স্পৃহা কামিলে নয় হয়। কখনিমূখ ব্যক্তির সব নিত্য
কর্মধীর। তানেন্দনে পরিপূর্ণন-স্পৃহা কখনই কাম না। বৈরাগ্য ভক্তি-
কমিকারীর পক্ষে লোকপ হুৎল বহুপূর্ব্ব স্বর্জন করা গাই। বুদ্ধলতা বেঙ্গ
মন বংগতে ও বিশেষ উত্তাপে যিনই হয়, কখনিমূখতানে সেইজন্য ভক্তি-লতা
ত্রক হইয়া পড়ে। সুতরাং আর্য প্রকৃতির বহু কথা তালের ভক্তিবৃত্তির
সাধিকাঙ্ক বলিনে জীব্য বা তাহা হইতে বিবর্তন।

— जिनप्रतिपत्तौ त्रिपुलकितयनाय इति नाम महाशयः

श्री श्री मधुपूरी माहाशय

‘পুতী মধুপুতী’র কথা’ টীকা বৈকুণ্ঠনাথঃ লিখিত। তে কৃষ্ণ অতঃপাশি বসন্তঃ
 ম্যানেবালি তত্র বাসঃ কল্পবৃক্ষঃ। অত্র মধুপুতীপদেব ত্রিগুণাবলম্বপি
 তজ্জাহবুর্জৈবৎ। চক্রেবর্তিতজ্জাহবান্যঃ নকরঃ বসবঃ শ্রেষ্ঠঃ—সামসকীৰ্ত্তনঃ,
 ত্রয়বা ত্রিগুণবৈবৎ, ত্রিতাগবতাববৎ, নকরঃ নকরঃ, মধুপুতীপদেব বাবঃ
 এতেষু একত বিলম্বি অমুগ্ধবতে চক্রে তত্রিতঃপদেবতে নক্রে বহুঃসবৎ
 অশোকপদেব, বৈবৎ মধুপুতীপদেব অশোকপদেব মধুপুতীপদেব ত্রিগুণাবলম্বপি—
 ইত্য কল্পোহপি বসন্তঃ বহিঃসবৎ বসন্তে অবস্থিতঃ। অত্র মধুপুতীপদেবঃ
 নক্রেবর্তিতঃ তজ্জাহবান্যঃ কথ্যঃ। ত্রৈলোক্যবাসিতীৰ্থানাং দেবনাথ
 বর্তিতঃ হি বা। ‘সামসকীৰ্ত্তন’ শিৰ্ষস্থানাং পৰ্ণসাত্তাঃ।’

શાસ્ત્રન મર્ચન્ટોર્થવાર ચુકવડે મુજામલનઃ ।

ਫ਼ਤਵਾ: ਵਿਰੁਧਤਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਬੂਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਚ

आह्वय प्रकाशिकीकीर्ण: एलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम

किञ्चित् । अथ ह्येवमिति वाच्यं । ननु किञ्चित् ।

ন জীৰ্ণং মধুরামা হি ন সোমঃ কেশবাংশরঃ ।
 যোগাৎ লগ্নপুণীনাঙ্ক মধুহিমতলং বৃত্তম্ ॥
 পূৰ্ণং বর্ষবসন্তে শু বাবাণ্ডাকং বৎ ফলং ।
 তৎ কলং লভতে কৈব মধুবায়াং বর্ষেন হি ।
 (পূর্ণং বর্ষমহাশ্রুতু জীৰ্ণরাজেহু বৎ ফলং ।
 তৎ ফলং লভতে নৈরি মধুরামাং দিনে স্থিৎ) ।
 ন বাবতাকানীকাকী বা বাতা গলাকৃতোমতঃ হমৎ বা জীৰ্ণং ।
 লক্ষ্যপিত্তা বদু মধুবাভলেম বাহুতি বো পিত্তরঃ পিত্তদানম্ ।
 মধুবায়াং প্রভুর্কতি পুরীমাণাবধীদুশম্ ।
 যে বতা ক্ষেহপি বিত্তেবাং পাণ্ডর্যপিত্তিরিক্ততঃ ।
 শ্রীকৃতায়াং লবংব্রহ্ম বত্র জীততি লক্ষ্যং ।
 ফলজাবিনকীর্ষেতোহিবি কং বত্রং কিমু্যতে ॥
 ত্রুতিবুত্তিবিহীবা যে শৌচ্ছাবত্তিরিক্ততঃ ।
 যোগাৎ কালি পতির্নাতি তেবাং মধুপুণীহতিঃ ॥
 হরৌ দেবাং স্থিরাং কিত্তিহুঁবমী তেবু তৎকপা ।
 তদ্বাসেব হি বজ্রানাং মধুরায়াং ভরেহু্যতিঃ ।
 জীর্ষেটম পুংদেবাণি চক্ৰাব লবিটেন হি ।
 বত্র তত্র দৃত্তা দেবি মুক্তিং যান্তি ন চাতৰ্ণা ।
 কাশ্রাবিশ্রাব্যে ববি বক্তি শোকে ভানাজ হমো মধুইবব বতাঃ ।
 বা জম্বা শৌকীকৃতমুত্ৰাপট্টপূর্ণাং চকুঁদোখিববাতি হোক্তম্ ।
 কহিকীটিলতলাভা মধুবায়াং দৃত্তা হি যে ।
 কুলাং লভতি যে বৃক্ষায়েহপি বাক্তি শবাং বক্তিন্ ॥
 এণাল্যাগিত্তিকমিত্ত মধুহমং যোগি বক্যক ।
 অট্টালে বা মুক্তো দেবি বাধুং মুক্তিবাগুয়ুঃ ॥
 লক্ষ্যবীঃ লভবতাঃ পাবকাবুঁদনাপিতাঃ ।
 লক্ষ্যমুত্ৰানো যে । মাধুর হজিলোকথাঃ ।
 বতাং লভতঃ বৃশিষ্টেট ক্রমে পণবপুর্ককং ।
 লক্ষ্যজীষ্টপ্রবঃ বাক্তিবধুবায়া দবঃ কটিং ।
 ভাককং পালকং ভক্ত প্রকাংবোহুববাহতাঃ ।
 তাত্তিক'ল্লারতে মুক্তিঃ প্রোদক্তিক পালকং ।

কৃত্তিবৃত্তিহীন শৌচাচাৰ্য্যজ্ঞিত বাহাৰা এবং বাহাৰের অল্প পত্তি নাই, বধুপুত্ৰী আত্মকেন্দ্র পত্তি। হমিতে বাহাৰের অক্তি চিত্র ও বহিঃকৃশা বাহাদিগতে প্রচুর, সেই সব মন্তব্যেরই বধুপুত্ৰী পত্তি হয়। জীৰ্ণে, যুগে, উচ্চায় লি পথে যেখানে সেখানে সেই জীৰ্ণে বহিঃকৃশেই যুক্তি হয় ইত্যাদি অল্পবা নাই। কান্তাদি বাহা পুত্ৰীই পুথিবীতে আবেশ, কিন্তু তাহাৰের বাহা বধুপুত্ৰী বক্তা, যিনি যৌক্তিকত-বৃত্তি ও তাহা বাহা বাহা বধুপুত্ৰী বৃত্তি বিধায় কবেশ। কৃতিত্বই বক্তাদি সেক্ষেত্র বধুপুত্ৰী বহিঃকৃশেই বা স্থলপত্তিও বৃত্তি ও পত্তি বহিঃ পাত্ত করে। প্রণালীতে, ইষ্টকালমে, পত্তিমে, আকালে, বক্তে, অষ্টাদিকায় বৃত্তি ব্যক্তিও বধুপুত্ৰী বৃত্তি হয়। পত্তিমেই, পত্তিমেই, অষ্টাদিকায় বৃত্তি অষ্টাদিকালী শোক ও তাহা বহিঃকৃশা পত্তি হয়। যুগ্মিত বক্তাদিই বহিঃকৃশে, পত্তিমেই কৃত্তিবৃত্তি বধুপুত্ৰী বহিঃকৃশে বক্তাদি বহিঃকৃশেই হয়। তাহা ও পত্তিমেই বহিঃকৃশেই তাহাৰ অষ্টাদিকায় ; তাহাৰ বহিঃকৃশেই বৃত্তি, পত্তিমেই বহিঃকৃশেই হয়। অষ্টাদিকায় তাহাৰ অষ্টাদিকায় বহিঃকৃশেই বৃত্তি, বক্তে, কৃতিত্বই বহিঃকৃশে পত্তিমেই থাকে। বক্তাদি, উচ্চায় ও অষ্টাদিকায় অষ্টাদিকায় বধুপুত্ৰী পত্তি, অষ্টাদিকায় তাহাৰ অষ্টাদিকায় পত্তি। অষ্ট জীৰ্ণে বৃত্তিই বহিঃকৃশে, অষ্টাদিকায় প্রাৰ্থনীয় বহিঃকৃশে বধুপুত্ৰী পত্তি হয়। অষ্টাদিকায় বধুপুত্ৰী বক্তা ! বৈকৃণ্ঠ্যও প্রাৰ্থন্য, একদিন বাসেই যেখানে বহিঃকৃশে পত্তি হয়। অষ্টাদিকায় কান্তাদি বধুপুত্ৰী বধুপুত্ৰীই বহিঃকৃশেই। যে দেশে ! তাহাৰ বহিঃকৃশে পত্তি—তাহা বৈকৃণ্ঠ্যই বহিঃকৃশেই উচ্চায়।]

—**শ্রীহরেন্দ্রেন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি-এ (অনার্স)**

অধ্যাপক, লাক্ষ্মী বহাদিকাল

নবদ্বীপ (নদীয়া)।

কিসে প্রয়াস থাকিবে ?

'প্রয়াস' বলিতে অষ্টাদিকালিতা, কৃতিত্ব ও জীৰ্ণে-অষ্টাদিকায় বহিঃকৃশে যে বিধি প্রাৰ্থন্য, তাহাই বৃত্তি। তাহাৰ বাহাৰে যে যত্ন ও তাহা-পত্তি, তাহা কৃতিত্ব ও জীৰ্ণে-অষ্টাদিকায় প্রয়াস বহিঃকৃশে পত্তিমেই হয়। তাহা কৃতিত্বই উচ্চায় একাধা আত্মকৃশ।

তাহাৰ বহিঃকৃশেই মানবের জীবনবিধিও উচ্চায়নতাবৃত্তি বহিঃকৃশে পত্তিমেই থাকে। অষ্টাদিকায় তাহাৰ অষ্টাদিকায় আত্মকৃশে বহিঃকৃশেই এই বহিঃকৃশেই কান্তাদি বহিঃকৃশেই। তাহাৰ বহিঃকৃশেই একাধা বহিঃকৃশেই হয় নাই। তাহাৰ কৃতিত্ব ও জীৰ্ণে-অষ্টাদিকায় বহিঃকৃশেই হয় নাই।

বীহাদেবের সাহিত্যিক প্রবৃত্তি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে জাতি-প্রবাসী । তাঁহাদের দ্বারা ভক্তিযোগীত সজ্জার পান না । বিজ্ঞানকে অধিকৃত নইয়া জাতিবর্ণাদির প্রবাস-পুত্র ভাবনাগীতী কথককি ক'তক কল্পিতে মগ্ন । অষ্টম-দশমাব্দির প্রয়াসও অক্ষির অন্তরায় । অগবন্তাশ্রমই তক্ষির মূল । সাধ ক ল'গী অসিহ—এই বচন বিখ্যাতের অত্যন্তসিদ্ধ যে কিছু কালনা অল্প প্রয়াস-রাশ্রী ত'কনু'কিবে মর্ষ করিয়া দেখে । নির্বেদ-ব্রহ্মজ্ঞানী য়ে প্রচার, তাহা তক্ষি রসে, ত'কির অধিবব বাত্রে । ত'কি একলে অ'বিত্য উপাত-করণে পুত্রীত র । ত'কির মিহে যীকৃত মা ব'করার তাহাদের প্রয়াসমূল সাধারকট, বৈদ্য-বিদ্যালয়িক । তবে সেখানে ত'কিই প্রবলা সেখানে কিছু কিছু জাতির তার থাকিলেও ত'কা আসমিত্রা ত'কি, তাহা জমে সাধু-গুর উপনেলে ত'কি ত'কিতে ব'বিত্ত নইতে পারে । তবে জাতির প্রয়াসমূল জাগরা কবিলে প্রত'কিব প্রাণের আশা হুগাণ্য মাক । ত'কপন জাতির প্রবাব ত্যাগ করিবা ত'কিনত'কিতে ত'কসংপ্রের লাভ ক'রিবা থাকেন,—

‘জায়ে অগবিত্তপাক রমক এর

বীহাদি লুপ্তকিতে ভবনীসজ্জায ।

যায়ে বিকট ক্রতিনতাং ত'কব'বনো'কি-

প্রায়োহিত'জিহোংগালি তৈত্তিলোকায়' (শ্রীতাঃ ১০।১৮০)

নির্বেদ-ব্রহ্মবিজ্ঞান জাতিবৈধে অল্পপূর্ণজনে দুব ক'রিয়া যে ত'কপন সাধুপ্রবণিলিত ত'কসংকর্ষা আবদ ক'বেন ত'ক কারননো'কো সাধুগবে দিত নইবা জীবক-যাত্রা নির্বাহ ক'বেন, জিহোংগের মসো অগবাস্ হুর্জিত নইবাও তাঁহাদের দিকটী অ'বিত্ত নইয়া থাকেন ।

অগবাস্ অ'বিত্ত ব'করাব কর্ণজার-প্রয়াসহীন ত'কপনকর্ষক বিজিত কইয়াছেন—ইহাই জাতির ব'হিমা । ত'কি কেবল ত'কিরাবাই প্রায় ।

লাহে-জাক-ব'কিব প্রচার বিশেষভাবে অ'বিত্ত ব'করাহা । বিজ্ঞ ত'ক-সেবার ক'ত যে প্রচার, তাহা ব'কিতো'কারে আবৃত্ত নইবা'ধে । শ্রীস ত'কুব ত'কিবিমোদ বলিরাছেন,—

যে কর্ণ ক'বিলে এর ত'কিত উপার ।

সে কর্ণ জীবদযাত্রা-বিজী'ধে আবাস ।

—শ্রীপঞ্চেন্দ্রমোচনদাস ভট্টাচার্য

জড়শা স্মরুপসাধনার প্রতিবন্ধক

[illegible]

ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ: ଶ୍ରୀ ବିନୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି

শ্রীক: অক্ষাংশবিক্রমে: ১১° ১০' ০০" উঃ, দ্রাঘিমাংশ: ৮৮° ০০' ০০" পূঃ

[illegible]

১৪৪৪ ডেল্টা-১৬৬৬ গ্রুপেড জোড়: ১ (১৪: ৩৩৬)

যদিও পঞ্চদশ শতাব্দীতেই (খ্রিঃ) অর্থাৎ পালশব্দ প্রচলিত হইয়াছিল, সেবাস্ত পঞ্চদশ শতাব্দী, হেহু, আকীম-বুজানর বিবরণে আশঙ্ক্য কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের বিবরণে পাত, পুস্তা-প্রাপ্তির ক্ষেত্র আকাঙ্ক্ষা, কবলগর, ত্রিভুজ এবং পুনঃপ্রাপ্তির উল্লিখিত হইয়াছে, পুনঃপ্রাপ্তির ক্ষেত্র আকাঙ্ক্ষা এবং পুস্তা-প্রাপ্তির ক্ষেত্র আকাঙ্ক্ষা এই প্রকারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষা, অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা তাহাদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

ଅବିକାସକ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁଦେ କହେ, ଆଶିଷେ ମାୟା ବିବେକେ କର କରକର କର
ବିବେକେ ହେଲେ ମାୟା । ଏହି ଶ୍ରୀକାବ୍ୟ କହେ, ଶବ୍ଦ, ଚିନ୍ତାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟତା ବହେବାଓ ଆତ୍ମା-
ମାନ ମାୟାକ ଅବିକାସକ୍ତର ଉପାୟ କାର । ତାହା କୌଣସି ନର ଉପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉ
କରେ କର ।

[illegible]

*नदिनाकावदिनावेनासाधितेनाकवउत्पुठ।

सैनिक: नरु व गुरुशि विद्या सप्तमसमर कव १३ ११

¹अथदोषा अत्रौक्तः सः साधनाकाराणि तदुक्तेभ्यः ।

। अथर्वविदः । पूर्वाः सूक्तविदः । अथर्वविदः ।

একই বস্তু উদ্ভাবন করা গেল। ইংরেজ বিজ্ঞানজ্ঞান লাভ হয় না।
এই দুইটিই বস্তুই লাভ। ইংরেজ: বিজ্ঞানজ্ঞান লাভ — কল্যাণলাভ-লাভই
একই বস্তু। কল্যাণলাভের যেখানে আশা হয়, তাইই আশা।

মাতা বাড়াইতে বাড়াইতে বড়কের হাবস্বরূপ আশাবারা আত্মবিশ্বাসকে
চরম বতি করে, তাহাদের পতন অবশ্যজ্ঞাবী ।

‘বহুভেদবিশিষ্টক বিমুক্তমানস-

স্বভাস্ত্রাচারবিভক্তমনঃ ।

অজিত কাকুণ পঞ্চ পদং ভুতঃ

পতন্ত্যাহং কদাচুতমুদবল্লভঃ ॥’

ঐক্য-সেবার আদ্যেব চিত্ত অর্পিত হইয়াছে, তাঁহারা নিঃসংশয়তর্পণ-
মূলে কোন পার্থিব বস্তুর আর্থনা করেন না, তাঁহাদের চিত্ত সর্বত্রই কৃষ্ণজিহ্ব-
হৃদবিবাহের জল ব্যস্ত । তাঁহারা কালতিক বিষয়ের সু-ধারণা ও সু-ধারণা
কোথাটাই প্রার্থনা করেন না, তাঁহারা পাণ-পুণ্যের অশীত বস্ত্র । তাঁহারা
বলেব,—

‘য যমঃ য জনঃ য হৃদয়ীঃ

কবিতাং বা জননীম ভাষয়ে ।

যং জ্ঞানসি জননীমত্রে

কবিতাত্ত্বিকবৈহৃদী কবি ॥’

হে জননীশ, আমি বল, জন বা জননী কবিতা, কামবা কবি না, আমি
এইবার কামবা কবি হে, তুমি তুমি তোমাকে আমার হৃদয়তী তুলি
হউক ।

কিন্তু যথা-প্রসীদ্ধিত ভীষ কামনা-পটিক্তি কবিতার জল ককতলব বাহ
বিদ্যা কামনাত্ত্বিকাতী আশিস্বাচীক দেবদেবীর বেলাকেই বড় বড়ের ।

‘কঃ নৈষ্টৌত্তর্যজ্ঞায়াঃ প্রপত্তেহুত্তমোবতা ।

তাং তঃ নিরমোক্তাব প্রজ্ঞাতা নিব এতঃ সবা ॥’

আর্জাবি ব্যক্তিগণ কদাচ-শূত হইয়া আসার প্রতি তুলি আচরণ হবে ।
বৈকাল পর্যায়ে তাহাদের কামরূপ কদাচ বিগত না হয়, বৈকালে পর্যায়ে
অজারতা বহির্গত । তাহী হইয়াও যাহারা আসার বস্ত্রকে আশ্রয় করে,
তাহারা বহির্গততাকে আশ্রয় হবে না । আমি অতি বচনবলেব মধ্যে
তাহাদের কামবে হুত কবি । কিন্তু তাহারা আমা হইতে বহির্গততঃ কাম
রাগা হস্তজবে হইয়া পীত ফুল ফললাভের মত বেই সেই কামাক্ষমতা
দেবকামিণের উপালনা করে, তাহারা বিতর্কবস্ত্র আসাকে কালবারে না ।

যেকোনো তারিখের ব ব তারিখের প্রকৃতির নানা চাষিত হইয়া তারিখের সেই সেই ফল বিক্রয় পাণ্ডা করি; তৎকালীন সেবারদলকে উপলব্ধি করে।

অতএব আপা বিচক্ষণ না করিলে আমদের কলহযোগ্য অবস্থার
না। এই প্রিন্সিপালিটীটী দুই এর দ্বি-রক্ষণ ও রক্ষণ গানের দ্বারা আদ্যের
আত্মনামের বিরুদ্ধে দ্বি-রক্ষণ ও রক্ষণ গানের দ্বারা আদ্যের—

ਅੰਤਿਮ-ਸਦਨ ਖੁਲੇ ਖੁਲੇ ਆਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ।

(बसुमती (नमस्ते))

କାହିଁ କ'ଣେ ଏଠି ଆସିବେ 'ଆନ୍ଧାର ଗୁମର କାହିଁ ଯେ'

('निष्ठा' क' क' क')

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ-ସୋ-କ-ସା-କ-କା-କି” ହ-ଅନ୍ୟାନ୍ୟ-କା-କି” କେ ।

(कक्षा परीक्षा में)

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶାଳା ଘାଟି ଲାଗି ସାମୟିକ ଗ୍ରାହଣ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ

(१) न्यायपालिकाको क्षेत्र, प्रभाव तथा शक्ति

আমার শেষ রাই, বাক্ত আপা কর্ণা বান, আপা ততই বর্জিত হয়েচে থাকে। অতঃপর কোসদিন মেটে রা, তাই ঐল তক্তিবিরোধ ঐক্য লক্ষ্য ন নব্বল জামার আমায়েন এই পারিটর রাবা লিখা দিরাহের তারি অচবাবর করিলে বিশেষকরে উল্লিখিত করিত যে, জড়ালারাগা তুর্কিত হইলে খ্রীষ্টসম্প্রদায় লাভ হইবে না ; অতএব "জড়ালার মুখে রাই প্রদান করিতে হইবে।" জড়ালার মুখে রাই প্রদান করতঃ খ্রীষ্টসম্প্রদায় আমায়েন করিলে নব্বল আমায়েন প্রসন্নহল খ্রীষ্টসম্প্রদায়ের সেবাদম্পদ লাভ হইবে। অতএব "রাই হ'লে রাই তাই আপায়ে মুখে রাই মে।"

— शिवभक्तजन विद्यानिधि, दि. १०

ଆନନ୍ଦ-ମେହରାଣୀ ଅମ୍ବୁର

[illegible]

গণন ইত্যাদি বহু কথাও শাস্ত্রাদিতে শুনা যায়। কিন্তু সর্বত্রই যে কোন অদ্ভুত প্রাণীকে লক্ষ্য করিয়াই একুপ নাম প্রদান করা হইয়াছে, তাহা নহে।

বেদ-বেদান্ত-ভাগবত গীতা-পুরাণাদি শাস্ত্রপাঠে আমরা জানিতে পারি, —মুখ্য-জাতির মধ্যে যেসকল ব্যক্তি জগৎপিতা, জগৎপ্রাণ, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, হরি, নারায়ণ বা বিষ্ণুর ও তদীয় পার্শ্বদগণের আনুগত্য বা সেবা করেন, তাহাদিগকে দেবতা, দিব্যহরি, সাধু-গুরু, বৈষ্ণব, মহাজন প্রভৃতি নামে, আর যাহারা শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বা সেবা করে না, পরন্তু তাহাদের হিংসা, নিন্দা বা বিরোধাচরণ করে, তাহাদিগকে অসুর, দৈত্য, দানবাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ‘অসুর’ শব্দের অর্থ দৈত্য—সুরবিরোধী, আর ‘সুর’ শব্দের অর্থ—দেব, স্বধী। দেব-শব্দে—বিষ্ণু, দেবতা প্রভৃতি বুঝায়; সুরাং ‘অসুর-দৈত্য’—শব্দে বিষ্ণু-গুরু-বৈষ্ণব-সাধু-দেব-সজ্জন-বিরোধীকে বুঝায়। বেদ ও বেদান্ত শাস্ত্রাদি ইহাই তারতম্যে কীর্তন করিয়াছেন।

“তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়ঃ”

অর্থাৎ দেবগণ সর্বক্ষণ বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করেন। (উপনিষদ্)

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।

বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ এই লোকে দৈব ও আসুরভেদে দুইপ্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণু-ভক্তগণ দৈব এবং যাহারা বিষ্ণু বিরোধী, তাহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ আসুর-স্বভাব।

পূর্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ।

বেদ-ধর্ম্য করি’ করে বিষ্ণুর পূজন॥

কৃষ্ণ নাহি মানে, তা’তে দৈত্য করি’ মানি।

চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তা’রে জানি ॥

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।

সর্বোত্তম হইলেও তা’রে অসুরে গণন ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৮।৭-৮, ১২)

অসুর-স্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।

লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৩।৮৯)

অন্তরে কিছু গমন করিয়া পরীষে ।
 বিহু বাহে বাক কবে অস্তুর-বঃকরে ।
 আহুত-কর্মে এই অস্তুর-বারম ।
 যে লাগি অবতার, কহি যে মূল কারণ ।

(চৈঃ ৪ঃ আদি ভাঃ ১৩-১৪)

এই অস্তুর, দৈত্যা, বায়বগণের যত্নে কিছুকাল, তাহাদের স্বর্গে কি,
 কার্য কি, কাহারো কিছুকাল গতি লাভ করে এসব ভিন্নে সর্বজনমাত্র
 সীমত্ববক্ষীতা-লাভে স্পষ্টভাবে এইজন্য বর্ণনা করিবারে,—

যৌ কুঃস্বর্ণৈঃ সোমহুশ্বিনু দৈব আহব এক ॥
 দৈবো বিজ্ঞানঃ প্রোক্ত আহুতঃ পার্শ্ব য়ে শূন্য ।
 প্রকৃতিক নিবৃত্তিক কনা য বিহুতুয়া ।
 ন শৌচঃ বাপি ষাচালো ন যন্তঃ শুভু বিজ্ঞেয় ।
 অস্তুরাযন্তিষ্ঠেতঃ সপরাহবনীযকম্ ।
 অগ্নয়ন্তঃসমুতঃ কিমন্তঃ বারহেতুসম্ ।
 একাদ দুরীষধৈস্তা মহীজয়োনীহবুজঃ ।
 প্রঃস্বাত্তকপ্যাণঃ কবার কগতোদ্ধিতাঃ ।
 কামযাত্রিতাঃ স্পৃহঃ সন্তানবহোমিতাঃ ।
 যোহাঃসুপ্তীকীঃসুপ্তাঃ প্রঃস্বাত্তকপ্যাণঃ ।
 চিত্তমেগবিমেগিক প্রলম্বাঃসুপ্তাঃ ।
 কামোপতোপুপতমঃ একাদবিত্তি নিমিত্তাঃ ।
 আশাশান্তিভক্তাঃ কামোজ্ঞানবহাঃ ।
 উত্তমঃ কামতোপার্শ্ববজ্রাঃসেবার্শ্ববজ্রাঃ ।
 ইনমদ্য বরা লক্শনঃ প্রঃস্বাত্তাঃ মহোপম্ ।
 ইনমদ্যবহাঃ য়ে কবিত্তি শূন্যম্ ।
 অমৌ বরা হুতঃ স্বত্ববিত্তি চাপমানপি ।
 উত্তমঃ ইনমদ্য বোদী বিজ্ঞানঃ সন্তানবহু ।
 আশোহিত্তিকনগামিঃ কোহিত্তিকনগামিঃ ।
 বক্তাঃ হুতামি বোহিত্তি ইত্যজ্ঞানবিবোহিত্য ।

ଅନୁକଟିଷ୍ଠାଦିଆଦା ଦୋହଜାଲମହାବୃତ୍ତାଃ ।
 ଏକକ୍ଷ୍ମା କାରାତୋରେଷୁ ନକଟିଷ୍ଠି ନରଃକହଃତୌ ।
 ଶ୍ରୀହୁମତାଦିତାଃ କ୍ରମଃ ଧନମାତ୍ରଦାୟିକାଃ ।
 ସତ୍ୟେନ ନାସରୈଃକେ ଦକ୍ଷେନାସିରିମୂର୍ଖକମ୍ବ
 ଅହଃକରବ ଏନାଃ ଚର୍ମା କାମଃ କ୍ଷୋବକ ମଂସିତାଃ ।
 ମହାଜ୍ଞମଧ୍ୟେଷୁ ଅସିଦ୍ଧେଷାଃ ଶତାହରକଟିବ
 ତାଳହଃ ଶିବକଃ କୁମାବ୍ ଅମୋହେଷୁ ନୟାବରାନ୍ ।
 କ୍ଷିପାମାକଥମଶ୍ଚ ଛାନ୍ଦାହରୀଃସ୍ତେ ଯୋଗିନ୍ୟୁଃ ।
 ଆହରୀଃ । ସାନିଷ୍ଠାମନା ସୁଦ୍ରଃ ଅଶ୍ବମ କଥାମି ।
 ଶାମଜାଟିମାତ୍ର କୌଶେବଃ । ସତ୍ୟେ ଆହୁତମାତ୍ର ମତି

(31 56 8-4-)

অর্থাৎ ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনাৎ বলিষ্ঠত্বেন। ইতি পার্থ। এই অঙ্কে
 দুই প্রকার ভূত বটে—অর্থাৎ বৈদ্য ও আতুর। বৈদ্যসম্প্রদায়ের আশ্রি
 ভোগকে বিশেষরূপে বলিয়াছি। এক্ষণে আতুর-সম্প্রদায় বলিতেছি অংশ কর।
 অতুর-সংসার ব্যক্তিগণ প্রকৃষ্টি-মিতুষ্টিরূপে একেবারে ভাঙে না। শৌচ আশ্রয়,
 ও পক্ষা আশ্রয়ের বিষয়ে আতুর কর না। অতুর-সংসার পণ্ডিতবাই
 ভগবৎকে আরও, আশ্রয়হীন ও অসহ্য বলিয়া থাকে। তাহাদের সিদ্ধান্ত
 এই যে কার্যকাণ্ডের লক্ষ্যের স্বয়ং বিঘ্নগঠন কারণ নয় অর্থাৎ কাবল
 মূল কার্যাবল্যে আর বীজের প্রয়োজনীয়তা নাই। যদি কেহ উদয় বলিয়া
 রাখেন, তবে তিনি ভয়ংকর হইয়া পড়ি করিয়াছেন,—আতুরের
 উপাধিভার বোঝা সহ্যের।

এই প্রকার চিত্তাক্রান্ত অবস্থার জনিত আত্মতত্ত্ববোধ, অনবুদ্বিত ও উচ্চ-
 কৰ্ম্ম আত্মতত্ত্ববোধবিধিই নীতিবদ্ধ কৰ্ম্মকৃত-কার্য্যে প্রত্যেক মানব ব্যক্তি
 যত্নের অর্থ্যক্য হুয়ে পতিপূর্ণ আনন্দে প্রাপ্ত হইতে পারে, যার ও মনুষ্য
 সেই পুরুষের অতীত কার্য্যে উন্নীত হইয়া। (মানবত্বঃ অনবুদ্বিতঃ প্রকৃত
 হইয়া।) তাহারা প্রেম-শক্তি-ব্যাপ্তি অবস্থার চিত্তাক্রান্ত আশ্রয় হইতে
 কবে উৎকৃষ্টতাকে পূর্ণতা প্রাপ্তি কার্য্য জনিত নিশ্চিততায় প্রাপ্ত। পত
 পত আশ্রয়-পথে প্রাপ্ত, কাম ও প্রেম-মাত্রা অধিক হইলেই নীতিবদ্ধ অত্যা-
 দ্বয়ে কাম-প্রেমের অর্থ্য নষ্ট হয়।

তাহার রাস কাম—অন্ত আরি রস লাভ করিলাম, এই সম্বোধন
আবার পিত্ত হইল, আবার এই আবার ও পুনরায় আবার এই রস লাভ
হইল; এই মন্ত্রটুকু মার্শ করিলাম এবং অত্যন্ত শত্ৰুপন্থকেও মিত্র মান
করিব; আমি উপরে, আমিই নিক, আমিই সুখী, আমিই আজ অর্ধাৎ
বরী, আমিই কুলীর, আমার জার আর কে আবার আমি দাপ করিব,
রাম করিব ও গৌরবাক্তি আনন্দ প্রাপ্ত করিব’,—অজ্ঞান-মিথ্যাবাদি হইয়া
জাহাঙ্গী এইরূপ মাল। অনেক জিহবার বিস্ময়-চিত্ত ও মোহমাল-কারা
আকৃত হইয়া কাকাদ্বায়ে প্রেরণিত ঐ পুস্তকখানি আশাষ ঐকতরপাদি
অকৃত মনকে পতিত হইল।

সেই অস্তর স্বাক্ষরলব্ধ, অস্তর ও মন-মান-বদ্যিত পুস্তকপন অবিরণপূর্ণক
কল্পের পতিত লাব্য মাত্র যাক্ষর খণ্ডি বক্তন কাই। তাহাও অকৃত্য,
মল, মল, কাম ও ক্ষোভের মলীভূত হইয়া খীর দেহ ও পদাদাহ অব্যক্ত
পদ্যবদ-পদ্য আশাক শেষ কাম এবং যাক্ষরলব্ধ গ্রাম দেহ আশাক
কঃ। সেই খিহনী, কুর অর্থাৎ বিদ্য ও পরজ্ঞানী মনোময়িনাক আমি
(ঐকত) এই বসোর জাহাঙ্গী অস্তর আশ্বী-বোদ্যিত মলীভূত কেশন কবি
অর্থাৎ তাহাদের বক্তব্যকরিত জিহবার মাত্র তাহাদের আশ্বর-কাম ক্রমশঃই
বুঝি পাৰ। আশ্বী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মনকল কাম কাম আশ্বর
(ঐকত) মাত্র করিতে অস্তর হই এবং তাহা হইতক অস্তর পতি
লাভ কাই।

অস্তর মকালই ঐকতমবদ্যীতা শাহাক মাত্র করি; সুতরাং খিহনী
অস্তরমকালকাল অস্তরই আশ্বী মকাল আশ্বর কতিত বাবা হইয়া
লাভের কথা প্রত্যেক মল করিল রহস্যই আশ্বর মিত্র হইয়া এই
জিহবার যদি আশ্বী মিত্র উপনি-কত মলীভূতের সের মল্লর কগাক্ত
মল্লরমিত্র বক্তব্য, বিজ্ঞান-অজ্ঞান কতিত, মিত্র-বাক্য, কাব্যকলাপ বিকতিত
জিহবার কবিয়া। বহি, তার আলোক-বিজ্ঞানের মকাল হইতক আশ্বর
উপনি-কিত বিষয় হইবে। (ক্রমশঃ)

—ঐকতমবদ্যীতা জাহাঙ্গী, বি এ

অনর্থ নিবৃত্তির প্রস্তুତ সরণি

অশ্লীল-বহির্ভূত জীবকলাক প্রকাশনার্থে বিশেষায়িত করিয়া তাৎক্ষণিক
করিবার জন্য ভাষাস্বামী যেন্দ্যব পণ্ডিত অশ্লীল-অশ্লীলি বারহাব করিয়া
পাঠকর তাহের বাহ্য কায়, ক্রীড়া, লোক, বোহ, বদ, বাৎসর্য্যিহি হিপুট্টকই
প্রকার ও প্রকার শক্তিহর । এই বহুদেব নিপটরাগাই আচার্য্যের জীবকলাক
ভবক, লোকোত্তে আশ্রয় করিয়া বাগবন । মাধ্যম বৃত্তিশক্তিহর করিয়া বাগবন
'বুদ্ধি দেহি' বলিয়া আশ্রয়ণের শিকট প্রবেশ হইয়া । তার ভাষাচার্য্য
ঐক্যর বহির্ভবনর জার মহাত্মারাজের প্রতাপ করিবার অকিপ্রায়ে লম্বার
কবরে ভ্রম হরিরাই তাৎক্ষণিক জীবকলাক প্রকাশ করিয়াই অভিনয়পূর্ব্বক
অশ্লীল্য নিষেধ জীবকলাক শিষ্টর প্রাপ্ত করিয়া লগাত কলহভুক্তর অধিষ্টিয়া
মহাত্মকির বিজয়-মার্গাই বোবণা করিয়া থাকে । যেহেতু পদ পদ্যে বাহ্য
শিষ্টে পরাধিকত হইয়া আশ্রয়বর্ণন করিতে পারা নাই পাঠক, ঐক্যর
ভাষার ব্যবহার সুসুতর জীবকলাক প্রাপ্ত হইয়া করে তা—এই শিষ্টার করিবার
অভিপ্রায়েই হরিদাসের ভাষা পদপাঠ হইয়া পরাক্রিয়া ভাষাস্বামী
বলিয়াছেন—

“তারে রাগী করে, তাঁ'রে করি' বদভার ।

‘আমি রাগী’ করি' এ আইলাক পটীকা ভাষার ।

অশ্লীলি ভীত আমি বগার বাহির্ভূ ।

ক্রীড়ার ভাষার আমি পণ্ডিত নাহি পূর

মহাত্মারাজ তুহি,—ভাষার কর্মার ।

ভাষার কলহ-কৌতুক-প্রাণ ।

ভিক্ত বুদ্ধ হইল, তাঁহ কলহের লোভ ।

‘বুদ্ধ-ঐক্যবিশি’ কলা করে আচার্য্য ।

• • • • •

কলহের বাহ্য ভূমি ভাষার কর বক্তা ।

আর্য্যের ভাষাও বোহ এই প্রেরণতা ।”

(ইষ্টে ৫৫ অধ্যায়)

কলহের বাহ্যবর্ণের প্রাণ করিবার লগে রং-ভাষাস্বামীও ভাষার অশ্লীল
পদ লইয়া শাস্ত্রের কলহকির দ্বিতী পটীকা করিবার জন্য পূর পূর আশ্রয়

কিননা থাকে। ও আক্রমণ সাফল্যকালে না হইলেও অনর্থযুক্ত প্রার্থনাই
আনিয়া উপকিষ্ট হয়। অনর্থবিবৃতি না বহুনা পদ্যে এ বিধের থাকিনেই।
কখনও কায়, কখনও ক্রোধ, কখনও লোভ, কখনও বাহ, কখনও দম,
কখনও রাগনরাগ মানসঃ কতই না বিজ্ঞাপিকা। নবাত। এদের ছাড়া কে
বিস্তার না লাভের। পদ্যে কথাকথিত রাগনা প্রেমের কোনই আশা নাই।
কথাকথিত এই বসন্ত মনরানি বিবৃতি বহুবার অনেক পারের কথা। তুঃগাঃ
তাৎপারেন বিকট আত্মনগর্পক ক্রিয়াল ভিত্তিতে শুদ্ধির পদ ক্রম হইয়া বেল।
তবে উনার ক্রি। প্রেমের নাত নোক বিজ্ঞান পাঠনাহ পদ—এদের মন
কিননা কিংকরিন মইবান উপান নতিতলাবন চরিত্রানরাশন বিকটই আননা
কানিতে পারি, অতঃ ইহান কোনও সমাধাই নাই। তাৎপারেন বিকট
আমরা অনৈমেন নাই, এই বসন্ত ক্রিয়ানি ক্রমেই দূরিত হয় না। রিম্বারিত,
অবশেষ, সৌভাগ্য আদি নবাতগর্পকিব অতঃ পঞ্জিখালী বইনা ও ইহায়েন
বিকট আত্মনগর্পন করিতে নাকি বইয়াছেন। ইহায়েন তেটাই সমস্তই
উল্টায়েন। ইহায়েন পদ্য মন পদ্য। এই বসন্ত বিজ্ঞান রাগনরাগ
পদ্য অবশ্য আনোহপদ্য হুং পনিয়াগ করিনা বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষবক্ত-কৌতুক
অপাণ্ডিত পদ—আত্মন কখনও কখনও কখনও কখনও কখনও কখনও
অনোহপদ্যই ক্রি। কবিনায়েন। আত্মন প্রিয় ক্রিয়ানি নাকি নাকি
হিতার্থে ক্রিয়ায় অনাকি কখনও এই বসন্ত বিবৃতি বসন্তে বিকট পদ্য প্রেমের
কবিনায়েন। নথ—

‘কায় ক্রোধ লোভ মোহ, মন মৎসরকা নহ

কীর্ষের জীনসংগে বসি’।

অশান্তি-মজু ফাঁদে, পদ্বিনের বসন্ত ন’শে,

এই পদ্য কনে কনাকি ৪

অন ক্রিয় বন নাকি ন’শে।

এই বসন্ত বাটখাড়, অতিমহা ক্রিয়ানর,

অন ক্রিয় কনে কনাকি ৪

অন ক্রিয় না কবিনা, নৈমিত্তিক নাকি লোভ,

কুকাবিনা কাকে উল্টান।

অন ক্রিয় নৈমিত্তিক, ক্রিয় ক্রিয় বিবৃতি

অতি কনে উল্টান কনাকি ৪

বাটপাড় ছয়জন, অসচেষ্টা-জুগণ,
দিয়া গলে করিল বন্ধন ।

প্রাণবায়ুগত প্রায় রূপ-রঘুনাথ হায়,
কর ভক্তিবিনোদে রক্ষণ ॥”

সমস্ত মহাজ্ঞানই রিপুর উৎপাত হইতে উদ্ধার হওয়ার একই পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। শরণাগতির পথের পথিকদের একই সুর। এখানে সবারই ঐক্য আছে। ‘যত মত তত পথ’-বাদীদের বিভিন্ন বেসুরো-ঝঙ্কার এখানে নাই। এখানে পন্থা খুঁজিতে আসিয়া বহুরূপের প্রদর্শনী দেখিয়া মাথাথারাপ হইয়া যাওয়ার কোনই ভয় নাই। ব্যাসদেবের যে সুরের ঝঙ্কার, শ্রীকৃপেরও সেই ঝঙ্কার, শ্রীনরোত্তমেরও সেই ঝঙ্কার, আবার ঠাকুর ভক্তিবিনোদেরও সেই একই ঝঙ্কার। শ্রীকৃপের যে ধারা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সেই একই ধারা। ভক্তিবিনোদ-ধারায় স্নাত ভাগ্যবান-জীবকুল চমৎকৃত হইয়া শ্রবণ-যুগলে পান করেন ঠাকুর নরোত্তমের সেই সুরের ঝঙ্কার—যাহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সুরের ঝঙ্কারের সঙ্গে সমভাবে ঐক্যতানে বাজিতেছে।

রিপু-উৎপীড়িত জীবকুলকে পরম অভয় দিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

‘কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গে ।
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধত্যাগ সদা দিবা,
লোভমোহ এই ত কখন ।

ছয় রিপু সদা হীন, করিবে মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥

আপনি পলাবে সব, গুনিয়া গোবিন্দ-রব,
সিংহরবে যেন করিগণ ।

সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দসুখ পাবে
যার হয় একান্ত ভজন ॥” (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীরসিকরঞ্জনদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ

গৌড়ীয়ের দ্বাবিংশ-বর্ষ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা দ্বাবিংশ-বর্ষে শুভ পদার্পণ করিলেন। শ্রীগুরু-গৌড়ীয়ের তিরোধান-লীলার এক বর্ষকাল অতিক্রান্ত হইল। তদীয় বিরহ-কাতর সেবকগণ এই সময়টুকু “ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ” (ভাঃ ১০।১৯।১৬)—বিচারে অতিকষ্টে অতিবাহিত করিয়াছেন; অপরপক্ষে গুরুভোগী ও গুরুত্যাগি-সম্প্রদায় আজ ‘যখন যেরদিকে বয়’ নীতির অনুসরণে স্তুবিধাবাদের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক স্ব-স্ব প্রাধান্য স্থাপনে প্রয়াসী। গুরু-গৌড়ীয় ভোগী ও ত্যাগি-কুলের এই পদ্বানীতি স্বীয় অপ্রাকৃত জগৎ হইতে লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই প্রমাদ গণিতেছেন। শ্রীগুরুতত্ত্বে সন্ধিহান ও অবিশ্বাসী শিষ্যাভিমানী “বড় আমি ও ভাল আমি” সাজিয়া আজ গুরু-সেবৈকনিষ্ঠ ভক্ত-বৃন্দের অন্তর-নিষ্ঠা ও সেবাবৃত্তি যাচাই করিতে ব্যস্ত! তাঁহারা শ্রীগুরুদেবের অপ্রাকৃত শিক্ষা ও বাণীর অনুসরণ না করিয়া অবৈধ অনুকরণে পরস্পর প্রতি-যোগিতা প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাকেই তাঁহারা গুরুসেবা ও ভজন-চাতুর্য্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের “বজ্রাদপি কঠোরাগি মৃদুনি কুসুমাদপি”—অতিমর্ত্য্য দিব্য-জীবন-দর্শন ও বাণীই আজ এই ছঃসময় ও ছুদ্দিনে আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তিনি পরজগৎ হইতে কঠোর নির্দেশ দ্বারা নিশ্চয়ই আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি সংশোধনপূর্বক নাস্তিক্য-মতবাদ-দূষিত এই অনিত্য জগৎ হইতে উদ্ধার করিবেন। আজিকার দিনে তাঁহার শুভেচ্ছা ও শুভাশীর্বাদই আমাদের একমাত্র সহায়, সম্বল ও সাহুনা। অত্যাভিলাষ ও ভোগবাদে পরিপূর্ণ এই বিশ্বের কখনই শ্রীগুরু-ভগবানের নির্দিষ্ট পন্থা—বাস্তব-সত্যধর্ম্ম আশ্রয় না করিলে নিস্তার নাই। অনাশ্রিত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা নাই—নিরীশ্বর যুক্তি-তর্কই সাধককে বিপথগামী করে। “তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং” (২।১।১১)—ব্রহ্মসূত্রে তাহাই বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। “আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ”—ইহাই শ্রীগুরুবানুগত্য ও বিরোধিতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। শ্রীগুরুদেব মর্ত্য্যমানব-চক্ষুর অন্তরালে থাকিলে তাঁহার অনন্তিত্ব বা অকুপা প্রমাণিত হয় না। যাহারা ঐক্লপ বিরোধী চিন্তা ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত তাহারাও নূনাধিক নাস্তিক-পর্য্যায়ভুক্ত। গুরুতত্ত্বে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধাই ইহার মূল কারণ। যাহারা শ্রীগুরুদেবকে কর্ম্মফলবাধ্য জীববিশেষ ও ভোগের জনক বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাঁহারা বঞ্চিত ও গুরুতত্ত্বে হইতে শতযোজন দূরে অবস্থিত।

“শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী”—এই বাণী আজ অবহেলিত ও অবজ্ঞাত। তজ্জন্তু বিশ্বের শিক্ষা-পরিস্থিতি এক অদ্ভুত পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। পাশ্চাত্য নিরীশ্বর শিক্ষা-ব্যবস্থাই আজ স্তূৰ্ণ সামাজিক পরিবেশকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। লঘু-গুরু জ্ঞান যথায় বিনষ্ট হইয়াছে, তথায় কোন কিছু শুভ আশা করা বৃথা। যে শিক্ষাদ্বারা শিক্ষার্থী বা বিদ্যার্থী গুরুজনদিগকে নিরন্তর অবহেলা ও অবজ্ঞা করিয়া চলিয়াছে, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই সংচিন্তার অভাব আছে। তাই আজ অর্থকরী বিদ্যায় মঙ্গলের সম্ভাবনা খুব কম। নিরীশ্বর শিক্ষা মানুষকে আজ অতি হীনমন্ত্র দণ্ডায় স্থাপন করিয়াছে। তজ্জন্তু কোন চিন্তাশীল মনীষী বলিয়াছেন,—“We think our forefathers and superiors fool, our wiser sons and daughters will no doubt think us so—আমরা আমাদের পিতৃপুরুষ ও মুনি-ঋষিগণকে বোকা বানাইতে শিখিয়াছি, আমাদের ভাবী বিজ্ঞ পুত্রকন্যাগণও আমাদের পিতৃপুরুষকে অনুকূপ অর্কটীন বলিয়াই ভাবিবে।” মানবজাতি তাই আজ জড়-জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত হইয়াও পণ্ডচিত আচরণে অভ্যস্ত হইতে চলিয়াছে। তাঁহারা জড়বাদ-মূলে যে শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নাস্তিকতারই প্রাধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। এই নিরীশ্বর শিক্ষাধারার আমূল পরিবর্তন না হইলে সমগ্র জগৎ ধ্বংস অনিবার্য। এই আত্মরিক চিন্তাশ্রোত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে সদৃশ্যের উপদেশ—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-শিক্ষা প্রয়োজন। সংশিষ্যের উহাই একমাত্র যোগ্যতা।

আধুনিক শোধনবাদিগণ শিষ্ট বা ছাত্রের পূর্বোক্ত যোগ্যতা অস্বীকার-পূর্বক সাম্যবাদের দোহাই দিয়া নীতি, আদর্শ ও ধর্মকর্মকে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছেন। তাঁহাদের বিচারে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রয়োজন নাই, ধর্ম-কর্ম লৌকিকতা মাত্র; আশ্রম-মঠ-মন্দিরাদি ও ত্রিবিগ্রহসেবা চলনা ও অজ্ঞতার প্রতীক; দেব-দ্বিজের ভক্তি বিডম্বনা-বিশেষ ও শ্রীমূর্তি কাষ্ঠ-প্রস্তরাদি জড়বস্তু হওয়ায় দেবোত্তর সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব “জনতা-জনদনের” (?) করতলগত হওয়া বাঞ্ছনীয়! জগতে এইরূপ অসংখ্য নাস্তিক কর্মবীর, জ্ঞানবীর, যোগবীর ও তথাকথিত সমাজকল্যাণকামীর আগমন ঘটিয়াছে। তাঁহারা “নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ” করিতেও পশ্চাদ্দপদ হন নাই। “স্বৈ স্বৈধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ”, “স্বধর্মো নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ” শাস্ত্রবাক্য অবজ্ঞা করিয়া কেহ কেহ নবীন ধর্মমত ও পথ প্রবর্তন ও প্রদর্শন

তত্ত্ববোধিকা না হওয়ায় ‘লক্ষণা’ করিবার একটা স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি বদ্ধজীবের মধ্যে প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সা—দোষ-চতুষ্টয় সচ্চিদানন্দ বস্তুকে জানিয়া উঠিতে পারে না। তজ্জ্ঞ শাস্ত্রে শ্রৌতজ্ঞানের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রৌতপন্থায় ঐ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। দেহ-মনোধর্ম্য অতিক্রম করিয়া উহা জীবকে আত্মধর্মে উন্নতি করে। চৈতন্য জীবাত্মার ধর্ম্য—ভগবদ্ভক্তি ও প্রেম। শক্তিতত্ত্ব জীব শক্তিমানের সেবা-বজ্জিত হইয়াই স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেন। স্বীয় স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইলেই তাহার চরম কল্যাণ লাভ হয়। মনোধর্ম্য জীব অসংবস্তুকে ‘সং’ বলিয়া ধারণা করিলেই তাহাদের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা বিনষ্ট হয়। তখন তর্কপথাশ্রয়ী হইয়া মায়াধীশ ভগবানের উপর প্রভুত্ব করিতে চাহে। প্রেয়ঃপন্থী হইয়া তাহারা প্রথমতঃ ভোগী, পরে ত্যাগীর সজ্জা গ্রহণ করে। মায়াবদ্ধ জীব সদগুরুপদাশ্রয়ে সরলভাবে শব্দব্রহ্মের উপাসনা করিলে আত্মান্তিক কল্যাণলাভ করেন। প্রত্যক্ষ-অহুমানাদি প্রমাণাবলী জড়জগতে কার্য্যকরী হইলেও অপ্রাকৃত তত্ত্ব-নিরূপণে শব্দই মূল-প্রমাণ।

বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ পরাংপর তত্ত্ববস্তুকেই জগতের আদিকর্ত্তা ও নিয়ন্তরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া জগৎ ও জীবের কোন অস্তিত্বই প্রমাণিত হয় না। তিনি জগন্ময়, অমর, নিয়ন্তরূপে অবস্থিত; তিনি জ্ঞাতা, সর্বব্যাপী এবং এই জগতের পালয়িতা। তিনি অনন্তকাল জগৎ শাসন করিতেছেন। এই জগৎ শাসনের অন্ত হেতু কেহ নাই। যিনি আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পরে তাঁহাকে বেদ প্রদান করিয়াছিলেন, ভক্তিলাভের জন্ত আত্মতত্ত্ববিষয়ক বুদ্ধির প্রকাশক সেই পর-দেবতারই শরণ গ্রহণ কর্ত্তব্য—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং. যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ।

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং, যুমুক্ষুর্বে শরণমহং প্রপদ্যে ॥

(শ্বেঃ উঃ ৬।১৮)

সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত কন্ম-জ্ঞান-ভক্তির তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তিই প্রতিজীবের স্বরূপের ধর্ম্য, তাহার উদ্বোধনই সাধন, ভগবানই একমাত্র সাধ্য বস্তু। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু জগৎকে শ্রীনাম-প্রেম বিতরণের জন্তই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন যাহার সহিত জগতের কোন দানের তুলনা হয় না। “শ্রীমদ্ভাগবতই অমল

শব্দ-প্ৰমাণ ও প্ৰেমই পৰম-পুৰুষাৰ্থ”—ইহাই শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিশ্ববাসীকে জানাইয়াছেন। শব্দব্ৰহ্মেৰ উপাসনা বা শ্ৰীনামসঙ্কীৰ্ত্তন তিনিই স্বয়ং আচৰণ-মুখে প্ৰচাৰ কৰিয়া আপামৰ জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন।

সপ্তজিহ্ব শ্ৰীনামসঙ্কীৰ্ত্তন-যজ্ঞেৰ বাহনেৰ তিন প্ৰকাৰভেদ—মৃদঙ্গ, বৃহৎমৃদঙ্গ ও জীবন্ত-মৃদঙ্গ। শ্ৰীপত্ৰিকা এই তিনতন্ত্ৰেৰ মহিমাই জগতে ঘোষণা কৰেন। পৰাশক্তি ও শক্তিমান্ৰেৰ শ্ৰীনাম-ৰূপ-লীলাদি গুণগানে শ্ৰীপত্ৰিকা পঞ্চমুখ। ব্ৰহ্মবিত্তা আশ্বাসবাণী প্ৰচাৰই শ্ৰীপত্ৰিকা একমাত্ৰ কৰ্ত্তব্য বলিয়া নিৰ্ণয় কৰিয়াছেন। যাহাৰা আশ্বাস বা গুৰু-পৰম্পৰা স্বীকাৰ কৰেন না, শ্ৰীপত্ৰিকা মহাজনগণেৰ ভাষায় তাহাদিগকে “কলিৰ গুপ্তচৰ” বলিয়াই জানেন। যাহাৰা এই গুৰু-প্ৰণালীকে অস্বীকাৰ কৰেন তাহাৰা অসংসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত। স্মতৰাং শ্ৰীপত্ৰিকা “না সন্তাষে তাৰে, থাকে সদা মৌন ধৰি”—তাহাদেৰ প্ৰতি এই নিৰপেক্ষ-নীতিই অবলম্বন কৰিয়া থাকেন।

শ্ৰীপত্ৰিকাৰ বৰ্ষপ্ৰবেশ-দিবসে শ্ৰীশ্ৰীগুৰু-গোৱাঙ্গ-ৰাধাবিনোদবিহাৰী-জীউৰ জয়গান কৰিয়া আমৰা তাহাদেৰ অহেতুকী কৰুণা ভিক্ষা কৰিতেছি তাহাদেৰ শুভাশীষ ও কৃপা-কটাক্ষে ভক্তিলভ-বিষয়ে যাবতীয় বিঘ্ন দূৰীভূত হউক—ইহাই প্ৰাৰ্থনা। পৰমাৰাধ্যতম শ্ৰীল গুৰুপাদপদ্মেৰ অপ্ৰাকৃত উপদেশ-নিৰ্দেশ পালন কৰিয়া নিৰ্ভীক ও নিৰপেক্ষভাবে যাতাতে ভক্তিদৰ্শেৰ আচাৰ-প্ৰচাৰে ব্ৰতী হইতে পাৰি—ৰূপানুগ গুৰুবৰ্গেৰ শ্ৰীপাদপদ্মে ইহাই সকাহু নিবেদন।

বৰ্ত্তমান বিশ্বেৰ ছৰবস্থা চিন্তা কৰিয়া শ্ৰীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গোৱকিশোৰ-সৱস্বতী-শ্ৰীকেশবাদি গৌড়ীয়-গুৰুবৰ্গ একে একে অসদৃশ ভক্তনবিমুখ জনগণকে পৰিত্যাগপূৰ্বক স্ব স্ব অপ্ৰাকৃত ধামে শুভবিজয় কৰিয়াছেন। হে আশ্ৰয়-কেশব! আপনাৰ উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া ভক্তগণেৰ সহিত ভবদীয়া অতিমৰ্ত্ত্য চৰিতাবলী শ্ৰবণ-কীৰ্ত্তনদ্বাৰা বিষয়-বাসনা পৰিত্যাগপূৰ্বক এই দুস্তৰ সংসাৰ-মাগৰ অতিক্ৰম কৰিব—ইহাই আমাদেৰ একমাত্ৰ আকাঙ্ক্ষা। হে কেশব! আমি ক্ষণাৰ্দ্ধশালও আপনাৰ শ্ৰীপাদপদ্ম পৰিত্যাগ কৰিতে ইচ্ছুক নহি; হে নাথ! আমাকেও নিজধামে কৃপাপূৰ্বক স্থান প্ৰদান কৰুন—

“নাহং তবাজ্জি কৰ্মলং ক্ষণাৰ্দ্ধমপি কেশব।

তাক্তুং সমুৎসাহে নাথ! স্বধাম নয় মামপি।”

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND
PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER
“SHRI GOUDIYA PATRIKA”

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers
(Central) Rules, 1956]

1. Place of publication—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every
Bengali month i. e. once in a month.
3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachari,
Bhakti-Bandhab.

Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.

Address—Shri Devananda Goudiya Math,
Tegharipara. P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.

4. Publisher's Name—Do
Nationality—Do
Address—Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti
Vedanta Trivikram Maharaj.

Nationality—Indian - Goudiya-Vaishnab.

Address--Shri Devananda Goudiya Math
Tegharipara, P. O. Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Names and Address—Tridandi-Swami Shri
of individuals who own the Shrimad Bhakti Vedanta
newspaper and partners or Baman Maharaj, President-
share-holders holding more Acharyya on behalf of
than one percent of the Shri Goudiya Vedanta
total capital. Society (Somiti).

I, Nabajogendra Brahmachari, hereby declare that the
particulars given above are true to the best of my
knowledge and belief

23. 2. 1970. Sd/- NABAJOGENDRA BRAHMACHARI
Signature of Publisher.

*	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরদোক্ষজে ।</p> <div style="text-align: center;">  </div>	*
*	<p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াহ্মা সুপ্রসীদতি ॥</p>	*
*	<p>সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর । অন্ত ধর্ম হইরূপে পালে যেই জন । অদোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন । হরি-কথায় বতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥</p>	*

২৭-বর্ষ }

প্রচ্যুত, ২২ বিষ্ণু, ৪৮৪ গোরাব্দ
 মঙ্গলবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৭৬; ইং ১৪।৪।১৯৭০

{ ২য়-সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

শ্রীব্রজবিলাস স্তবঃ

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্থামি-বিরচিতম্]

শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদানুজেভ্যো নমঃ ॥

প্রতিষ্ঠা রজ্জুভির্বন্ধং কামাতৌর্বত্নপাতিভিঃ ।

ছিদ্রা তাং সংহরন্তস্তান্নধারেঃ পাস্ত মাং ভটাঃ ॥ ১ ॥

কাম ক্রোধাদি ছয় রিপু, সংসার পথে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত হইয়া প্রতিষ্ঠা-
 রজ্জু দ্বারা আমাকে বন্ধ করিয়াছে, অতএব শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ বীরগণ
 হাদের রজ্জুচ্ছেদনপূর্বক তাহাদিগকে সংহার করিয়া আমাকে রক্ষা
 করুন ॥ ১ ॥

দন্ধং বার্কক বন্যবহ্নিভিরলং দষ্টং ছুরাক্যাহিনা

বিদ্ধং মামতিপারবশ্য বিশিষ্টেঃ ক্রোধাদি সিংহৈর্বৃতং ।

স্বামিন্ প্রেমসুধাদ্রবং করুণয়া দ্রাক্ পায়য় শ্রীহরে

যেনৈতানবধীৰ্য্য সন্ততমহং ধীরো ভবন্তুং ভজে ॥ ২ ॥

আমি বার্কাক্যরূপ দাবানলে অতিশয় দগ্ধ হইতেছি ও ভয়ানক অন্ধতারূপ কালসর্প আমাকে দংশন করিতেছে এবং পরাধীনতারূপ শাণিত শরে ও ক্রোধানিরূপ সিংহসমূহে আবৃত হইয়াছি, অতএব হে হরে ! হে স্বামিন্ ! আমি সেই সমস্ত উপদ্রব পরাজয় করিয়া যাহাতে সুস্থ চিত্তে নিরন্তর তোমাকে ভজনা করিতে সক্ষম হই করুণাপূর্বক আশু তোমার সেই প্রেমসুধারস আমাকে পান করাও ॥ ২ ॥

যন্মাধুরী দিব্য সুধারসাক্কে:

স্বতেঃ কণেনাপ্যতিলোলিতাত্মা ।

পদ্মৈব্রজস্থানখিলান্ ব্রজঞ্চ

নত্বা স্বনাথৌ বত তৌ দিদৃক্ষে ॥ ৩ ॥

আমি যাহাদের মাধুর্য্যরূপ সুদিব্য সুধাসমুদ্র স্মরণ করিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইতেছি স্ততরাং কতিপয় শ্লোক দ্বারা তদীয় ব্রজধাম ও নিখিল ব্রজবাসি-দিগকে প্রণামপূর্বক সেই নিজ ইষ্টদেব শ্রীরাধাকৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করি ॥ ৩ ॥

প্রাতুর্ভাব সুধাদ্রবেণ নিতরামঙ্গিত্বমাপ্ত্বা যয়ো-

গৌষ্ঠেহতীক্ষ্মমনঙ্গ এষ পরিতঃ ক্রীড়াবিনোদং রসৈঃ ।

প্রীত্যোল্লাসয়তীহ মুগ্ধমিথুনশ্রেণীবতংসাবিমৌ

গান্ধর্ব্বা গিরিধারিণৌ বত কদা দ্রক্ষ্যামি রাগেণ তৌ ॥ ৪ ॥

প্রকটিত লীলার স্বরূপ অমৃত লাভে এই অনঙ্গ অঙ্কলাভ করিয়া প্রীতি-পূর্বক শৃঙ্গারাদি রস দ্বারা পুনঃ পুনঃ যাহাদের ক্রীড়া কোতুক পরিবর্তন করিতেছেন এবং নিখিল যুগল মূর্ত্তির শিরোভূষণস্বরূপ সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে কবে আমি অনুরাগ নয়নে দর্শন করিব ॥ ৪ ॥

বৈকুণ্ঠাদপি সোদরাত্মজবৃত্তা দ্বারাবতা সা প্রিয়া

যত্র শ্রীশতনিন্দি পট্টমহিষীবৃন্দৈঃ প্রভুঃ খেলতি ।

প্রেমক্ষেত্রমসৌ ততোহপি মথুরা শ্রেষ্ঠা হরের্জন্মতো

যত্র শ্রীব্রজ এব রাজতিতরাং তামেব নত্যং ভজে ॥ ৫ ॥

যে স্থানে নতুন নতুন কৃষিকার্য, শস্যক্ষেপণ প্রভৃতি গঠনবিধি-করণের
মহত্ব বহু প্রকারে বিবরণ করিয়াছিলেন এবং যে স্থান বহোদয় বন্দেব ও পুত্র
প্রভৃতি প্রভৃতি আত্মীয় পরিবার পরিষৃত, সেই ব্যাভাৱ-দী বৈকুণ্ঠধার আশঙ্কিত
হেঁচা এবং প্রেরিত কৈবল্য ঐতিহ্যবাহী বংশীয় অন্তর্গত ও বহু অধ্যায়-যে স্থানে
অনুগ্রহণ করিয়াছিলেন প্রত্যয় ব্যাভাৱ-দী অবশ্যক্রে প্রেরিত সেই বংশীয়সকলকে
আমি নিবৃত্ত করিয়া করি ॥ ৪ ॥

কল্প জীৱন্তি মাধবঃ প্রিয়তমৈঃ প্রিয়ঃ সখীনাং সুতৈ-
নিত্যং পাত্তব্রহ্মেন রাসনামিতোৎপাদ্যাপি গোচ্যতমৈঃ ।

যত্নাৎ কৃত্ত্বা মনুষ্যভোগমবিদ্যাং হৃদয়ে কালি পুত্রঃ
প্রোক্তঃ ভগ্নপুত্রঃ পুত্রীকপি বহুগোষ্ঠীং তদেবাক্ষয়ে ॥ ৫ ॥

যে স্থানে ঐতিহ্য ঐতিহ্যাদি প্রিয়তম ও বন্দেবের লিখিত লিখিত হইয়া
পাত্ত ব্রহ্মেন রাস নামিতোৎপাদ্যাপি নিবৃত্ত জীৱা করিতেছেন এবং
আত্মীয় পরিবার-দী কোমল বহুদয়ী পুত্রবৎ ভগ্নপুত্রের বন্দেব আশঙ্কিত
করিয়াছেন এবং আমি বহুদয়ী অশেষক্রে প্রেরিত ঐতিহ্যের বিজ্ঞান সেই ব্রহ্ম-
বন্দেবকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৫ ॥

বৈদ্যগোষ্ঠব নর্য কন্যস্তি সখীপুত্রৈঃ পরীতঃ ব্রহ্মৈ-
প্রোক্তকঃ তত্ কুলবল্লভিগিরিজোবীন্ ক্রান্তিহিন্যং ।

নানাতুল্যভোগে যত্ন ব্রহ্মকৈ ভগ্নবানুদ্যোগৈঃ
তৎপাদ্যভুজগতঃ পুত্রভোগঃ কৃন্দ্যবনং তদ্ব্যয়ে ॥ ৬ ॥

যে স্থানে হাতপাতিয়াদি নর্য কন্যাদি বহুদয় ব্যক্তি পরিষৃত ও
অনুগ্রহপূর্ণক বৈদ্যগোষ্ঠ বহুদয় ব্যক্তি প্রভৃতি তত্ কুল, বাল্য ও বিদ্য-
ভোগ নিবৃত্ত বিবরণ করিতেছেন এবং ঐ ঐতিহ্য-ভোগের পাশ্চাত্যের সৌভাগ্যে
যে স্থান জতি বহুদয় সেই ঐতিহ্য-ভোগের আমি ভক্তনা করি ॥ ৬ ॥

বহু জীঃ পরিতোক্তব্যভোগিতঃ তাত্তা মহাসিদ্ধয়ঃ
সখীতাঃ সৃষ্টিভোগঃ সমানুদয়নী বাহোঃপি গোষ্ঠীকনাং ।

বাৎসল্যং পরিপালিতো বিহরতে কৃষ্ণে শিশুভ্যাং পুত্রৈ-
ভগ্নপুত্রবদ্যমানঃ ভগ্নপুত্রির্গোষ্ঠীভোগ্যভোগঃ তদ্ব্যয়ে ॥ ৭ ॥

যে স্থানে স্বয়ং লক্ষ্মী মূর্তিমতী হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন, যে স্থানে অগ্নিমাди অষ্ট সিক্তি নিয়ত পরিপূর্ণ রহিয়াছে, ধেনুগণের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত বাহার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ব্রজবাসিগণ নিয়ত যে স্থানে অবস্থিতি করেন, বাৎসল্য হেতু পিতামাতা অর্থাৎ নন্দ যশোদা কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পরম সুখে যে স্থানে বিহার করিতেছেন গোষ্ঠের শীর্ষস্থানস্বরূপ সেই নন্দালয় নন্দীশ্বরকে আমি ভজনা করি ॥ ৮ ॥

পুত্রস্ভাদয়ার্থমাদরভরৈর্মিষ্টান্নপানোৎকরৈ-

দিব্যানাঞ্চ গবাং মণিব্রজযুযাং দানৈরিহ প্রত্যহং ।

যো বিপ্রান্ গণশঃ প্রতোষয়তি তদ্ব্যাস্ত বাৰ্ত্তাং মুহুঃ

স্নেহাৎ পৃচ্ছতি যশ্চ তদগতমনাস্তং গোকুলেন্দ্রং ভজে ॥ ৯ ॥

যিনি এই স্থানে পুত্রের কল্যাণ কামনায় সমাদরপূর্বক প্রত্যহ নানাবিধ মিষ্টান্ন ও রত্নাদিভূষিত সুদিব্য গাভীসকল দান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং যিনি পুত্রস্নেহবশতঃ তদগতচিত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ঐসকল ব্রাহ্মণগণের নিকট নিজ পুত্রের মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই গোকুলেন্দ্র শ্রীনন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৯ ॥

পুত্রস্নেহভরৈঃ সদাস্মুতকুচদ্বন্দ্বা তদীয়োচ্ছল-

দ্যর্ম্মস্রাপি লবস্ত্য রক্ষণ বিধৌ স্বপ্রাণ দেহাৰ্ব্বদৈঃ ।

আসক্তা ক্ষণমাত্রমপ্যকলনাং সত্বঃ প্রসূতেব গৌ-

বাগ্রায়া বিলপত্যলং বহুভয়াং সা পাতু গোষ্ঠেশ্বরী ॥ ১০ ॥

পুত্রস্নেহবশতঃ সর্বদা বাহার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরণ হইত এবং যিনি কোন কারণ বশতঃ পুত্রের অঙ্গ হইতে ঘর্ষোদগম হইতেছে দেখিয়া এতই ব্যস্ত হইতেন যে, যেন অর্ধুত পরিমিত দেহ প্রাণ ধারণ করিয়া তাহার শান্তি বিধান করিতেছেন এবং যিনি ক্ষণকাল পুত্রমুখ দর্শন না করিলে সত্বঃপ্রসূত গাভীর ত্রায় ভয়বিহ্বল ও ব্যগ্র হইয়া অতিশয় বিলাপ করিতেন, সেই গোষ্ঠেশ্বরী শ্রীযশোদা আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥ (ক্রমশঃ)

কৃষ্ণভক্তিই শোক-কাম-জাড্যাপহা

ঐ অমৃতমোহনো জগদঃ

Harjee Sorabjee Building
o/o Messrs Kloben Chand Chelaram Road
New Queen's Road, Chhapatty Bombay.

১৪ই ঈশ্ব, ১৩৩৯ : ২৮শে বার্ষ, ১৩৩৯

অন্যাদেশ—

আশ্চর্য্য ১৮ই বার্ষ কাগজের লিখিত বিষয়সূচী পত্র পাইয়া সমাচারে জ্ঞাত হইলাম। আলমি 'ঐশ্বর্য্যচরিত' 'কৃষ্ণ' গ্রন্থ প্রচুৰ হয়ে বহিঃ পাঠ করিয়া সত্যাত্মিক কথিবাব কপল আবক বিষয় অষ্টমানে পর্যালোচনা করিবাব সুযোগ পাইয়াছেন—সত্যাত্মক প্রদান-কালে ইহা'ই আবারে উৎসাহ প্রদান করিতেছে। বলা বাহুল্য, ঐশ্বর্য্যচরিতানুসারে লিখিত বিষয়সূচী—ঐশ্বর্য্যচরিতই বিবৃতি গিয়ায়। হৃৎপাৎ ভাপনতর অনুসূচী জীবন লাভ করিতে হইলে ঐশ্বর্য্যচরিতের অনুসরণ করাই আবারে একবার প্রাণাঙ্গীণ বিষয়।

চিন্তন পত্র উপদেশের সুব-নিব-বস্তু, অবিজ্ঞান, ভাষার হেব প্রতিবিম্ব ; প্রত্যেক এই যে, চিন্তন মাঝে যে-যকল ইচ্ছিত কার্য্য সাধ, তাহাতেও কাম অস্তিত্ব পিত্তের বাধা বাই। বিষয় সন্তুস্ত-সন্তুস্ত এই অচিন্তনতের সহিত চিন্তিতার বাস্তব লাভ করিলে অচিন্তন চিন্তিতার বিস্তৃত অতিক্রান্ত হইয়া যায়। ইহাতে চিন্তনতের সহিত লজ্জিততের সানুস্ত থাকিলেও বাস্তবতর ও বস্ত-প্রতিবেদ বিচারে সন্তুস্ত ও কাব্যের জীবন পরম্পরভেদবশে অবস্থিত। এখানে ভাষাত্মক বিষয়, অংশ-সাধন ও মানাপ্রকাশ অত্যন্ত প্রকৃতি বর্ষ বার্ষিক জীবন, কাল ও পাত্রা ক বিকল্পিত করিয়া বাধিতে। চিন্তন জগৎ বিজ্ঞা, অচিন্তনজিত, সর্ব্বত্র ও স্রষ্টব্য বিজ্ঞিতাশুর্ভ এবং সকল সন্তুস্তবস্তিত প্রায়শ্চল্য প্রলীপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র বিজ্ঞানিক বিধান করে ; আশি অচিন্তনতে মাঝে প্রক'ব হেবতা, অস্থায়্যেবতা, অত্যন্ত প্রকৃতি বিষয় আশ্বাসের প্রবেশেব রাসিক করে। আশ্বা প্রত্যেকেই আশ্বাসের দৈবনিব জীবন এই সকল কথা অনুভব করি।

অত্যন্ত-বাস্তব বস্তুর সমাধানেই শোক হইতে লজ্জিত পাইবার হেতু। ঐশ্বর্য্যচরিত আলমি —আশ্বা পৌরেকর হস্ত হইতে কে-কাল পর্য্যবসী মুক্তি লাভ করিতে পারি না—যে-কাল-পর্য্যন্ত আশ্বা 'লামি' ও 'আশ্বা' বুদ্ধিতে

কালানধীনতা, অজ্ঞান-পরিচর্যা ও অদৃষ্টি-নায়ী বিরুদ্ধবৃত্তি—যাহা আমাদের স্বতোষণ-ধর্মের ব্যাঘাতকারক—বশবর্তী হইয়া উহাদের আনুগত্য করিতে বাধিত হই।

অভাব-রাজ্যে পুষ্টিকার্য্যই বর্তমান অমুভূতিতে স্বতোষণ। অপর-তোষণ ব্যতীত ইহজগতে স্বতোষণ-লাভের অত্র কোন উপায় নাই। আমরা যে-পরিমাণে নিজে ত্যাগ স্বীকার করি অর্থাৎ তপস্বী হইয়া অপর-তোষণ-কার্য্যে ত্রুতী হই, তাহার বিনিময়ে সেই পরিমাণে পুষ্প-ফলাদি লাভ করিয়া স্বতোষণ-সাধনে উন্নতি লাভ করি। কিন্তু সেই স্বতোষণ খণ্ডকালের অধীন,—নিত্য নহে।

আমরা যে-কালে অপরের উপকারের জন্ত নিযুক্ত হওয়ার প্রণালীকে সূর্যোত্তম মঙ্গলের আকর বলিয়া জ্ঞান করি, তৎকালে যদি আমরা বুঝিতে পারি যে, ইহাও একটি অনিত্য খণ্ডকালের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার-বিশেষ, তাহা হইলে তখনই আমাদের নিত্যানিত্য-বিবেক, চিদচিদ-বিবেক, আনন্দ-নিরানন্দ-বিবেক আসিবার উপস্থিত হয়। তাহার ফলে পরবস্তুর বিচারে বাস্তব-সত্যের নিত্যতা, বাস্তব-বস্তুর কেবলচিন্ময়তা ও বাস্তব-বস্তুর নিত্যানন্দ-ময়তা আমাদের লক্ষ্যবস্তু হয়। তখনই আমরা ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটির উদ্দিষ্ট পদার্থের সেবায় আমাদের শোক-সমস্তার মীমাংসা লক্ষ্য করি।

আমাদের দুর্বলতার অপনোদন-কল্পে আমরা ভগবানের বলদেব-বিগ্রহের শরণাপন্ন হই। সেই বলদেবপ্রকাশ-বিগ্রহ মহাস্ত-গুরুরূপে আমাদের লঘুতা স্বীয় গুরুতার দ্বারা পরিপূরণ করেন।

আমাদের যে কাব্য ও সাহিত্যের অভাব আছে, তাহা পরিপূরণ করিবার জন্তই পরমেশ্বর স্বীয় প্রকাশ-বিশেষকে অবতারণ করাইয়া আমাদেরকে পরম-মঙ্গল-লাভের সুযোগ দিয়া থাকেন এবং আমাদের বিবেককে নিয়মিত করেন। অচিজ্জগতের প্রভু-স্বত্রে আমাদের নিজস্ব যে অহঙ্কার বর্তমান আছে, ভগবৎপ্রপত্তি ব্যতীত সেই অহঙ্কারকে প্রশমন করিবার আর অত্র কোন উপায় নাই। যেখানে আমাদের সম্বল—ভগবৎপ্রপত্তির কিয়দংশ-মাত্র, তথায় আমরা আমাদের বললাভের জন্ত শ্রীবলদেবের প্রকাশ-বিগ্রহের নানা আকার দর্শন করি। শ্রীবলদেব দশদেহ ধারণপূর্ব্বক স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকেন। তাহারই দশদেহ দশদিকে কার্য্য করিবার জন্তই

কথিতে যে বহুভুক্তক ভাষ্য-রূপে উপলব্ধিযোগে বিস্তৃত করেন—আমরা এই পুঁজি সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

অগ্রে কেসবল বস্তু ভবনসংযোগকরন করিয়া বৃত্তীত হন না, সেই সকল সম্বন্ধ লক্ষ্যযোগ-পিতৃ-বা। আমাদের কনসে ভাসিয়াই হইলে আমরা কৃষ্ণসেবাস অস্বকুল সোটা-সমূহে নিযুক্ত হই। তাহাই সোটা-র কলে আসাধের অভ্যন্তর-অনিত শোকের উৎপত্তি সব না। বর্তমান কালেই এই আত্মকাসিত শোক নিত্য-রূপসামের ও ভাগ্যভেদে সেবা-জ্ঞানবোধেই হ্রাস পায়। বিশেষবোধসত্তা ক্রমিক হইলে উহা অতোহন ও অসং-ভাবের বাসনা হইতে আনাদিগকে ক্রমশঃ বোমর করিয়া পরজীবন বা হ্রিতকিতে অবস্থান করায়।

যেইকালেই শ্রীমদ-বিজ্ঞানবোধে প্রচুর কৃপা লাভ করিবার ক্ষমতা হইবে। অকপট অগ্রহামিন্যে পেশারীসকলে বাক্য-লিখিত 'শ্রীচৈতন্যমিত্যাদি', 'শ্রীমদ্ভাগবত' প্রভৃতিস গ্রন্থ ও কীর্তনখিত বিসার-পশায়ণ হই। এই অগ্রহামিন্যে বাক্য কাদাদের আত্মক কপবজ্জিব বিকাশ ঘটে। পৌন্য সা আত্মবহিকভাবে আত্মিক-কর্তব্য-সক শোক হইতেই আমাদেব আসন লাভ হন।

কৃষ্ণসেবা-বিমুখতাই অপর সাব—কাম। পুণ্ডিত সেবা করাই অপর-অপেক্ষ একমাত্র কৃত্য। সেবা বৃহৎকারে বিহিত হন—সহকুল পেশার কৃষ্ণসেবা। আর ঐতিহ্য-সেবা-চেষ্টা সেবা-বিবোধি-নিষেধিত-তর্পণ। সেবা-ঐতিহ্য-চেষ্টা আনাদিগকে সজ্ঞা বক্তৃতি ক্রমে নিবন্ধিত করে। এই ক্রমের দ্বারা হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে সর্বদা কৃষ্ণসেবকের সেবা-ই আমাদের একমাত্র উত্তম সামিগে হইবে। ইহকালে কৃষ্ণসেবাই আমাদেব কৃষ্ণ-ঐতিহ্য কামের দ্বারা হইতে পরিচালিত। অগ্রাহ্য কাবদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবা-মুখতার জ্ঞানবোধেই আমাদেব জ্ঞান-ভাব-সমুদ্র। কাদের আত্মিক সাধাত বা কৃত্যই কোথায়-পতিত হেতু। কামের বর্তমানকালে বাবিত্যে নিষেধ ইতিহ্য-ভোগের দ্বারা জ্ঞানিতে হইবে। অগ্রাহ্য কাসনসের ইতিহ্য-তর্পণই বাসিন্যুক নিষেধ একমাত্র কৃত্য। কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণসেবা আমাদেব আত্ম-কাম-সিদ্ধান্ত ও একমাত্র প্রতিবেদক। (কামশঃ)

ইতিহ্য-বিদ্যে অতিক্রম

শ্রীনিবাসস্বরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(ভক্তি-প্রাতিকূল্য)

১। ভক্তির অনুকূল বিষয় স্বীকার ও প্রতিকূল বিষয় বর্জনে দৃঢ়তার আবশ্যক তা কি ?

“ভক্তির অনুকূল স্বীকার এবং প্রতিকূল পরিহার-বিষয়ে সাধকের দৃঢ়তা ও যত্ন আবশ্যক। সংসারী জীবের অনেক-সময়ে অনেক ভজন-প্রতিকূল ব্যাপার বটে; বিশেষ যত্ন ও দৃঢ়তা-পূর্বক সেগুলি পরিত্যাগ না করিলে সাধনের বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া অতীষ্ট-লাভে বিলম্ব ঘটায়।”

—‘সাধন’, সঃ তোঃ ১১।৫

২। ‘প্রাতিকূল্য-বর্জন’ কাহাকে বলে ?

“ভগবদ্-ভাগবত-প্রসাদ ব্যতীত কিছুই ভোজন করিব না, ভগবদ্-ভাগবত-রূপ মন্দির ও স্থানাদি ব্যতীত আর কিছুই দেখিব না, প্রসাদ-গন্ধ ব্যতীত আর কিছুর ঘ্রাণ লইব না, ভগবদ্-ভাগবত-কথা ব্যতীত আর কোন কথা শুনিব না, হস্ত-পদাদি বিশিষ্ট শরীরকে ভগবদ্-ভাগবত-সম্বন্ধশূন্য ব্যাপারে নিযুক্ত করিব না, তদ্ব্যতীত কিছুই ধ্যান, বিচার ও আশ্বাদন করিব না, তদ্বিষয় ব্যতীত অত্র কাব্য-গীতাদি বলিব না”—এইরূপ সকলই প্রাতিকূল্য-বর্জন।”

—‘শ্রদ্ধা ও শরণাগতি’, সঃ তোঃ ৪।২

৩। প্রাতিকূল্যবর্জনকারীর প্রতিজ্ঞা কি ?

“তুয়া ভক্তি-বহির্মুখ-সঙ্গ না করিব।

গৌরাজ-বিরোধ-জন-মুখ না হেরিব॥”

—শ

৪। কিরূপ লোকের সঙ্গত্যাগ বিধেয় ?

“যেখানে ভক্তিবিরুদ্ধ আচার, সেখানে ভক্তি নাই; সে রূপ লোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করাই বিধান হইয়াছে। —‘কুটীনাটী’, সঃ তোঃ ৬।৭

৫। দুঃসঙ্গ ও সুসঙ্গ নির্দ্ধারণের বিচার কি ?

“ভগবদ্বিমুখ পুণ্যবান্ ও পাপী—উভয়ই ‘দুঃসঙ্গ’, ভগবৎসান্মুখ্য-প্রাপ্ত পাপী ব্যক্তিও ‘সুসঙ্গ’ বলিয়া জানিতে হইবে।” —‘জনসঙ্গ’ সঃ তোঃ ১০।১১

৬। কাহাদের সঙ্গকে ‘সংসঙ্গ’ বলা যায় ?

“ধন, পাণ্ডিত্য, জাতি বা বর্ণ ইত্যাদি যতই থাকুক, তৎসম্পন্ন বহির্মুখ-লোকের সঙ্গ সর্বদা যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে এবং কৃষ্ণান্মুখ ব্যক্তিরই

সঙ্গ করিবে। চারি প্রকারে পরিদৃষ্ট হইয়া অনেকে কৃষ্ণানুখ বলিয়া পরিচয় দেন ; তন্মধ্যে ষাঁহার। সরল ও নিকপট, তাঁহারাই সংসঙ্গ। চারি প্রকার এইরূপ—(১) কৰ্ম্ম-ধৰ্ম্ম-সাপেক্ষ ভক্ত, (২) কৰ্ম্ম-ধৰ্ম্ম-নিরপেক্ষ পকযোগী, (৩) অপকযোগী, (৪) তত্ত্ববেশধারী।” —আঃ বিঃ ভাঃ টা

৭। অসংসঙ্গ ও সাধুসঙ্গের ফল কি ?

“অসংসঙ্গের সঙ্গ করিলে ঘোর-সংসাররূপ-ফলপ্রাপ্তি হয়। কে অসং, কেই বা সং—এ বিষয় বিচার না করিয়াও সঙ্গ-ফল অবশ্য লাভ হয়। সাধুলোকের সঙ্গ করিলে নিঃসঙ্গত্বরূপ ফলোদয় হয়।”

—‘সাধুসঙ্গের প্রণালী-বিচার’, সঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫১২

৮। বিষয়ী ও মায়াবাদী—ইহারা কি কৃষ্ণভক্ত ?

“বিষয়-বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন।

ভক্তিশূণ্য হুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ ॥”

—শঃ

৯। মায়াবাদী ও বিষয়ীর মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত শ্লাঘ্য ?

“সে হুঁয়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল।

মায়াবাদি-সঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল ॥”

—শঃ

১০। ব্যবহারিক কার্যে বহির্নির্গুণগণের সঙ্গ কতটুকু করা যায় ?

“ভগবদ্বির্নির্গুণ ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গ করিবেন না; ব্যবহারিক কার্যে তাঁহাদের সহিত সম্মিলন অবশ্য হইবে, সেই সেই কার্য পর্যান্ত তাহাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। কার্য সমাপ্ত হইলে আর তাঁহাদের সহিত ব্যবহার রাখিবেন না।”

—‘তত্ত্বকৰ্ম্মপ্রবর্তন’, সঃ তোঃ ১১১৬

১১। কি চিত্তবৃত্তিতে সঙ্গ হয় ?

“অসতের প্রতিদান ও অসতের নিকট হইতে গ্রহণ যদি প্রীতি-সহকারে হয়, তবেই ‘অসংসঙ্গ’ হইয়া পড়ে। অসং ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্তব্য-কৰ্ম্ম আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্তব্য-বোধে করিবে। পরস্পরের গুঢ় কথার জল্পনা করিবে না; গুঢ় জল্পনায় প্রায়ই প্রীতি থাকে, তাহাতে সঙ্গ হয়। নিতান্ত সংসারী বান্ধবান্নির মিলনে আবশ্যক-বার্তা-মাত্র করিবে; হৃদয়ের সহিত প্রীতি তখন না করাই ভাল।”

—‘সঙ্গত্যাগ’, সঃ তোঃ ১১১১

১২। বহির্মুখগণের সহিত আন্তরিক ভাতৃভাব কি নিন্দনীয় নয় ?

“কোন সম্ভায় একত্র উপবিষ্ট হওয়া বা নৌকারোহণে একত্র নদী পার হওয়া, এক-ঘাটে স্নান করা বা এক-বিপণিতে দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করাকে ‘সঙ্গ’ বলা যায় না। কোন ব্যক্তির সহিত আন্তরিক ভাতৃভাব-সহকারে ব্যবহার করার নামই ‘সঙ্গ’। বহির্মুখ-জনের সহিত তদ্রূপ সঙ্গ করিবে না।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

১৩। ভক্তি-প্রতিকূল ষড়্বেগ সাধকের কি অনিষ্ট করে ?

“কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা—এই সকল উৎপাত মানবের মনে সর্বদা উদ্ভিত হইয়া, বাক্যের বেগ অর্থাৎ ভূতোদ্বৈগকর বচনের প্রয়োগের দ্বারা, মানসের বেগ অর্থাৎ নানাবিধ মনোরথের দ্বারা ক্রোধের বেগ অর্থাৎ ক্লৃপ-বাক্যাদির প্রয়োগ দ্বারা, জিহ্বার বেগ অর্থাৎ মধুর, অন্ন, লবণ, কটু, কষায়, তিক্ত-ভেদে ষড়্বেগ রস-লালসার দ্বারা উদরের বেগ অর্থাৎ অত্যন্ত ভোজন-প্রয়াসের দ্বারা, উপস্থের বেগ অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগ-লালসার দ্বারা মনকে অসংযমে আবিষ্ট করে ; সুতরাং চিত্ত ভক্তির শুদ্ধ অনুশীলন হয় না।”

—পাঃ পঃ বৃঃ ১

১৪। শ্রু-চন্দন-বনিতা-ভোগাদির সুখ নিত্য,—না অনিত্য ?

“স্ত্রী-সন্তোগ, আহার, গাত্রমার্জন, অনুলেপন, স্নান-সেবন প্রভৃতি যত প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ আছে, তাহা অত্যন্ত অনিত্য, ভোগ হইবামাত্রই দুঃখের উদয় হয়। মদ্যপায়ী ও বৈশাগামী পুরুষদিগের চরিত্রই ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। স্বর্গের নন্দন-কানন, উর্বরশী-মেনকাদি অঙ্গরার নৃত্য ও ভোগ এবং অমৃত পানেই বা নিত্য-সুখ কোথায় ? সেই সমুদায়ই ইন্দ্রিয়-সুখের কাল্পনিক উৎকৃষ্টতা-মাত্র।”

—তঃ স্ঃ ২৭ স্ঃ

১৫। দ্রব্যাসক্তি ভক্তির বিঘ্নকর কেন ? উহা কিরূপে দূরীভূত হয় ?

“দ্রব্যাসক্তিগুলি পরিত্যাগ করিবার বিশেষ যত্ন করা উচিত। গৃহ-দ্বারে, ব্যবহার্য্য-দ্রব্যে, অলঙ্কার-বস্ত্রে, অর্থে, স্ত্রী-পুত্রাদির শরীরে, নিজ-শরীরে, ভোজ্য-বস্তুতে, বৃক্ষ-পশু প্রভৃতিতে গৃহী লোকের নিসর্গসিদ্ধ আসক্তি আছে। কোন-কোন-লোকের ধূম-পানে, তাবুল-ভোজনে, মৎস্য-মাংসাদিতে এবং মাদকবস্তুতে এতদূর আসক্তি হয় যে, পরমার্থসাধনে

তাহা প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। অনেক লোক মৎস্তাদির লোভে ভগবৎ-প্রসাদাদিতে আদর করে না। ধূম্রপানে মুহুমুহ স্পৃহাদ্বারা অনেকের ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি-আস্বাদন এবং দেবমন্দিরে বহুক্ষণ অবস্থিতি নিবারিত হয়। নিরন্তর কক্ষাশুশীলনের পক্ষে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি বড়ই বিরোধী। বহুযত্ন-পূর্বক সেই সকল আসক্তি ত্যাগ না করিলে ভজনমুখ পাওয়া যায় না। সাধুসঙ্গে ঐসকল ক্ষুদ্রাসক্তিকে দূর করা চাই। ভগদুক্তি-সম্মত ব্রতচারণের দ্বারা ঐসকল দূরীভূত হইয়া থাকে।”

—‘সঙ্গত্যাগ’, সঃ তোঃ ১১।১১

১৬। ভোগ্যদ্রব্য-সঙ্গ কি কি? অনুকল্প-বিধানে কোন্ কোন্ দ্রব্যের সঙ্গত্যাগ ও সঙ্কোচ করিবার বিধি আছে? কিরূপে দ্রব্যসঙ্গ-ত্যাগ হইতে পারে?

“ভোগ্যদ্রব্য দুই প্রকার—অর্থাৎ প্রাণরক্ষক ও ইন্দ্রিয়-তোষক। অন্ন-পানাদি দ্রব্যই প্রাণ-রক্ষক এবং মৎস্ত, মাংস, তাম্বুল, মাদক-দ্রব্য, তাম্রকুটাদির ধূম্রপান—এই সমস্তই ইন্দ্রিয়-তোষক। ব্রতদিনে—ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্য একবারে পরিত্যাগ করিতে না পারিলে ব্রত হয় না। (ব্রতদিনে) যতদূর সাধ্য প্রাণরক্ষক দ্রব্যসমূহও পরিত্যাগ করা উচিত। শরীরের অবস্থানুসারে যে অনুকল্পের বিধান তাহাতে প্রাণরক্ষক দ্রব্য সকলের ব্যবহারে যতদূর সঙ্কোচ হইতে পারে তাহা করা চাই। ইন্দ্রিয়-তোষক দ্রব্যের অনুকল্পাদি নাই, পরিত্যাগই বিধি। ভক্ত-জীবের ভোগ-প্রবৃত্তির খরীদভ্যাসই ব্রতের একাঙ্গ। যদি একরূপ মনে হয়—“কষ্টে-স্বষ্টে অথ ত্যাগ করিয়া আবার কল্য সেই দ্রব্য যথেষ্ট ভোগ করিব’, তবে ব্রতের তাৎপর্য্য সিদ্ধি হইবে না; কেন না, ক্রমে-ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা ঐ সকল দ্রব্যসঙ্গ পরিত্যাগ করাইবার জন্ত ব্রতসকল নির্নীত হইয়াছে।”

—‘সঙ্গত্যাগ’, সঃ তোঃ ১১।১১

১৭। কোন্ ব্যক্তি অদর্শনীয়? কাহাদের সঙ্গ বিধেয়?

“গুরুর প্রতি অপরাধী কুর ব্যক্তিগণকে কখনও দেখিবে না। গুরু ও বৈষ্ণবে ঘাহারা একনিষ্ঠ, একরূপ পুরুষদিগের সহিত সর্বদা সঙ্গ করিবে।”

—‘শ্রীরামানুজস্বামীর উপদেশ’—৪২, সঃ তোঃ ৭।৪

(ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি জগদগুরু ১০৮ শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
দ্বিসপ্ততিম বর্ষপূর্তি-আবির্ভাব-তিথিবাসরে
শ্রীব্যাসপূজনোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি

“যশ্চ প্রসাদাদ্ভগবৎপ্রসাদো
যশ্চাপ্রসাদাম্ গতিঃ কুতোহপি ।
ধ্যায়ন্তবন্তশ্চ যশস্ত্রিসংখ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দম্ ॥”

মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথি ভক্তিজননী ।
কৃপা করি প্রসবিল। প্রজ্ঞান-নৃমণি ॥
তথি বাহিরিলা গর্ভ-শৈলেরন্ধ্র হ'তে ।
সিংহশিশুসম গরজিয়া চারিভিতে ॥
দমিলে অশুরবৃন্দে দৃপ্ত পদতলে ।
সিঞ্চিলে ভক্তগণে কৃপাসিকুজলে ॥
অধম পতিত হেরি' মহাজনরূপে ।
তারিলা সকলে যারা মগ্ন গৃহকূপে ॥
“কেশব”-কেশরি ! শৌর্য্য ব্যক্ত করি' গেলে ।
সেবকবর্গে বক্ষিয়া কোথা বা লুকালে ॥
তাই এবে নিরখি সর্বত্র হীনবীর্য্য ।
মহাপ্রয়াণে সাজ্জ বুঝি এ মর্ত্যকার্য্য ॥
হরি-গুরু-ভক্ত তব ছিল ধন-প্রাণ ।
দেখালে ভুবনে তার জলন্ত প্রমাণ ॥

আজি এই বাসরেতে জাগে সেই স্মৃতি ।
 ব্যাসপূজা-যজ্ঞে দিহু শ্রদ্ধা-যত্নহতি ॥
 করুণা-মূর্তিবিগ্রহ তুমি ত্রিভুবনে ।
 তোমাবিনা রক্ষিবারে নারে কোন জনে ।
 নিত্যানন্দাবতার গুরু শাস্ত্রে কহয় ।
 ও পদবরণে ভগবান্ তুষ্ট হয় ॥
 তুমিত স্থলিতপদ-জনের সম্বল ।
 ভব-কারাবদ্ধজীবগতি-শক্তি-বল ॥
 সেবন করি' সেব্য-সেবকভগবানে ।
 মিলায় পরমাগতি শরীরাবসানে ॥
 এই উক্তি-সফলতা নহিল জীবনে ।
 জনম সার্থক ক'রো তব গুণগানে ॥
 আশিস্ বরিষ সবার মন্তক-পরে ।
 ছুরত্যায়া মায়া যাতে জিনিবারে পারে ॥
 অবশেষে সকাতরে মাগি তব ঠাই ।
 জন্মে জন্মে পাদপদ্মে ভক্তি যেন পাই ॥
 ভকতি-প্রসূনে রচি এই তুচ্ছ হার ।
 শ্রীচরণে অর্পিলা, লহ অর্ঘ্য-সন্তার ॥

বিনয়াবনত—

সজ্জনকিঙ্করাভাস

(ত্রিদিগুভিক্ষু) উর্দ্ধমণ্ডী

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-৫০)

পূর্বপ্রবন্ধে কীর্তনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দৈন্ত ও নিজাভীষ্ট বিজ্ঞাপন এবং স্তবপাঠও কীর্তনের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষণে স্মরণের কথা বলা হইতেছে। শরণাপত্তি দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে নামকীর্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণ করিবে। মন দ্বারা নামের অনুসন্ধানই স্মরণ। তাহা বহুপ্রকার। সর্ববিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া শ্রীভগবানের প্রতি সমর্পণই স্মরণ।

নামস্মরণ—

হরেনাম পরং অপ্যং ধ্যেয়ং গেষ্যং নিরন্তরম্।

কীর্তনীয়ঞ্চ বহুধা নিবৃতির্বহুধেচ্ছতা ॥ (জাবালিসংহিতা)

নিবৃত্তিকামী ব্যক্তি নিরন্তর বহুভাবে হরিনাম, রূপধ্যান, গান ও কীর্তন করিবেন। এই নামস্মরণ অন্তঃকরণ শুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। ইহা কীর্তন অপেক্ষা ন্যূন।

রূপস্মরণ (ভাঃ ১২।১২।৫৫)—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।

সদৃশ্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মযুগলের নিরন্তর স্মৃতি অমঙ্গল নাশ করে এবং মঙ্গল, চিত্তশুদ্ধি, পরমাত্মভক্তি ও বিজ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত-জ্ঞান বিস্তার করিয়া থাকে। পরমাত্মভক্তি অর্থে শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণাভক্তি। ইহাই মুখ্যফল, অপরগুলি আনুষঙ্গিকফল।

স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি।

কিংবর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ ॥ (ভাঃ ১০।৮০।১১)

জগদ্গুরু শ্রীহরি নিজপাদপদ্মস্মরণকারী ব্যক্তিকে নিজকে পর্য্যন্ত প্রদান করেন। স্মরণে ভক্তগণের অনতিবাহিত অর্থ-কাম-প্রদানবিষয়ে আর বক্তব্য কি? আত্মপ্রদান করেন অর্থে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া নিজ আত্মস্মরণকারী ব্যক্তিকে বশীভূত করিয়া থাকেন। অর্থকামান্ অর্থে মোক্ষও অন্তর্ভুক্ত।

গারুড়েও উক্ত হইয়াছে,—

একস্মিনপ্যতিক্রান্তে মুহূর্ত্তে ধ্যানবজ্জিতে।

দস্যুতিমূষিতেনৈব যুক্তমাক্রন্দিতুং ভ্রশম্ ॥

যদি একমুহূর্তকালও অরণশূণ্যরূপে অতীত হয়, তবে দস্তু্যকর্তৃক হতসর্কস্ব ব্যক্তির হ্রাস জীবের তজ্জন্তু অতিশয় ক্রন্দন করা কর্তব্য হইয়া থাকে ।

পূর্ববৎ ক্রমানুসারে গুণ, পরিকর, সেবা এবং লীলার অরণ করিতে হইবে । এই অরণ পঞ্চবিধ—যৎকিঞ্চিং অহুসঙ্কানের নাম ‘অরণ’ । সর্কবস্ত্ত হইতে চিত্ত আকর্ষণপূর্বক সামাগ্রাহ্যকারে মনোনিবেশকে ‘ধারণা’ বলে । বিশেষভাবে রূপাদির চিত্তাকে ‘ধ্যান’ বলে । উহা অমৃতধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন হইলে তাহা ‘ধ্রুবানুস্মৃতি’ ; আর কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্ত্তর স্মৃতিতে ‘সমাধি’ বলে ।

অরণ সম্বন্ধে নারদীয় পুরাণের উক্তি,—

যেন কেনাপ্যাপায়েন স্মৃতো নারায়ণো ব্যয়ঃ ।

অপি পাতকযুক্তস্ত প্রসন্নঃ স্তান্ন সংশয়ঃ ॥

এই অব্যয়পুরুষ নারায়ণ যেকোন প্রকারে স্মৃত হইলে পাতকী ব্যক্তির প্রতিও প্রসন্ন হন ।

বিষয়ানু ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে ।

মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ।

বিষয়ধ্যানরত ব্যক্তির চিত্ত বিষয়েই আসক্ত হয় আর অহুক্ষণ ভগবৎস্মরণ-রত ব্যক্তির চিত্ত ভগবানে বিলীন হয় ।

ধ্রুবানুস্মৃতি—

মদুগুণশ্রুতিমাত্রেন ময়ি সর্কগুহাশয়ে ।

মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গান্তসোহনুধৌ ॥ (ভাঃ ৩২৯।১১)

শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন,—আমার গুণকথা শ্রবণমাত্র সর্কহৃদয়গুহাশায়ী আমাতে মনোবৃত্তি অবিচ্ছিন্নভাবে স্থাপিত হয় । (যে প্রকার গঙ্গার সমুদ্রাভিমুখে গমনের গতি কেহ রোধ করিতে পারে না তদ্রূপ) ।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেহপ্যকুণ্ঠস্মৃতিঃ ।

ত্রিভুবনের বৈভবলাভের জন্তুও স্মৃতি কুণ্ঠিত হয় না ।

সমাধি সম্বন্ধে যুক্তি—

তয়োরাগমনং সাক্ষাদীশয়োর্জগদাত্মনোঃ ।

ন বেদ রুদ্ধধীবৃত্তিরাত্মানং বিশ্বমেব চ ॥ (ভাঃ ১২।১০।৯)

অতএব হে দৈশ ! আমি সর্বতোভাবে সত্ত্বরজতমোক্তগামুবদ্ধ কামসমূহ পরিত্যাগপূর্বক অদ্বয়, নিগূণ, নিরঞ্জন, জ্ঞান-ঘন পরমপুরুষ আপনার শরণাপন্ন হইতেছি ।

শ্রীমূর্তির্দর্শন, স্পর্শ, তৎপরিক্রমা, তদনুগমন, ভগবান্মন্দির, গঙ্গা, পুরুষোত্তম, দ্বারকা, মথুরাদি তদীয় তীর্থে গমন ও স্নানাদি তৎপরিকরস্বরূপ বলিয়া ঐসকলকে পাদসেবার অন্তর্গত জানিতে হইবে । যাবজ্জীবন ভগবান্মন্দিরে বাস শরণাপত্তিরই অন্তর্গত । গঙ্গা প্রভৃতি এবং তত্রত্য প্রাণীসকল পরম ভাগবত বলিয়া তাহাদের সেবা মহৎসেবাদিতেই পর্য্যবসিত হয় । অতএব গঙ্গাদিও ভক্তির কারণ হইয়া থাকে । এইজন্তই (ভাঃ ১।২।১৬) শ্রীমুখের উক্তি,—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্ধাধানশ্চ বাসুদেবকথাকৃচিঃ ।

শ্রান্নহংসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাং ॥

শ্রবণাভিলাষী শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তির মহৎসেবা ও পুণ্যতীর্থসেবা দ্বারা শ্রীহরির কথাতে রুচি জন্মে । পুণ্যতীর্থ বলিতে গঙ্গাদিতীর্থ ও শ্রীগুরুদেবকে বুঝায় ।

যৎপাদনিঃসৃতসরিংপ্রবরোদকেন

তীর্থেন মূর্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোহভূৎ ।

যাঁহার পাদপদ্মপ্রসূতা নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাজল মস্তকে ধারণ করিয়া শিব 'শিবত্ব' লাভ করিয়াছেন । শিব অর্থে মঙ্গলময় বা সুখময় । তাদৃশ সুখপ্রাপ্তি একমাত্র ভক্তিতেই পর্য্যবসিত । ব্রহ্মপুরাণে পুরুষোত্তমক্ষেত্রসম্বন্ধে উক্তি—

অহো ক্ষেত্রশ্চ মাহাত্ম্যং সমস্তাদশযোজনম্ ।

দিবিষ্ঠা যত্র পশুন্তি সর্বানৈব চতুর্ভুজান্ ॥

এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের চতুর্দিকে দশযোজন পর্য্যন্ত অদ্ভুত মাহাত্ম্য বর্ত্তমান । দেবতাগণ ক্ষেত্রমধ্যস্থ প্রাণিগণকে চতুর্ভুজরূপে দর্শন করেন ।

স্বাক্ষে— সংবৎসরং বা ষণ্মাসান্মাসং মাসার্দ্ধমেব বা ।

দ্বারকাবাসিনঃ সর্বনরানার্য্যশ্চতুর্ভুজাঃ ॥

পাদপাতালখণ্ডে—

অহো মধুপুরী ধৃত্য বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী ।

দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥

সংবৎসর, ছয়মাস, একমাস বা মাসার্দ্ধকাল দ্বারকায় বাস করিলে নরনারী সকলেই চতুর্ভুজ হইয়া থাকেন ।

অহো ! এই মধুপুরী ধন্থা এবং বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠা । যেহেতু এখানে
একদিন বাস করিলেও হরিভক্তি জন্মে ।

আদি বরাহে—

মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোহনুত্র কুরুতে রতিম্ ।

মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়ায়া ।

যে মূঢ় মথুরা পরিত্যাগ করিয়া অন্তস্থানে রতি করে, সে আমার মায়ায়
মুগ্ধ হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিতে থাকে ।

তুলসীসেবাও সংসেবার অন্তর্গত । যথা—

বিষ্ণোঈল্ললোকানাথশ্চ রামশ্চ জনকানুজা ।

প্রিয়া তথৈব তুলসী সর্বলোকৈকপাবনী ॥ (গরুড়সংহিতা)

রতিং বধ্যতি নানুত্র তুলসীকাননং বিনা ।

দেবদেবো জগৎস্বামী কলিকালে বিশেষতঃ ॥

নিরীক্ষিতা নরৈরৈষ্যন্ত তুলসীবনবাটিকা ।

রোপিতা যৈস্তু বিধিনা সংপ্রাপ্তং পরমং পদম্ ॥ (স্বাক্ষে)

জনকনন্দিনী সীতাদেবী যেরূপ রামচন্দ্রের প্রিয়া, সর্বলোকপাবনী তুলসী
দেবীও তদ্রূপ ত্রিলোকনাথের প্রিয়া । দেবদেব জগদীশ্বর তুলসীকানন ব্যতীত
কলিযুগে অন্ত্র অন্তরুক্ত হন না । যাঁহারা তুলসীকানন দর্শন অথবা যথাবিধি
রোপণ করিয়াছেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

ভক্তিই জীবের পরম ধর্ম

জগদ্বরণ্যে ত্রিকালদর্শী মহর্ষি শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব পুরাণসম্রাট
শ্রীমদ্ভাগবতে জীবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্লে ।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যযাত্মা সুম্প্রসীদতি ॥ (শ্রীভাঃ ১।২।৬)

ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানাভীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী ও কর্ম-জ্ঞানাদিবিঘ্ন-
শূন্য নিত্যভক্তিই জীবের পর বা শ্রেষ্ঠধর্ম । এই শ্রেষ্ঠধর্ম পালনের দ্বারাই
আত্মা সুপ্রসন্নতা লাভ করে ।

ভক্তির মহিমায় শ্রুতি বলেন,—

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি

ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ।

(বেদান্তের ৩।৩।৫৩ সূত্রের মাধ্বভাষ্য-ধৃত মাঠর-শ্রুতি-বচন)

অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদর্শন করান। সেই পরমেশ্বর একমাত্র ভক্তিরই বশ। সেই কারণে ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবদ্বাক্য যথা,—

ভক্ত্যা হুনন্তয়া শক্যঃ অহমেবম্বিধোহর্জুন ।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরস্তপ ॥ (গীঃ ১১।৫৪)

“হে অর্জুন। একমাত্র অনন্ত ভক্তি দ্বারাই এইরূপ যথার্থভাবে আমাকে জানিতে, দর্শন করিতে ও আশ্রয় করিতে সমর্থ হইবে।”

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ করিতে হইলে ভক্তিই একমাত্র উপায় বা অভিধেয়। ভক্তির এদাদৃশী মহিমা শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণে কীৰ্ত্তিত হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকেই এই নিষ্কণ্টক ভক্তিপথ পরিত্যাগ করতঃ কণ্টকাকীর্ণ কর্ম-জ্ঞান-যোগাদিকে আশ্রয় করিয়া পরতত্ত্ববস্তুকে লাভ করিবার জন্ত বৃথা প্রয়াসী হন। মরুভূমিতে জলাশেষণে মরীচিকার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া যেমন জলপ্রাপ্তি ঘটেনা তদ্রূপ জ্ঞান, কর্ম ও যোগের আশ্রয়ে ভগবদ্-প্রাপ্তিও সুদূরপর্যায়ত। এক্ষণে কর্ম, জ্ঞান ও যোগের এইরূপ অসুপাদেয়তা আলোচনা করা হইতেছে। ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে পশ্চাৎ বিস্তৃত আলোচনা করিব। ‘আদৌ কর্মের সংজ্ঞা যৎ ক্রিয়তে তদেব কর্ম’ অর্থাৎ যাহা করা যায় তাহাই কর্ম। ধর্মতত্ত্ববিদগণ কর্মের সংজ্ঞায় ‘ফলভোগীকৃত্যং’ এই শব্দটিও সংযোগ করিয়াছেন। অর্থাৎ যে কর্মের ফল নিজেই ভোগ করিব তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম। কর্মের নিন্দা শাস্ত্রে বহুস্থলে দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৩।৯ শ্লোকে বলিয়াছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্যাণোহনৃত্র লোকইয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ ।

যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নিমিত্ত ভিন্ন অল্প কর্মের দ্বারা এই মহুশ্যালোকে কর্ম্ম বন্ধন হয়। কর্মের ফল অনিত্য তথা দুঃখপ্রদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ছাড়াও শ্রীমদ্ভাগবতেও (১১।৩।১৮) কর্মের অসারতা লক্ষিত হয়।

কর্ম্যাণ্যারম্ভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ ।

পশ্যেৎ পাকবিপর্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্ ॥

জগতে মানবগণ দুঃখবিনাশ ও সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত কৰ্মের সূচনা করিয়া থাকেন কিন্তু ফললাভে বিপরীত ঘটিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ যেমন কোন ব্যক্তি সুখলাভ করিবার নিমিত্ত দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হয় কিন্তু কালক্রমে দেখা যায় স্ত্রী ও পুত্রকন্যাতির রোগশোকে বা তাহাদের দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত উজ্জ্বলিত হইয়া পড়ে। ইহসংসারে তাহারা সকলেই অনিত্য। সেই সকল আত্মীয়-স্বজন জীবের নিত্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধান করিতে সক্ষম নহে। সুতরাং সুখ পাওয়া তো দূরে থাকুক দুঃখই চরম ঘটিয়া থাকে। এবশ্প্রকার কৰ্মের বিবশ্য ফল ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রমাণস্বরূপে জগতে পরিলক্ষিত হইতেছে।

ইহলোকে তো কৰ্মের দ্বারা নিত্য সুখ হয়ই না এমন কি পুণ্যজনক কৰ্মের দ্বারা নিম্নিত পরলোকও নিত্য সুখদায়ক নহে। যথা—

এবং লোকং পরং বিদ্যানস্বরং কৰ্মনিম্নিতম্। (শ্রীভাঃ ১১।৩২০)

এমন কি পুণ্য অর্থাৎ কৰ্ম্মাজিত ঐহিক ভোগ্যবস্তুর দ্বারা কৰ্ম্মাজিত পার-লৌকিক স্বর্গীয় ভোগবস্তুও ভোগের দ্বারা ক্ষীয়মান বলিয়া বিনষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়েও (৯।২১) উহার প্রতিধ্বনি রহিয়াছে,—

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।

পুণ্যক্ষয়ান্তে জীবের পুনঃ দুঃখপ্রদ এই সংসারে পুনরাগমন হয়। স্রুতিতেও উক্ত আছে,—

“তদ্ব্যথেহ কৰ্ম্মাজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যাজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।”

সুতরাং দেখা যাইতেছে কৰ্ম্মপ্রসূত সকল ফলই তুচ্ছ, অনিত্য ও দুঃখপ্রদ। তদ্বারা নিত্য সুখলাভ অসম্ভব।

এখন জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। মায়াবাদিগণ জ্ঞান বলিতে ‘আমি ব্রহ্ম’—এই বোধ লাভকেই কহিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ এবশ্প্রকার জ্ঞানিগণের অতীত সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২।২৬ শ্লোকে বর্ণিত আছে—

যেহন্তেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্তব্যস্তভাবাদবিস্তদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

আরুহ্য কুচ্ছেন্ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃতযুগ্মদজ্জুয়ঃ ॥

হে অরবিন্দাক্ষ, জ্ঞানিগণ বিমুক্ত হইয়াছি বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু তাহারা আপনাতে ভক্তি শূন্য হওয়ায় অবিস্তদ্ধ বুদ্ধি। তাহারা অনেক ক্রেশে মায়াভীত পরমপদ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত আরোহন করিয়াও

ভগবন্তক্তির অনাদর করায় অধঃপতিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য-২২।২২) বলেন,—

জ্ঞানী জীবমুক্তদশা পাইনু করি' মানৈ ।

বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥

মায়াবাদপ্রভৃতি মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ আপনাকে আপনি 'জ্ঞানি' বলিয়া থাকেন, কিন্তু বস্তুতঃ কৃষ্ণভক্তি বিনা বুদ্ধি শুদ্ধা হয় না ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আরও (মধ্য ২২।২১) উক্ত আছে,—

কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা ।

জ্ঞানিগণ যতই না কেন মুক্ত বলিয়া অভিমান করুন শ্রীভগবন্তক্তিতে অনাদর হেতু তাহারা অধঃপতিত হইয়া যায় ।

উদাহরণস্বরূপ একটি গল্প বলিলে জ্ঞানিগণের অবস্থা সকলের বোধগম্য হইবে।—এক সময় এক চিলের সহিত এক কচ্ছপের বন্ধুত্ব হয়। চিল উর্দ্ধদেশে উড়িয়া যায় আবার বন্ধুর নিকট নামিয়া আসে। কচ্ছপটি রোজ চিলবন্ধুকে বহু উপরে উড়িতে দেখিয়া তাহার নিজেরও উপরে যাইবার ইচ্ছা হইল। সেকারণ একদিন সে চিলবন্ধুকে কহিল,—“বন্ধু তুমি তো আকাশের উপরে উড়িয়া যাও, আমাকেও একদিন উপরে লইয়া যাইতে হইবে। চিলবন্ধু বলিল,—‘সে কি হয় বন্ধু! তোমার তো ডানা নাই, তুমি কি করিয়া যাইবে?’ কচ্ছপটি তো নাছোড়বান্দা। সে বলিল “তামি জানিনা, যেমন করিয়াই হউক আমাকে একবার উপরে লইয়া যাইতেই হইবে।” কচ্ছপবন্ধুর এবশ্রকার বারংবার অনুরোধে চিলবন্ধু একটি বুদ্ধি করিয়া বলিল—“আচ্ছা বন্ধু! তুমি এক কাজ কর; তুমি আমার পা আশ্বে কামড় দিয়া ধরিয়া থাকিবে, আর আমি তোমায় লইয়া উপরে উড়িয়া যাইব। কিন্তু ভাই সাবধান! মুখ খুলিও না। যদি মুখ খোল তাহা হইলে তোমার শ্বাস প্রাণের বন্ধুকে চিরতরে হারাইতে হইবে। কচ্ছপ তাহাতেই রাজী হইল। কচ্ছপ চিলের একটি পদ আশ্বে কামড় দিয়া ধরিয়া রহিল। চিলটি তখন কচ্ছপটী লইয়া সোঁ সোঁ করিয়া আকাশের উর্দ্ধদেশে উড়িয়া চলিল। সেই সময় কচ্ছপটীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। তখন নিয়ে সরোবরস্থ কচ্ছপসকলকে ‘সে যে আজ কত উপরে উঠিয়াছে এই সৌভাগ্যের কথা অহঙ্কারভরে বলিতে উত্তত হওয়ামাত্রই

অকলিত হইয়া গ্রাম ত্যাগ করিল। জাতিবধের অবস্থা ট্রিক কল্লপের
জন্ম, তাহার বহনগ্রে বুকলোকে গরল করিলেও ভক্তিহীন পক্ষাকারে
পুঃ অযোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব ঈশ্বরগণের (১৮৮৪)
ভক্তি হইয়া বীৰ্যমপূর্ণক জ্ঞানকে শিক্ষা করিয়াছেন, যথা—

স্বয়ং ভক্তি: ভক্তিযুক্ত ভে নিভো স্তিক্তি যে কেবলবোধনকরে।

ভেষ্যমসৌ ত্বেন এব শিবাতে নারহু যথা তুল্যমাম্বাতিনাম্।

অর্থাৎ 'হে নিভো! ভোগ্যকে ভক্তিই ভোগ্যমণ, তাহা পরিজ্ঞাপ্য ভবিয়া
বেশ্বরল ভক্তি কেবল যোগলাভের লক্ষ্য অর্থাৎ আদি ত্রল এইটি স্থি
করিবার জন্য নানাবিধ ত্বেন বীকার করে, তুল্যতাবধের যাহারা পোষক
করে তাহারাই লেইত্ব তুল্য লাভ না। লেইলন তাহাদের ত্বেনবাত্তই সত্য বহ।

কেবল জ্ঞান অর্থাৎ ভক্তিরহিত পণ্ডিত্যের অমৃতের স্বীকৃতি ছড়ান
হইতে সোজা সরিতে লাগে না। যতই তা যের জীৱ অত্মবিশ্বন করুন
কল্লপের অজ্ঞানভাৱে অমৃত-প্রদোশন। এরল হইয়া অকলিত
বহ। জ্ঞান না কথিগাল জীৱ কল্লপের তৎপন্ন হইলে লভনবল হইতে
বুক্তি পাইয়া কল্যাণের লাভ করতঃ আনন্দমুগ্ধে নিরঞ্জিত হন।

হুতরাং শ্রীভলম্পাদনবে কণ্ঠ-জায়ে ধোমতীকৃত হবে তাহা
আলোচিত হইল। বোলেন সারাক তলরান্ যে রণীকৃত বহ বা তাহার
কেনার হইতেই, যথা—

ঈশ্বরগণের ১১১৮২০ শ্লোক—

য লাংকতি মাং হোমো য় বাম্বা বর্ষ উলর।

য বাম্বাউপত্যাগো যথা কল্লিষ্ঠমোজ্জিত।

তলরান্ ঈশ্বরগণের মাং হোমো প্রতি প্রবাসভক্তি লেইত্ব মাংকে
বহীকৃত স্তিক্তি পায়ঃ মাং-প্রণামাখিলন মোর, লংখা, জ্ঞান, জ্ঞানের
অন্যথা অধ্যয়কৃত্য কার্যের লক্ষ্যের তলত্ব ত ত্যাগরূপ রত্যাগাদি বাবা
আদি লেইত্ব বহীকৃত হই না। শ্রীশ্রুতমোক্ষের বোম্বা ঈশ্বরী স্তিক্তি
অত্যাধিক্ত করে। কেবল ভক্তিই পুণ্যভাৱে লাভ করাতে লক্ষ্য।

হুতরাং 'কণ্ঠ, জায়ে ৩ বোম্বের মাং শ্রীভলরান্ লভা হবে তাহা
আলোচিত হইল এবং ঈশ্বরগণ অমৃতেরহ ও প্রদানিত হইল। (কল্লপা)

—ঐশ্বর্য্যমামী ঐশ্বর্য্যভোগ্য পূর্ণাটক মহারাজ

শ্রী শ্রীমধুপুরীমাহাত্ম্যম্

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ-বর্ষ, ১ম-সংখ্যা, ২১ পৃষ্ঠার পর)

নানা প্রমাণৈরিদমবগম্যতেযং গঙ্গাসম্পর্কাদ্ এব বারাগস্তা মাহাত্ম্যাধিক্যং
তারকব্রহ্মপ্রভাবাদেব মুক্ত্যাদিকং অন্তথা তস্তামপি তীর্থনামানুত্মমেব স্তাৎ
পরন্তু শ্রীমথুরায়া মাহাত্ম্যং স্বতঃসিদ্ধং তস্তাঃ শ্রীভগবন্নিত্যধামত্বাৎ তত্র
শ্রীভগবন্নিত্যসান্নিধ্যাৎ তস্তাঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপত্বকীর্তনাচ্চ তথাহি—“তাসাং
মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপালপুরী” “গঙ্গা শতগুণা প্রোক্তা মাথুরে মম মণ্ডলে”
“পরানন্দময়ীসিদ্ধির্মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ” “মূর্ত্তৈঃ প্রার্থ্যাহরেভক্তির্মথুরায়াস্তলভ্যতে”
“অথ সপ্তপুরীনাঙ্ক সর্বোৎকৃষ্টস্তমাথুরং” পূর্ণে বর্ষে সহস্রে তু বারাগস্তাস্ত যৎ
ফলং তৎফলং লভতে দেবি মথুরায়াস্ত স্নানেনহি।” ইত্যাদি সাক্ষাৎ শ্রুত্যা
অন্তপ্রমাণবাধাৎ মথুরায়াং বারাগসীতঃ শ্রেষ্ঠাঃ সুসিদ্ধমেব স্তাৎ। যস্তাঃ
গঙ্গায়াঃ সম্পর্ক্যং বারাগস্তা মাহাত্ম্যং তস্তা এব মথুরাসম্পর্ক্যং শতগুণ-
মাহাত্ম্যাবৃদ্ধিশ্রবণাৎ অতো ন কোহপি মতিমান্ বিবদেত যন্ত পাদোদকং
গঙ্গাং কাশ্যাধিপতিঃ শিরসা বিভত্তি তন্তৈব সাক্ষাৎ ক্রীড়ানিলয়ভূতায়
মথুরায়া মাহাত্ম্যং ততোহধিকমিতি কিমু বক্তব্যম্। শ্রীহরেঃ সর্বৈশ্বরত্বং
সমস্তপুরাণাগমৈঃ নির্ণীতং আচারে চ প্রবর্ত্তিতং দৃশ্যতে সর্বদেবার্চনকালে
উপচারদানপ্রসঙ্গে এতদধিপত্যে বিষ্ণবে নমঃ ইত্যনন্তরমেব তৎ তন্তৈ
দেবায় দীযতে সর্বকর্মাণ্ডে চ তৎ ফলং হরয়ে এব সমর্প্যতে অঙ্গবৈকল্য-
নাশায়তনাম এব কীর্ত্যতে। “ভোক্তাহং সর্বযজ্ঞানাং” ইতি গীতোক্তং
অত্র চ “যেহপ্যন্তদেবতাত্তক্তান্তেহপি মামেব যজন্ত্যবিধিপূর্বকং” “কেশবং
প্রতিগচ্ছতি” ইত্যাদি শত শত প্রমাণদৃষ্ট্যা সুনিশ্চিতং অতন্তুশ্রুধামতয়া
মথুরাপিসর্বতঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যত্র নাস্তি কোহপি সন্দেহলেশঃ তেন কানীতঃ
মথুরা শ্রেষ্ঠা ইত্যেব মন্তে” ॥

নানা প্রমাণের দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, গঙ্গা সম্পর্কেই কানীরা
মাহাত্ম্যাধিক্য আর তারকব্রহ্মপ্রভাবেই মুক্তি, নতুবা তাহারও তীর্থ-
সাধারণতাই। পরন্তু শ্রীমথুরার মাহাত্ম্য স্বতঃসিদ্ধ, সেখানে ভগবান্ নিত্য-
বিরাজমান। তাহা তাহার নিত্যধাম আর তাহা সাক্ষাদ্ ব্রহ্মরূপই শাস্ত্রে
উক্ত আছে, যথা—তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মই গোপালপুরী (বেদ), আমার
মথুরা মণ্ডলে গঙ্গাই শতগুণমাহাত্ম্যাবুক্তা (যমুনাখ্যাতা), পরানন্দময়ীসিদ্ধি

মথুরা স্পর্শমাত্রেই হয়, মুক্তদের প্রার্থ্যা হরিভক্তি মথুরায় পাওয়া যায়। সপ্তপুরীরও গোপ্যামথুরা, সহস্রবৎসর কাশীবাসের ফল মথুরায় একক্ষণেই হয় ইত্যাদি প্রমাণ সাক্ষাৎশ্রুতি অত্র প্রমাণবাধক, সুতরাং বারাণসী হইতে মথুরার শ্রেষ্ঠতা স্পষ্টই হয়। যে গঙ্গার প্রবেশে কাশীর মাহাত্ম্য, সেই গঙ্গারই মাহাত্ম্য মথুরা সম্পর্কে শতগুণ হয় বলায় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই আর বিবাদ করিতে পারে না। যার পাদোদক গঙ্গাকে কাশ্যাধিপতি শিব মস্তকে বহন করেন, তাহারই ক্রীড়াভূমির মাহাত্ম্য অধিক ইহাতে আর কি বলার আছে? শ্রীহরির সর্বেশ্বরত্ব সর্বপুরাণ-আগমই নির্ণয় করিয়াছেন, আচারেও দেখা যায় সর্ব-দেবার্চনাদিতে উপচারদানে অধিপতি বিষ্ণুকে দিয়া মূলদেবতাকে দেওয়ার রীতি আছে। সর্বকর্মান্তেও তাহার ফল তাহাকেই অর্পণ করা হয়। অঙ্গবৈকল্যানাশের জন্তও তাহারই নাম কীর্ত্তন করা হয়। “আমিই সর্বযজ্ঞের ভোক্তা”—এই গীতোক্তি; যাহারা অত্রদেবতাভক্ত তাহারাও আমাকেই অবিধিপূর্বক যজ্ঞনা করেন। সমস্ত পূজাই সমুদ্রবৎ কেশবে সম্ভূত হয়। এই সব প্রমাণই নিশ্চয় করিয়াছেন; সুতরাং তাহারই ধামহেতু মথুরাই সর্বশ্রেষ্ঠা, ইহাতে কোন সন্দেহলেশও নাই। তাই কাশী হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠা ইহাই মনে হয় ॥ ২ ॥

যন্তু “কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গো গঙ্গানুপরিষেবনম্” ইত্যত্র প্রথম-নির্দেশাৎ কাশীবাসস্ত প্রধানত্বং কেনচিৎ পণ্ডিতপ্রবরেণ উচ্যতে তন্তু ন-সম্যক্ যতঃ তথাত্তে অযোধ্যা মথুরা মায়েত্যাди শ্লোকে প্রথমনির্দেশাৎ অযোধ্যায়া অপি তথাত্তাপত্তিঃ দুর্কারা। কিঞ্চ বারাণস্তাং বিশেষেণ গঙ্গা ত্রিপথগামিনী—প্রবিষ্টা নাশয়েৎ পাপং জন্মান্তরশতৈঃ কৃতং ইত্যাদি তদ্বক্ত-বচনবলাৎ গঙ্গায়াঃ সংযোগাৎ তন্মাহাত্ম্যবৈশিষ্ট্যং সমায়াতং ইত্যস্তাপি স্পষ্টবচনং। অত্থা তন্মাহাত্ম্যে তদংশপ্রবেশানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ দুর্কারঃ। তথাচ “প্রয়াগং নৈমিষং পুণ্যং..... গোকর্ণং ভদ্রকর্ণকং এতানি পুণ্যস্থানানি ইত্যাত্ত-নন্তরমেব “ন যাস্তন্তি পরং মোক্ষং বারাণস্তাং যথা মৃত্যুঃ” ইত্যুক্তেন্নৈব বারাণস্তাঃ অযোধ্যাদিতঃ শ্রেষ্ঠ্যমায়াতি। তত্র তেষামগ্রহণং।

তীর্থান্তরাণি ক্ষেত্রাণি বিষ্ণুভক্তিষ্ঠ নারদ—অন্তঃকরণসংশুদ্ধিং জনয়ন্তি ন সংশয়ঃ। বারাণস্তাপি দেবর্ষে তাদৃশ্চেব পরন্তু সা প্রকাশয়তি ব্রহ্মৈক্যং তারকস্তোপদেশতঃ ইতি পাদ্মাৎ অযোধ্যাদীনাং জ্ঞানোৎপাদনদ্বারা সালোক্য-প্রদত্তং কথমায়াতি কথং বা তেষামেবাত্র গ্রহণং ইত্যপি পূর্বপ্রসঙ্গসাপেক্ষং

গ্রহণোহপি তেষাম্ অন্তঃকরণশুদ্ধৌ সংশয়াভাবঃ বারাণস্তা অপিতথাত্বং
 চেন্নমৃততে তথাপি ব্রহ্মৈক্যপ্রকাশং প্রতি তু তারকোপদেশস্ত হেতুত্বং অন্তেষাং
 তু স্বতঃ মুক্তিপ্রদত্বং সিদ্ধেৎ অতঃ তেষামেব বারাণস্তপেক্ষয়া কথং শ্রেষ্ঠত্বং
 ন স্তাৎ ইত্যপি প্রষ্টব্যাবসরঃ আপততি । তেষাং স্বতঃ মুক্তিপ্রদত্বং অযোধ্যা-
 মথুরা-মায়েতি শ্লোকে অত্রাপি প্রসিদ্ধমেব অত্যানি মুক্তিক্ষেত্রাণি কাশী-
 প্রাপ্তিকরাণীতি বচনং নিমূলং প্রক্ষিপ্তং বা স্তাৎ যদি বা সমূলং প্রমাণং তথাপি
 অন্ত্যানিপদেন কেবাং গ্রহণং তজ্জ্ঞানার্থং পূর্বপ্রসঙ্গমপেক্ষ্যতে নাত্র মথুরাদিকং
 ব্যাঘাতাৎ । অপিচ অত্র মুক্তিপদোপাদানাং পুনর্গর্ভবাসং প্রযচ্ছতীতি কথং
 সমায়াতি সালোক্যাদিমুক্ত্যানন্তরং গর্ভবাসং যদি মৃততে তর্হি কাশীমরণা-
 নন্তরমপি গর্ভবাসং ভবত্যেব তত্রাপি চতুর্বিধধামভেদাৎ সালোক্যাদে-
 র্যব্যবস্থাপিতত্বাৎ ইত্যসামঞ্জস্যং স্তাৎ ॥

আর যে “কাশীতে বাস সতের সঙ্গ” ইত্যাদি শ্লোকে কাশীর প্রথমতঃ
 নির্দেশ থাকায় কাশীবাসের প্রাধাত্য কোন পণ্ডিতপ্রবর বলিয়াছেন, তাহা
 ঠিক নয় । তাহা হইলে “অযোধ্যা-মথুরা-মায়া” ইত্যাদি শ্লোকে প্রথম-
 নির্দেশহেতু অযোধ্যারও কাশী হইতে প্রাধান্যাপত্তি হুঁকার হয় । আরও
 “বারাণসী বিশেষভাবে গঙ্গা ত্রিপথগামিনী হইয়া প্রবেশকরতঃ জন্মান্তর-
 শতকৃত পাপনাশ করেন” ইহা তিনিই বলেন ; এই বচন বলে গঙ্গার সংগেই
 কাশীমাহাত্ম্যবৈশিষ্ট্য আসে ইহাও বলা সম্ভব হয় । অতথা কাশীমাহাত্ম্যে
 গঙ্গার প্রবেশ বলা নিরর্থক হয়, এই প্রসঙ্গও হুঁকার । তথা “প্রয়াগ
 নৈমিষ পুণ্য গোকর্ণ তদ্রকর্ণক” এই সব পুণ্যস্থান বলিয়াই এসবে মৃত
 বারাণসীতে মরার জায় পরমোক্ষ লাভ করে না বলায় তদ্বারা বারাণসীরই
 আযোধ্যাদি হইতে শ্রেষ্ঠত্ব আসে না ; কারণ সেখানে অযোধ্যাদি ধরা হয়
 নাই । তীথান্তরক্ষেত্রসমূহ ও বিষ্ণুভক্তি অন্তঃকরণ শুদ্ধি করেন সন্দেহ নাই
 নারদ । বারাণসীও সেরূপ পরন্তু তিনি তারকব্রহ্ম উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মৈক্য
 প্রাপ্তি করান । এই পাদ্যবচন হইতে তাহার কথিত অযোধ্যাদির জ্ঞানোৎ-
 পাদন দ্বারা সালোক্যপ্রদত্ব কেমন করিয়া আসে, আর কেমন করে তাহাদের
 এখানে টানিয়া আনা যায় ইহা পূর্ব প্রসঙ্গসাপেক্ষ, আনিলেও তাহাদের
 অন্তঃকরণ শুদ্ধিতে সন্দেহ নাই—বারাণসীর তথাত্ত্বে ও ব্রহ্মৈক্যের প্রতি
 তারকের উপদেশ হেতু অতঃসকলের স্বয়ং মুক্তিপ্রদত্বই সিদ্ধ হয় । অতএব
 তাহাদের বারাণসী হইতে শ্রেষ্ঠতা কেন হবে না ইহা জিজ্ঞাসার অবসর

আসে। তাহাদের স্বতঃমুক্তিপ্রদত্ত “অযোধ্যা-মথুরা-মায়া” ইত্যাদি শ্লোকে ও অগ্ৰতঃ প্রসিদ্ধ আছে। অতঃ মুক্তিক্ষেত্রগুলি ‘কাশী প্রাপ্তিকর’ এরূপ বচন নিমূল বা প্রক্ষিপ্ত বলা যায়, যদি সমূল ও প্রমাণই বলেন, তথাপি অতঃ পদে তাহাদের গ্রহণ তাহা স্থির করার জন্ত পূর্ব প্রসঙ্গ জানা চাই, তাহাতে মথুরাদির গ্রহণ হইতে পারে না তাহাতে পূর্বপ্রসঙ্গের ব্যাধাত হয়। আরও এখানে মুক্তিশব্দ বলায় ও কেমন করে পুনরায় গর্ভবাস হয় বলা যায়। সালোক্যাদি মুক্তির পর গর্ভবাস হইলে কাশী মরণের পরও তাহা হয় বলা যায়। সেখানেও সেই সব মুক্তিই হয় দেখান হইয়াছে। চতুর্বিধ ধামের ভেদ সেজন্তই দেখান হইল। কাজেই কথাগুলির অসামঞ্জস্যই হয় ॥ ৩ ॥

অপিচ অযোধ্যাদীনি সম্যক্ জ্ঞানোৎপাদন দ্বারা সালোক্যমুক্তিপ্রদানীতি উপরোক্তে: “অত্ৰানি মুক্তিক্ষেত্রানি কাশী প্রাপ্তিকরাণি বৈ” ইতিপূর্বোক্তেন্চ বিরোধঃ দুস্পরিহার এব। “রুদ্রস্তারকং ব্রহ্মব্যচষ্টে” ইত্যন্ত মোক্ষহেতুত্বাৎ স্বয়ং ব্রহ্মরূপধামাং মথুরাদীনাং স্বয়ং মোক্ষপ্রদানাং কা কথা ততঃ বৈশিষ্ট্যে। জিতেন্দ্রিয়াঃ পাপবিবর্জিতাশ্চ শাস্ত্রামহান্তো মধুসূদনাশ্রয়াঃ অত্বেষু তীর্থেষুপি-মুক্তিভাজোভবন্তি কাশ্যামপি কো বিশেষ ইতি দীপক প্রশ্নে অতঃ সামান্ত-তীর্থাপেক্ষয়া তস্তাঃ স্বল্পসাধনসিদ্ধিদাত্রীত্বমেব বৈশিষ্ট্যমুক্তং। নতু অযোধ্যাত্তপেক্ষয়া শ্রেষ্ঠত্বপ্রসঙ্গলেশোহপি। তীর্থান্তরাণিক্ষেত্রাণি বিষ্ণুভক্তিচ্চ নারদঃ ইত্যাদি বচনবলাৎ বিষ্ণুভক্তেরন্ত করণশুদ্ধিকরত্বোক্তেন্চান্নাসামর্থ্যদৃষ্ট্যা কাশ্যাঃ ততোগরীয়স্ত্বং নহি সিদ্ধ্যেৎ যতস্তৎ বিষ্ণোটকাদয়োদেহে ন বাধস্তে কদাচন ইতি গীতাপাঠফলবৎ অবাস্তরফলং গীতাপাঠন্ত সামান্তৌষধ সামান্যমননিবায়োক্তিকং। তয়োর্বাস্তরফলমাত্রত্বাৎ তয়োর্মুখ্যফলস্ত মুক্তি-ভক্ত্যা দিকমেব পূর্বোক্তেন “ন তীর্থং মথুরায়াহি ন দেবঃ কেশবাং পরঃ গোপাং সপ্তপুরীনাং মথুরামণ্ডলং স্মৃতং” ইত্যাদি বচনজ্ঞাতেন বিশেষতো বৈষ্ণবানাং মথুরাতঃ পরং ধাম কিঞ্চন নাস্তীত্যেব সম্যক্। শিবন্ত বৈষ্ণবত্বেন তৎ প্রিয়ত্বেন ঐক্যাৎ তদ্ধামো গরীয়স্ত্বং ন বয়ং নিহুমঃ কিন্তু মথুরাসামান্যমননে আধিক্যমননে বা কোষশ্রুতে: তদেব বয়ং নিন্দামঃ যতঃ বিষ্ণোঃ নাম-রূপ-গুণ-ধামমহিমাদেবন্যদেবসামান্তমননমপি প্রমাদমিতি নামাপরাধপ্রসঙ্গে গদিতং। শৈবাস্ততদভীষ্টদেবধামতয়া বারাগস্তা মাহাত্ম্যাধিক্যং বদন্ত তাদৃশ নানা পুরাণবচনমপ্যাকলয়ন্ত। তৈঃসহ বুথালোপেনালং কিন্তু বৈষ্ণবৈঃ সর্বথা

বিষ্ণুধামোমহিমাধিক্যং বর্ণ্যং তৈঃসাত্ত্বিকপুরাণং শ্রীভাগবতং প্রমাণং মত্ততে ।
যদজ্জিহ্বা জল মস্তকে ধারণেন শিবঃ শিবোভূৎ ইত্যত্র দুর্কাসঃ প্রসঙ্গে চ
বিষ্ণোঃ সর্বেশ্বরত্বং স্বীকৃতমিত্যলম্ ॥

আরও “অযোধ্যাদি সম্যক্ জ্ঞানোৎপাদন দ্বারা সালোক্যাদি মুক্তি প্রদ”
পরে বলায় পূর্বের অত্র মুক্তিক্ষেত্রগুলি কাশীপ্রাপ্তিকর বলায় বিরোধও
দুস্পরিহর হয়। “রুদ্র তারক ব্রহ্ম বলেন” ইহাই মোক্ষ হেতু বলায়
স্বয়ং ব্রহ্মরূপধাম মথুরাদির স্বতঃমুক্তিপ্রদাতার ন্যূনতার কথাই উঠে না।
জিতেন্দ্রিয় পাপশূন্য শান্ত মধুসূদনাশ্রয় মহাস্তম্ভগণ অত্রতীর্থে মরিলেও মুক্তি-
ভাগীহন কাশীতেও হন, তবে বিশেষত্ব কি এই দীপকপ্রশ্নে অত্র সামান্ত্র
তীর্থ হইতে কাশীর স্বল্পসাধনে সিদ্ধিদানই বিশেষ বলা হয়। তীর্থান্তর
ক্ষেত্রাদি শ্লোকে বিষ্ণুভক্তির চিত্তশোধকত্ব বলায় কাশীর তাহা অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য
আসে না। কারণ তাহা গীতাপাঠের বিষ্ণোটকাদিনাশরূপ অবাস্তুর ফলই
ইহাতে গীতাপাঠের সামান্ত্র ঔষধতুল্যত্ব মনে করা অযৌক্তিক ; উভয়েরই
মুখ্যফল কৃষ্ণেরতি বা প্রেম ভক্ত্যাদি। পূর্বোক্ত “মথুরার শ্রেষ্ঠ তীর্থ নাই”
“সম্পূর্ণ পুরীতে মথুরাই গোপ্য” ইত্যাদি বচন বলে বিশেষতঃ বৈষ্ণবের পক্ষে
মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ ধাম থাকিতে পারে না ইহাই ঠিক। শিব ও বৈষ্ণব বিষ্ণু-
প্রিয়, উভয়ের ঐক্যহেতু তাঁর ধামের শ্রেষ্ঠত্ব আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু
মথুরার সাম্য বা আধিক্যমনে দোষক্রটি থাকায় তাহাই নিন্দনীয়,
যেহেতু “বিষ্ণুর নাম রূপ-গুণ-ধামমহিমাদির অমৃতদেবসাম্যমননও প্রমাদ”
নামাপরাধে বলা হইয়াছে। শৈবগণ তাদের ঈষ্টদেবধামের অধিক মাহাত্ম্য
বলুন, বা প্রমাণ তুলুন, তাদের সঙ্গেবাক্য ব্যয় নিরর্থক। কিন্তু বৈষ্ণবগণ
সর্বপ্রকারেই বিষ্ণুধামের মহিমা অধিক বলিবেন ; যেহেতু তাঁহারা সাত্ত্বিক
পুরাণ শ্রীভাগবতকে প্রমাণ বলেন। তাহাতে “বাহার চরণজল মস্তকে
ধারণ করিয়া শিব ‘শিব’ হইলেন” এখানেও দুর্কাসা প্রসঙ্গে বিষ্ণুর
সর্বেশ্বরত্বই স্বীকার করিলেন। আর অধিক বলা নিম্প্রয়োজন। ইতি—

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ (বি.এ, অনার্স)

অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ; নবদ্বীপ।

মানব-দেহধারী অশ্বর

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩১ পৃষ্ঠার পর)

মনুষ্যজাতির মধ্যে যাহারা সপার্বদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে মান্ত্র বা উপাশ্রবস্তরূপে স্বীকার করে না অর্থাৎ যাহারা ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণ ও তদীয় নিজ-জন সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণের আশ্রয়ত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাদের উপদেশমত জীবন-যাপন করিতে চায় না, যাহারা ‘ভূঁই’ অর্থাৎ ভূমি বা মাটি আর ‘ভূঁড়ি’ অর্থাৎ উদর বা পেটকেই সারাৎসার জানিয়া ‘ভূঁড়ি’র অভাব মোচন বা ভূমির উপর প্রভুত্ব করিবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকে— যাহারা’ নাস্তিক হইয়া পাশবিক বল লাভ করতঃ হিংসা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির দ্বারা কেবল নিজের দেহ-মনের ভোগ-সম্পদ বৃদ্ধির জন্ত প্রাণ-অর্থ-বাক্য-বুদ্ধি ব্যয় করে—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের অবমাননা, নিন্দা, অপবাদ প্রভৃতি কার্য্যই যাহাদের স্বভাব বা ধর্ম, তাহারাই অশ্বর, দৈত্য বা দানব ।

এতদ্ব্যতীত যাহারা স্থূল-দেহকে আমি বুদ্ধি করিয়া ভগবান্ বা ঈশ্বর, নিয়ামক, কর্তা বা প্রভু জগতে কেহ নাই, আমি অর্থাৎ আমার স্থূল দেহটাই ঈশ্বর, আমিই ভগবান্, আমিই কর্তা, আমিই মালিক, আমিই প্রভু—এইপ্রকার অভিমান-অহঙ্কারে ক্ষীণ হইয়া দেহ-মনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বা ভোগের উপকরণ জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ প্রভৃতি পাপে বা পুণ্যে বুদ্ধি করিবার যত্ন করিতে থাকে, তাহারো স্বয়ং ভগবান্ ও শাস্ত্রকারগণ— কর্তৃক অশ্বর, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, ভূত, প্রেত, পিশাচ ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে ।

অশ্বর, দৈত্য, দানবগণ বা তাহাদের স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আর একটি স্বভাব বা ধর্ম এই যে, স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার পার্শ্বদগণসহ জগতে বিদ্যমান থাকিলেও ইহারা তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না বা তাঁহাদের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারে না ।

“দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ ।

উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ ॥

অশ্বর-স্বভাব কক্ষে কভু নাহি জানে ।

লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে ॥ (চৈঃ চঃ)

“দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহশ্বিনু দৈব অসুর এব চ।” —এই ভগবদ্-বাক্যানুসারে দেবতা ও অসুর, তক্ত ও অভক্ত, সাধু ও অসাধু, সৎ ও অসৎ নত্যকাল এই জগতে থাকিবেই। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর-যুগে যেমন প্রহ্লাদ, হনুমান্, সুগ্রীব, উদ্ধব, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, প্রভৃতি ভগবদ্ভক্ত-গণের নাম শুনা যায়, তদ্রূপ হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুন্তকর্ণ, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র, দুৰ্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি অসুর দৈত্য, দানব, রাক্ষসগণের নামও শুনা যায়। তদনুসারে এই কলিযুগেও শ্রীগুরুবৈষ্ণব-গণ জগতে থাকিয়া পরা শাস্তি, আত্মমঙ্গল বা পরমমঙ্গল শুদ্ধভক্তের কথা কীর্তন করিবেন, আর তদ্বিরোধী অসুর-দৈত্য-দানবগণও জগতে থাকিয়া তাহাদের আশুরিক স্বভাবের পরিচয় প্রদান বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের বিরোদ্ধাচরণ করিবে,—ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অসুর, দৈত্য, দানবগণ পরিণামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া জন্ম জন্ম অধোগতি লাভ করতঃ ভীষণ দুঃখ-যাতনা প্রাপ্ত হয়। বর্তমান জগতের মানব-দেহধারী অসুর-দৈত্যগণের ঐ প্রকার শোচনীয় পরিণাম-দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সাধুবৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন,—

“হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্তেব্য নাস্তেব্য নাস্তেব্য গতিরন্তথা।”

“সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনান—এইমাত্র চাই।

সংসার জ্বিনিতে আর কোন বস্তু নাই।

“মহাজনো যেন গতঃ স পশ্য।”—নান্তঃ পশ্য বিতুতে অয়নায়।

—শ্রীবিষ্ণুরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ

অনর্থ নিবৃত্তির প্রশস্ত সরণি

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ৩৪ পৃষ্ঠার পর)

সুতরাং রিপুর আক্রমণ থেকে নিজকে রক্ষা করিতে হইলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ‘আর কিছু না করিয়া’ বাক্যটির উপর বিশেষ দৃষ্টি দিলেই আমরা পথ পাইয়া যাইব। বৈষ্ণব অভ্রান্ত। তিনি ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষচতুষ্টয়শূন্য। “মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ” কথা বৈষ্ণবের উপর প্রযুক্ত হয় না। মহাগুণ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অভ্রান্তভাবে জানাইয়াছেন

যে, ‘আর কিছু না করিয়া বৈষ্ণবের নাম ধরিয়া’ উচ্চৈশ্বরে ডাকিলে নিশ্চয়ই বৈষ্ণবগণের অচিন্ত্য করুণাশক্তি আর্ত ভক্তকে রক্ষা করিবেই। অত্যাশ্রিতাদপি ক্ষুদ্র-দুর্বল জীবকুলের এমন কি শক্তি আছে যে নিজ নিজ চেষ্টা দ্বারা এই দুর্দগনীয় অনর্থের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে? নিজচেষ্টায় হইবে না বলিয়া যে অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহাও নহে। ক্রন্দনমুখে শরণাগতির পথে শ্রীগুরুদেবের আশ্রুগতো আমাদিগকে তৎপর হইতে হইবে। আমাদের ব্যাকুলতা দেখিয়া, ব্যাকুল ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া গুরুবৈষ্ণবের কৃপা হইবে। গুরুবৈষ্ণব এবং শ্রীভগবান্ ইহাদের করুণা-বিতরণের প্রণালী একই প্রকার। অতি দূরে থাকিয়াও তাঁহারা আমাদিগের অতি নিকটেই আছেন। অন্তরের অন্তঃস্থলে তাঁহারা সকলে বিরাজিত আছেন। যে মুহূর্ত্তে আমাদের অন্তর হইতে ব্যাকুল ক্রন্দন ফুটিয়া উঠিবে, সেই মুহূর্ত্তেই সেই ব্যাকুল বেদনাতুরা ক্রন্দন বৈষ্ণবের কর্ণে পৌঁছিয়া যাইবে। তাঁহারা ভক্তবৎসল, করুণাময়। আমাদের বিপুল ভরসা আছে যে, তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া কখনও চুপচাপ বসিয়া থাকেন না, আর্তকে—শরণাগতকে চিরদিনই রক্ষা করিয়া থাকেন। তাই শ্রীল ঠাকুর আমাদিগকে অত কিছু করিতে নিষেধ করিয়া কেবলমাত্র বৈষ্ণবদের নাম লইয়া উচ্চৈশ্বরে ডাকিতে বলিলেন। বৈষ্ণবগণ সকলের গুরু। তাঁহারা হরিনাম—গুরুদাস। স্মরণে মায়াশাণিত অস্ত্রশস্ত্র বৈষ্ণব-কিঙ্করের নিকট নিষ্ফল হইয়া যায়।

আমরা অনেকসময় ভ্রান্ত হইয়া মনে করি, বৈষ্ণবগণ যখন নিকটে নাই তখন বাতুলের মত তাঁহাদের নাম ধরিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? আশ্রিত বিপৎ হইতে নির্গুণ হইবার জন্ত নিজে চেষ্টা করিয়াই দেখা ভাল। কিন্তু গুরুশ্রুত্যা ছাড়িয়া নিজে নিজে চেষ্টার কসরৎ দেখাইতে গেলে যে কি ফল হইবে, ব্যাসদেব তাহা মহাভারতে কুরুসভায় দ্রোপদীকে উপলক্ষ্য করিয়া বহু পূর্বেই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। কুরুসভায় দুঃশাসন যখন দ্রোপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিলেন, তখন দ্রোপদী ব্যাকুলভাবে পঞ্চস্বামীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বিফলমনোরথ হওয়ায় নিজে নিজেই বস্ত্র রক্ষা করিবার চেষ্টা করতঃ একহাত উর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন শ্রীকৃষ্ণের কোন সাড়াই নাই। তিনি তখন অতি দূরে—দ্বারকায়। নিজের সমস্ত চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া একান্ত শরণাগত

হইয়া বস্ত্ররক্ষার কোনই চেষ্টা না করিয়া তদুপতচিহ্নে যে মুহূর্ত্তে দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া তিনি কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন তন্মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণ তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিলেন। তাঁহাকে তিনি রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুতই ছিলেন কেবলমাত্র দ্রোপদীর একান্ত শরণাগতির ভাবটী উদয় হওয়ারই অপেক্ষায় ছিলেন। সুতরাং 'আর কিছু না করিয়া' এই মহামূল্য উপদেশের অনুসরণ ব্যতীত আমরা যদি অন্য কোন প্রকারে চেষ্টাদি করিতে যাই তাহা হইলে বৃথা সময়ক্ষেপ হইবে মাত্র। অতএব ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ঠাকুর নরোত্তম প্রভৃতি মহাজনবৃন্দের অমূল্য উপদেশাবলী যদি আমরা কণ্ঠভূষণ করিয়া চলি তাহা হইলে আমাদের আর বিপদের কোনই আশঙ্কা থাকিতে পারে না।

— শ্রীরসিকরঞ্জনদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামনি জগদগুরু ১০৮-শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

দ্বিসপ্ততিম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিবাসরে

শ্রীব্যাসপূজনোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি

[৯]

হে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব !

আজ আপনাকে আশ্রয় করিয়া পরম পবিত্রা শুদ্ধ-ভক্তি প্রদায়িনী মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া ধন্যতিথ্য হইয়াছেন। এই তিথিতে আপনার একনিষ্ঠ-সেবকগণ গুরুনিষ্ঠাপূরিত হৃদয়-ডালিতে শ্রদ্ধাকুসুম লইয়া আপনার শ্রীরাতুল-চরণকমলে অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। কিন্তু আমি ভক্তিহীন কি কখনও আপনার মনোভীষ্ট পূরণ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়া শ্রীচরণ কমলে শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে অধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিব ? হে করুণার ঘন-বিগ্রহ ! তাই অত এই দুর্ভাগা শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলির অভাবে কেবলমাত্র অশ্রুবিন্দু শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছে, তাহাই শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলিরূপে কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন শ্রীল গুরুদেব !

পতিত-দুর্গত, কলি পরাহত, স্বরূপবিস্মৃত মায়াবদ্ধ মাদৃশ অধমজনকে উদ্ধারের নিমিত্ত পতিতপাবন মূর্তিতে গোলোক-বৈকুণ্ঠ হইতে এই জগতে আবিভূত হইয়াছেন। আপনি ঔদার্য্য-শিরোমণি শ্রীগৌরহরির সেই করুণা-রাশির মূর্ত-ঘন-বিগ্রহ। তাই নিখিল ভুবন-বাসীর মঙ্গল নিমিত্ত তত্ত্ব জ্ঞানাজ্ঞান-শলাকার দ্বারা, তাহারা যে স্বরূপগত কৃষ্ণদাস বা গৌরদাস তাহা উপলব্ধি করাইয়াছেন। সুতরাং এ অধমকেও আপনার পাদপদ্মের দাসত্ব দানে কৃপা করিতে প্রার্থনা।

হে শ্রীগৌর-করুণার মূর্ত-বিগ্রহ !

বদ্ধজীব পরম ধর্ম্মের অনুসন্ধান রাখে না, কেবলমাত্র লোক ধর্ম্ম করিতে চায়। অসার মাকাল ফলের লোভে পড়িয়া অনিত্য সংসারে গণ-গড্ডলিকার পিছনে ধাবিত হয়; কোটি বিঘ্নাবৃত ভক্তিপথের সন্ধান খুঁজিয়া পায় না। ব্যাসগুরু-পরম্পরা জগতে অবতীর্ণ হইয়া সেই পরম ধনের বার্তা জগতে ঐপ্রকার মায়ামোহিত জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দেন। আপনি সেই ব্যাসাভিন্ন গুরু-পরম্পরার একজন অন্ততম। সুতরাং এই অধমকেও ভক্তিপথের সন্ধানদানে কৃপা করিতে প্রার্থনা।

হে গৌরসুন্দরের নিজজন !

আপনি ভুক্তি-মুক্তির কুহকনাশিয়া জগতে ভক্তির উত্তমতা দেখাইয়াছেন। আপনি ভক্তিবহীন মরু-ধরণীতে কৃষ্ণ-প্রেম-বত্মা প্রাবিত করিয়াছেন। আপনার সেই কৃষ্ণ-প্রেমের দ্বারা সৌভাগ্যশালী সুধি-সজ্জনগণ উন্মুখপানে কর্ণপথে পান করিয়াছেন। কিন্তু আমি অতীব ভাগ্যহীন, তাই সেই কৃষ্ণ-প্রেমধন লাভ হইতে আমি বঞ্চিত হইয়াছি। আপনি আমাকে সর্ব্বতোভাবে কৃপা করিলেও আমি তাহা নিজের অযোগ্যতাবশতঃ গ্রহণ করিতে পারি নাই। তাই আজ এই স্তব-তিথিতে আপনার শ্রীচরণ সেবার যোগ্যতা দানে কৃপা করিতে প্রার্থনা।

হে জগদগুরো !

কর্ণের দ্বারা দর্শন, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ, কর্ণের দ্বারা আশ্বাদন, ভক্তিসাধনে একমাত্র সহায় যে কর্ণ তাহা আপনি বারংবার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু মেদিন আপনাকে এই জড়-চক্ষুর দ্বারা দর্শনে কেবলমাত্র অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছি। তাই আপনার দর্শন তখন আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এখন

সুখিভাষি যে, আত্মার ঐনিগ্রাহ্য পুষ্টি কর্ণন জ্ঞান লক্ষ্যে অর্থাৎ সত্য
 নইবে যখন আনি চািহি দায় ও চািহি অমর্ষপুত্র নইবা নিচপটিকিহে জ্ঞাপনান
 নিচকনের আশ্রয়তো আলনান ঐনাহুলচরণযুগলে পুশাঙ্গলি নিতে পারিব।
 নিচ এতো। ঐক কর্ণন তাও সম্পূর্ণ আলনায় অটহতুকা কপালাপেক্ষ।
 অতঃপর অমরকে অটহতুকা কপা কনিতে আর্ধন।

५३ निष्प्रयत्नावस्थिते ।

অন্যদিকের বহীত মাথা কয়ে ল'জিত ছিল:হ। কামনা যেন-নেলায়ন
 নীত আশানানই আকর্ষণ নকলে বেককহয়ে আপনান শ্রিতনে আত্মলাভ
 কনিষ্ঠাতি। নহত আকর্ষণকিত চকলমতি শিষ্ট-নক্সা একমিত হইবা আনন্য
 তাহ লাব্যধিক শিষ্টান জ্যোত লালিত-নানিত বইনানি এক হইতেছি।
 নহত সক্ষমলি নহত শিষ্ট-স্বাননিতনে একতিত কনিষ্ঠা লকই প্রাণকনে
 ককই আশা বঃ একই নহত নহত সনিত নোলসহ বনো কনিষ্ঠায়েহ। এহা-
 শিলসেন এই বহীতক্রেই বহীতনে কন ও কন:বহা অদিকান নান কনিষ্ঠা কন।
 প্রকন: এ অহমক ও কন:কন। বহা অদিকান নহে কন। কনিষ্ঠা প্রকন:।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

८६ अनुसूचक ।

পড়িত্ত গায়ন কুহি, পড়িত্ত অথহ অহি,
 লেখা আশে নে'ন কীরে না পহান ।

ଶ୍ରୀରାମମୁଖାର ତୁଳନା-ବାସନାରେ ଏମିତି
ଅଧିକାରୀ ବନ କି ସୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରୀରାମମୁଖାର

[१] अथिक्त नदी,
 [२] अनाम उदय,
 [३] अतिवृष्टि वृष्टि अनाम।

যেন ছন্দ কাব্যে
নব নব সেবিত্তি পাঠ্য

ਇਦਕ ਜਲਸਣੀ ਦੁਆਰੀ ਭੀਲ ਘਰੇ

प्रश्न संख्या का चिह्न - हो—

କୋଟ ଓ ଡୋଲାର - ଟଙ୍କା (ଓଡ଼ିଆ)

‘विनिर्मुक्तविहारी’

কীৰ্ত্তনাবা শ্রীগৌরবীরেণ্ডে অৰ্ঘ্যত শ্রীমুনিহৰেণ্ডেবল্লী পত্ৰিকমা কৰা
সম্ভব কৰা নাই। এই দিন সকাল হইতেই উপস্থিত কৰুণম শ্রীমতে
পাঠ-কীৰ্ত্তন-বক্তৃতা প্রদৰ্শন সৌভাগ্য লাভ কৰিগাছেৰ।

৪টা টেবল, ১৮টা বার্ক, কুণ্ডাৰ চিন প্রাণ্ডে পত্ৰিকমাৰী কৰুণম
আধিৱাসী পদা আৰ্জন কৰত; শ্রীমদ্বীপধাৰ-পত্ৰিকমাৰী কৰুণম-প্রদৰ্শন
কীৰ্ত্তনাবা শ্রীগৌরবীরেণ্ডে অৰ্ঘ্যত শ্রীমুনিহৰেণ্ডেবল্লী পত্ৰিকমা কৰা
নাই। এই দিন সকাল হইতেই উপস্থিত কৰুণম শ্রীমতে
পাঠ-কীৰ্ত্তন-বক্তৃতা প্রদৰ্শন সৌভাগ্য লাভ কৰিগাছেৰ।

শ্রীধাম লবঙ্গীলক্ষ
শ্রীমদ্বীপধাৰ-পত্ৰিকমাৰী



আচাৰ্য্য-পদাৰ্জনী নিৰ্ভালীমাৰ্জনী
ওঁ বিষ্ণুনাথ ১৮৮৪
শ্রীমদ্বীপধাৰ-পত্ৰিকমাৰী
কৰুণম-প্রদৰ্শন

এই ক্ষেত্রে, ১৯শে মার্চ, অনুস্মৃতিবাক দিল্লি বসিভিত্তিক প্রতিষ্ঠান-সম্প্রতি
 নিঃসীলভাষ্যবিত্তি ও বিকল্পীয় পদ্ধতিবাক্যবিত্তি ১৯৮৩ সীমিতকৃতভাষ্যবিত্তি
 আধারবিত্তি বাক্যবিত্তি অর্থভিত্তি প্রতিষ্ঠানবিত্তি অর্থিক আধারবিত্তি বাক্যবিত্তি
 কীৰ্ত্তন বিশেষ আধারবিত্তি ভাবে সীমিতকৃত বাক্যবিত্তি বাক্যবিত্তি
 প্রতিষ্ঠানবিত্তি আধারবিত্তি বাক্যবিত্তি, বাক্যবিত্তি প্রতিষ্ঠানবিত্তি
 সীমিতকৃত বাক্যবিত্তি বাক্যবিত্তি বাক্যবিত্তি

[illegible]

বাটামন্ধির ও সীমান্তের চতুর্দিকে অবস্থিতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত-বোতল ও
 নষ্টাতিশেন বর্ণন করিতে লাগিলেন । ঐতিহ্যক অতিদিকু হইলে শত
 নষ্টাতিশেন, প্রচণ্ডাঙ্গী, প্রা-পুরুষ-বিক্রি-পার ভক্তব্য অতিঃকর লোভাধা
 গ্রন্থ ধরেন । চতুর্দিকে কদম্বি, নটিশনি ও নাতীশনের হুতুলনি,
 রংকীর্জন, মুদগ, যক্ষিণা ও শঙ্কনিলাক মানামির অক্কেত শব্দে দিন-নিগত
 কলিত হইয়া উঠিল । ভক্তব্য প্রথম আনন্দ-উজ্জ্বলেন হইয়া কদম্বি
 কলিতে করিতে ঐতিহ্য-কর্ণন-ক্লেবে নিরত বলা । এই দিন পক্ষবিশী-
 মহাক্ষয়ীক উলবাননেচু অত্রবাতীক এনাম বা'ন কল-কুল, চান-দধি
 প্রভৃতি প্রদান ভক্তব্যকে নিতরূপ বরা বন ।

[illegible]

শ্রীসার্কভোম ভট্টাচার্য্যের পাটে একাদশীর পারণার জন্ত প্রচুর পরিমাণে জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তথা হইতে দাস্তাখ্য শ্রীমোদক্রম-দ্বীপস্থ মামগাছিতে পৌঁছিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট দর্শনান্তে মধ্যাহ্নে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করতঃ ভক্তগণকে অন্নপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

৭ই চৈত্র, ২১শে মার্চ, শনিবার প্রাতে পূর্বদিনের ত্রায় সখ্যাখ্য শ্রীকৃষ্ণদ্বীপ, শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপ হইয়া আত্মনিবেদনাখ্য শ্রীঅন্তর্দ্বীপস্থ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি-মন্দির প্রভৃতি দর্শন ও পরিক্রমাতে চাঁদকাজির সমাধি দর্শন করতঃ তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমন্তক্লিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমঠ ও তদীয় সমাধি-মন্দিরে পরিক্রমা-সঙ্ঘ উপনীত হন। এই বৎসর মধ্যাহ্ন-প্রসাদের এই স্থানেই ব্যবস্থা করা হওয়ার যাত্রিগণ উক্ত মঠে প্রসাদ পাইলে বৈকালে দৈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ দর্শন ও পরিক্রমাতে সন্ধ্যায় নবদ্বীপ সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে যাত্রিগণ উপনীত হন।

৮ই চৈত্র, ২২শে মার্চ, শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব উপলক্ষে যথারীতি মঙ্গল আরতি সম্পন্ন হইলে শ্রীগুরুষ্টক, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতন্ত্র ও পরে মহাজন পদাবলী-কীর্তন হইতে থাকে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সম্পূর্ণ দিন পারায়ণ হয়। অপরদিকে দীক্ষা-লাভেছু ভক্তগণ সমিতির আচার্য্য-সভাপতি মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে থাকেন।

৯ই চৈত্র, ২৩শে মার্চ, সোমবার দিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবীর আনন্দোৎসব উপলক্ষে সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত আগত ব্যক্তি-মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরদিকে সন্ত-দীক্ষাপ্রাপ্ত ভক্তবৃন্দের উপনয়ন-সংস্কার উপলক্ষে অমুষ্ঠিত যজ্ঞ ও হোমাদিক্রিয়া চলিতে থাকে।

বলা বাহুল্য প্রত্যেক দিবসের সন্ধ্যায় বিরাট মহতী সভার আয়োজন হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম পঞ্চদিবস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্ষ্য ১০৮শ্রী শ্রীমন্তক্লি-ভূদেব শ্রোতী মহারাজ ও শেষের ত্রয়ঃদিবস পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্লিবেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রত্যহই বিভিন্ন বক্তাগণ বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। এই মহান্ উদ্দেশ্যে সমিতির সন্মাসী, বাণপ্রস্তু, ব্রহ্মচারী ও অনেক গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম আদর্শস্থানীয়।

—ঃ নিয়মানবলী :—

১। দুইবেলা প্রসাদ ও হাওড়া হইতে হরিদ্বার প্রভৃতি যাতায়াত ট্রেন-বাস-ভাড়া ও কেদার-বজ্রীর কুলি খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ৩৫৫.০০ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রীগণ শীতোপযোগী বিছানা (মশারসিঁহ), গরম জামা-কাপড় ইত্যাদি এবং ১টা করিয়া অ্যালুমিনিয়ামের থালা ও ধটি সঙ্গে আনিবেন। পাহাড়-পথে পিপাসা নিবারণের জন্য কিছু লেজেন্স ও তালমিশ্রী লইবেন। বিছানা, বাসন-পত্র প্রভৃতি সর্বসমেত যেন দশবার সেরের অধিক না হয়।

৩। কোন যাত্রীর ১২ সেরের বেশী মাল লইলে প্রতিসেরে ৩.০০ টাকা হিসাবে কুলিভাড়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৪। দেয় ভিক্ষার টাকা-মধ্যে ১৫০.০০ টাকা আগামী ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ২২শে মে তারিখের মধ্যে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দান্ত বামন মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেঃ নদীয়া (পঃ বঙ্গ) ঠিকানায় জমা দিতে হইবে।

৫। অগ্রি ১৫০.০০ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা যাত্রা-দিবসে অথবা তৎপূর্বে সমিতির কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন; পাণ্ডা বিদায় স্বতন্ত্র লাগিবে।

৬। পদব্রজে পরিক্রমায় অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী, প্রভৃতির ভাড়া পৃথকভাবে লাগিবে।

৭। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জুতা (চামড়ার নহে), ছাতা, লাঠি ও বৃষ্টি হইতে বিছানা ঢাকিবার জন্য ৪ ফুট X ৬ ফুট রাবারক্লথ সঙ্গে লইবেন।

দর্শনীয় তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত তালিকা :—


হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছম্‌নখোলা, ত্রিযুগীনারায়ণ, শোণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, মুণ্ডুকাটা-গণেশ, গোড়ীকুণ্ড, কেদারনাথ। তথা হইতে অবতরান্তে পুনরায় রুদ্রপ্রয়াগ, যোশীমঠ হইয়া শ্রীশ্রীবজ্রীনারায়ণ পৌঁছাইবেন। তথায় তপ্তকুণ্ড, পঞ্চশীলা, ব্রহ্মকপাল প্রভৃতি দর্শন সমাপনান্তে বাসযোগে হৃষীকেশ প্রত্যাবর্তন ও তথা হইতে হাওড়া যাত্রা। *

[কেহ গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী দর্শনইচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে আরও ২০০.০০ শত টাকা বেশী দিতে হইবে এবং পূর্কেই তাহা কর্তৃপক্ষের নিকট জানাইতে হইবে।]

* বিশেষ দ্রষ্টব্য—দৈবানুরোধে যাত্রার দিন ও দর্শনীয় তীর্থস্থানাদির তালিকা পরিবর্তন স্বীকার্য্য এবং যে-কোন দৈব-দুর্বিপাকের জন্য সমিতি বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

● ধর্মঃ ব্রহ্মজিহ্বাঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাহ যঃ।

● স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



● নোংপাদ্ময়েষদি মতিং অমএব হি কেবলম্ ॥

● অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াহ্মা স্প্রসীদতি ॥

সেই বর্ষ শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিশেষত্ব ।

অল্প বর্ষ অল্পরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার রতি নৈলে পত্ত সেই শ্রম ॥

২২শ বর্ষ } কারণোদশায়ী, ২৩ মধুসূদন, ৪৮৪ গৌরাদ্ { ৩য় সংখ্যা
বৃহস্পতিবার, ৩০ বৈশাখ, ১৩৭৭; ইং ১৮৮৫।১৯৭০

সান্ন্যাসাদং

শ্রী ব্রজবিলাস স্তবঃ

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

পুল্লাছ্চৈরপি হনধরাং সিঞ্চতি স্নেহপূরৈ-
গোবিন্দং যাস্তুত রসবতী প্রক্রিয়াসু প্রবীনা ।
সখ্য শ্রীতিব্রজপুরমহারাজরাজ্ঞীং নয়ে স্ত
দেগাপেন্দ্র যা সুখয়তি ভজে রোহিণীমীশ্বরীং তাং ॥ ১১ ॥

যিনি নিজ পুল্ল বলদেব অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহরসে অভিষিক্ত করিতেন,
যিনি আশ্চর্য্য পাকাদি কার্য্যে প্রবীণা এবং যিনি নিজ সখ্যভাব দ্বারা যশোদা
ও গোপরাজ নন্দ্রের অতিশয় প্রীতি বর্দ্ধন করিতেন, সেই ঈশ্বরী রোহিণীকে
আমি ভজনা করি ॥ ১১ ॥

উদ্বোধন: ১০৮ কাটিয়া ১৫ নম্বর দিবস। বৃষ্টিপাত
 চ'কা। বোঝা যখন প্রথম বিপুল টোয়ান বিদ্যমান।

হেহাবলু! কিমেষং বিজমহু কামিতোহুবাভুমো অরীতঃ
তদৌধ্যাতোহপি যো ন কশমুগমরুকে ত্রৌমিতা। বৈকুণ্ঠাখি ১১.২৮

কোটি রপ্তানী বীজি অনেকের কাঁচা ঝুঁকির কারণে, যিনি দুর্ভাগ্যের ক্রান্তি
 দুর্ভাগ্যে ত্রিপুরার বহুগুণী বর্জ্য করিবার সময় এবং যিনি বৈদেশিকতা অথবা প্রত্যেক
 নিয়মকালের নিরীক্ষক প্রকল্প চলিবার সিক্ত অসুস্থ প্রতিক্রমের পার্থক্য পরিচালনা
 করিবার কা অর্থায়ন রক্ষণা ঝুঁকির সঙ্গে প্রাকৃতিক এবং দলীয় রসবীর্ণ্য অর্থগত
 বইবার বিধি ঝুঁকিকে দিক: বিভেদে একটি করিবার ম., সেই বৈদেশিকতা
 বলাবাহুল্য অর্থি ঝুঁকি। ১১।

मर्षाद्यु नृपा विजयन्तु धीर्देवः मर्षाद्यु मन्त्राभिरुक्तः विजिज्मन् ।

যো নৰ্ম্য ত্বেন মৰুতু কৰ্ণে ববস্মে। ১০। ককলিতামহং স্ত ৮ ১৩।

গাছের নীচে বসে, যিনি ঐকান্তিক অধ্যয়নে মগ্ন, ঐকান্তিক আবার শৌভ্র
 এই বসিবার অত্যন্ত মনোযোগের মিশ্রণ অবস্থা করিবার এবং যিনি এই সময়
 বহুতর বিজ্ঞান করিবার ঐকান্তিক লক্ষ্যেবদ্ধে বিহার করিবার অর্থৎ ঐকান্তিক
 বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নে মগ্ন, তলেবাসিৎসে সেই ঐকান্তিক শিষ্টাচার প্রদর্শনকে
 আনি প্রণয় করি । ১৩ ০

अधिक नमः सुभाषाभिरुचिभिः मद्रो म मन्त्राः मन्त्रः मुनिवारः ।

असावि नर्थाकित नखु टल्ला: वीरगमो:कुरुनितामजीर तार ॥ १३ ॥

କଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଉଁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ସୁଧରୁଛି ଏହି ସମିତା ଦିନିକି କରକାନ୍ତେ ମୁଦିତ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ନାଉଁ ସମିତା ଦିନିକି ସିନ୍ଦୂରର ଗନ୍ଧିକ ମର୍ଜ୍ଜିତା ହାତମରିବାପରି କଢ଼ିକେର ଏବଂ ସିନ୍ଦୂରର ମିତାସରି ସମିତା ସାହସ ଡକୋଡ଼ିକ କଥା କୁରିତେ ଗାଧୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଗଣନୀନୀ କଳ୍ପମିତାସରିକେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହି । ୧୫ ୩

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟେ ମୁଖ୍ୟବିଦ୍ୱାନ୍: ଶ୍ରୀମ: ବ୍ରଜୀ ଯଜ୍ଞନାଥପଣ୍ଡିତ:

ममसि ममसकलकनकः कुरुम निरुतिः द्याकिरुः ।

यथाभावं प्रयत्नैर्बुद्धिः साधुः सुखः कामदेवः

माशान् निमज्जन् मज्झोत्तिमवत्^१ ब्राह्मणं निमज्जन् मया । २६ ॥

ସେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାକାଣ୍ଡେ ସିଂହର ଦୁଇ ଆଣ୍ଟି ଗୁଳର, ଦିଗ୍ଗି ଫାଉଣ୍ଟର୍ ଓ ପଞ୍ଜିକ ଡ୍ରା
ମକଲ ଯୁଗ୍ମାଞ୍ଜିତ ଗୁଣପତି ବାସେବ ଗଜାର ଦିଗ୍ଗି ଆକର୍ଷିତ କବିରା ସିବତ ମୁକ୍ତିତ

হইতেন ত বিধি আত্মপুত্র ঐক্যক সাধন করিয়া প্রাণপণে ঐহিক সাপ্তাহ
বিহার করিতেন সেই কৃষ্ণপিতৃবা উপাধক নিবৃত্ত এই বাণী বর্ণ্য করন । ১৪৪

গৌরঃ কোমলবীৰ্য্যদারচরিতঃ স্নিগ্ধো ভজেদ্রাহুতঃ

স্বামিশ্রাঙ্গবলং তপীর চরণে ভক্ত্যঃ সুনন্দাপিতা ।

যা প্রাণৈঃ পতিমহ্য বাবদগুণং বহুঃ বহিষ্ঠাঃ পরং

সরলস্তমুতে স পাতু নিতবাং হা কালবীণাং পতিঃ ॥ ১৪৫ ॥

যিনি গৌরবর্ণ জ্যোতসময়িত এ উপাধক নিবৃত্ত, যিনি বহুগুণ করিষ্ট কামান্ব
পতি কামবর্ণ স্নিগ্ধাভীত বাবার পুত্র অতি সুন্দর, নন্দর প্রতি বাবার
অতিশয় ভক্তি, যিনি সুন্দর পিতা এবং যিনি স্বাহিচ্ছা বাবা প্রাণপণে
নির্মল স্বর্ণ্য নীরাধনার তৎপর হইয়া ঐক্যক স্বামিসমুত্তি দিতার
করিতেন সেই মহাবীণাভ সরল সান্নিধ্যক বর্ণ্য করন । ১৪৫

শ্রাবঃ পুণ্ডরিকস্থানি বধূষোভ্যতিবিলাসপ্রীতিঃ

পাণ্ডিত্যবিত্ত বীপতিব্রজপতেঃ সৰ্বো বৃত্তারম্ভিতিঃ ।

কৃষ্ণং পাশতঃ হীহ যা প্রিয়তমা প্রাণার্কদৈবলীলাং

মঃপ্রাপ্যপুণনন্দপুহুবিহ তা শ্রীকৃষ্ণা বৃত্তস্তং হুমঃ ॥ ১৪৬ ॥

যিনি পুণ্ডরিক স্থানি, যিনি বধূষোভ্যতিবিলাস, যিনি জ্যোতির্ময়
পতিতদগ হায্য স্নেহিত পান্ডিত্য মল বৃহস্পতিব্রজ কর করিবার, যিনি
ব্রজপতি বহুগুণ বান ভাগ অবিকিত এবং যিনি প্রিয় বসিবা ঐক্যক
প্রাণলীলা বর্ণ্য করিষ্ট উপাধক স্নিগ্ধবহু, আমি প্রীতিপূর্ণক সেই উপাধক
পুত্র বৃত্তাক করন করি । ১৪৬

দৈত্যাস্ত্রোত্তেজবিত্তিকলবীঃ কোমলঃসু শূনোঃ

ভক্ত্যস্ত্রৈক্যঃ সততঃ মরমেবংললা ধ্যপ্রচিঙ্ক্য ।

ভৌক্রেবদ্যং বহুভিগতিভোবদ্য সন্তোক্ত শূন্য

দৈত্যাস্ত্রাঃ যা স্তুতমজবদ্যং সান্নিক্য পাতু বাটী ॥ ১৪৭ ॥

যিনি বাৎসল্যবলতঃ দৈত্যাস্ত্রোত্তেজবিত্তিকলবী বাবুল কামান্বিত পুত্র কৃষ্ণ
ভক্ত্য সন্ততঃ বাগচিত্ত হইয়া উপাধলাদি বহুবিধ ভক্তাবলম্বনে অগম্যতা
ভবনভীক শাস্তার করিবারিলে, অনন্তর ঐহার অহঙ্করে যিনি দৈত্যাস্ত্রী
নীচপুত্র পুত্র করিবারিলে, তবে ঐক্যক বাটীযাতঃ অধিকা আরাধিত
বর্ণ্য করন । ১৪৭

ইহাৰা কী। বন বকনশব্দ কখন, পবিতৰ্জনপীল বিশ্বভাটীতিন এতি অধিক
দৃষ্টিপাত কানন, কীকাৰা ককককন হঠাত বি'কং অতঃপা-অনকনবপূৰ্ণক
বায়বনভাত বৰ্ণাবা-বিচাৰাশক পাতকন মুনক বপুং, বংবল ও পৌৰণ-বহুত-
কাৰ বৰ্ণদাক—জাতিবা কৃষ্ণভজাবন পাবতবা-নিৰ্দ্ধাৰণ পীল কীদালীত এৰাল
কাৰন। তখনই আৰাব মত কৃষ্ণবিদ্য-পুটী জীব গোবন-পুজিত চতুৰ্ভুজ-বিশিষ্ট
বিদ্যুতঃপেৰ আৰাহন বাবক এবং বিদ্যুই একনায় বৰ্ণাধাণাণন সেব্য ও
সৰ্গমজিয়াবু চকুতি কিতাৰ এৰিষ্টে বন।

কৃষ্ণভজাত বিবি ও বসন্তেৰ পৰম্পৰ তৎপৰা বুসিত অসমৰ্থ কইবাব
কাকই আৰবা বিদ্যুকে পবল পৌৰণাচিত বপু-জাব-পূৰ্ণক আশনাগত হীৰ
জাব কতিবা পতকপাতন এতিবাদী (আলাহী) সাধি বাৰ কৰি।

বৰ্ত্তমান কালে আৰবা সানাজেকাব চিন্তাবুজ জন নংগেৰ বিকিত্ত এপ্তেৰ
উজব এৰাব আৰিত হাট। তৎপৰত সাপতিক নীতিসমূহ আৰাবনৰ বিকট
লান্দিক জনাককে বিকিত্ত জ্ঞান কৰে। আৰবা তখন বিকিত্ত ধাৰি পে-
বাতিজ্ঞেপেৰ নিবাংগেব বাবা জনবন্যবাব কিত্তাকি উপায়েবতাব চিন্তাসাত
বাই। ধৰ্ম্মিামী ইজিন-মক-বপুকেৰ মনন চিন্তগাত অবকান বা অবিষ্টান
কাই। তখন বাতিবাপন বিকিত্ত ইতিমিত্ত স্থাপনন লজাবক বাই,—বিচাৰ
কৰি। জ্ঞাপতিক আশনিক বিচাৰ ইহাব বুজিবুজতা আৰ। চিন্তগতেব
পবন বিৰ্জন অবকাত বিকিত্ত জিহা পতিক কালানীক-বাজেব আদৰ্শে দৰ্শন
কবিল বা বুবাবিচাবক অবকাত বাতা কলুণিত কৰিবাব অবিকাবকাজেব
আশাব বাপ হঠাক সৰ্গমজিয়াব পুজাবাতমাক বৰ্ণাতাকান সৰ্গমপ
বাপতপে, পুজকাল, পদ'কাল, জুজকাল জহন কবিলন পবিতৰ্গ কীদাৰ বিকট
হঠাত উপাসনাশক সেবা-পাতন উদোৰ্ণ অৰ্জুংগেৰ জাব উপনিষ্টেব বিচাৰ
জহক-পূৰ্ণক জবাবাবন হাৰা আৰাংগে বেবা কবাইবা ফেঁক অৰ্হাং আদবা
জবনানেব। সেবা কবিবাব পবিতৰ্গ জবনানেব সেবা জহন কৰি। ইহাতে
কৃষ্ণজোমব উদেগ নুনাবিক বিশত হঠাত আৰক কান।

বিদ্যুতে পতকজ্ঞান-পূৰ্ণক কৃষ্ণক কীদাৰ অবজাবজপে বিচাৰ কতিাল
আৰাবন কৃষ্ণভজাব ধৰিত্ত-ও উপকিত্ত অবাব। কৃষ্ণক বৰ্ণাতাকানে
অতুতক অতুপীশাবন অতাবন কৃষ্ণক বজাক পালাজান কবিলে উহাব এতুত
আৰিবা আৰাদব নিতাককাবন-এতুপীশাব বিশব কান। তৎপে আনত
বিদ্যুকে সৰ্গজাব জ্ঞান কতিবা কখনও কখনও উহাৰে বাবা আৰাদেব বাবা

প্রশ্নোত্তর

(ভক্তি-প্রতিকূল্য)

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ৫১ পৃষ্ঠার পর)

১৮। বৈষ্ণব-নিবন্ধের প্রতি মহাভাগবতের ব্যবহার কি ?

“বৈষ্ণব-চরিত্র সর্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি’।

ভক্তি-বিনোদ না সন্তোষে’ তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি ॥”

—কঃ কঃ ‘প্রার্থনা’ (লালসাময়ী)—৭

১৯। ভক্তির প্রতিকূলাচরণকারীর প্রতি শরণাগতের ব্যবহার কি ?

“বাধিয়া নিকটে আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।

প্রতীপ-জনেরে আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে ॥”

—শঃ

২০। লোকাপেক্ষায় সত্যে ঐকান্তিকতা পরিত্যাগ করা কি উচিত ?

“বৈষ্ণবতায় একমত থাকা উচিত, লোকাপেক্ষা করিয়া নানা-স্থানে
নানা-মতে মত দেওয়া উচিত নয়।” —‘সাধুভক্তি’, সঃ তোঃ ১১।১২

২১। কাহাদের সহবাস উচিত নহে ? বিষয়াতুরগণ যদি বৈষ্ণব চিহ্নধুক
হ’ন, তবে তাহাদের সঙ্গে কি বিধেয় ?

“দেহাভিমানী ব্যক্তির সহিত সহবাস করিবে না। বিষয়াতুর বঞ্চকগণ
যদি বৈষ্ণব-চিহ্নসকল ধারণ করে, তথাপি তাহাদের সহিত সহবাস
করিবে না।”

—‘শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ’ ৪৬’, সঃ তোঃ ৭।৪

২২। জড়বিদ্যায় অনুরাগ ভক্তি-প্রতিকূল কেন ?

জড়-বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।

মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা ॥”

—শঃ

২৩। ভক্তি-প্রতিকূল ও ভক্তির অনুকূল বিদ্যাকে কিরূপভাবে বর্জন ও
বরণ করিতে হইবে ?

“কক্ষি পক্ষো যাহা হ’তে যে বিভাগে বিভাগেতে

পরাবর্তে কন অকৈতল ।

পদযন্তী কৃষ্ণপ্রণা কৃষ্ণভক্তি তাঁ’র বিধা,

বিদ্যাদেব সেই শে বৈদ্যব ।”

—কঃ কঃ ‘উপদেশ’—১০

২১। বিজ্ঞান্যকি বি বৃত্তকালেণ শুভ পণ্ডিতজন কবিত নাথেন ?

“জীবন-পরাণিকালে, করিন তত্ত্ব,

এব করি পুং হুথ ।

তখন এ কথা নানি বহে বিজ্ঞজন,

এ যেন পতশৌখন হু”

—কঃ কঃ ‘প্রভোজন-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি’—৩

২২। অজ্ঞপণের জীবনপাতার বিধি কি ? আবিষ্কা ও বুনতাব কি অঙ্গুবিদ্যা হন ।

“জান-জান ভোগ্যত্নেণ ক আত্মদনবিধি কত বহু কথিব না । অন্নপাণ লক্ষ পণ্ডিত করণ্যজ্ঞানর গ্রহণ কর । ইহাই অকস্মিৎ জীবন-পাতার নিধি । তাহা প্রবেশন তাহাই আবরণ কর । অসিক বা অন্ন আত্মনে । তত্ত্বজন হইবে না । অসিক আবরণ বা পাতক কবিলে অনেক নগ্নের বণ হইনা পরমার্থ হানাইবন । আরণ উপযুক্তরূপে সাধন না কবিলে অজ্ঞানপতি-অঙ্গল পতীত্রেণ বলা হইবন না ।”

—‘অতানোব’, পঃ ভোঃ ১০৩

২৩। বেবতান্ত্রণেন বিদ্যা ভক্তি-প্রতিভুল কেন ?

“অন্ন দেপতনে অবস্থা তপে নিতান্ত নিবিড় ; * * * জীবনবিগাত যগ্যযোগ্য পুকা অগ্নি না তত্ত্বভক্তি-মন প্রার্থনা করিনেধ,—যোন জীনকেই অবস্থা করিনেন না । তিত-তিত নোপ য়ে-মকল বেবোশালনার লিত পুষ্টিত হয়, দেশ-যুদ্যকে পতান কবিনেন ; যেহেতু তত্ত্বমিহাভায়া শিষ্টাধি-কারক জীবনকল ভক্তি প্রাপ্তরূপ শিক্ষা করিতেছে । অবস্থা কবিলে নিকের অবস্থার দৃষ্টি হন, অতিক্রমতা-বৃদ্ধি থকা হইনা হাব,—
ওক আর অক্তি-শীত বইবার পেরে থাকে না । —ক্রঃ বিঃ ভাঃ

২৪। বৈজ্ঞান-সিদ্ধান্ত ও বৈজ্ঞান-ভাবাধী কোন কোন ব্যক্তির লগ পরিভাষা ?

“বৈজ্ঞান-সিদ্ধান্তী ক বৈজ্ঞান-অভিযাসকারীবিদ্যন নবে নিবলিখিত ব্যক্তি-
দ্বন্দ্বকে অবশ্য পরিচেন করিনে,—

(১) যাহারা কেবল ধূর্ততা-পূর্বক বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ করে। (২) কেবল অভেদবাদ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চালাইবার জন্য যাহারা বৈষ্ণব-আচার্য্য-দিগের অনুগত বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়। (৩) অর্থ-লোভে, প্রতিষ্ঠা-লোভে বা কোনপ্রকার ভোগ-লোভে যাহারা বৈষ্ণবপক্ষীয় বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।” —চৈঃ শিঃ ৩।২

২৮। মায়াবাদীর সঙ্গ কি কর্তব্য?

“মুক্তাভিমানী মায়াবাদীর সঙ্গ কর্তব্য নয়।”

—‘ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচারঃ’, শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৪।৪৭

২৯। মায়াবাদীতে ভাব-বিকার দৃষ্ট হইলে কি তাঁহাকে বৈষ্ণব মনে করিতে হইবে না?

“মায়াবাদীর অষ্টসাত্ত্বিক বিকারাদিও কাজের নয়।”

—‘মায়াবাদী কাহাকে বলি?’ সঃ তোঃ ৫।১২

৩০। ভক্তিবহির্গুণগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে?

“তব কই নিজ-মতে ভুক্তি-মুক্তি যাচত,

পাতই নানাবিধ ফাঁদ।

সো সব বঞ্চক, তুয়া ভক্তিবহির্গুণ,

ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ ॥

বৈমুখ বঞ্চে, ভটসো সবু,

নিরমিল বিবিধ পসার।

দণ্ডবৎ ছুরতঃ ভকতিবিনোদ ভেল,

ভকত-চরণ করি’ সার ॥”

—শঃ

৩১। বহুজন-সাধ্য ধর্ম্ম-কার্য্য ভক্তি-প্রতিকূল হইলে তৎসম্বন্ধে কি কর্তব্য?

“বহুজনের সাহায্য ব্যতীত যে কার্য্য হয় না, অথচ সেরূপ সাহায্য প্রাপ্তির সহজ উপায় নাই, সে-কার্য্যের উত্তম করা শ্রেয়ঃ নয়; কেবল ভজনের ব্যাঘাত করিবে। মঠ, আখড়া, মন্দির, সভা ইত্যাদি বৃহৎ কার্য্য উক্ত বিধিক্রমে কঠিন হইলে তাহাতে যত্নমাত্র করিবে না।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৩২। সাধক কি মাদক-দ্রব্য সেবন করিতে পারেন?

“মদ্য, গাজা, অহিফেন, চরস, সিদ্ধি, গুলির ত’ কথাই নাই, তামাক পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের সেবনীয় নয়; এই সকল বস্তুর সেবন বৈষ্ণব-শাস্ত্রের

বিরুদ্ধ। তামাকের ধূমপানের দ্বারা জীব তাহার অত্যন্ত বণীভূত হয় ;
এমত কি, তাহার জ্ঞান অসংসঙ্গ করিতে বাধ্য হয়।” —চৈঃ শিঃ ৩।৩
৩৩। উত্তম ভোজনাদি ও আসব-পানাদিতে লোভ অথবা পাপজনক ও
পুণ্যময় বস্তুতে আসক্তি ভক্তি-প্রতিকূল কেন ?

“ভালরূপ ভোজন, পান, শয়ন ও ধূম-আসবাদি সেবায় যে লোভ
থাকে, সেই লোভ দ্বারা জীবের ভক্তি সঙ্কুচিত হয়। আসব ও কনক-
কামিনীতে লোভ ভক্তির নিতান্ত বিরোধী। যাহাদের গুরুভক্তি-লাভের
বাসনা থাকে, তাহারা অতি যত্নে ঐ সকল লোভ পরিত্যাগ করিবেন।
পাপ-বস্তুতেই হউক, বা পুণ্যময় বিষয়েই হউক, ইতর লোভ অত্যন্ত
হেয়। কেবল কৃষ্ণ-বিষয়ে লোভই সর্বমঙ্গলের হেতু।”

—‘লৌল্য’, সঃ তোঃ ১০।১১

৩৪। বিষয়ি লোকের মনস্তৃষ্টি-সাধনার্থ শ্রীচৈতন্য-শিক্ষা-বিরুদ্ধ কথা স্বীকার
করা যাইতে পারে কি ?

“কেবল সংসারী-লোকদিগকে সন্তোষ করিতে গেলে ক্রমশঃ অনর্থের
উদয় হইবে, তাহাদের মতে মত্ত দিয়া নিরবচ্ছিন্ন মায়াবাদ-চেউতে
ভাসিতে থাকিবেন। শ্রীগোরাঙ্গ-ভক্তি প্রচার করিবার জন্ত সেই সকল
সংসারী লোকের নির্দোষ সহায়তা গ্রহণ করা ভাল। কিন্তু
তাহাদিগের মনস্তৃষ্টি-সাধনের জন্ত শ্রীগোরাঙ্গের শিক্ষা-বিরুদ্ধ
কথা স্বীকার করা অতীব অগ্ৰায়।”

—‘শ্রীগোরাঙ্গ-সমাজ’, সঃ তোঃ ১১।৩

৩৫। জিহ্বা-লালসা কি ভক্তি-প্রতিকূল ?

“জিহ্বার লালসায় যাহারা ভ্রমণ করেন, তাহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণ প্রাপ্তি
বড়ই দুর্ঘট।”

—‘ধৈর্য্য’, সঃ তোঃ ১১।৫

৩৬। দ্যুতক্রীড়া কি কি ? তাহা কি ভক্তি-প্রতিকূল ?

“যে-স্থলে অপ্রাণী বস্তুর দ্বারা ক্রীড়া হয়, তাহাই দ্যুতক্রীড়া-স্থান।
তাস, পাশা, সতরঞ্চ, দশ-পঁচিশ, বাঘ-বন্দীরূপ যতপ্রকার ক্রীড়া আছে,
সে-সকল স্থানকে ‘দ্যুতক্রীড়া’-স্থান বলা যায়। অধুনাতন ‘লটারি’ গৃহকেও
দ্যুতক্রীড়া স্থান বলা যায়। নলরাজা, যুধিষ্ঠির, দুর্ঘ্যোধন, শকুনি প্রভৃতি
রাজগুণবর্গের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দ্যুতক্রীড়া-
স্থানে জুয়াচুরি, কপটতা প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা অর্থ-লাভের জন্ত বিষম

কলহ ও সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। এখনও যে-সকল ক্রীড়া-মন্দির আছে সে-সকল স্থানে অনেকের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-চতুর্ভুজের নাশ হইতেছে। এই সকল ক্রীড়ায় যাহারা রত হয়, তাহারা ভয়ঙ্কর আলস্য ও কলহ-প্রিয়তা লাভ করে; তাহাদের দ্বারা কোন ধর্ম-কর্ম হইতে পারে না।” —‘কলি’, সমষ্টিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) স: তো: ১৫।১

৩৭। পশু-পক্ষী-পালন কি ভক্তি-প্রতিকূল?

“পশু-পক্ষীর প্রতিপালনে আসক্তি করিবে না।”

—‘ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচার:’, শ্রীভা: ম: মা: ১৪।৩৭

৩৮। ‘মাৎসর্য্য’ কাহাকে বলে? মাৎসর্য্য ও প্রেম কি পরস্পর বিরোধী?

“পরসুখে দুঃখী ও পরদুঃখে সুখী হওয়ার নাম—‘মাৎসর্য্য’। ‘মাৎসর্য্য’ ও ‘প্রেম’—পরস্পর-বিরুদ্ধ। যেখানে মাৎসর্য্য, সেখানে প্রেম নাই এবং যেখানে প্রেম, সেখানে মাৎসর্য্য নাই।

—‘ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব’, স: তো: ৪।৬

(ক্রমশঃ)

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জানাও তাঁরে নতি

ওরে লুটিয়ে পড় ভক্তি-ভরে।

গুরুর চরণ-তলে,

পূরিবে তোর মনোভিলাষ

তাঁহার কৃপা-বলে।

যা’ কিছু তোর সঁপে দে তাঁয়,

তিনি ছাড়া তোর কেহ নাই,

তাঁর কৃপাতেই পার্বে যেতে

ভব-সাগর-কূলে।

বিপদ-বাধা কাটবে রে তোর,

ডাকুনা গুরু বলে।

গুরুর শরণ ছাড়া জীবের
 নাইকো কোনই গতি'
 হরির পূজন হয় না কভু
 গুরুর শরণ ত্যজি'
 গুরুর চরণধূলি মেখে
 ভজন কর তাঁর নিদেশে,
 তবেই রে তোর ব্যাকুল ডাকে
 আসবে জগৎপতি
 যাহার কৃপাতে মিলবে হরি
 জানাও তাঁরে নতি ।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-৫১)

অনন্তর অর্চন সম্বন্ধে বলা হইতেছে,—আগমোক্ত আবাহনাদি ক্রমবিশিষ্ট কৃত্যই অর্চন । যদি অর্চনমার্গে শ্রদ্ধা হয়, তবে মন্ত্রগুরুর আশ্রিত হইয়া তৎসম্বন্ধে বিশেষ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে । আচার্য্য হইতে অর্চন-প্রণালী অবগত হইয়া অতীষ্টমূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীহরির অর্চন করিবে । যদিও ভাগবতমতে অর্চন ব্যতীতও শরণাগতি প্রভৃতির যে কোন একটি দ্বারাই পুরুষার্থ সিদ্ধি হইতে পারে, তথাপি শ্রীনারদাদি মহাজনগণের মার্গানুগমনশীল যে সকল ব্যক্তি ভগবানের সহিত শ্রীগুরুকর্তৃক দীক্ষা বিধান দ্বারা সম্পাদিত সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা দীক্ষা গ্রহণের পর অবশ্যই অর্চন করিবেন ।

যাহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ, তাহাদের পক্ষে অর্চন-মার্গই মুখ্য । বিশুদ্ধপদ্ধতি দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীহরির অর্চনই গৃহস্থভক্তগণের পক্ষে মঙ্গললাভের মার্গস্বরূপ । অপরের দ্বারা অর্চন করাইলে নিজের বিষয়-ব্যবহারে নিষ্ঠা বা আগ্রহ প্রতিপাদিত হয় । অতএব অশ্রদ্ধাময় বলিয়া তাদৃশ অর্চন নিকৃষ্টই জানিতে হইবে । বিশেষতঃ গৃহস্থগণের পক্ষে দ্রব্যসাধ্যত্ব-

নিবন্ধন পরিচর্যামার্গ অর্চনমার্গ হইতে সবিশেষরূপে প্রাপ্ত হইলেও বিধি-
সাপেক্ষ বলিয়া অর্চনমার্গেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে। এইরূপ ভগবদর্চন
গৃহস্থধর্মোচিত শাখাপল্লবাদিসেবন স্থানীয় দেবভাগণের মূল সেবনস্বরূপ বলিয়া
তাহা না করিলে মহাদোষ ঘটে। এজন্ত স্কন্ধপুরাণে প্রহ্লাদবাক্য—

কেশবার্চা গৃহে যশ্চ ন তিষ্ঠতি মহীপতে ।

তস্তান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষোণ সমং স্মৃতম্ ।

যাহার গৃহে শ্রীহরির অর্চা প্রতিষ্ঠিত নাই, তাহার অন্ন ভক্ষণযোগ্য
নহে। যেহেতু তাহা অভক্ষ্যতুল্য বলিয়া কথিত।

দীক্ষিত ব্যক্তির অর্চন না করিলে নরকপাত ক্রুত হয়। অসক্ত ও অযোগ্য
ব্যক্তির সম্বন্ধে শ্রীহরিপূজাকালে বা পূজিত অবস্থায় দর্শন করিলে অর্চন-ফল
লাভ হয়। অর্চনবিষয়ে মানসযোগও বিহিত আছে। অর্চনকারীর পূর্বে
দীক্ষাগ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। যথা আগমে—

দ্বিজানামুপনীতানাং স্বকর্মাধ্যয়নাদিষু ।

যথাধিকারো নাস্তীহ স্রাচ্চোপনয়নাদনু ॥

তথাব্রাদীক্ষিতানাস্ত মন্ত্ৰদেবার্চনাদিষু ।

নাধিকারোইস্তাতঃ কুর্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্ ॥

অনুপনীত উপনয়নরহিত দ্বিজগণের যেকোন নিজ কর্ম বেদাধ্যয়নাদিতে
অধিকার হয় না, উপনয়নের পরই তাহা হয়, তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তির মন্ত্র ও
দেবার্চনে অধিকার নাই। এজন্ত নিজকে দীক্ষিত করিতে হইবে।

শাস্ত্রীয়বিধান শিক্ষা-বিষয়ে বিষ্ণু-রহস্য বচন—

অবিজ্ঞায় বিধানোক্তং হরিপূজাবিধিক্রিয়াম্ ।

কুর্স্বন্ ভক্ত্যা সমাপ্নোতি শতভাগং বিধানতঃ ॥

বিধিবচন না জানিয়া কেবল ভক্তিসহকারে শ্রীহরির অর্চন করিলে
বিধানোক্ত অর্চনাপেক্ষা শতভাগের একভাগ মাত্র ফল লাভ হয়। এখানে
ভক্তি অর্থে পরম আদর সহকারে। অথথা তাহাও হয় না। বিধিবিষয়ে
বৈষ্ণবসম্প্রদায় অনুসরণ কর্তব্য।

বিষ্ণুরহস্যে উক্ত হইয়াছে—

অর্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং মনোবাক্কাযকর্মভিঃ ।

তেষাং হি বচনং গ্রাহ্যং তে হি বিষ্ণুসমা মতাঃ ॥

কুর্স্বপুরাণে—সংপৃষ্ঠা বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ বিষ্ণুশাস্ত্রবিশারদান্ ।

চীর্ণব্রতান্ সদাচারান্ তদুক্তং যত্নতশ্চরেৎ ॥

বৈষ্ণবতন্ত্রে—যেবাং গুরো চ জপো চ বিষ্ণো চ পরমাত্মনি ।

নাস্তি ভক্তিঃ সদা তেবাং বচনং পরিবর্জয়েৎ ॥

যাহারা কায়মনোবাক্যে নিরন্তর বিষ্ণুর অর্চন করেন, তাহাদেরই বাক্য গ্রহণযোগ্য ; যেহেতু তাহারা বিষ্ণুতুল্যরূপে-সমত ।

বিষ্ণুশাস্ত্রবিশারদ, কৃতব্রত, সদাচারী বৈষ্ণববিপ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া যত্নপূর্বক তত্পদিষ্ট বিষয় আচরণ করিবে ।

গুরু, জপ্যমন্ত্র এবং পরমাত্মা বিষ্ণুর প্রতি যাহাদের ভক্তি নাই, তাহাদের বাক্য গ্রহণ করিবে না ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও অশ্বরীষ-চরিত্রে জানা যায় যে, তিনি ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া পরমপুরুষ শ্রীহরিতে কর্মসমূহ অর্পণ করিয়া পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন ।

এক্ষণে আশঙ্কা এই যে, মন্ত্রসকল ভগবন্নামাত্মকই হইয়া থাকে । বিশেষতঃ তাহা নমঃ শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত এবং শ্রীভগবান্ ও ঋষিগণকর্তৃক সমর্পিত শক্তিবিশেষযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষের প্রতিপাদক হয় । তন্মধ্যে কেবল ভগবানের নামসকলই অণু নিরূপেক্ষভাবে পরমপুরুষার্থ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকে । অতএব মন্ত্রসকলের নাম অপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্যলব্ধ হইতেছে না বলিয়া তদ্বিষয়ে পুনরায় মন্ত্রদীক্ষার অপেক্ষা কেন ? তদুত্তর— যদিও জীবের স্বরূপতঃ দীক্ষার অপেক্ষা নাই, তথাপি দেহাদিসম্বন্ধবশতঃ কদর্যাশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত জনগণের তত্তৎপ্রবৃত্তির সঙ্কোচার্থ শ্রীঋষিগণকর্তৃক অর্চনমার্গে কোন কোন স্থলে বিশেষ মর্যাদা স্থাপিত হইয়াছে । অতএব তাহার লজ্জনে শাস্ত্রমর্যাদার অপালনহেতু প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে । এই মন্ত্রদীক্ষা পুরস্চরণাদি এবং ত্রাসবিধান ব্যতীতও জপ মাত্রেই সিদ্ধিপ্রদ হয় । সনৎকুমার সংহিতাবচনানুসারে জানা যায় যে গোপালমন্ত্রে সাধ্য সিদ্ধ, অসিদ্ধ এবং অরি-জ্ঞান করিতে হইবে না । এই গোপালমন্ত্র সর্ববর্ণগত, সর্বাশ্রমগত, নানাজন্ম-নক্ষত্রবিশিষ্ট জনগণের গর্ভাশ্রে অতিবাহিত ফল প্রদান করে । তত্ত্বদর্শী মুনিগণ ইহলোক বা পরলোক বিষয়ে পুরুষার্থ-সিদ্ধির জ্ঞাত উপায় সকলের দর্শন ও অনুষ্ঠান করিয়াছেন । পরবর্তী যে ব্যক্তি (বিদ্বান্ বা অবিদ্বান্) শ্রদ্ধাসহকারে ঐসকল উপায়ের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সত্ত্বর সেইসকল ফল প্রাপ্ত হন, আর যিনি উহার অনাদর করেন, তাহার আরক্কাবিষয় অসিদ্ধ হয় ।

ମତ୍ତଏବ ପରମ୍ପରାମ୍ବେ ଡିକ ବଢ଼ିଯାଏ—ସେ କଳ ଶ୍ରୀକୀର୍ତ୍ତବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରେ ଶ୍ରୀହାର ମୁକ୍ତା
କରେବ, ଶ୍ରୀହାର ହାସ୍ତେ ଗୋବ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ବ ନା ଏବଂ ତିସି ବର୍ଣ୍ଣକୋକ୍ତାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
କରିବା ଧାକେବ ।

ଅର୍ଚ୍ଚ୍ୟ ବିବିଧ—କେବଳ ଓ କର୍ମବିଧି । ମିନି ସ୍ବର ଶ୍ରୀମାତାବ ଅବତାର-
ବନ୍ଧବ ମନ୍ତ୍ରବାର ଡିକା ବରେବ, ତିସି ଗଣେଶ-ବିବାହେ ଶିବ-ବିର ଅର୍ଚ୍ଚବ କବିବେଶ,
ହେବା ମୁର୍ଖୋକ ଅର୍ଚ୍ଚବ । ବାହାବା ଉପବନ୍ଧକିଧାରୀଓ ଅଗତିକ, ହାମୁଣ ଗାନ୍ଧିବ
ଅର୍ଚ୍ଚବ କର୍ମବିଧି । ମିହୁବାଜିବନଓ ଲୋକମିତାର କର ବିବିଧକଳେର ଆଟେବ
କବିବା ଧାକେବ । ବିହୁଣାବୋଦକ ବାବା ବିହୁତର୍ପବ ଏବଂ ବିହୁଣେଲ ବାବା କଳ
ବେବତାର ମୁକ୍ତା କର୍ତ୍ତବା । ହେବି ଶାନ୍ତେବ ବିବାବ ।

କର୍ମବାବେର ମିଠାଗତମୁକ୍ତାବ ବାବେ, ହୁମ୍ପୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାବାବା ମୁକ୍ତିକ ସନ,
ଶ୍ରୀହାତା ବିବହୁବେବାବିର ହାତ କର୍ମବାବେର ବିକା ବେହୁମ୍ପେବେବ । ଅତଏବ
ମାବାବକାରୀକ ଅର୍ପେମ୍ପ ହୁମ୍ପାସି ହେବେ ଶ୍ରୀହାତା ତିସ । ଅନ୍ତେମାକରସହବେକ
କବିଶ୍ରୀହୁମ୍ପକିହୁଣେ ବର୍ଣ୍ଣବାବ ମାବରା ବାବ, ତିସିଓ ଗତମ୍ପା ବାବବକବାବେ
ଡିକ ବଢ଼ିଯାଏ—

ସଃ କୁକ୍ତ ଶେଷ ହୁମ୍ପୀ କାବୁ ବା ହୁମ୍ପୀ କଳ ଏବଂ ବା । ବିନି କୁକ୍ତ, ତିସିବି ହୁମ୍ପୀ,
ବିନି ହୁମ୍ପୀ, ତିସିବି କୁକ୍ତ । ହାତାମ୍ପକମ୍ପା ଗବିନୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାବବେବେ ବଗବତ-
କମ୍ପେବାକମ୍ପା ମିହୁକା ହେବା ଗିହକିହୁମ୍ପି ହୁମ୍ପୀ ବାବୀତ ଗାବ କାବା କାବେ,
ମରବ ବୁବେ ଶେବାବିଶ୍ରୀଣୀ ମେବ ।

ବାବାଜିଓ ବେହୁକ୍ତାବରମ୍ପକବନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେ ମାବୋବବ ଓ ମହୁକାବରଗାବୁତ ବନ—

୧ବ ଆଟେବେ—ଗାତାବେବ, ବକ୍ତମ୍ପ, ଶ୍ରୀହାତ ଓ ଅନିଷ୍ଟ ମୁର୍ଖାମିକ୍ତବେ ଡହୁହୁବି
ଏବଂ ଗାବିକୋବେ କାବେବାମିକ୍ତବେ କନ୍ଦୀ, ବାବଜୀ, ଗତି ଓ
ଗାନ୍ଧି ମକ୍ତିକହୁବ ।

୨ବ " କେମ୍ପାମି ହାବମ୍ପ ଡିକ ଓ ବାବମ୍ପ ବାବେବ ଅସିବବତା ।

୩ବ " ହେତାବି ବାବେବତାର ।

୪ବ " ମୁର୍ଖାମିକ୍ତବେ ମତା, ମହୁତେ, ଅବଶ, ହୁମ୍ପୀ, ବିବହୁବେବ, ବଜାବବ,
ମହାମିଧି ଓ ବହୁବିଧି ।

୫ବ " ବକ୍, ବକ୍, ବାବ, ଅଦର୍ଶ, ମାବିଶ୍ରୀ, ମକ୍ତ, ବର୍ତ୍ତ ଓ ଗତ ।

୬ବ " ମହ, ଗତ, ବାବା, ମହ, ବକ୍ତ, ମାବିବିହୁ, ବଳ ଓ ଗୁବଳ ।

୭ବ " ହିସ, ଆମ୍ପ, ଯବ, ବେବଗିତି, ଗକମ୍ପ, ବାହୁ, କୁବେବ ଓ ଶିମାବ ।

বৈকুণ্ঠরূপ পরমধামে ইঁহারা সকলেই নিত্যরূপে বিরাজমান। কিন্তু প্রাকৃত স্বর্গে উক্ত দেবগণ অনিত্য।

ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষর ষড়ঙ্গাদি দেবতাভেদকথনারন্তে উক্ত হইয়াছে— সর্বত্র দেবদেবোহসৌ গোপবেশধরো হরিঃ।

কেবলং রূপভেদেন নামভেদঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

গোপবেশধারী দেবদেব শ্রীহরিই সর্বত্র বিরাজিত, কেবল রূপভেদহেতু নামভেদ উক্ত হইয়াছে। অতএব নামমাত্রে সাম্যহেতু অনন্তভক্তগণ ভয় করিবেন না। পরন্তু ভাগবতত্ব ও নিত্যবৈকুণ্ঠসেবকত্বহেতু বিশ্বকুসেনাদির জ্ঞায় তাঁহাদের সংকারই করিবেন। যিনি গোবিন্দের অর্চন করিয়া তদ্-গণান্তর্গত অন্তাত্মের অর্চন না করেন, তাহাতে দোষই শ্রুত হয়। অতএব অবৈদিক দেবগণের অর্চন এবং বৈদিক দেবগণের স্বতন্ত্র অর্চন পরিত্যাগ করিবেন। প্রথমতঃ শ্রীহরির পূজা করিয়া পশ্চাতে আবরণ দেবতাগণের অর্চন করিবেন এবং শ্রীহরির নৈবেদ্যাবশেষ তাঁহাদিগকে প্রদান করিবেন।

ভূতাদিপূজা কর্তব্য নহে। যেহেতু তাঁহারা আবরণদেবতাস্বরূপ নহেন। যক্ষ, পিশাচ ও মত্তমাংসভোজী দেবগণের পূজা সুরাপানতুল্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অবশ্য পূজ্য দেবগণের মধ্যে কাহারও মত্তাদি সেবন অভ্যস্ত থাকিলেও তাহা দ্বারা পূজা করিবেন না। শ্রীসঙ্কর্ষণ বাকুণী মদিরাপানে অভ্যস্ত থাকিলেও পূজায় তাহা নিষিদ্ধ। পীঠপূজায় ভগবানের বামদেশে শ্রীগুরুপাদুকাপূজা সঙ্গত।

সম্প্রতি শুদ্ধভক্তগণের ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি ক্রিয়া জ্ঞানানুসারে ব্যাঘাত হইতেছে—যাঁহারা ভগবৎসেবাই একমাত্র পুরুষার্থরূপে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিজাভীষ্ট ভগবৎসেবার উপযোগী তদীয় পার্শ্বদেহ ভাবনা পর্যন্ত ভূতশুদ্ধি করিবেন। যে যে স্থলে নিজাভীষ্ট দেবতারূপে নিজের চিন্তাবিহিত, তত্ত্বৎ স্থানে পার্শ্বদেহে চিন্তা জানিতে হইবে। যেহেতু অহংগ্রহোপাসনা শুদ্ধ ভক্তগণের অনভীষ্ট, তজ্জন্ত তাদৃশ স্থলে প্রায়শঃ উভয়ের তুল্যত্ব লক্ষ্য করিয়াই ঐক্য অভিহিত। অনন্তর কেশবাদিগ্রাস সম্বন্ধে যাহাতে অধমাত্মের বিষয়ত্ব বর্তমান, তৎস্থলে তন্মূর্ত্তির ধ্যান এবং তত্ত্বমন্ত্রসকলের জপ করিয়া তত্ত্বদঙ্গস্পর্শ করিবেন কিন্তু তত্ত্বৎস্থানে তত্ত্বমন্ত্রদেবতাকে বিগ্নস্তরূপে ধ্যান করিবেন না। ভক্তগণের তাহা অহুচিত, স্বর্ঘ্যমণ্ডলে বৃন্দাবনেশ্বর সাক্ষাৎ অবস্থান করেন না।

পরন্তু তেজোময় প্রতিমাকারেই অবস্থান করেন, স্মরণার্থে বাহ্য স্বরূপে শ্রুত হয়, তাহা তদীয় ধামগতরূপেই চিন্তনীয়।

মানসপূজায় বেণু-প্রভৃতির যে পূজা উক্ত হইয়াছে, তাহা ভগবানের অঙ্গকাস্তিতে বিলীনাঙ্গ নিজের অঙ্গসমূহে নিবিষ্ট ভগবানের মুখাদিতেই চিন্তা করিবেন, নিজমুখাদিতে নহে। নিজমুখাদিতে যে তাদৃশ বেণু-প্রভৃতি গৃহীত হয়, উহা কেবল ভগবানকে উক্ত প্রিয়বস্তুরূপের প্রদর্শনার্থই জ্ঞাতব্য। এইরূপ মানসপূজায় তদীয় পরিকরলীলাবৃত্তিও কাল্পনিক নহে। তত্রত্য অস্বরগণ চেতন নহে, কিন্তু যন্ত্রময় অস্বর প্রতিমাতুল্য। ভগবানের বিভিন্ন লীলাসমূহের নানাবিধ প্রকাশ দ্বারা কৌতুকবশতঃ ঐসকল অস্বর-প্রতিমার অনুকরণ হইয়া থাকে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

ভক্তিই জীবের পরম ধর্ম

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যায় ৬২ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীভগবৎপাদপদ্ম বলিতে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মকেই বুঝিতে হইবে। কেন না শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৩।২৮) “কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্” অর্থাৎ ‘কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্’ কথিত আছে। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারাই লভ্য হয় তাহার ইঙ্গিত পূর্বেই নিবেদন করিয়াছি। এক্ষণে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

ভজ্-ধাতু ‘ক্তি’ প্রত্যয় করিয়া ‘ভক্তি’ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। গোপাল-তাপনি বলেন, ভক্তিরন্তু ভজনম্। অর্থাৎ হরিভজনই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যপার্ষদ পরমপূজ্য শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ তদীয় ভক্তিরসামুতসিকুণ্ডলে ভক্তির সৃষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

অভ্যভিলাষিতাশৃংগ জ্ঞানকর্ণাচনাবৃতম্।

আনুকূল্যেণ কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমম্।

শ্রীকৃষ্ণসেবাভিলাষ ব্যতীত ইতর অভিলাষ শূন্য, জ্ঞান, কণ্ঠের দ্বারা অনাবৃত তথা অনুরাগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির কথা শ্রবণ-কীর্তনই শুদ্ধভক্তি।

শাণ্ডিল্যসূত্র বলেন— ‘সাপরানুরক্তিরীশ্বরে’। ঈশ্বরে শ্রেষ্ঠ অনুরাগই ভক্তি, এই শুদ্ধভক্তিই জীবের পরম মঙ্গল ও পুরুষার্থ।

ତ୍ରିୟତ୍ତାପବାତ (ବାମନ) ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ,—

ଏତାବାବର ବୋଲେହିନ୍ତି ମୁଁ: ବାଧ୍ୟ ମରା ମୃତ୍ୟୁ ।
ଏକାନ୍ତକଳିମାନିକେ ଏକ ମର୍ଦ୍ଦବ ତନୁକମୟ ।

ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଧ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଉପବାସ ତ୍ରିମୋହୀନୀ ଶିକ୍ଷାଦିକୀ ତଳି ଓ ବର୍ଣ୍ଣା-
କ୍ରମରେ ବହୁବ୍ୟୟରେ କାହିଁକି ତାହାରେ ଶ୍ରୀତି ଦେବାକୁ ଉପସର୍ଗୀୟ
ବାକ୍ୟେଷ ଚରଣ କଳାପ ସମିତା ମର୍ଦ୍ଦବାଦ କବିତ ହେବାପାରି ।

ତ୍ରିୟତ୍ତାପବାତ (୧୩୧୩୨୩) ଶିକ୍ଷାଦିକୀ ଶିକ୍ଷାଦିକୀ ଶିକ୍ଷାଦିକୀ,—

ତତ୍ତ୍ୱାବଦେଶା ଶାନ୍ତା ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।
ତଳି ମୁକ୍ତି-ବିକାଶା ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।

ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।
ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପାରି । ଏହି ଶିକ୍ଷାଦିକୀ ଶିକ୍ଷାଦିକୀ ଶିକ୍ଷାଦିକୀ ଶିକ୍ଷାଦିକୀ ଶିକ୍ଷାଦିକୀ ।

ତ୍ରିୟତ୍ତାପବାତ (୧୩୧୩୨୩) ଶିକ୍ଷାଦିକୀ ଶିକ୍ଷାଦିକୀ,—

ତତ୍ତ୍ୱାବଦେଶା ଶାନ୍ତା ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।
ତତ୍ତ୍ୱାବଦେଶା ଶାନ୍ତା ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।

ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଧ ଏହି ପଦ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।
ଏକ ପଦ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।
ଏକ ପଦ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।

ଏକପଦ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।
ତତ୍ତ୍ୱାବଦେଶା ଶାନ୍ତା ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।

ତତ୍ତ୍ୱାବଦେଶା ଶାନ୍ତା ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।
ତତ୍ତ୍ୱାବଦେଶା ଶାନ୍ତା ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।

ତତ୍ତ୍ୱାବଦେଶା ଶାନ୍ତା ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।
ତତ୍ତ୍ୱାବଦେଶା ଶାନ୍ତା ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।

ତତ୍ତ୍ୱାବଦେଶା ଶାନ୍ତା ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।
ତତ୍ତ୍ୱାବଦେଶା ଶାନ୍ତା ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।

ତତ୍ତ୍ୱାବଦେଶା ଶାନ୍ତା ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।

ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାଧ ଏହି ପଦ୍ୟାବଳୀ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।
ତତ୍ତ୍ୱାବଦେଶା ଶାନ୍ତା ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।

ତତ୍ତ୍ୱାବଦେଶା ଶାନ୍ତା ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।

ତତ୍ତ୍ୱାବଦେଶା ଶାନ୍ତା ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।

ତତ୍ତ୍ୱାବଦେଶା ଶାନ୍ତା ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ଶ୍ରୀବାସୁ ।

ভক্তভক্তি একমতি ভক্তপ্ৰেমও বাধুবলী আলই মৌজাগাবান জীবন্ত
লতা হইল। ৭৫৫।

ভক্তিও তিবট্ট অবস্থা যথা বাধন, ভাব ও প্ৰেম।

'বাসব' ভক্তি কবিতা কবিত্তে জীবন্তব এবং ভবে লক্ষ্যই হইলে
প্ৰেমলাভ হয়।

লাবণ্যভক্তি বৈদী ও বাগাহুবা জেবে দুই প্রকাৰ। পাণ্ডীর বিধান
অহুবাৰে যে লাবণ্য ভাষ্যকে বৈদীভক্তি এক প্রকৰমেব অহুগত হইয়া
ঐহিকদেব জীব মাৰবে যে বাক বোবা জালাই তালাহুগা। এই দুই প্রকৰে
ভক্তিব বৰ্ণ্য বালাব দেবব অধিকবে বিবি লেই প্রকৰে ভক্তি বাৰব
কহিাবব।

বৈদীভক্তি প্রকৰণকঃ বৰবিব যথা :—

প্রথম: কীর্ত্তনঃ বিজ্ঞাঃ অবধঃ পাদাবধনম্।

অৰ্চনঃ বন্দনঃ হস্তঃ বসামাস্তমিবেশবম্ ॥ (ভাঃ ৩।৫।৩০)

প্রথম, কীর্ত্তন, অর্চন, পাদসেবন, অৰ্চন, বন্দন, হস্ত ও বন্দ্য তথা
আস্তমিবেশব— এই নববিধ বাবণ্যভক্তি প্রহুসত্ৰাট ইহজাগবতে কিনিবিত
আছে। এই নববিধ-ভক্তিব অস্তপ্রত্যস্ত ধরিবা জীতক্রিয়লাভুতপিত্ত প্রাণে
দুবধপূৰ্ণা শ্রীল কবগোবর্দৌপাদ চৌধুরী-প্রকাৰ তত্কাৰ বৰ্ণব কবিবাবেব।
পবনপূৰ্ণা শ্রীল কবিবাক গোবর্দৌ প্রহুত ঐহিকল অত শ্রীচৈতন্যবিত্তাবুত্তে
(বঃ ২।১১২-১১৩) এতপ্রকাৰ লিখিয়াইবে—

জতপাদাশ্রয়, লীলা, কতব বেববা।

লক্ষণলিঙ্গা-পূজা, লাধুদাৰ্ঘ্যহুগম।

ভক্ত-প্ৰীতা কোথ ভাষ, ভক্ততীর্থেবাষ।

মাৰব-নির্ক'হ প্রক্তিগ্রহ, এতাবত্ৰাণবান।

বালাবধ-জো-বিত্ত-বৈকব পূতম।

বেবা-আবালবঃবাৰি দুবে দিবর্জন।

অবৈকব-বল-জ্যায, বহুপিত্ত বা কবিব।

বহুপ্রহু কলংকায় বাবায বজ্জিবট।

ভাবি লাভে বম, বোকাবিত্ত বল তা হইব।

অতচেব, অতলচে নিলা ম। কবিব।

বিত্ত বৈকব-নিষা, প্রাণকথা না কবিব।

প্রাণিগাজে বৎসবোকে উৎকট বা বিব।

শ্রবণ, কীর্তন, শ্রবণ, পূজন, বন্দন ।
 পরিচর্যা, দাস্ত, সখ্য, আত্মনিবেদন ॥
 অগ্রে, নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি ।
 অভ্যর্থন, অমৃতজা, তীর্থগৃহে গতি ॥
 পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সংকীৰ্তন ।
 ধূপ-মালা-গন্ধ, মহাপ্রসাদ ভোজন ॥
 আরত্ৰিক-মহোৎসব শ্রীমূর্তিदर्शन ।
 নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন ॥
 তদীয়-তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা-ভাগবত ।
 এই চারিপ্রকার সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥
 কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন ।
 জন্ম-দিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ ॥
 সৰ্ব্বথা শরণাপত্তি, কান্তিকাদি ব্রত ।
 চতুষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহন্ত ॥

বিধিমার্গে ভজন করিতে করিতেই রাগমার্গে প্রবেশাধিকার জন্মে ।
 ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

বিধিমার্গ রত জনে স্বাধীনতা রত্নদানে
 রাগমার্গে করান প্রবেশ ।

শ্রীহরিভক্তিযাজন করিতে হইলে সৰ্ব্বাগ্রে কৃষ্ণতত্ত্ববিদ মহাভাগবতকে
 গুরুরূপে বরণ করিতে হইবে । তৎপর সৎগুরু প্রদর্শিত পথে ভজন
 করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে ও মায়াব বন্ধন হইতে তখন আমরা মুক্ত
 হইতে পারিব । পরে নিত্যধামে নিত্যকালের জগৎ কৃষ্ণসেবানন্দ সুখলাভ
 হইবে ইহাই মহাজনের উক্তি । সেইজগৎ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রগাঢ় ভক্তিই
 আমাদের প্রয়োজন । শ্রীগুরুকৃপাতেই কৃষ্ণানুরাগ বৃদ্ধি তথা মায়াব বন্ধন
 ছিন্ন হয় । শ্রীগুরুকৃপাই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ।

পূর্বোক্ত নববিধা সাধনভক্তির মধ্যে শ্রবণ, কীর্তন ও শ্রবণ শ্রেষ্ঠ ।
 তন্মধ্যে আবার কীর্তন শ্রেষ্ঠ, কীর্তনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন
 সর্ব শ্রেষ্ঠ ।

শ্রীচরিতামৃত বলেন (অঃ ৪।৭০-৭১) —

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি ।

কৃষ্ণ প্রেম, 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

তারমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীৰ্তন।

নিরাপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৩।২২) উক্ত আছে,—

এতাবানেব লোকেহ্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।

ভক্তিযোগো ভগবতি তন্মামগ্রহণাদিভিঃ ॥

কর্ম-জ্ঞানযোগ তপস্বাদি অপেক্ষা ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তনাদির দ্বারা যে ভক্তিযোগ তাহাই এই জগতে জীবসকলের পরমধর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে।

মনে হয় প্রবন্ধটি বৃহৎ হইয়া গেল, সুতরাং আর অধিক লিখিয়া পাঠক-বর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না, উপসংহারে শ্রীচরিতামৃতের কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হ'বে সংসার-মোচন।

কৃষ্ণনাম হৈতে পা'বে কৃষ্ণের চরণ ॥ (আঃ ৭।৭৩)

নামসংকীৰ্তনে হয় সর্বানর্থ-নাশ।

সর্বভূতাদয়-কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥ (অঃ ২০।১১)

তৃণ হইতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।

আপনি নিরভিমানি, অন্তে দিবে মান ॥

তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণবে করিবে।

ভৎসন-তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে ॥ (আঃ ১৭।২৬-২৭)

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান।

জীবে সন্মান দিবে জানি, 'কৃষ্ণ' অধিষ্ঠান ॥

এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।

শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥ (অঃ ২০।২৫-২৬)

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥”

উক্ত নাম কীর্তনমূলা পরম ধর্ম ভক্তিই আমাদের একমাত্র জীবাত্ম হউক।

বাঙ্গা-কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

—শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলছড়ামণি জগদগুরু ১০৮-শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

দ্বিসপ্ততিম বর্ষপূর্তি-আবির্ভাব-তিথিবাসরে

শ্রীব্যাসপূজনোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

আজ আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেবের শুভাবির্ভাবের দিন। এই দিনটি স্মরণ করিয়া আমরা ব্যাসপূজা-বাসরে সমবেত হইয়া শ্রীগুরুদেবকে বরণ করি। অমুগত শিষ্যবৃন্দ ফুল, চন্দন দিয়া গুরুপাদপদ্মপূজার বাহ্যিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক গুরুপাদপদ্মপূজা সমাপন হোলো কি না, সেইটাই বিচার্য্য বিষয়। পূজ্যপূজকের সম্বন্ধ-জ্ঞান না হইলে কোন পূজাই সিদ্ধি লাভ হয় না। ব্যাসপূজা-বাসরে উপস্থিত হই, অঞ্জলি প্রদান করি, প্রবন্ধাদি লিখিয়া দীনতা প্রকাশ করিতেও কোন কার্পণ্য করি না। কিন্তু পেলাম কি? হিসাবের খাতা খুলিয়া দেখিলে দেখিতে পাই সবদিক শূন্যতায় পরিপূর্ণ। এর কারণ অমুসন্ধানে জানা যায় যে, সম্পূর্ণ শরণাগত না হইয়া আমার আমিষটুকু নিজের হাতে রাখিয়া বাহ্যিক শরণাগত দেখাইয়া সমবেত ভক্তগণের নিকট হইতে বাহবা কুড়াইবার ব্যবস্থায় মসৃণ থাকি ও নিজেকে বঞ্চনা করি। শ্রীগীতার কথায়—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ ।

অহংকারবিমুক্তান্না কৰ্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ (৩।২৭)

শ্রীগুরুপাদপদ্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করি। কিন্তু শাসন মানি না, শাসন না মানার জন্তই শিষ্যের অধঃপতন হয়। এ হেন শিষ্য-নামধারী জীবের ভিতর নানাপ্রকার দুর্নীতি ও ব্যাভিচার প্রবেশ করে; ফলে গুরুশিষ্যের সম্পর্কের অবনতি হয়। এর মূল কারণও আত্মসমর্পণের অভাব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

“দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ।

সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসমর্পণ ॥

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময় ।

অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥” (অঃ ৪।১৯৩)

একবে, বিচার করিবে। যাহাতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রবন্ধে আশাশ্রিতকে যে লীলাবান করেই, তাহাও দ্বারা কখনও সঙ্ক-জ্ঞানের অধিকরে হার করেই যায়। একতরীকা হবে, লীলাও অস্তিত্ব। কখনও লীলাকালে চিত্র মিলিত বা বস্তুবা লামরা প্রকৃত-বুদ্ধিযোগে সোবিত থাকি। সেবা-বুদ্ধি জ্ঞাত বা ইওবা। আশ্রয়িত্ব করে লামবা-লাসমা দ্বিতর্কে করিবার ক্ষমতা যোগেই। কলে অশ্রয়িত্বের অপ্রাকৃত ক্ষমতা কপালাতে বঞ্চিত হয়। আশ্রয়বর্ণন বেদান বস্তুবিত্ত, বেদায়ে প্রকৃত লীলালাভ অবস্থার। তবে শাস্ত্রাত্মকীয় শ্রুতকর বিকট লীলা লইতে হয়, তাই শ্রুতকর বসীয়ে উল্লিখিত হইয়া প্রার্থনা করি—‘হে সর্বদেব। আমার হোয় যোগ্যতা নষ্ট, লামবা-জ্ঞানও একশাই আশ্রয় এললাম পট্টেব। অতএব কৃপা করিরা এ ক্ষমতা দ্বিতর্কে এই লংঘ্য-লম্ব হইতে উদ্ধার কর’ ইত্যাদি প্রার্থনাও হয় অস্তিত্ব করিরা। শ্রীকৃষ্ণের বিকট হইতে লীলাও কালট সুলক্ষণ লম্বিবা লই। তাইলম্ব হুয়ে দ্বিতর ‘ব্রহ্মসূত্র-উদ্বাহন’ তার।

লীলা লম্বের বিস্ময়বান কালক,—‘দ্বিত্য জ্ঞানং যজ্ঞে নন্দ্যে কৃপ্যাম পাশত লক্ষণম্। তস্মাদ্ দীক্ষতি বা প্রোক্তা সেন্টিংকৃত্তুলোবিতৈঃ।’ হে অশ্রুতমে দ্বিত্যজ্ঞানে অর্থে কখনও লম্ব-জ্ঞানের উল্লিখিত হয় এবং কখনও লামের অর্থাৎ লাম, লামবীজ ও অধিকার বসুলে দ্বিত্য জ্ঞান, তস্মাদ্ ‘লীলা’ নন্দ্যে অস্তিত্বিত।

এবং দ্বিত্য-ক জ্ঞানবা করিরা কামিতে লামি কি—হে লীলা প্রবন্ধের লম্বক অর্থাৎ লাম, লামবীজ ও অধিকার বসুলে দ্বিত্য হইয়াও? অর্থাৎ দ্বিত্যকে আশ্রয়িত্ব প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়িত্বের দ্বিত্য লম্ব। আমি যে এবং কেবল বা অশ্রুতকালে হইতে দ্বিত্য লোপ করিতেছি ইত্যাদি দ্বিত্যবিত্ত জ্ঞাতক কীভাবে করে। অশ্রুতবীজ প্রতিকৃতি মিল লামাতন মোখাশ্রী প্রকৃত বস্তুবিত্তের দ্বিত্য জ্ঞাতক করিরা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা জ্ঞাতকো করিরা—

হে আমি কেবে আশ্রয়িত্ব প্রকৃত জ্ঞাতক।

ইহা আমি কামি—কেবল ‘দ্বিত্য’ হয়। (১০: ১১: ১১: ১২)

কলিযুগ-পাশনবেদান্তী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা জ্ঞাতকো প্রকৃত উল্লিখিত দ্বিত্য করিরা—

‘লীলাও ‘বস্তু’ হয় কৃষ্ণের ‘দ্বিত্য’।

কৃষ্ণের ‘কটক-লক্ষিত’, জ্ঞাতক-প্রকৃতক’ (১০: ১১: ১১: ১২)

‘স্বরূপ’ ধর্ম হইতে চ্যুত হইয়া আমরা অনাদিকাল হইতে মায়ায় কবলে পড়িয়া কর্তব্য ভুলিয়া গিয়াছি এবং আমি আমার এই অনাভাবুদ্ধির দ্বারা সংসঙ্গ ছাড়িয়া, অসত্তে মজিয়া কর্মবন্ধন দূতর করিয়া তুলিতেছি। অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ ভক্ষণ করিতেছি। হায়! হায়! এখন উপায়? সর্বাকর্ষণকারী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই তাহার সম্ভানগণের উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

“মায়া-মুক্তজীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতিজ্ঞান।

জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥” (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২২)

শ্রীকৃষ্ণের আদেশে সেই বেদপুরাণের কৃপাবলেই আমরা বিষ্ণুমায়ায় হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া কৃষ্ণভজনপরায়ণ হইতে পারি। নারদপঞ্চরাত্র বলেন—

এবং বৈষ্ণব-সংসর্গাৎ বিষ্ণোরুচ্ছিষ্ট ভোজনাৎ।

বিষ্ণুমন্ত্র প্রসাদেন বিষ্ণুমায়া বিমোচিতঃ ॥ (৬।১০।২২)

এইরূপে বৈষ্ণব-সংসর্গে, বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট ভোজনে এবং বিষ্ণুমন্ত্রপ্রসাদে তুমি বিষ্ণুমায়া হইতে বিমোহিত হইবে। শ্রীচরিতামৃত বলেন,—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।

সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্মে ‘ভক্তি’ নয়।

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ, সংসার নহে ক্ষয় ॥

* * * * *

‘সাধুসঙ্গ’, সাধুসঙ্গ—সর্বশাস্ত্রে কয়।

লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৪৫, ৫১, ৫৪)

শাস্ত্রালোচনায় আমরা আমাদের কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে মনস্থির করিতে পারি—যদি সদগুরুর নিকট হইতে জ্ঞান ও মন্ত্রলাভ করিতে সমর্থ হই।

নারদপঞ্চরাত্র বলিলেন,—

গুরোশ্চ জ্ঞানোদিগরণাং জ্ঞানং শ্রাদ্ মন্ত্র-তন্ত্রয়োঃ।

তত্ত্বস্তং স চ মন্ত্রাশ্চ কৃষ্ণভক্তির্মতো ভবেৎ ॥ (১।১০।২৪)

অর্থাৎ গুরুপ্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা মন্ত্র ও তন্ত্রে জ্ঞান জন্মে, আর যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়, তাহাকেই তন্ত্র ও মন্ত্র বলা হয়।

আশিষা পাদরজসা চোচ্ছিষ্টালিঙ্গনেন চ

মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ (নাঃ পঃ ১।৬।৭১)

অর্থমে স্তম্ভন আশির্বাদে এমং পাবনক ও উদ্ভিদে স্পর্শে সকল পণে হইতে
মুক্ত হইয়া যুগ্ম অগ্নিক বন।

ঐক্যপাদপক্ষে অজ্ঞান লইতে আনন্দা মনে কহি আনন্দের জীবন্তকন্যা
লাজ হইয়াছে। কিন্তু আত্মা হৃদয়বাহকতা দেখানে গুরুন অধোদ
অবশেষিত, বৈজ্ঞানিক উপেক্ষা সর্বজন : বিজ্ঞানের আনন্দকে ঐক্য-গুরু-
বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিচারপন্থা, যেখানে নিঃসঙ্গ কল্পনাবোধ সর্বশেষে সেবক
মপে প্রোথিত করিবার অতিমানে বিবেকই বন যেন বসে হৃদয় করিবার সুলভিত।

विनिर्दिष्टावृत्त मन्त्रम्.—

काली की शूलजगती आदेश कति' बाट्य ।

संख्या: सूचि "ख" नदर प्रकृताधिकार विभाग : (पृ. २५३७)

काव्यप्रकाशस्य सूत्रम्—

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

শ্রীমৎ শ্রী ব্রজেন চন্দ্র বসু : ১৯৫৩-৫৪ (১১/৫/৫৮)

अर्थात् औद्योगिकतया कृषिक टेनसिद्धिकारि यद्वा उ तस्य आशय नहै; औद्योगिकतया नहै उल्लेख न विद्यते अत्रावश्यक ।

ককতলিক জঘনই সৃষ্টিত হইবে যখন জীবনের প্রতিটিকেই আশ্রয়
 উদ্ধারের আদেশ পালায় কবিতা লভ্য হইবে । প্রিয়ভিষ্মক বলিলেন—

આવ ઉપલક્ષ્ય વલ્લે સ્વામિ-વિચારો વળાય.

प्रकाशित तिथि : २०१८, फरवरी कक्षा निकले पत्र । दिनांक : २३/०२/२०१८

শ্রীকৃষ্ণদেবের উপদেশ-মন্ত্রকে অগ্রের কঠিনেই আত্মা বাহ্য-শিশ্যীত
 মাত হইতে উদ্ধরে শাইয়া কঠিকে নাথবপণের একমাত্র শাখের জীবন-কন্যতঃ
 তত্ত্বিকজ্ঞো প্রবেশ করিতে বক্ষ্য হইব । শ্রীকৃষ্ণদেবো আদেশে শ্রীকৃষ্ণের
 মাত্ৰত্বম, জ্ঞানসীমেষা কঠিনেই জ্ঞানতিমিলকে শ্রীকৃষ্ণদেবদেবতা তথা বক্ষ্য
 মাত শ্রীকৃষ্ণদেব-দৃশ্যমবে উপজিত হইতে শান্তির ইচ্ছাকে যোগ বিমল
 থাকিতে পায়েব ।

ଗୁରୁତ୍ବ ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତେ ଏହି ଆଲୋଚନା ହୁଏ ବୋଲି । ଏ ସଂକ୍ଷେପେ ପୁର ଦ୍ଵୀପ କି
 ଗୁରୁତ୍ବାବେ ଆଲୋଚନା କି ଗୁରୁତ୍ବେ ଅବକାଶ ବା ଗୁରୁତ୍ବିକ୍ଷେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବାହାରିବ
 ଆଦିର ଅନୁସାରେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ । ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଆଜି ଏହି ଗୁରୁତ୍ବିକ୍ଷେ
 ଗୁରୁତ୍ବ ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତେ ଗୁରୁତ୍ବ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶିକ୍ଷାମୁଦ୍ରାବ ଅନୁସାରେ ଏହା
 କରିବା ।

তাহার নানা প্রকার গুণ ও ঐশ্বর্যের পরিচয় পাইয়াও তাহাকে একজন অসাধারণ মনুষ্যাদি ব্যতীত অন্য বেশী কিছু ধারণা করিতে পারেন না। সাধু-শাস্ত্রানুগত্যহীন স্বতন্ত্র অক্ষজদর্শনের ইহাই পরিণাম। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

“অবজানন্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥” (গী: ৯।১১)

মায়াভীত বা ইন্দ্রিয়াভীত বস্তুকে ইন্দ্রিয় দ্বারা মাপিয়া বা জানিয়া লইতে গেলেই তৎফলে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে কাঠ বা পাথর বুদ্ধি এবং গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধির উদয় অবশ্যভাবী। সেবা ও মাপা দুইটী পৃথক্ জিনিষ। আমরা হয় সেবোর সেবা করিব অথবা তাহাকে মাপিতে চেষ্টা করিব— তাহার দ্বারা আমাদের কিছু ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া লইবার প্রচেষ্টা অন্তরে বা বাহিরে পোষণ করিব। চক্ষুশ্রাব্য সাধু গুরু-শাস্ত্রের কথা না শুনিয়া মনোধর্মের বশবর্তী হইলে এই বিপজ্জনক দুরাবস্থা হইবেই হইবে। সেইজন্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ শ্রৌতপথ অথবা শাস্ত্র-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক অবতারাди-নির্ণয়ে যত্নপর হইয়া মঙ্গললাভে সমর্থ হ'ন। আর যাহারা এই নিকটক অপরিবর্তনীয়, নিভুল বাস্তব সত্য পথের দিকে লক্ষ্য না করিয়া আনুগত্য-ধর্মের পরিবর্তে অক্ষজ মনোধর্ম বা নিজের স্বতন্ত্র প্রয়াস-কেই সম্বল করেন, তাহারা জন্ম-জন্মান্তর কষ্টই ভোগ করিয়া থাকেন।

জীব ভগবৎ-সেবক। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কৃষ্ণ-সেবা ভুলিয়া ভোগোন্মুখী হওয়ায় সে আজ মায়ার অধীন হইয়াছে। এই হরি-বিমুখ জীবের অকৃতজ্ঞতা ও অজ্ঞানতা দেখিয়া কৃষ্ণদাসী মায়া তাহাকে লিঙ্গ-দেহ ও সূহ-দেহ দ্বারা আবৃত করিয়াছে। তাই জীব আত্ম-বিস্মৃত হইয়া মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক বাসনাময় লিঙ্গদেহ কর্তৃকই পরিচালিত হইয়া ভোগ ও ত্যাগের পথে ধাবিত হইতেছে। জীব—চেতন সত্য, কিন্তু চেতন হইয়াও অতি ক্ষুদ্রতাবশতঃ জড়-সংস্পর্শফলে নিজেই এই মাঘিকজগতের কোন জড়বস্তু মনে করায় তাহার দর্শন ও জড় বা অক্ষজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তৎফলে নীল-চশমা-পরিহিত ব্যক্তির সাদা কাপড়কে নীলবর্ণ দেখার আয় বিষয়ধূলিতে অন্ধীভূত-চক্ষু আমরা ভোগময়দর্শনে বা অক্ষজদর্শনে অবতার বা গুরুকে মনুষ্যদর্শন ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে কাঠ-পাথর ইত্যাদি মনে করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছি এবং এই জন্তই সাধারণ

মানবের অবতার, গুরু ও বিগ্রহ-সেবায় আগ্রহ, ইচ্ছা বা বিশ্বাস দেখা যাইতেছে না। শাস্ত্র বলেন,—

“মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।

স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥”

“অর্চে্যে বিষ্ণৌ শিলাধীশ্বরুযু নরমতিবৈষ্ণবে জ্ঞাতিবুদ্ধিঃ।

বিষ্ণোর্কা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেহম্বুবুদ্ধি-

শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-

বিষ্ণৌ সর্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্ত বা নারকী সঃ ॥

এতদ্ভিন্ন আবার ভগবানের গুঢ় স্বভাব জড়ীয় দেশ, কাল ও চিস্তার অতীত। তিনি যখন অবতার, গুরু বা বিগ্রহরূপে প্রকটিত হ'ন, তখন তিনি মায়াবল দ্বারা নিজের গুঢ় স্বভাবকে একরূপ আচ্ছাদন করেন যে, তাঁহার অনন্ত ভক্তগণ ব্যতীত—তাঁহার কৃপাপ্রার্থিগণ ব্যতীত কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন না। তিনি কৃপা করিয়া না জানাইলে কেহই তাঁহাকে অবগত হইতে পারেন না। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। এশক্তিটী তিনি নিজের হাতে রাখিয়াছেন। কারণ, তিনি অধোক্ষজ। দিনের বেলায় আকাশে মেঘ হইলে যেমন আমরা সূর্য্য দেখিতে পাই না, তদ্রূপ মায়াদ্বারা আমাদের চক্ষু বা দর্শন আবৃত হওয়ায় আমরা অবতারকে দর্শন করিতে সমর্থ হই না। একমাত্র অনন্ত-ভক্তগণই নিরন্তর হৃদয়ে ইহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। কেবল ভক্তিযোগদ্বারা অন্তরে বাহিরে হরি, গুরু ও বৈষ্ণব উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে।

শাস্ত্র বলেন,—

“প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন

সন্তুঃ সর্দৈব হৃদয়েহপি বিলোকয়ন্তি।

যং শ্যামসুন্দরং অচিন্ত্যগুণস্বরূপং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥”

“সাধবো হৃদয়ং মহং সাধুনাং হৃদয়স্বহম্।

মদন্তস্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ (ভাঃ ৯।৪।৫১)

সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ব্যতীত আর কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

উল্লংঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-

সত্তাবনং তব পরিব্রটিমস্বভাবম্ ।

মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহমানং

পশুন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্তভাবাঃ ॥

(যামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্ররত্ন ১৬ শ্লোকে)

হে ভগবন্ ! দেশ, কাল, চিন্তা—এই তিনটি সীমা দ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ, কিন্তু তোমার গুত্বস্বভাব সম ও অতিশয়শূন্য হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে । মায়াবলদ্বারা তুমি ঐশ্বভাবকে আচ্ছাদন কর, কিন্তু তোমার অনন্তভক্তগণ সর্বদা তোমাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন ।

ত্বং ভক্তিয়োগপরিভাবিতহৃৎসরোজ

আসুসে শ্রুতেক্ষিতপথো নহু নাথ পুংসাম্ ।

যদ্বন্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি

তত্ত্বদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ (ভাঃ ৩।৯।১১)

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে নাথ, তুমি ! ভক্তদিগের শ্রবণ ও নয়নপথে সর্বদা বিহার কর । ভক্তিয়োগপূত তাঁহাদের হৃৎপদ্মে তুমি সর্বদা অবস্থান কর । হে উরুগায়, ভক্তবৃন্দ হৃদয়ে তোমার যে নিত্য স্বরূপ বিভাবনা করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাক ।

এখন আর একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, অবতার যেখানে-সেখানে যখন-তখন প্রকাশিত হন ইহা মূঢ় ব্যক্তিগণেরই উক্তি বা ভ্রান্ত ধারণা । ধর্ম্মেরপ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে শ্রীভগবান্ স্বয়ং অথবা তাঁহার নিম্নজনগণ প্রেরণ করেন । তাঁহার অবতার সম্পর্কে পূর্বাভাসরূপে বেদ-পুরাণ-শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত রহিয়াছে । কিন্তু তাহা অনুসরণ না করিয়া মনগড়াভাবে যাহাকে-তাহাকে অবতার বলিয়া দাড় করান ভক্তিরাজ্যের অশুকুল নহে ।

—শ্রীগজেন্দ্রমোচনদাস ব্রহ্মচারী

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্মথ

পুরাকালে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রান্তে অবস্থিত পাজকা-ক্ষেত্রস্থ উড়ুপী-গ্রামে মধ্যগেহ-কুলোৎপন্ন বেদ-বেদাঙ্গকুশল সদাচার-রত জনৈক নিঃস্ব ভ্রাক্ষণ বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল—শ্রীনारायण ভট্ট। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী বেদবতী (বা বেদবিদ্যা) দেবীর সহিত পাজকাক্ষেত্রে বাস করিয়া পরশুরাম-পীঠস্থ স্ব-কুলদেবতা ভগবান্ শ্রীশেষশায়ী-বিষ্ণুর আরাধনা করিতে-ছিলেন। বেদবতীর গর্ভে একে একে দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইয়া অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিষ্ণুভক্ত ভ্রাক্ষণ-দম্পতি পুত্র-সুখে বঞ্চিত হইয়া অমরপুত্র-প্রাপ্তি-কামনায় দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া অতীব কঠোর তপস্যা করিলে শ্রীশেষশায়ী ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের এই তপস্যার সমুচিত ফল-প্রদানে উন্মুখ হন।

এই সময় সনাতনধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের সর্বত্র শুদ্ধ ভগবদ্ব্যাসনার ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদরূপ নাস্তিক্যবাদ জীবকুলকে জীবের নিত্যধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তি হইতে দূরে পাতিত করিয়া তমোরাজ্যের প্রতি ধাবমান করাইতেছিল। যখন-যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন-তখনই সন্ততহু বিষ্ণু স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া বা কোন মহত্তম জীবে স্থায়ী শক্তি আবিষ্ট করিয়া তদ্বারা জগতের কল্যাণ সাধন করেন। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ-কুস্মাটিকাকে ভারত-গগন হইতে অপসারিত এবং জীবন্মূত জীবকুলের পুনরায় প্রাণসঞ্চার করিবার জন্ত বিষ্ণুর ইচ্ছায় মুখ্য বায়ু জগতে অবতীর্ণ হইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। যেমন পূর্বে সপ্তদশীয় ত্রেতাযুগে কেশরি-পত্নী অঞ্জনাকে আশ্রয় করিয়া মহাবীর শ্রীবজ্রাজ্জী জগতে শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য-প্রচারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অষ্টাবিংশীয় কলিযুগে বেদাদি নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য যথার্থ তত্ত্ব সজ্জনগণকে উপদেশ করিবার জন্ত পাজকাক্ষেত্রবাসী মধ্যগেহ-কুলোৎপন্ন নারায়ণ ভট্টের সহধর্ম্মিণী বেদবতীকে আশ্রয় করিয়া মুখ্য বায়ুর অবতার শ্রীমন্মথার্চ্য্য ১০৪০ শকাব্দে, যতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে জগতে আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীনारायण ভট্ট পুত্রের নাম ‘বাসুদেব’ রাখিলেন। বাসুদেবের আবির্ভাব-কাল-সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। বাসুদেব অতি শৈশবকালেই বিচিত্র লীলাবলী প্রকাশ করিয়া বন্ধু-স্বজন-বর্গের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। অতি অল্প

সময়ের মধ্যেই বাসুদেব বর্ণমালা অভ্যাস করিয়া অষ্টমবর্ষে উপনয়ন-সংস্কার লাভ করেন। উপনীত বালক বেদাধ্যয়নের জন্ত পাজকা-ক্ষেত্র হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত দণ্ডতীর্থ-নামক স্থানে জনৈক বেদজ্ঞ বিপ্রেৱ নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া সহাধ্যায়িগণের সহিত নানাবিধ ক্রীড়াতেই প্রমত্ত থাকিতেন। বেদাদি অভ্যাসে আদৌ তাঁহার কোনপ্রকার মনোযোগ দৃষ্ট হইত না। অধ্যাপক বাসুদেবকে সর্বসময়ে ক্রীড়াদিতে প্রমত্ত দেখিয়া একদিন তাঁহাকে বিশেষভাবে ভৎসনা করিলে বাসুদেব তৎক্ষণাৎ অধ্যাপকসমীপে অধীত অনধীত—সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গ অনর্গল আবৃত্তি করিয়া অধ্যাপকের পরম বিস্ময় উৎপাদন করেন।

একদিন বাসুদেব হস্তে একখানি যষ্টি ধারণপূর্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—“পিতা আমি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছি ; এখন মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার করিব।” নারায়ণ ভট্ট বালকের এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—“যদি তোমার ছায় একটি সামান্য বালক মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তোমার হস্ত-ধৃত শুষ্ক যষ্টিখণ্ডের পক্ষেও মহদ্বৃক্ষরূপে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে।” অর্থাৎ যেমন শুষ্ক যষ্টিখণ্ডের পক্ষে বিশাল সজীব বৃক্ষরূপে পরিণতি সম্পূর্ণ অসম্ভব, তদ্রূপ বালক বাসুদেবের পক্ষেও প্রবল মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার সম্পূর্ণ অসম্ভব,—ইহাই নারায়ণ ভট্টের অভিপ্রায়। পিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া বাসুদেব বলিলেন,—“পিতঃ! ভগবচ্ছক্তিপ্রভাবে এই যষ্টিখণ্ডের যেকোন মহান্ বৃক্ষরূপে পরিণতি কিছুমাত্র অসম্ভব নয়, তদ্রূপ আমার ছায় বালকের পক্ষেও মায়াবাদ খণ্ডনপূর্বক জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত স্থাপন কোনরূপে অসম্ভব হইতে পারে না।” বাসুদেব ইহা বলিয়া তাঁহার হস্তধৃত যষ্টিখণ্ড মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রোথিত করিলে উহা মহান্ বটবৃক্ষরূপে পরিণত হইল। এখনও পাজকাক্ষেত্রে সেই মহান্ বটবৃক্ষরাজ বিরাজিত থাকিয়া শ্রীমন্মধবাচার্য্যের অলৌকিক প্রভাবের স্মৃতি দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে জাগরুক করিয়া দিতেছে।

নারায়ণ ভট্ট বাল্যকাল হইতেই বাসুদেবের বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও পরমত-খণ্ডনে অসামান্য উৎসাহ ও প্রবল আত্মপ্রত্যয় দর্শন করিয়া পুত্র পরবর্তী কালে গৃহধর্ম আসক্ত হইবেন না, বুঝিতে পারিলেন। তিনি বাসুদেবকে বিবাহ-বন্ধনদ্বারা গৃহে আবদ্ধ করিবার জন্ত মনে মনে সংকল্প করিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান

বাসুদেব মাতা-পিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। বাঁহার হৃদয় জগতের বন্ধন মোচন করিবার জন্ত সর্বদা সমৎস্ক, যিনি নিখিল অসৎ-শাস্ত্রকে তিরস্কার করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-স্থাপনার্থ বিষ্ণু-কর্তৃক নির্দিষ্ট, বিষ্ণুশক্তি দ্বারা আবিষ্ট সেই পুরুষ-কেশরীকে বন্ধন করিতে পারে, জগতে এমন কে আছে ?

সাধারণ লোকের বিচার এই যে, পুত্রের সর্ববিষয়েই মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যিক। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত ধর্মাদি যাজন বা সন্ন্যাসাদি আশ্রমাস্তর গ্রহণ বিশেষ দোষাবহ। এইরূপ বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলেন যে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি লোকমাত্র পুরুষগণও যে-কোন-প্রকারেই হউক মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস-বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ বিচার যে সম্পূর্ণ প্রাকৃত ও কৃষ্ণবহির্মুখ ভোগিসম্প্রদায়ের ভোগোর্থ-ধারণাপুষ্ট, তাহা আমরা বাসুদেবের আদর্শে দেখিতে পাই। আব্রহ্মস্ব কৃষ্ণবহির্মুখ জীবনমাত্রই নিজের হরিভজনহীনতা, মাৎস্য ও ভোগবুদ্ধি-নিবন্ধন অপরের হরিভজন-বিরোধী। মাতাপিতা ও পুত্র, স্বামী ও স্ত্রীতে, ভ্রাতা ও ভ্রাতার মধ্যে, স্বজন-স্বজনে, বন্ধু-বন্ধুতে পরস্পর ভোগবুদ্ধি প্রবল শ্রোতধারার জ্বালায় সর্বদা অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং যখনই ইহাদের মধ্যে কেহ হরিভজনের জন্ত অগ্রসর হইবার প্রয়াস দেখায় তখনই তন্মধ্য হইতে আর একজন তাহার ভোগ্যবস্তু চিরকালের জন্ত ভগবানের ভোগে উৎসর্গীকৃত হইবে চিন্তা করিয়া—তাহার মুখের গ্রাস অপরে কাড়িয়া লইতেছে ভাবিয়া হরিভজনোন্মুখ ব্যক্তিকে যে হরিভজনে বাধা প্রদান করিবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

মাতাপিতা যখন বুঝিতে পারেন যে, পুত্র এখন হইতে তাঁহাদের ভোগের বস্তু না হইয়া কৃষ্ণের ভোগ্য, কৃষ্ণের নৈবেদ্য, কৃষ্ণসেবার উপকরণ হইবার জন্ত অগ্রসর হইতেছে, তখন তাঁহারা সেইরূপ পুত্রের হরিভজনে বাধা প্রদান করিবার জন্ত স্বর্গ-মর্ত্য আলোড়ন করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। ইহা যে কেবল পুত্রের প্রতি মাতাপিতার ব্যবহারে লক্ষিত হয়, তাহা নহে; যেখানে পুত্র নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া আপনাকে কাহারও পুত্র বলিয়া অভিমান করে, সেখানে সেইরূপ পুত্রও হরিভজনোন্মুখ মাতাপিতার হরিভজনে বাধা প্রদান করিবার জন্ত শতমুখী চেষ্টা দেখাইয়া থাকে। স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-স্বজন-অভিमानেও এইরূপ ভোগবিলাস-বৈচিত্র্যের তাণ্ডব নৃত্য জগতে দৃষ্ট হয়।

তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন বাসুদেব এইসব কথা উত্তমরূপে জানিতেন; তাই তিনি মাতাপিতা, স্বজন-বন্ধু—কাহারও কোনপ্রকার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া কিংবা তাহাদের নিকট নিজসংকল্প না জানাইয়া একাদশ বর্ষ বয়সে শ্রীরজত-পীঠপুরে শ্রীঅচ্যুতপ্রেমের নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণপূর্ব্বক আনন্দতীর্থ বা তৎপর্য্যায় 'মথ'—এই সন্ন্যাস-নাম প্রাপ্ত হইলেন।

অত্য়াপি শ্রীমন্মথবাচার্য্য-সম্প্রদায়ের অধস্তনগণ শ্রীমন্মথবাচার্য্যের পরিচয় প্রদানকালে এইরূপ লিখিয়া বা উচ্চারণ করিয়া থাকেন, “স্বস্তি শ্রীমৎ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যব্যক্ত্যাগ্নেনকণ্ডগণগালঙ্কৃত-পদবাচ্য-প্রমাণ-পারাবার-পারদ্বত-সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র - শ্রীমদ্ভৈরবী - সত্যভামা - সমেত - শ্রীগোপালকৃষ্ণপাদপদ্মারাধক-শ্রীমদ্ভৈত-সিদ্ধান্তপ্রতিষ্ঠাপনাচার্য্য-শ্রীমদানন্দ-তীর্থাপনামক-শ্রীমন্মথবাচার্য্যঃ।”

উড়ুপীর অষ্টমঠের ও শ্রীমন্মথবাচার্য্যের অমুগত সমস্ত মঠের আচার্য্যের নামের পূর্বে এইরূপ সম্প্রদায়-বৈভব লিখিবার পদ্ধতি অত্য়াপি প্রচলিত আছে। সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর শ্রীমন্মথবাচার্য্য ‘আচার’ ও ‘প্রচার’ কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি অচিরেই ‘বাদিসিংহ’, ‘বুদ্ধিসাগর’ প্রভৃতি প্রচণ্ড মায়াবাদী কুতাকিকগণের অপসিদ্ধান্তকে শাস্ত্রযুক্তিমূলে ছেদন করিয়া সাত্বত-গণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইলেন। তিনি পয়ঃসিনী নদীতটে সাক্ষ-বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সভায় বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তমত ও মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ যতি, এই খ্যাতি লাভ করিলেন।

শ্রীমন্মথবাচার্য্য একদিন সমুদ্রতটে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, একখানি নৌকা বালুকায় প্রোথিত-প্রায় হইয়া বিপন্ন হইয়াছে, নাবিক তাহার বহু চেষ্টাসত্ত্বেপ্ৰত্যব্যপূর্ণ নৌকাটিকে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত করিতে পারিতেছে না।

শ্রীমন্মথবাচার্য্য ইহা দর্শন করিয়া নৌকা-সঞ্চালনের জন্ত হস্ত দ্বারা মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন; মুদ্রা-প্রদর্শনমাত্র নাবিকের নৌকাটি ভাসিয়া উঠিল। নাবিক সমুদ্র-তীরস্থ সন্ন্যাসিবরের এইরূপ অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য-দর্শনে বিস্ময়ান্বিত ও পরমোপকৃত হইয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনার্থ তাঁহাকে স্বীয় নৌকা হইতে কিঞ্চিং দ্রব্য গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলে শ্রীমন্মথবাচার্য্য দ্বারকার গোপী-সরোবর হইতে আনীত একটি বৃহৎ গোপী-চন্দন-খণ্ডমাত্র অভিলাষ করিলেন। ঐ গোপীচন্দন খণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া তাহা আনিতে আনিতে পথে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্য হইতে একটি অপূর্ব্ব ভুবনমোহন বালকৃষ্ণ-মূর্ত্তি

আবিভূর্ত হন। মূর্তির একহস্তে দধিমহ্নন-দণ্ড, অপর হস্তে মহ্ননরজ্জু। ত্রিশজন বলবান্ লোক ঐকৃষ্ণমূর্তিকে তুলিতে অক্ষম হওয়ায় হনুমান, ভীমসেন বা পরব্যোমহ্ন সর্বব্যাপী বায়ুর অবতার শ্রীমন্মধব স্বয়ং সেই বালকৃষ্ণ-মূর্তিকে স্বীয় মঠে লইয়া গেলেন এবং গোপীচন্দনলিপ্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্তিকে উড়ুপীস্তু বৃহৎ সরোবরে স্নান করাইয়া তথায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত এই শ্রীবালকৃষ্ণ-পূজা-প্রবর্তন ও স্বসিদ্ধান্ত-প্রচার-কাম হইয়া স্বীয় আটজন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগের উপর শ্রীকৃষ্ণমূর্তির সেবাকার ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার ভার হস্ত করিলেন।

শ্রীমন্মধবাচার্যের অপর নাম—‘শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ’। শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞের শারীরিক বলের সীমা ছিল না। ‘কড়ঞ্জরী’-নামক এক বলবান্ পুরুষ ত্রিশজন পুরুষের বলধারী বলিয়া নিজে আশ্চর্য করিত; আচার্য্য স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে আদেশ করিলে সেই অসামান্য বলী তাহার অমিত বল প্রয়োগ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

শ্রীমন্মধবাচার্য্য জগতে ‘দ্বৈতসিদ্ধান্ত’-প্রচারের জন্ত বহু গ্রন্থ-প্রণয়ন, মঠাদি-স্থাপন ও তথায় সেবাপূজাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি শুদ্ধদ্বৈতবাদ প্রচারপূর্বক (১) জীবে ঈশ্বরে ভেদ, (২) জীবে জীবে পরস্পর ভেদ, (৩) ঈশ্বরে জড়ে ভেদ, (৪) জীবে জড়ে ভেদ ও (৫) জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ—এই পঞ্চ ভেদ স্বীকার করিয়াছেন।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার স্বরচিত “প্রমেয়-রত্নাবলী”-গ্রন্থে শ্রীমন্মধবাচার্য্য সম্বন্ধে একটি শ্লোকে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন, —আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ। সংসারার্ণবতরনীং যমিহ জনাঃ কীর্তয়ন্তি বুধাঃ।” অর্থাৎ সুখময়ধামস্বরূপ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি জয়যুক্ত হউন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সংসার-সাগর-উত্তরণের তরণী বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

কর্দমি ও নিরীশ্বর কপিল

কর্দমি কপিলদেব শ্রীভগবানের শক্ত্যবেশ-অবতার। কর্দমঋষির উপদেশানুসারে দেবহুতি ইন্দ্রিয়দমন, স্বধর্ম্যাচরণ ও তপস্শাস্ত্রানুষ্ঠান প্রভৃতি দ্বারা সশ্রদ্ধভাবে শ্রীভগবানকে ভজনা করিতে থাকিলে, তাঁহার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া কপিলদেব দেবহুতির পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া জগতে অবতীর্ণ হয়। কপিলদেব আবির্ভাবের পূর্বে কর্দম ও দেবহুতি নয়টি কণ্ডা লাভ করিয়াছিলেন। কপিলদেবের আবির্ভাবের পর কর্দম ব্রহ্মার আদেশানুসারে নয়জন প্রজাপতি-হস্তে নয়টি কণ্ডাকে সম্প্রদান-পূর্বক বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তৎপূর্বে তিনি নির্জনে কপিলদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার স্তব করেন এবং তদনুমতিক্রমেই বনে যাত্রা করেন। অব্যাভিচারিণী ভক্তির বলে কর্দম অচিরেই সিদ্ধিলাভ করেন।

কপিলদেব জননী প্রমথানুসারে তাঁহাকে যে-সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভগবতের আলোকে আলোচনা করিলে জীব-মাত্রেরই কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এখানে সেই সকল উপদেশের একটি প্রসঙ্গ—সংসার-বন্ধন ছেদনের উপায়সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

কর্দম ঋষি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলে দেবহুতি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি-সহকারে স্থায়ী নন্দন কপিলদেবের নিকট উপস্থিত হন এবং ভগবতত্ত্ব দ্বিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। ব্রহ্মার বাক্যে দেবহুতি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ভগবদাবেশাবতার তাঁহার তনয়রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাই তিনি কপিলদেবকে পুত্রজ্ঞানে উপদেষ্টার আসনে বসাইতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ না করিয়া অতিশয় সরলভাবেই কপিলদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া যুক্তকরে পরিপ্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন। এতৎ প্রসঙ্গে আমাদের বিশেষ লক্ষিতব্য বিষয় এই যে,—বয়স, জড়বিজ্ঞা, বর্ণ, আশ্রয়, স্থান, কাল প্রভৃতির বিচারে আবদ্ধ থাকিয়া ভগবদ্ভক্তকে কখনও প্রাকৃত জ্ঞান করা কর্তব্য নহে। ‘নগ্নমাতৃক’-ছায়া পরিত্যাগপূর্বক শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত যে বর্ণ, যে আশ্রম বা যে বয়সেই থাকুন না কেন, তাঁহার সহিত আমাদের দেহগত যে-কোন সম্পর্কই হউক না কেন, ইহজগতের সম্পর্কে তিনি আমাদের কনিষ্ঠ হইলেও আমরা তৎপ্রতি পূজ্যবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থী হইব। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, ক্ষত, শ্রী, বয়স, সম্পর্ক প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তের কৃপালাভের পথে কোনও প্রকারে অন্তরায় না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

দেবহুতি লজ্জাদি পরিত্যাগ করিয়া কপিলদেবকে বলিলেন,—“হে প্রভো! আমি অসৎ-ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়াভিলাষ হইতে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছি, সেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে যাইয়া আমি ক্রমশঃ অজ্ঞানতিমিরাবৃত সংসার-কূপে পতিত হইতেছিলাম, কিন্তু আমার বহু ভাগ্যফলে আপনারই অনুগ্রহে এই দুস্পার প্রবৃত্তিমার্গরূপ, সংসার-সাগর হইতে উদ্ধারের উপায়-স্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি যে শুধু আমারই চক্ষুস্বরূপ তাহা নহেন, আপনি অজ্ঞানতমসচ্ছন্ন জীব-মাত্রেরই নয়ন-প্রকাশক রবিরূপে উদিত হইয়াছেন। হে দেব! ভগবদিতরাতিনিবেশবশতঃ এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে ‘আমি ও আমার’ বুদ্ধিরূপ যে অসৎ আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহা আপনার স্বরূপ-শক্তির চায়া বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকর্তৃক যোজিত হইয়াছে। অতএব আপনি ব্যতীত আমাকে ঐ মোহ হইতে উদ্ধারের কর্তা আর কেহ নাই। হে প্রভো! আপনি আমার একমাত্র শরণ্য, স্বীয় অনুগত-জনের সংসারবন্ধ-ছেদনের আপনি কুঠার-স্বরূপ। আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। আপনি আমাকে সত্বপদেশ প্রদান করুন।” (ক্রমশঃ)

—শ্রীকৃষ্ণকুপাদাস ব্রহ্মচারী

আত্মশ্লাঘী জীবনের ইতিহাস

আমি একজন সেবাবিমুখ ব্যক্তি। স্বরূপ-বিস্মৃতি, অসতৃষ্ণা, হৃদৌর্জল্য ও অপরাধ—এই চারিপ্রকার অনর্থের দ্বারা সর্বদা আমি কবলিত। আমি বহির্দৃষ্টিতে গুরুগৃহে বাস, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের সঙ্গ, তাঁহাদের সেবা, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ইত্যাদি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের অভিনয় করিতেছি। গৃহস্থ ও মঠবাসী গুরুসেবকগণ আমাকে ‘বৈষ্ণব’ বুদ্ধি করিয়া দণ্ডবৎ-প্রণামাদি দ্বারা সম্মান করেন, আমার প্রশংসা করেন, আমাকে ‘প্রভু’ বলিয়া সম্বোধন করেন, আমার কত সেবা করিবার ক্ষমতা উদ্গ্রীব থাকেন!

শ্রীগুরু-সেবকগণের নিকট হইতে এই প্রকার সম্মান-মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়া ও সর্বদা তাঁহাদের সেবাগ্রহণ করিয়া আমিও মনে মনে দৃঢ়রূপে স্থির করিয়াছি যে, আমি খুব বড় একজন বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছি; মঠের অন্যান্য গুরুসেবকগণ সকলেই আমা অপেক্ষা বুদ্ধি বিচার, যোগ্যতা ও ভজনে হীন। অপর সকলেরই কত দোষ, ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপরাধ প্রভৃতি ভক্তি-প্রতিকূল

বিচার-আচার, চিন্তাশ্রোত আছে, কিন্তু আমাতে কোনপ্রকার দোষ, ভুল-ত্রুটি নাই বা থাকিতে পারে না। কারণ, আমি বহুকাল যাবৎ গুরুগৃহে বাস করিতেছি—শ্রী গুরু-বৈষ্ণবগণের মুখে কত হরিকথা শুনিয়াছি—তাহাদের কত সেবা করিতেছি, সুতরাং আমাতে কোন প্রকার দোষ, ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপরাধের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। আমি এতদিন হরিভজ্ঞন করিয়া কনিষ্ঠ-অধিকার হইতে মধ্যম-অধিকারে উপনীত হইয়াছি অর্থাৎ মধ্যম-অধিকারী বৈষ্ণবের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছি। আর কিছুদিন গুরুগৃহে বা মঠে বাস করিতে পারিলেই উত্তম-অধিকারী বা মহাভাগবত বৈষ্ণবের পদবী লাভ করিব।

আমার ছায়া একটি পতিতাদম, সেবাবিমুখ জীবকে দুর্কৃদ্ধিযুক্ত, দুর্দৈবগ্রস্ত, এবং মায়া-মোহিত—এই প্রকার অনর্থসমূহের দ্বারা অভিভূত দেখিয়া শ্রীগৌর-নিজ-জন, পরদুঃখেদুঃখী, পরমকরুণাময় শ্রীল গুরুদেব এ হেন নরাধমের প্রতি অত্যন্ত রূপাপরবশ হইয়া আমার জীবনের কথা শরণাগতির মাধ্যমে আমাকে এইরূপ স্মরণ করাইয়া দিতেছেন,—

আমার জীবন সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।

পরেরে উদ্বিগ্ন দিয়াছি ঘে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ ॥

নিজ সুখ লাগি' পাপে নাহি ডরি,
দয়া-হীন, স্বার্থপর।

পর সুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী,
পরদুঃখ সুখকর ॥

অশেষ কামনা হৃদি-মাঝে মোর,
ক্রোধী, দন্তপরায়ণ।

মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসা-গর্ক-বিভূষণ ॥

নিদ্রালস্ত-হত, সুকার্য্যে বিরত,
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।

প্রতিষ্ঠা লাগিয়া শাঠ্য-আচরণ,
লোভহত, সদা কামী ॥

এ হেন দুর্জন, সজ্জন-বজ্জিত,
অপরাধী নিরন্তর।

শুভকার্যশূন্য সদানর্থমনা,

নানা দুঃখে জরজর ॥

আমি তো' এখন উপায়-বিহীন,

তা'তে দীন-অকিঞ্চন ।

পতিত অধমে করহ করুণা,

করি দুঃখ নিবেদন ॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপরি-উক্ত কথাগুলি আমার কথায় স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলাম,—শ্রীল ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথা আমার জীবনের সঙ্গে একমিল হইয়া যাইতেছে । আমি সত্য-সত্যই সর্বক্ষণ নানা পাপাচরণে রত ; প্রকাশে ও গোপনে কত সময় যে কত প্রকার পাপাচরণ, বিগর্হিত কার্য্য করিতেছি, তাহার ইয়ত্তা নাই । জীবনে কোনদিন কোনপ্রকার পুণ্য-কার্য্যও করি নাই । দেহ-সম্পর্কিত পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন এবং ইহ-পরকালের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও তদনুগ জনগণকে কত সময় কত বিষয়ে কত উদ্বেগ দিয়াছি ও দিতেছি, হিংসার বশীভূত হইয়া কত জীবকে কত ক্রোধ দিয়াছি, নিজের স্থূল-সূক্ষ্মদেহের সুখ-সুবিধা-আরামের জন্য পাপ-কার্য্যকে ভয় করি নাই অর্থাৎ নানাপ্রকার পাপাচরণের দ্বারা নিজের দেহ-মনের সুখ-সুবিধা-আরাম লাভ করিয়াছি ও করিতেছি । আমি নিতান্ত নির্দয়, নির্ভর ; সর্বক্ষণ নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিমূলক লাভ-পূজা, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির জন্য লালসিত । অপর কেহ সুখে আছে দেখিলে আমি দুঃখী হই, সর্বক্ষণ মিথ্যাকথা বলি, নানাপ্রকার প্রবঞ্চনা করি, কাহাকেও দুঃখে পতিত দেখিলে আমার তাহাতে আনন্দ হয় । আমার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের উদ্দেশ্য মনের মধ্যে সর্বক্ষণ অসংখ্য প্রকার ইচ্ছা, অভিলাষ, কামনার উদয় হইতেছে ; স্বার্থে ব্যাঘাত হইলেই আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়ি । স্থূল-দেহটাতে আত্মবুদ্ধি করিয়া আমি সকলের অপেক্ষা অধিক বুঝি, আমি মিশনের কত কার্য্য করিতেছি, এইপ্রকারের কত দান্তিকতা আমি সর্বক্ষণ হৃদয়ে পোষণ করিতেছি । আমি উচ্চকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার কত প্রভাব, এইরূপ চিন্তায় আমি সর্বক্ষণ মোহিত ; হিংসা-গর্ব্ব প্রভৃতি আমার শরীরের অলঙ্কার-স্বরূপ ।

আমি সর্বক্ষণ নিদ্রা ও আলস্য দ্বারা হত অর্থাৎ কোন সেবাকার্য্য বা হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে গেলেই ঘুম আসে, অলসতা-বশতঃ সুকার্য্য

অর্থাৎ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার কার্য্য করিতে চাই না। যে কার্য্য শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অপ্ৰীতিকর, কিন্তু আমার নিজের সুখ-সুবিধা-আরামদায়ক, সেইপ্রকার কার্য্য আমি আগ্রহান্বিত হইয়া করিতে চাই। সকলে আমার গুণ-মাহাত্ম্য-প্রশংসার কথা কীর্ত্তন করুক, আমাকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিক—এরূপ আশায় নানারূপ প্রতারণার দ্বারা সকলের নিকট হইতে ইহা লাভ করিতে চাই। এই প্রকারের একজন দুৰ্জ্জন ব্যক্তি আমি বাহিরের দিকে সজ্জন অর্থাৎ সাধুগুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে আছি, নিকটে আছি, এইরূপ দেখাইলেও আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের সঙ্গে-বর্জিত। যেহেতু আমি সাধুগুরু-বৈষ্ণবগণকে আমার ইহ-পরকালের একমাত্র পরমহিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, আত্মীয় বা আপনজ্ঞানে “দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গৃহ্মমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। ভুঙ্ক্তে ভোজ্যতে চৈব বড়্ বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥”—এই ছয়টি প্রীতির কার্য্যের দ্বারা সঙ্গ করিতে অসমর্থ হইতেছি অর্থাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতি-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দান, তাঁহাদের প্রদত্ত বস্তু প্রতিগ্রহণ, আপন গুণকথা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট ব্যক্ত করা, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের গুণ বিষয়ের জিজ্ঞাসা করা, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-প্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করা এবং শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করান—এই ছয়টি সংপ্রীতির লক্ষণ প্রদর্শন বা ভক্তিপোষক সঙ্গ করিতেছি না। কাজেই বহির্দৃষ্টিতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের নিকটে বাস, তাঁহাদের সঙ্গ—সকলই ব্যর্থ হইতেছে—অভিনয় মাত্র সার হইয়া পড়িতেছে। আমি সর্ব্বক্ষণ গুৰ্ব্বাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ, ধামাপরাধ ও সেবাপরাধ করিতেছি। তৎফলে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের উপদিষ্ট আত্মমঙ্গল বা পরমঙ্গলের কার্য্যে আমার আদৌ রুচি দেখা যায় না; কৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তা, কৃষ্ণসেবার কথা চিন্তা ব্যতীত নিজের ইন্দ্রিয় সুখজনিত নানাপ্রকার ইতর চিন্তায় আমার মন সর্ব্বক্ষণ নিবিষ্ট, সেবাৎসাহ নাই, মনমরাভাব, ভোগাভাবে চিন্তা উজ্জ্বলিত—দুঃখিত অন্তর।

এরূপ অবস্থায় আমার এখন কি গতি হইবে, তদন্তরে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ জানাইয়াছেন,—“তা’তে দীন অকিঞ্চন। ভকতিবিনোদ প্রভুর চরণে করে দুঃখ নিবেদন॥” এরূপ হৃদৈবগ্রস্ত, আমার জ্ঞায় পতিতধমও যদি এখনও একমাত্র আত্মমঙ্গল-লাভের উদ্দেশ্যে কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, জড়-অহঙ্কার, জড়-অভিনিবেশ প্রভৃতি ভক্তির বাধা বা কণ্টকসমূহ পরিত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া, দীনহীন অকিঞ্চন হইয়া নিজের এইসব হৃদৈব বা দুঃখের কথা নিকপটভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে নিবেদন করে, তাহা

হইলে এখনও এরূপ নিরাশার মধ্যেও আশার সঞ্চার হইতে পারে অর্থাৎ আত্মমঙ্গললাভের সৌভাগ্য পাইতে পারি।

এ হেন পতিতপামর আমি কি প্রকারে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণে আমার এইপ্রকার দুর্দৈবের কথা—দুঃখের কথা নিবেদন করিব, কিরূপভাবে নিবেদন করিলে বা জানাইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে আমার সেই আবেদন-নিবেদন পৌঁছবে—কিরূপে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি বা শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, তদ্বিষয়ে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ পুনরায় অসীম কৃপাবিতরণপূর্বক আমাকে এই কথাগুলি জানাইতেছেন,—

গলবস্ত্র কৃতাজ্জলি বৈষ্ণব নিকটে । দন্তে ভূণ করি' দাঁড়াইব নিকপটে ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম । সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম ॥
তুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর । আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর ॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময় । এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয় ॥
অধমের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে । কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে ॥

হে পতিতপাবন, অদোষদর্শি, পতিতজন্যর বন্ধু, দয়ারসাগর বৈষ্ণব ঠাকুরগণ ! এই সেবাবিমুখই পতিতধম বাহিরের দিকে সর্বক্ষণ মঠে বাস, গুরুগৃহে বাস, আপনাদের পাদপদ্মের নিকটে বাস, আপনাদের সঙ্গ, আপনাদের সেবা, আপনাদের নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজনের অভিনয় করিতেছি মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে সে উপরি-উক্ত শুদ্ধভক্তি-বিরুদ্ধ—শ্রীহবিগুরুবৈষ্ণবের অপ্রীতিজনক সর্বপ্রকার বিচার-আচার ও চিন্তা-শ্রোতে সর্বক্ষণ অত্যন্ত দুর্দৈবগ্রস্ত আছে । এমতাবস্থায় আপনাদের শ্রীপাদ-পদ্মে আমার সকাতির প্রার্থনা এই যে, আপনারা সকলে এই পতিতধমকে অহৈতুকী কৃপাওণে এরূপ সুবুদ্ধি প্রদান করুন, যাহাতে জীবনের বাকি দিনগুলি এইপ্রকার ভক্তিবিরুদ্ধ কোন কার্য্য না করিয়া সর্বক্ষণ নিকপটভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের অতি অন্তরঙ্গজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপরি-উক্ত উপদেশসমূহ শিরে ধারণ করতঃ আকুল প্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজের এই সব দুর্দৈবের কথা—দুঃখের কথা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে নিবেদন করিতে পারি এবং তৎফলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপাভাজন হইয়া এ হেন সেবাবিমুখ ঘৃণ্য জীবনকে সত্য সত্যই ধস্ত করিবার সৌভাগ্য লাভ হয় ।

—প্রকাশক

কৃষ্ণভোক্তৈঃ প্রপন্নসক্তিঃ সংপ্রবীণঃ সতীনাং

স্ত্রীনাং সন্তঃ সমগ্ৰঃ বয়োবৈশ লৌকর্ষ্য কর্ণঃ ।

স্নেহাচ্ছোঃ কণমকলনান্দ্রাগতে বোহুতমুতঃ

শ্রীসামান্যঃ হরিসহচরঃ সর্গদা তং প্রাপত্তে ॥ ২১ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণবের পাত্র এবং শ্রীলক্ষের অতুল্য বাক্য
অপেক্ষা যিনি অতি প্রবীণ, যিনি কৃষ্ণবর্ণ এবং জ্ঞান, বদন, বেশ ও লৌকর্ষ্যাদি
বাহ্য আদি কৃষ্ণের সমান এই বলিয়া যিনি সর্গদা আবদ্ধিত এবং যিনি লক্ষা
স্বাক্ষর অপরূপ অদর্শন সহজে দেখাশুনা অতিশয় অধীর সহিতেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ-
সহচর শ্রীসামান্যে আমি কান সর্গদা প্রাপ্ত হই । ২১ ।

প্রাচ্যুদ্যোগ্য ভবতো বিব্রহস্ত ভীত্যা

বয়োহপি যোগুলবিধোর্মজনাতি হস্তা ।

যো রাধিকাপ্রপন্ন বিবর্তনিত্তচেতা

স্তঃ প্রেমবিলসন্তমুং হৃদলে নমামি ॥ ২২ ॥

যিনি প্রণাৎ অসুগ্রাণাহত্ব বিবসন্তে বয়োঃ যোগুলচেতা শ্রীকৃষ্ণের সহ
লবিজ্ঞাণ্য করিতেন না, শ্রীরাধিকার প্রেম-প্রবাহে বিভ্রত হাঁহাৎ চিত্ত
অভিবিক এবং হাঁহাৎ কলেবর প্রেম পরিপূর্ণ সেই কৃষ্ণবাক্য হৃদলে আমি
প্রণাম করি । ২২ ।

কুইহকত্র গবঃ কুলাবি পরিভা কৃষ্ণেন সাক্ষিং হুদা

সত্তাহতে বিনোদনম্ব কর্ণৈঃ খেলন্তি যিত্রোং কথ্যঃ ।

প্রোমাত্তোবিবিধোক্ত ধৌবকমহা লভ্যন্তদদ্ব্যজিতা

কুংপাদানিত চিত্তভীবিভকসা নে তানু প্রোপজাহরে ॥ ২৩ ॥

হাঁহাৎ বাহা হাসকিত গার্ভীকম্বাক একত্র কথিতা শ্রীকৃষ্ণের সহিত
লসন্তানন্দে সন্তোষি অর্থাৎ হাসহাস্তাকাকী ও হাস-লবিবাসাদি ভৌতুক-
বাক্যে খেলা কথিতোবন এবং হাঁহাৎ শ্রীকৃষ্ণে পুত্রবিত্ত ও প্রেম লগ্ন্যত্র
ওলে হাঁহাৎ প্রৌমকল্প বসন্তক প্রোপালিত হাঁহাৎ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আদি
নেবের গুণনীর স্তম্ভবাৎ আদবা তাঁহা কলেজা অতিশয় নিস্ত্রুত হাঁহাৎবের এই
বোব ছিল না এবং শ্রীকৃষ্ণকে পুলাসাত্তাদি গোচ্যবা বেশকুলাব সকলেই
দুঃখিত এবং হাঁহাৎমক মনপ্রাণাদি সঞ্জন বন শ্রীকৃষ্ণাঙ্গনয়ে সর্বগিক, সেই
কৃষ্ণসহচরসমূহকে আমি ভজনা করি । ২৩ ।

মুতিহাস্তগম্যঃ সনৈব যুযনাঃ কারঃ যুযুজাতুরাঃ
 আশ ঐষ্ঠে বস্তুযোগমুনিবা বাসরতসুৎকরৈঃ ।
 হ্যস্তঃ যো মধুমসলং প্রকটয়ন্ সংজ্ঞাজতে কৌতুকী

তাঃ স্থপাননিচক্র মর্দ্য সতিবা ঐষ্ট্যাণ্ড সন্দ্যবহে ॥ ২৪ ॥

মিহি স্তূর্ধ্বান হাকরণ ক সর্গবা চৈচিত্র্য। মিহি অতিশয় যুযুজাত পদবল
 এবা মিহি স্বাপ্তলী ও শেবকলী সান্না প্রতিলিখ প্রাণানিক বসন্ত রাধাকঙ্কা ক
 সাতমরে বিবধ করিয়া বিরাজ করিয়াছেন, সেই মৌতুকজিহ্ব যুযাধন্যপ্র
 কৌতুক-মস্তাৎ মধুমসলে ঐকিলহন হৈ আবি মন্দনা করি ॥ ২৪ ॥

পুত্রঃ তৎসুবিদ্যুৎকৃতিক সখীদ্বারোঃসুপ্তী ভগ্নোঃ
 প্রেরা স্তূর্ধ্ব বিদ্যুৎকোঃসুপ্তিনং সান্নাতিদ্বারোঃসম্বাঃ ।
 সান্নাতিদ্বারোঃঃ সুখাভুতবসং যৈষোপকৃত্যুক্ত মৃৎগৌর্ধে
 তদ্যাবিধাবিনীত তদবসং তাঃ শৌর্ধ্বানীত তক্রো ॥ ২৫ ॥

মিহি প্রতিলিখ নিপুটভানে বৈদগ্ধ্যতুরা ললিতাঃ সখী বানাত প্রেমভরে
 সুন্দরভঙ্গ মধ্যাক্ষকম দান ও অতিসংগতবর ললিপুটে করিয়া অচুখিত সুবক্রপ
 অকৃতকম পুন্নাঃ পুন্নাঃ উপভাষ করিতেছেন এবং মিহি প্রভবানের নিপুট মল্যাপ
 লানন করিতেছেন, সেই অগম্য শৌর্ধ্বানীতকে আবি ভক্তনা করি ॥ ২৫ ॥

স্বর্গশ্রুতমুদার যুযুজাতুল্য গৌরং সন্যাসং যুযুৎ
 লকান্ততবর্ষ বন্দিতবর্ষঃ স্তাতিং প্রবীণং স্ত্রোজঃ ।
 গৌর্ধেঃসুপ্ত সখাসুপ্ততব্রীণাঃসোহপি শ্রিয়া
 ঐষ্ট্যাঃ যুযুজাতুল্য সান্নাতিঃ সান্না তাঃ ভক্তে ॥ ২৬ ॥

মিহি সর্গশ্রুত ও উপভাষনিম্ন, বাহ্যতঃ নশ অতি উদ্ভল, মিহি শৌর্ধ্বানীত ও
 অতি বক্রাক, বাহ্যতঃ কন্য লকান্ততবর্ষ এবং স্ত্রোজর ময়ো মিহি অতি প্রবীণ
 এবং মিহি ঐষ্ট্যাঃ পদব সন্যাস, মিহি কোটী বক্রান ঐষ্ট্যাঃ অলেকাও করিষ্ট
 পুত্রী ঐষ্ট্যাঃবিনাকে বক্রী তালবানন, সেই উত্তমকৌকি ঐষ্ট্যাঃবক্রকে আবি
 সর্গনা ভক্তনা করি ॥ ২৬ ॥

অমুদ্বিগমিহ যাত্রা সান্নাতিঃসখাভাঃ
 কলতিভুযক্তি বস্তুৎ প্রোভুতে সান্নাতিয়াঃ
 স্তূর্ধ্ব যুগলমুদারঃ প্রেমপূর্ণপ্রপট্টৈঃ
 বিকলমতি সন্যাসো ক'তিদ্বা সা বদ্যত ॥ ২৭ ॥

ବିବି ଓପିବିବ ଏଠି ଉପହାର ଓ ଔଷଧିକାର ଦୁଇଦିନାର୍ଥେ କାନ୍ଦିବାର ସିଦ୍ଧି
 ବାକୁଳାଞ୍ଜି ଦେବା ସହ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀର କଳାବରଦେ ଶ୍ରେଣ କରାଉଅଛନ୍ତି,
 ସେହି ଚଣ୍ଡୀକାବରୀ କୌଣସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କରା କରନ୍ତି ॥ ୧୬ ॥

ଆଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ।

आकृष्टित्व विद्वत्ता मन्त्रालय, दिल्ली

ଅନୁଲକ୍ଷ୍ମି ସୁବା ନା ମହାକ୍ଷୁଦ୍ରା: ବ୍ୟର୍ଥେ ।

ਸਤਨਾਮਿਕ ਸੁਖਦਾਇਕ ਤੀਰਥ ਸੁਖਿਕੁ ਰੁਖਾਇ ਨਵਾਮਿ ॥ ੨੪ ॥

[illegible]

ককডঙাই শোক-কাম-জাড়াপহা

(गुर्मी-प्रकाशित १२ अर्थ, ७४ वः(पृष्ठ, ७७ गुठोड नः)

[illegible]

অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক-গণিত-সিদ্ধান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের বহুদূর উপলব্ধি করিয়া, স্বয়ংকালক্রমেই জ্ঞানবোধের প্রাধান্যের দাবীতে বিগ্রহ অধ্যাপ্তি-মারমণ বিষয়েই সাক্ষ্য দিয়াছেন। বিগ্রহ (Personality of the Absolute Godhead in His Analytic & Synthetic manifestations)-কল্পের অঙ্গুণশক্তি ক্রমেই জ্ঞানবোধের বিগ্রহেতরাত্মকতা বা কল্পবিশিষ্টবৈশেষ্য-বিচায়। কল্পবিশিষ্টবৈশেষ্যের লক্ষ্যকেই বস্তুপট চিত্রিত্বের বা চিত্তাভিহিতার যে বস্তুবৈশেষ্যবোধ (Pantheistic) বিগ্রহ-বাস্তবতা-চিন্তা-বিবর্তন মারমণ।

পতিত ধূলিরাশিকে অপসারিত এবং পূর্ণ অমৃতের আশ্বাদনে সর্বক্ষণ আমাদিগকে চালিত করিয়া থাকে।

দুইটি বিন্দুর অভ্যন্তরে যে অতিসূক্ষ্ম জড়াকাশ বর্তমান, তাহা সাধারণ গতিশীল পদার্থের ছিদ্রজ্ঞাত ব্যাঘাতকারক নহে; কিন্তু ছিদ্রাণ্বেষী ঐ ছিদ্রাভ্যন্তরে পড়িয়া যাইবে,—এই অশঙ্কায় যে-সকল জড় নিরাকারবাদের চিন্তাশ্রোত হইতে উথিত উদাহরণ ঘটাকাশ ও মহাকাশ-শব্দের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, উহারা কৃষ্ণসেবার অন্তরায় মাত্র।

শ্রীবিগ্রহের অর্চা-মুক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য-ব্যাপার নহেন। যে-মুহূর্তে আমরা শ্রীবিগ্রহকে জড়বিগ্রহ জ্ঞান করিয়া ‘আমরা দ্রষ্টা ও প্রভু, তিনি আমাদের দ্রষ্টা নহেন, তিনি আমাদের প্রার্থনা-শ্রবণের যোগ্য নহেন, তাঁহার সকল হৃষীকে আমাদের আত্মায় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতির সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে না’—এইরূপ বিচার বা মনে করি, সেইক্ষণেই শ্রীবিগ্রহে জড়বিগ্রহ-বিরোধ আসিয়া আমাদের দুর্ভাগ্য বর্দ্ধন করে। যে-কালে আমরা জানিব,—আমরা শ্রীবিগ্রহের সেবক এবং তিনি একমাত্র সেব্য ও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তৎকালেই রূপ-রসাদি কামদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণে নিযুক্ত হইবে এবং তদনুকূলে আমাদের তাদৃশ ইন্দ্রিয়গুলিও প্রভুত্ব করিবার পরিবর্তে তাঁহার সেবনে বা ভজনে সর্বদা নিযুক্ত থাকিবে।

* * * “সংশয়ান্না বিনশতি”। * * * আপনি অতিগমনের পরিবর্তে অনুকরণাদির সাহায্যে অনুসরণ-পদ্ধতি ত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের নিকট **Return Journeyর Ticket-holder** এর কোন দ্রব্য নাই; কেন না, কৃষ্ণেতর পদার্থমাত্রকেই আমরা ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া জানি। তদ্বিপরীত বিচারপরায়ণ জনগণের দুর্ভাগ্যক্রমে সন্দেহের উৎপত্তি এবং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার অভাব। আমরা জানি—সেবানুকূল কার্য্যসমূহ ভোগী কৰ্ম্মকাণ্ডীয় ফল প্রার্থনা-মাত্র নহে বা জ্ঞানীর নিজের অপস্বার্থ-সাধনোদ্দেশে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-মাত্র নহে।

ছিজ্ঞানু ও ভক্তিপ্রার্থীর ঔষধের প্রতি কিছু শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক। জড়-দ্রব্যগুণে যে শক্তি নিহিত আছে, সেই প্রকার দুর্লভা শক্তি আত্মজগৎকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং একাধন-পদ্ধতি ব্যতীত মনোঃস্মরীর বিচারের পদ্ধতির বহুত্ব বা তর্কানুকূলে ভেদ-বিচারের অবকাশ নাই; যেহেতু সত্য দ্বিবিধ নহে। যেখানে সত্যের দ্বিবিধত্ব উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সেখানে

ଅନନ୍ତରୂପ ଚଳନ୍ତା-ବିଶେଷ ଅନ୍ତରାଳ ବାସନ କରିବା ଯାତ୍ନେ । ଆମର ପ୍ରତି ବିଷୟକୁ
କୃତ୍ତି ମୂଳେ । ଆମର ଏହି ଆଶା ଅତିଶୟ ଆମରାରେ ଅନ୍ତରାଳ ବାସନ ;
ବିଷୟ ଇହାତ ଉଦ୍ଧୃତ ହୁଏତ ଆମରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ-ବିଷୟକୁ ବ୍ୟାପ୍ତକ-
ଅନ୍ତରାଳ ବାସନା କାମିତେ ଲାଗିବ । ଆମର ନିଜେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କାମର
କୃତ୍ତି, ଶରଣ ଆମରାରେ ଆମର ଆଦି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଶୁଦ୍ଧକାମରେ କାମର କରିବେ
କାମର । ନିଜର ନିଜର-ଆମର ଆମର ବାସନା କୃତ୍ତି, ଆମର ଆମରାରେ
କୃତ୍ତିକାରେତର ବାସନାକାରୀ ନେମାଣିକାରୀ କୃତ୍ତିକା ବାସନାକାରୀରେ ଅନ୍ତରାଳ ବାସନା
ଉଦ୍ଧୃତ ଆମର ବାସନା ଏବଂ କାମରାରେ କୃତ୍ତିକା ଆମର ମୂଳକୁ ଆମର ବାସନା
କାମରାରେ କୃତ୍ତିକା 'ବିଷୟ'ରେ ବାସନାକାରୀ ବାସନା—ଈହାତେ ଆମର
ବାସନାକାରୀ କୃତ୍ତିକା କରା କରିବେ ।

ଏହେ ନିଜର ବାସନାକାରୀ କୃତ୍ତିକା କରା କରିବେ ।

ହେ ନିଜର ବାସନାକାରୀ କୃତ୍ତିକା କରା କରିବେ ।

ଶ୍ରୀବିଜୟବିଜୟ ଆଦିକ୍ଷ—

ଶ୍ରୀବିଜୟବିଜୟ

ଅମ୍ଳୋକ୍ତର

(ଡକ୍ଟି-ଆଡ଼ିକ୍ସ)

(ମୂଳ-ଅବସ୍ଥାରେ ୨୨୭ ବର୍ଷ, ୨୨୭ ମାସ, ୨୨୭ ପୃଷ୍ଠା)

କୃତ୍ତି : 'ବାସନା' ନାମକ ବିଷୟ ଆମର କୃତ୍ତି ।

'ବାସନା, କୃତ୍ତି, କୃତ୍ତି, କୃତ୍ତି, କୃତ୍ତି—ଏହି ମୂଳରୁ ବାସନାକାରୀ ଅନ୍ତରାଳ ।

କୃତ୍ତିରେ ବାସନା ଆମର, କୃତ୍ତିରେ କୃତ୍ତି ଓ କାମ ଆମର, କୃତ୍ତିରେ କୃତ୍ତି, କୃତ୍ତି
ଓ କାମ ଆମର, କୃତ୍ତିରେ କୃତ୍ତି, କୃତ୍ତି ଓ କାମ ଆମର ଏବଂ ବାସନାକାରୀ
କୃତ୍ତି, କୃତ୍ତି, କୃତ୍ତି, କୃତ୍ତି ଓ କାମ ଆମର ।

—'ବାସନା', କୃତ୍ତି କୃତ୍ତି : ବାସନା

କୃତ୍ତି : ବାସନାକାରୀ ବିଷୟକ-କୃତ୍ତି କୃତ୍ତି ?

'କୃତ୍ତିରେ ବାସନା, କାମର କୃତ୍ତି, ବାସନାକାରୀକୃତ୍ତି ବାସନାକାରୀ କୃତ୍ତିରେ ଏବଂ
ବାସନାକାରୀ ଆମର କୃତ୍ତିରେ କୃତ୍ତି କୃତ୍ତି ।

—'ବାସନା', କୃତ୍ତି କୃତ୍ତି : ବାସନା

କୃତ୍ତି : କୃତ୍ତି ଓ ବାସନା କି ?

'ବାସନାକାରୀ କୃତ୍ତିରେ ବାସନା ଏବଂ ବାସନାକାରୀ କୃତ୍ତିରେ ବାସନା ।

—'ବାସନା', କୃତ୍ତି କୃତ୍ତି : ବାସନା

৪২। যৎসব বাঞ্ছি কি কীর্নেন প্রতি বহুনিশিষ্টে, বৈতনেন অববিশিষ্ট
ত যুগলনি জুযীত হইতে পাবে ?

“নিমি শনজ্জয়ে স্থাযী, তিনি কখনই কীর্নে হুনা কখনেও, তগবানেন
প্রতিও তাঁহাল বরলভ্যানেব উৎসব বরলা, বৈতনেন প্রতি তাঁহার বিবর্ক
জনিত যুগা না বিশেষ থাকে। তিনি স্বাংলবাশূক্ত, তিনিই ‘তুলাচরিত’
প্রেমেন কাংগাষ্ট অলীকাব করিয়াছেন।” —‘মাংঘর্ষা’, লঃ কোঃ নান

৪৩। তপসী কি স্বাশ্রিত হইতে পবনন ?

“কানটঃ পবিত্রাণ-শুষ্কক বর্ষ আলম্ব বা করিলে স্বাশ্রিত হইতে
লাগে না; স্বর্ষের ছলে শাপ আচরণ করিয়া অসম্বন্ধক নষ্টটা লড়ে।”

—‘মানবলে শাপ-প্রবৃত্তি একটী নানাপ্রকার’, নঃ কোঃ ৮৮

৪৪। কখনকালকি কি অজ্ঞাতলাল দিনমাত করিমাল লখন আছে ?

“নিজ-নিজ ঐহিক-লাভে পত্রিছুই খালিরা পরবার্থ অনয়েলা এবং
তত্ত্বলকিধার্মন স্বানিখনক বর্ষের দিন পক্ষে করিবার আত্ম অননর নাই।”

—‘সিদ্ধান্তকু না বেদান্তসিদ্ধি’, লঃ কোঃ ৯১২

৪৫। তত্ত্বজ্ঞেয় প্রার্থনা কি ?

“বাছিতে কোমার পাশাধনা-জুখ-নাই।

সেই নন একো, আমি কতু নাহি চাই।” —পঃ

৪৬। ঐশ্বর্যিক ও বৈশেষিকগণেন তর্ক কে ফলগনক নহে ?

“ঐশ্বর্যিক ও বৈশেষিক তর্কেকগণ ফলগন তর্ক এবং, লে-হকলই
এতিপুঁখ বিবাহ-মাত্র। বিশেষ নল কব ত থাকলা বুদ্ধি নাকীত তাহাতে
আন কোন ফল হন না।” —‘প্রভঙ্গ’, লঃ কোঃ ১০১০

৪৭। অগ্ন্যবস্থ-বিষয়ক আলোচনার তর্কস্মৃনা থাকে উচিত কি ?

“তত্ত্বিহাবল সাক্ষ্যর স্ববন অগ্ন্যবস্থ বা লাগবন্ত-বনিত আলোচনা
করেন, কখন বুঝা তর্ক হইনা লা নড়ে,—এ বিচার স্বর্কস নানাম
হুকিয়েলা।” —‘প্রভঙ্গ’, লঃ কোঃ ১০১০

৪৮। তত্ত্বতর্ক প্রীতৈতচ্চলীলা বুঝা যান না কেন ?

“প্রীতৈতচ্চলীলা নন গভীর স্বাপন।

নোয়া-নোলা-জন তর্ক প্রধান ফাপনন

তর্ক করি’ এ লোনা তনিত্তে যে চান।

বিকল তাহান বেটী, কিছুই না পনে।” —সঃ নঃ, নঃ অঃ

୫୧ । ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା । କିପରି ?

“ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା-ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ତାହା ଯାତ୍ରା ।”

—‘ଅନୁଷ୍ଠାନ’, ପୃ. ୧୩୩ ।

୫୨ । ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା । କିପରି ?

“ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା-ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ତାହା ଯାତ୍ରା ।”

—‘ଅନୁଷ୍ଠାନ’, ପୃ. ୧୩୩ ।

୫୩ । ଯାତ୍ରା ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ।

“ଯାତ୍ରା ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା-ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ତାହା ଯାତ୍ରା ।”

—‘ଅନୁଷ୍ଠାନ’, ପୃ. ୧୩୩ ।

୫୪ । ଯାତ୍ରା ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ।

“ଯାତ୍ରା ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା-ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ତାହା ଯାତ୍ରା ।”

—‘ଅନୁଷ୍ଠାନ’, ପୃ. ୧୩୩ ।

୫୫ । ଯାତ୍ରା ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ।

“ଯାତ୍ରା ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା-ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ତାହା ଯାତ୍ରା ।”

୫୬ । ଯାତ୍ରା ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ।

“চক-বিশুদ্ধি কৰণৰ কৰ্মৰ্থাৎ যব—এই মূল নিয়ম হ’লেহেই লভ্য
 বিশেষ-নিয়ম হ’লেহে। এই মূলবিধিকে অৱশ্য কথিতা ব্যতিক্ৰম কালত
 পুৰুষ-বিশিষ্ট বিটো জাগি কৰিবল্য পৰ পৰ বিধি অবলম্বন কৰিবল্য। জাহা
 না কৰিলে তিবি বিষয়া-ব্রহ্ম-দোষে দূষিত হ’ব। উৰ্দ্ধগতি-লাভে অশক
 হ’বেহে।”
 —‘বিদ্যাপ্রদ’, অঃ। পৃষ্ঠা ১৮৩

—“क्या कहें, हमें कुछ नहीं है।”

[illegible]

“পদ্মী যদি সজ্জিয়া যবেম বিকছ ইম, তবে রক্ত বাদেখ’ লিখিত-কাঁহার
 বহু পরিচয়। কবি। উচ্চৈঃ,—ঐক্যবাহুঃ। কীমজামায়াভব চখিত এতলে
 বিচাৰইউ। —‘অবসর’, ৩: ১০৫। ১৯৩২

[illegible]

১৯। সুস্বাদু লাভ প্রযোজ্যভিত্তিক অধিক অর্থ সংগ্রহ করি-
 প্রতিকূল কি।

‘ସୂତ୍ରୀ’ ନକସା ଏ ଉପାର୍ଜ୍ୟରେ ଅନିଚ୍ଛାର ମାର୍ଗ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀଯୋଗେଶ୍ବର ଆଦିଙ୍କ
ଅର୍ଥ ସଂକଳନ କରିବେ ଡେ଼ରା କରିବେ କାହାର ଡକ୍ଟି-ସାଧନ ଓ ବୁଦ୍ଧିବ୍ୟାମାନ-ମାନ
ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ । —‘ଆଜ୍ଞାପ୍ରାସାଦ’, ୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୩୮

—'बुद्धिगर्भित', भा. पृष्ठ १०७

৬৭। গৃহদেব শোকাগিতে অস্তিত্ব-বিস্তার কি ভক্তি-প্রতিকূল ?

“পুৰীধিগেহে ঐ-পুজাৰি বিমৰে বটলে অফুই শোক হয়, কিহ তকি-
লাগাকব সেই-সেই অমৰা ঘটনাক্ৰমে উপস্থিত হওখাত শোক অধিকজন
খান্য ঔচিক নহ, অহকাগেহ যবে শোক পরিস্ফাল করিয়া কুজা-
দমীলমে বিমৰে বটয়াই গাওয়াকব কর্খা।”

— 'उत्तराखण्ड प्रशासन', पृ: ८८३: ११५

৯। সাইটের পক্ষে শোক-ক্রোড়ি পথিকৃৎস্বাভ্যন্তরীণ

*সোম-কোম প্রযুক্তি সমস্ত বেগকেই বৈকট-ব্যাক পত্রিকায় পরিণত।
অতীত বিবল্লভ কলকাতা বিশেষ বাস্তুতে উঠে।"

— 'उत्तराखण्ड सरकार', २; (कवि: ११७)

६३। शेषिक-योजितसिद्धं वाच्यं किं अविद्ये इति ।

“আত্মীর বিবোধে শোক-যোষাধি করিলে কক্ষ লেট স্বপ্নে স্থাব জ্ঞান
হব মা। —“উদ্ধাঃকলবিভাঃ” শ্রীনাথঃ দাঃ ১৩২৭ বঙ্গাব্দ

—'सकामास्तुल्यमविनाश' त्रैलोक्यः ३: ५५: १५५२५ ॥ ३५५२५ ॥

ଶ୍ରୀ । ମହାଶୟୀ-ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି । ଆବିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ଆନନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ।

‘ନିହାସି-ଦେବତାଙ୍କ ବାସା ମଞ୍ଜରୀ ହେବା ଆକାଶିକ; କବିକ ବୋଲି
 କିନ୍ତାତେବ ବାସା ନିମିତ୍ତ ନହେ’ — ‘ନିବିଡ଼ ଓ ଦେବତାଙ୍କ’ ମ: ଗୋ: ଶା:

— "विद्यया ऽ वैश्वानराणां, मः स्वाः ॥३॥"

৯১। কোণে ত্ৰয়ানুভাব গৃহতাপীৰ শোভাভিকুলে কৰবা কৰ্তব্য কি ?
“গৃহতাপীৰ কৰ্মা, কৰণসু বা তিকাশ্ৰবা বা থাকিলে অথবা কোন
পত্ন বা বহুত কৰ্তব্য তালা হত হইলে তাহাতে শোভ কৰা উচিত নহ।”

—‘ভৃগুৱতপুৰাণ’, পঃ ভোগঃ ১৯৬

৯২। গৃহতাপীৰ কামানুগ ব্ৰীহদানন সমৰ্থক-বোণা কি ?

“গৃহতাপী পুৰুষেৰ কোষ একায়েই ব্ৰীহদানন বা ব্ৰীহদানন হইতে
পারে বা : বহিলেই ভক্তিৰাশন সম্পূৰ্ণৰূপে অই বৰাৰ। সেৱন অষ্টাচাৰীৰ
বহু সৰ্বতোভাবে পৰিভাষা।”

—‘ভৃগুপু’, পঃ ভোগঃ ১৯১১

৯৩। বৈদ্যপীৰ পক্ষে বিশেষ বিধি কি কি ?

“ব্ৰীহদানন বিবাহিত বইবা সত্ৰাধাৰি উৎপন্ন কৰতা হৈ সৎসার প্ৰসন্ন
কৰেন, সেই বসোৰ সবলৈ বহু কৰ্মাৰাৰ্থ্য, বহুসই প্ৰাৰা কৰ্মাৰাৰ্থ্য।
তাহা বৈদ্যপী বৈদ্যপেৰ প্ৰোতৰা বা বহুতা বহ। তাৰ খাণ্ডনা, তাৰ পত্না,
ইহাৰ বৈদ্যপীৰ উচিত নহ।”

—‘অঃ প্ৰঃ ভোগঃ, অঃ ভোগঃ, ২৩৭

৯৪। কি কি প্ৰাৰা ভক্তি-প্ৰতিভুল ?

“অন-প্ৰাৰা, কৰ্ম-প্ৰাৰা, বোণ-প্ৰাৰা, বৃক্তি-প্ৰাৰা, কৰ্মা-প্ৰাৰা,
বহিৰ্ভব-অবসৰ-প্ৰাৰা—এ সমস্তই নাৰাচিত লাভকৰ বিৰোধী তহ। এই
সকল প্ৰাৰাৰে ব্ৰাৰা ভৰাৰ নই নহ।”

—‘প্ৰাৰা’, পঃ ভোগঃ ১০২

(ভৃগুপুঃ)

—ভৃগুপুৰুষ শ্ৰীল ভক্তিবিমোহ ঠাকুৰ

শিৱালীলাপ্ৰবিষ্ট ঠ বিষ্ণুনাথ

পঞ্চমহৎসকুলচুড়ামণি জগদগুরু ১০৮-শ্ৰী

শ্ৰীমন্ত্ৰিগুৰুজন কেশব গোখামী মহাৰাজেৰ

দ্বিমণ্ডিত্যে বৰ্ণপুৰ্ণিমা-বিষ্ঠাব-ভিধিবামৰে

শ্ৰীৰামপুৰুষোত্তমৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

‘শ্ৰবণং কেশব গোখামীৰ উপস্থ-দিবস আজ।

পতিত-পাৰন শ্ৰীগুৰুচৰণ ভক্তি-প্ৰচাক কাজ।

জীবেশ লাগিতা, প্ৰতি কৰে বহে ধৰম প্ৰচাৰ কৈলা।

ভব আকৰ্ষণে, নবদীপনামে, সবে আনি জবাইলা।

নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-ছলে, সকলে দিয়াছ ভক্তি ।
 এহেন দুর্জুনে, শোধিবারে তুমি, লুকাইলে নিজশক্তি ॥
 শত অপরাধ হ'য়েছে চরণে তাহা ক্ষমা প্রার্থনা করি ।
 নেত্রবিন্দু দিয়া পুষ্প চন্দনেতে, তোমারে প্রণতি করি ॥
 বজ্রাদপি কঠোরে দমাও ছুঁইরে' সিংহপ্রতাপের মত ।
 নাস্তিকতা নাশি ভকতি প্রকাশি, থাক তুমি নামে রত ॥
 শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার বৈভব শিক্ষাদিলে যে-মতে ।
 তাহাও যেজন, নারিল রাখিতে, উদ্ধারিবে বা কেমতে ॥
 অধম জনেরেও যেবাছলে, রাখি মঙ্গল চিন্তিলা তুমি ।
 তাহাতেও যেজন বুঝিতে অক্ষম, ভোগমত্ত সদাকামী ॥
 অপরাধী-সঙ্গ, দূরে পরিহারি, সরল ভকতে যে রাখে ।
 নয়নাশ্রু দিয়া, শ্রীচরণ পূজি, বিনয় করিয়া ডাকে ॥
 কুসুম সমান, ভক্তগণে ভাবি, আদর করিছ সদা ।
 তব গুণফলে বৈষ্ণবসকলে, আসিতে দেখি সর্বদা ॥
 ভ্রমর-গুঞ্জে পুষ্পোপরি সদা, মধু অবেষিতে যায় ।
 তদনুরূপেতে ভক্তাচার লোভে, আমি রহি শিক্ষাচায় ॥
 সদাচার নিষ্ঠা, ভক্তি পরাকাষ্ঠা, লভে আনন্দিত মনে ।
 সেবা সুখে ভুলে, রহে কুতূহলে, দিবা রাতি নাহি জানে ॥
 এহেন দিবসে, পূজিবার তরে, ভক্তিপুষ্প কোথা পাব ?
 তব কৃপা হ'লে শ্রীচরণতলে, আন্তিটুকু লয়ে যাব ॥
 শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা নিত্য রহুক আমার ।
 পতিত-দুর্ন্যতি জনে দাও সেই অধিকার ॥
 স্বকর্ম ফলভোগে জীবন যাবে চলে ।
 (তব) কৃপাশীর্বাদ থাকে যেন মুকুন্দগোপালে ॥
 সর্ব বৈষ্ণবের পায়ে রহুক নমস্কার ।
 কোন অপরাধ কেহ না লইবে আমার ॥

—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-৫২)

তত্ত্বসাগরে উক্ত হইয়াছে,—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংশ্চং রসবিধানতঃ ।

তথা দীক্ষাবিধানে দ্বিজস্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাংশ্চ যেরূপ স্তবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষা-বিধান দ্বারা মানবমাত্রেয়ই দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হয় ।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, কার্তিকব্রত, একাদশী, মাঘস্নান প্রভৃতি এই অর্চনমার্গেরই অন্তর্ভাব্য বলিয়া জানিতে হইবে । জন্মাষ্টমী সম্বন্ধে বিষ্ণুরহস্তে উক্ত হইয়াছে,—

তুষ্টার্থং দেবকীস্বনোর্জয়ন্তীসন্তবং ব্রতম্ ।

কর্তব্যং বিত্তাশাঠ্যেন ভক্ত্যা ভক্তজনরৈপি ॥

অকুর্কন্ যাতি নিরয়ং যাবদিদ্রাশ্চতুর্দশ ॥

কৃষ্ণজন্মাষ্টমীং ত্যক্ত্বা যোহহুদ ব্রতমুপাসতে ।

নাপ্নোতি স্কৃতং কিঞ্চিদুষ্টং শ্রুতমথাপি বা ॥

ভক্তজন বিত্তাশাঠ্য পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিসহকারে দেবকীনন্দনের তুষ্টির জন্তু জন্মাষ্টমীব্রত পালন করিবে । তাহার অমুষ্ঠান না করিলে চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকৃতকাল-পর্যন্ত নরকপ্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি কৃষ্ণজন্মাষ্টমী পরিত্যাগ করিয়া অত্র ব্রতের অমুষ্ঠান করে, তাহার ঐহিক পারত্রিক কিঞ্চিন্নাত্র স্কৃতি প্রাপ্তি হয় না ।

কার্তিকব্রতসম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

একতঃ কার্তিকে। বৎস সর্বদা কেশবপ্রিয়ঃ ।

যৎকিঞ্চিং ক্রিয়তে পুণ্যং বিষ্ণুমুদ্दिष्ट কার্তিকে ।

তদক্ষয়ং ভবেৎ সর্বং সত্যোক্তং তব নারদ ॥

অব্রতেন ক্ষিপেদ্যন্তু মাসং দামোদরপ্রিয়ম্ ।

তির্য্যগ্ যোনিমবাপ্নোতি সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ ॥

হে বৎস ! সমস্ত তীর্থ একদিকে আর নিরন্তর বিষ্ণুর প্রীতিদায়ক কার্তিক মাস অপরদিকে বর্তমান । এই কার্তিকে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যে কোন পুণ্যকৃত্য অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমুদয়ই অক্ষয় হইয়া থাকে । যিনি ব্রতরহিত হইয়া দামোদর-প্রিয় কার্তিকমাস যাপন করেন তিনি সর্বধর্মরহিত হইয়া তির্য্যগ্ যোনি প্রাপ্ত হন ।

অতঃপর একাদশীব্রত সম্বন্ধে বলা হইতেছে,—

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োৱপি ।

জাগরং নিশি কুৰ্বীত বিশেষাচ্চার্চয়েদ্বিভূম্ ॥

বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা সৌরোহপ্যেত্যং সমাচরেৎ ॥ (নাঃ পঞ্চরাত্র)

উভয়পক্ষের একাদশীতেই ভোজন করা কর্তব্য নহে । রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং বিষ্ণুর বিশেষভাবে অর্চন করিবে ।

বৈষ্ণব, সৌর বা শৈব সকলেই ইহার অনুষ্ঠান করিবে ।

বিষ্ণুধামলে বলিয়াছেন,—বিদ্ধাএকাদশীব্রত, গুরু-কৃষ্ণবিভেদ, ব্রতে অসদ্ব্যাপার, সামর্থ্যসত্ত্বেও ফলাদি ভক্ষণ, শ্রাদ্ধক্রিয়া, দ্বাদশীতে দিবানিদ্ৰা, তুলসী চয়ন নিষিদ্ধ । তাহাতে বিষ্ণুর দিবান্নানও নিষিদ্ধ ।

ব্রহ্মাওপুরাণে বলিয়াছেন—পত্র, পুষ্প, ফল, জল, অন্নপানাদি এবং ঔষধ প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য আহারের জন্ত কল্লিত হয়, তাহার কোন বস্তুই নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবে না । ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্তই হয় ।

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—যাহারা একাদশীদিনে জাগরণ করে না, তাহাদের এবং বৈষ্ণববিন্দকের স্মৃতি বিনষ্ট হয় ।

পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ কথার কার্ত্তিকব্রত এবং একাদশীব্রত প্রভাবে শ্রীসত্যভামারূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসীপদপ্রাপ্তি শ্রুত হয় ।

ভবিষ্যোত্তরে কথিত আছে,—মনুষ্য মাঘমাসে প্রাতঃস্নান করিয়া একবিংশতিপুরুষের সহিত যথেষ্ট সুখভোগপূর্বক বিষ্ণুলোকে গমন করে ।

এইরূপ বৈশাখব্রত ও শ্রীরামনবমীও জানিতে হইবে ।

তাদৃশ ব্রতসকলের মধ্যেও উপাসকগণের নিজ নিজ ইষ্টদেবতার ব্রত সম্যগ্ভাবে কর্তব্য । পাদসেবনমার্গে যানারোহন বা পাছুকাপরিধান করিয়া ভগবদগৃহে গমন দ্বাত্রিংশৎপ্রকার অপরাধের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া যত্নপূর্বক তাহা ত্যাগ করা কর্তব্য । সমস্ত অপরাধই অনাদরস্বরূপ এবং প্রভুত্বের অবমাননাজন্ম হইয়া থাকে । অতএব অনাদরের মূল কারণ অপরাধ পরিত্যাগ করা কর্তব্য ।

ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং হরিরধনাত্ত্বধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ ।

শ্রুতধনকুলকর্ন্তুণাং মর্দৈর্য্যো বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সংস্রু ॥

যাহারা শাস্ত্রজ্ঞান, ধন, সংকুল এবং সংক্রিয়াজনিত গর্ভ্যহেতু অকিঞ্চন সজ্জনগণের প্রতি পাপাচরণ করে, অধনাত্ত্বধনপ্রিয় (নির্ধন অথচ আত্মধন

অর্থাৎ একবার ভগবৎস্বরূপধনবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁধার জিহ্বা ভাঙুন । এসকল (ভক্তিবাদিক) হরিভূমুনৌবিমলেম পুত্রা গ্রহঃ কাবর না । কাবরা কুমুনৌষী, জায়া বলিভোদন,—শান্তিলাভ, ধন, সুখকল্যাণি ইত্যে ইত্যকাবন্তু বাঁধার। অতিক্রম কাক্তব প্রতি পাশাচেষ্টা করে ।

৮ বিক্রিয়াঃ বিশ্বব্রহ্মবৎক ব্রাহ্মণঃ স্বীকৃতিমভ্যেতুখানি ।

৯ হরিবান্নাং ব্রহ্মস্বাদি বাব্রুংনজ্যভ্যাহুতানি শূলশাপিঃ । (জাঃ ৫।৩৯,৪৫)

বসিষ্ট বর্জিত স্বমধ্বর্মমহেতু নিম্নাবধিবিশেষে অতিমানববিত্ত এসঃ বিশেষঃ
ব্রহ্মণ্ডে লম্বাবন্তপ ভগবান্নাং কোবন্তপ বিকাব হাটে, তখানি ব্রহ্মব্রহ্মস্বাদি-
ব্রহ্মণ্যেতু শূলশাপিকুল্য অতি স্বমধ্ব ব্যক্তিগত মোক্ষপ্রাপ্তি ইহ ।

ক্রোধান্বনন্তঃ ভগবন্তপমাব হট্টলে ভগবৎপ্রমোদনক কাণ্ড করা কর্তব্য ।

কাণ্ড—অবতরনি যো বর্জোঃ দ্বিত্যভ্যাক্ত শঠৈকু ঠৈ ।

১০ ব্যক্তিশেষমধ্যমাংস্তে কথ্যক ততঃ কেশবাঃ ।

তইহাং দেবাবাক্ত—বাল্যভ্যঃ ভগবৎ বিকোষঃ পাঠকুলবীতম্ ।

১১ ব্যক্তিশেষমধ্যমাংস্তে কথ্যক ততঃ কেশবাঃ ।

কুলস্তা বাগনি কাণ্ডাঃ লম্বাঃ বিশেষকঃ ।

অধমার লম্বানি কথ্যতে পুরুষোত্তমঃ ।

কুলস্তা কুলতে যন্ত শালগ্রামনিধার্কনম্ ।

১২ ব্যক্তিশেষমধ্যমাংস্তে কথ্যক ততঃ কেশবাঃ ।

আবিকারাহে—সংবৎসরক বহো ভু তীর্থে শৌকরকে যম ।

কাতাবমাবঃ জায়েব বলাভ্যঃ অধিবাবুদাম্ ।

বপুঃপাং তখাপাং বাগবাবঃ শুভির্জয়েব ।

অবখোদীর্ঘমোহেবঃ বঃ বহেবঃ ব্রহ্মতী ইবঃ ।

সহস্রভগ্নভনিতানবচাব্দু ভবাক্তে নঃ চ

যে ব্যক্তি প্রত্যহ এক অব্যাহ দীপ্তা শার্ভ কতে, শ্রীকেশব ভাব্যক ৩২
প্রকাব অশ্রাব্য করা কাবর । কুলদীপ্তিশিব অদন্ত কর্তব্য । বিশেষতঃ
প্রাথমে ভালা কৃত হট্টলে পুরুষোত্তম ভাষার সমস্ত অংশই করা কাবর ।

যিনি কুলদীপ্তি বাবা শালগ্রামবীণার অর্চন করেন, শ্রীকেশব ভাষার ৩২
প্রকাব অশ্রাব্য করা করেন । সংবৎসর বাবা শ্রুতব্রতীর্থে উপহার পূর্বক
ব্রতাব্যাহ তখিল দীপ্ত তখিলান্ত কাব । বপুঃপাং লইজন জিয়া বাভাত শুভি
লাভ কাব । যিনি উক্ত তীর্থজয়ের একটর বেধা করেন, সেই ব্রহ্মতীর্থাভি
বহুভগ্নভনিত অংশাব্দু হট্টে নুরু হন ।

অতঃপর বন্ধন বিচারিত হইতেছে—যদিও অর্চনারূপে বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়, তথাপি কীর্তন ও শ্রবণের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবেও ইহা অনুষ্ঠেয়। বাহারা তদীয় অনন্তগুণৈশ্বর্যশ্রবণহেতু তদীয় গুণানুসন্ধান, পাদসেবা প্রভৃতিতে দৈন্ত্যভাবাপন্ন হইয়া কেবল নমস্কারেই অধাবসায়যুক্ত হন, তাঁহাদের জ্ঞান-বন্ধনের পৃথক্ বিধান আছে।

নৃসিংহপুরাণে—নমস্কারঃ স্মৃতো যজ্ঞঃ সর্ববজ্রেষু চোত্তমঃ।

নমস্কারেণ চৈকেন সাষ্টাঙ্গেন হরিং ব্রজেৎ ॥

সর্বপ্রকার যজ্ঞের মধ্যে নমস্কাররূপ যজ্ঞই উত্তম। একমাত্র সাষ্টাঙ্গ নমস্কার দ্বারা জীব শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হয়। শ্রীব্রহ্মা (ভাঃ ১০।১৪।৮) বলিয়াছেন—

তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবান্নকৃতং বিপাকম্।

হৃদ্যাগ্বেপুর্ভিবিদধন্নমন্তে জীবতে যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

হে প্রভো! যিনি আপনার অনুকম্পা সুসমীক্ষমাণ (প্রতীক্ষমাণ) হইয়া অথবা প্রতিক্ষণ নিরুপাধিক কৃপাবশতঃ প্রভুকর্তৃক তত্ত্বরূপে সম্পাদিতা অনুকম্পা সূক্ষ্মরূপে ঈক্ষমাণ হইয়া অর্থাৎ তদ্বিষয়ে আনন্দযুক্ত হইয়া তাঁহাকে সম্যক দর্শন ও চিন্তা করিয়া নিজকৃত কস্মফল অনাসক্তচিত্তে ভোগ করিতে করিতে তদ্রূপে হৃদয়, বাক্য ও শরীর দ্বারা যিনি নমস্কার বিধানসহকারে জীবনযাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাগী হন অর্থাৎ বিষয়স্বরূপ পরিপূর্ণ ভগবদান্নক আপনাতে দায়ভাগী হন অর্থাৎ ভ্রাতৃবর্টনের দ্বারা আপনি তাঁহার দায়স্বরূপ বর্তমান থাকেন। কেবল মুক্তি একবারমাত্র নমস্কারেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

দুর্গ-সংসার-কান্তারমপারমভিধাবতাম্।

একঃ কৃষ্ণে নমস্কারো মুক্তিতীরস্ত দৈশিকঃ ॥ (বিশ্বধর্ম্মে)

অপার দুর্গমসংসারকান্তারে ধাবমান মানবগণের পক্ষে একবারমাত্র অনুষ্ঠিত কৃষ্ণনমস্কারই মুক্তির প্রাপক হইয়া থাকে।

নমস্কারবিষয়েও বিষ্ণুস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে একহস্তকৃত প্রসীম বস্ত্রাবৃত দেহে, ভগবানের অগ্রে, পশ্চাতে, পার্শ্বে, বামভাগে, অতিনিবটে ও গর্ভমন্দিরে নমস্কার অপরাধজনক বলিয়া পরিত্যাজ্য।

অতঃপর দাস্ত্র সম্বন্ধে বলা হইতেছে,—

জন্মান্তরসহশ্রেষু যশ্চ শ্রাম্মতিরীদৃশী।

দাসোহহং বাসুদেবশ্চ সর্বান লোকান্ সমুদ্বরেৎ ॥

কিং পুনস্তদুগতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ।

শ্রীবিষ্ণুর দাসত্বাভিমানই দাস্য। যাহার অতীত সহস্র জন্মে “আমি বাসুদেবের দাস” এইরূপ মতি হয়, তিনি সর্বলোক উদ্ধার করিতে পারেন। অতএব সংজিতেন্দ্রিয় তদগতপ্রাণ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ? ভজন-প্রয়াস দূরে থাকুক, কেবলমাত্র তাদৃশ অভিমানেই সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই অর্চনাদির পর তাহার নির্দেশ হইয়াছে।

শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উক্তি—

‘তন্তেহঁতম নমঃ স্তুতিকর্ম্মপূজা’ ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় নমস্কার, স্তুতি, সর্গকর্ম্ম সমর্পণ, পরিচর্যা, চরণস্মৃতি এবং কথাশ্রবণরূপ দাস্য অভিপ্রেত হইয়াছে। (ভাঃ ৭।২।৫০)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১।৬।৪৬ শ্লোকে শ্রীউদ্ধবের বাক্য—

স্বয়োপভুক্তশ্রগ্ গন্ধ-বাসোহলঙ্কারচচ্চিতাঃ।

উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥

হে ভগবন্! আমরা আপনার উপভুক্ত মাল্য-গন্ধ-বস্ত্রালঙ্কারদ্বারা ভূষিত এবং উচ্ছিষ্টভোজনশীল দাস হইয়া আপনার মায়াকে অবশ্য জয় করিব। (ভাঃ ৯।৪।১৮-২০) শ্লোকেও “স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ” ইত্যাদিতে কামঞ্চ দাস্যে, ন তু কামকামায়া।” তিনি কৃষ্ণপাদপদ্মযুগলে মন ইত্যাদি স্থলে তদীয় দাস্যবিষয়েই কাম করিয়াছিলেন, কামকামনায় অর্থাৎ ভোগেচ্ছায় তাহা করে নাই। এই উক্তির দ্বারা ইতর বাসনার ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে।

অন্য ভজনসকলও এই দাস্যসম্বন্ধবশতঃই শ্রেষ্ঠতর হইয়া থাকে। ইহাই বলিতেছেন—যন্মামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।

তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্ঠ্যতে। (ভাঃ ৯।৫।১৬)

যাহার নামশ্রবণমাত্রেই জীব বিমুক্ত হইয়া থাকে, সেই তীর্থপাদপুরুষের দাসগণের কোন্ ধর্ম্ম প্রাপ্যরূপে অবশিষ্ট থাকিতে পারে? যাহার নামশ্রবণ সময়েই সমাগ্ভাবে ভজন করা দূরে থাকুক, যে কোনরূপে নামশ্রবণমাত্রেই সকল প্রাপ্তি হয়; সুতরাং “আমি দাস” এইরূপ অভিমানে সমাগ্ভাবে ভজনশীল ব্যক্তিগণের সর্ববিধিবিধান ও সাধ্যসমূহের মধ্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না অর্থাৎ তদধিক অন্য কিছুই নাই।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

অসহিষ্ণুতা

যে বস্তু যত বড় তাহার মূল্যও তত বেশী। কৃষ্ণ পরমধন। তাঁহার চেয়ে বড় আর কিছুই নাই, তাঁহার সমানও কিছুই নাই—তাই তিনি অসমোক্ষ। তিনি অখিলরসায়িতসিদ্ধ। শ্রুতি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই ‘রসো বৈ সঃ’ উল্লেখ করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠের অধিশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর প্রাণকান্ত শ্রীনারায়ণেরও কারণ যিনি, সমস্ত অবতারের অবতারী যিনি, তিনিই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁহাকে লাভ করিলে আর প্রাপ্তির কিছুই বাকী থাকে না, তৎপ্রাপ্তিতে পরমলাভবান্ হওয়া যায় ও অত্যাশ্চর্য্য সবই তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়।

“য লব্ধা চাপরং লাভং মনুতে নাশ্বিকং ততঃ।”

ভগবান্নাভের পন্থা নির্দেশ করিবার জন্য ভক্তসাজে শ্রীকৃষ্ণই গৌররূপে এজগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এহেন অমূল্য বস্তু লাভ করিবার পিপাসা পূর্বপূর্বজন্মের পুঞ্জীভূত স্মৃতিক্রমে আমাদের হৃদয়ে অল্পবিস্তর জাগিতেছে। কিন্তু তাঁহার বিনিময়ে কতটুকু মূল্য আমি দিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তাহা আদৌ বিচার না করিয়া অনেক সময় আমি অসহিষ্ণুতা প্রকাশপূর্বক মনে মনে জল্পনা-কল্পনা করিতে থাকি—“এতদিন হইল শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া আছি, কত কত ভোগ্যবস্তু পরিহারপূর্বক হরিভজনের পথে চলিতেছি, কিন্তু কৈ কিছুই ত’ উপলব্ধি হইতেছে না? উপলব্ধি হওয়া দূরে থাকুক, অনর্থ-নিবৃত্তিও ত’ হইল না। অথচ আমরা যাহাদিগকে ভ্রান্ত পথের পথিক বলিয়া মনে করি, যাহারা বৈষ্ণবাচার, বিধিনিষেধ ও শরণাগতির ধার মোটেই ধারেন না, এই প্রকারের বহু বহু সাধককে কত কি উপলব্ধি করিতে শুনি। তাঁহারা অল্প সাধনেই কত কি অদ্ভুত অদ্ভুত বৈভব লাভ করিয়া থাকেন। আর আমি—শুধু আমি কেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠের অনেকেই না হইলাম চাউল, না হইলাম চিড়ে। এর চেয়ে বোধ হয় অল্প কোন পথ ধরিলে অধিক লাভবান্ হওয়া যাইত। এই ভাগবত-ধর্ম্মাবলম্বীদের কথাই বলি, অত্যাশ্চর্য্য বৈষ্ণবদিগকেও (?) দেখিতে পাই, তাঁহারা কত কি ভাবের অবস্থা, বিরহের অবস্থা, প্রেমে গদগদ অবস্থা লাভ করিতেছে তৃণাদপি সূনীচ হইয়া ভাগবত-ধর্ম্ম-আক্রমণকারীদিগকে পর্য্যন্ত তাঁহারা কথাটী বলেন না, পাছে তৃণাদপি সূনীচ অবস্থা এবং ভাবের (?) অবস্থা নষ্ট হইয়া যায়! আর আমি কি না অনর্থনিবৃত্তির অবস্থায়ও উপনীত হইতে পারিলাম না।

সবারই অল্প আয়াসে সব হইতেছে, আর সব চেয়ে অল্প আয়াসে বস্তু লাভ করিবার একমাত্র প্রশস্ত শরনি রূপানুগ শুদ্ধ-ভগবদ্ভজনের, কৃষ্ণানুশীলনের বা রাধাকৃষ্ণভজনের যে স্তম্ভমপন্থা সেইপথে আসিয়াও আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীকৃষ্ণের 'আদৌ শ্রদ্ধা, ততঃ সাধুসঙ্গঃ' এই শ্লোকোদ্ধৃত চতুর্থ অবস্থা যে অনর্থ-নিবৃত্তি, তাহা যদি আজও পার হইতে না পারি তাহা হইলে এ জীবনে কি আর আসক্তি, ভাব বা প্রেমের অবস্থা আসিবে? আজও যদি শুধু নাম-সংকীৰ্ত্তন লইয়াই থাকিতে হয় তাহা হইলে রাইকানুর লীলাগান আর কবে গাহিব? আজও যদি ভাগবতের দশমস্কন্ধের পৃষ্ঠা খুলিবার অধিকার না হয় তাহা হইলে আর কবে গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের লীলা আশ্বাদন করা যাইবে? জন্মান্তরেও যে এ সবার বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে তাহারই বা প্রমাণ কি? দশমস্কন্ধ তবে আছে কাহার জন্ত? তাহা হইলে 'ত' দেখিতে পাইতেছি, সহজিয়াগণই ভাল! অত অনর্থ বা কুটিনাটীর বালাই তাঁহাদের নাই। তাঁহারা বহুবার ভাগবতের দশমস্কন্ধ পাঠ শেষ করিয়া বহু ভক্তপরিবৃত সভায় ভ্রমরগীতা ও রাসলীলার নিগূঢ় ভাষ্য প্রকাশ করিতে থাকেন এবং কতই না রসে ডগমগ হইয়া পড়েন! জীবন আজ আছে কাল নাই, পদ্মপত্র-জলবৎ অস্থির। তাই তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 'তুর্ণং যতেত ন পতেৎ অনুমৃত্য যাবৎ' শ্লোকের যথার্থ মর্যাদা রক্ষণপূর্বক যিনি যে স্তরের লোকই হউন না কেন,—ঈহাচার যে অধিকারই থাকুক না কেন, তিনি সেই সেই অবস্থাতেই দশমস্কন্ধ পঠন ও পাঠন-কার্য শেষ, অধিকন্তু ইচ্ছামত দুই-চারিবার 'রাসস্থল', 'গিরিগোবর্দ্ধন', 'রাধাকুণ্ডতট পরিক্রমা' পর্য্যন্ত সমাপন করতঃ মানবজীবন সার্থক (?) করিয়া বসেন। আর আমরা যতই কঠোরতা স্বীকার করিয়া চলিতেছি, নিয়ম-নীতি, বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতেছি, শ্রীগুরুদেব ততই বলিতেছেন, আরও দূরে, আরও দূরের বস্তু। তাই মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়—হয় 'ত' বা বস্তু পাওয়ার পন্থাই এটী নয় এ শুধু মরীচিকা। চিরদিন দৌড়ানই সার হইবে, সুবিধা কিছুই হইবে না। হয় 'ত' বা শ্রীগুরুদেবও এই মরীচিকার পিছনে পিছনে ছুটিতেছেন। সুতরাং মঠ হইতে চলিয়া যাইয়া নিজে নিজে সিদ্ধ (?) হওয়াই উচিত। শ্রীগুরুদেব-প্রদত্ত উপনয়নের বুঝা ভার বহন করিয়া লাভ কি? ইহাকে মশারীর রশ্মিরূপে ব্যবহার করাই ঠিক। এ দাসত্ব করার কি প্রয়োজন? মানুষ আমি, স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার; পরাধীনতার বিড়ম্বনা—গুরুদাত্তের নাগপাশ

কেনই বা আমি মূর্খের মত স্বেচ্ছায় গলার জড়াইতে যাইব ? অথবা একান্তই যদি গুরু না হইলে না চলে, তাহা হইলে যে গুরু সস্তাদরে কৃষ্ণচিন্তা-মণিরত্ব এবং গোলোকের প্রেমধন দিতে পারেন তাঁহার কাছেই যাইব। যে গুরুর নিকট গেলে আমাকে দাসত্ব করিতে হইবে না, পরন্তু যে গুরু আমার কুটির যোগানদারী বা বাবুজির কার্য্য করিতে পারিবেন, তাঁহার কাছেই যাইব। যে গুরু আমাকে অনর্থ-থাকা-কালেও কৃষ্ণ (১) দেখাইতে পারিবেন, তাঁহার কাছেই যাইব। আমরা চাই সস্তার কৃষ্ণ। অত দরের কৃষ্ণে আমাদের প্রয়োজন কি ?”

এই সমস্ত চিন্তা করিবার সময় আমি একেবারেই ভুলিয়া যাই যে শ্রীগুরুদেব, সংসম্প্রদায়ের সমস্ত আচার্য্যবর্গ এবং শ্রীকৃপ-আদি ষড়্গোশ্বামী ইহাদের সকলের একই সুর। সুরের কোন অনৈক্য নাই। তাঁহাদের সকলের একই উক্তি—“অনর্থনিবৃত্তি হওয়ায় পূর্বে অপ্ৰাকৃততত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না।” ব্যাসদেবেরও একই সুর—“অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তি-যোগম্ অধোক্ষজে।” আমি নিজেই স্বীকার করিতেছি যে, আমার অনর্থ আছে এবং প্রতি পদে পদে, প্রাণে প্রাণে তাহা উপলব্ধিও করিতেছি, তবুও আমার এমনই ছবুন্ধি যে, ‘সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্য’ উপেক্ষা করিয়া অপ্ৰাকৃত তত্ত্ব আজই অনুভব করিবার আকাঙ্ক্ষায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছি। কেন আমার অনর্থ যাইতেছে না, কেন আমি সত্য সত্যই নিশ্চল হইতে পারিতেছি না, এ সকল বিষয় ভাল করিয়া অনুসন্ধানপূর্বক তাহার মূল উচ্ছেদ না করিয়া, নিজের মস্তকে প্রত্যহ শত শত কাঁটা না মারিয়া ‘নিজে আমি বড়ই ঠিক আছি’ বিচারপূর্বক শ্রীগুরুদেবের উপর ডিগ্রি ডিস্‌মিস্ করিতেছি, তাঁহাকে কাঠগড়ার আসামী করিতে যাইতেছি, খোদার উপর খোদাগিরি করিতে উদ্যত হইতেছি।

ইহার ফল যাহা হইবার তাহাই হইতেছে। হইবেই ত’—এ যে স্বাভাবিক। শ্রীগুরুচরণে শরণাগতি বা নির্ভরতার অভাবরূপছিদ্র দেখিয়া বহুরূপীর বহু প্রকার মুখোস পরিয়া কত হাব-ভাব ও ভঙ্গি প্রকাশ করতঃ কত মধুপুষ্পিত বাক্যের নিত্যনূতন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়া মায়াবাণী বা মাপাণী আমাকে ভুলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। সতীর পতিভক্তির নৈখিল্যের গন্ধ পাইলেই যেমন লম্পটের দল নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাহাকে নিজায়ত্তে পাইবার প্রবল চেষ্টায় তৎপর হয়,

সেই একমাত্র আমার গুরু। শ্রুতিগুরু, কঠিকগুরু, অমৃত
বিশ্বাসের, অবিচলিত ধৈর্যের, আশাবদ্ধ, সমুৎকর্ষক, একমাত্র-
দ্বিতীয়-পট্টমক-প্রভৃতির ভিলমাত্র শৈবিল্য দেবিতা। ঋগ্বেদ
কালগেমি যাত্রার দলেশ পারদের কানকেলি এবং অমিত্য কৃতি-
মুক্তি-অষ্টমিদিগুণা ব্যক্তিচারী পক্ষার অনুরাগী কৃত্যগণের বাক্য
চাক্রিক্য দ্বারা আমার দুই মনকে জুলাইয়া তবনিজ্জ্বলিত
জুলাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

[illegible]

*धुनारवि कुनी। एवं एव विना मन्त्रिणां ।

अथ विष्णुः शान्तायाम् श्रीशैवीयं नाम सतिः ॥

[illegible]

—प्रभुलिङ्गसौ श्रीमद्विष्णुसहास्रनाममहाकाव्य

মঠবাসের সার্থকতা

আমরা কৃষ্ণবিশ্বতিবশতঃ এই দুঃকষ্টময় সংসার-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। এই সংসার-কারাগারে উপস্থিত হওয়া অবধি জন্মে-জন্মে সংসারব্যসই আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে; দুর্ভাগ্যবশতঃ ভোক্তা সাজিয়া স্বস্থানানুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়াছি। নিজে ভোক্তা সাজিয়া এই পার্থিব বস্তু-সমূহ জন্ম-জন্মান্তর ভোগ করিবার দুঃখাশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া কেবল বৃথা সময় কাটাইতেছি। যে কার্য্যটি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র প্রয়োজনীয়—যে কার্য্যটি মনুষ্যজন্ম ব্যতীত অন্য কোন জন্মে সম্পন্ন করা যায় না, সেই কার্য্যের দিকে—সাধুসঙ্গে থাকিয়া ভগবানের তুষ্টিবিধানের দিকে আমাদের আদৌ লক্ষ্য নাই, এমনই আমাদের দুর্দৈব! মনুষ্য-জন্ম ব্যতীত অন্য কোন জন্মে ভগবানের আরাধনা করা সম্ভবপর নহে। আমরা যদি মানুষ না হইয়া স্বর্গের দেবতা হইতাম, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্যে সাধুসঙ্গে মঠবাস কিংবা হরিকথা শুনিবার—একমাত্র স্বার্থগতি যে বিষয় তাঁহার বিষয় শ্রবণ ও আলাপনাদি করিবার সুযোগ বা সময়ই হইত না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বর্তমানে আমরা পরমার্থপ্রদ সুদুর্লভ মনুষ্য-জীবন লাভ করিয়াছি। এখন যদি আমরা এই অমূল্য জীবনের সদ্ব্যবহার না করি তাহা হইলে কেহই আমাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন না। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৯।২২) দেখিতে পাই,—

“লঙ্কা সুদুর্লভমিদং বহুসমুদ্রবাস্তে মাহুশ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।

তুর্গং যতেত ন পতেদমুদ্র্যত্যা যাবন্ নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্তাৎ॥”

অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে। সুতরাং ইহা দুর্লভ; অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ। এইজন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত চরমকল্যাণ-লাভের জন্ত চেষ্টা করেন। আমাদের এই মনুষ্যজন্মই সদসদ বিচার করিবার এবং হরির আরাধনা করিবার উপযুক্ত সময়। এখন আমাদের চরম-কল্যাণ লাভের জন্ত চেষ্টাষিত হওয়াই শ্রেয়ঃ। নতুবা অমঙ্গল অবশ্যভাবী।

মঠবাস করিতে হইলে আমাদের ভগবানের সর্বপ্রথম আদেশটি পালন করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন যে,—

“সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥”

অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু কর্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে তৎসমুদয়ই সর্বপ্রকারে পরিত্যাগপূর্বক আমাতে শরণাপন্ন হও। ঐ সকল লোক

ধর্ম, বেদধর্ম-পরিত্যাগে যে পাপ হইবে বলিয়া মনে করিতেছ তাহা হইতে আমি মুক্ত করিব,—ইহাই ভগবদাদেশ। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই কৃষ্ণোত্তর যাবতীয় ধর্মপালন বা কর্তব্যকর্ম অপেক্ষা ভগবানের আদেশকেই শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহা পালন করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ সব ছাড়িয়া কৃষ্ণসেবা করিবার জন্ত যত্নপর হওয়া উচিত নহে কি? কেহ কেহ মনে করিতে পারেন ভগবান্কে যখন দেখিতে পাইতেছি না, তখন তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিব কি করিয়া? ভগবান্ স্বয়ং জগতে সকল সময় না থাকিলেও সকল সময়েই তাঁহার কোন নিজজন আমাদের আশ্রয় দিবার জন্ত এ জগতে থাকেন। তিনি অথচ কেহ নহেন—ভগবানের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব। তাঁহার অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে আশ্রয়গ্রহণই ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ—তাঁহার প্রথম আদেশপালন। সুতরাং সাধুসঙ্গে শ্রীধামে বা শ্রীমঠে বাস করিয়া গুরুবৈষ্ণবগণের আদেশপালন দ্বারাই যে ভগবানের আদেশ স্পষ্টভাবে পালন করা হয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

এতৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

মহৎকৃপা বিনা কোন কার্যে ভক্তি নয়।

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ সংসার নহে ক্ষয়। (চৈঃ চঃ)

আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।

সেই প্রভু বেদে, ভাগবতে কৈলা দঢ়। (চৈঃ ভাঃ)

“মন্তুঃপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্যতিঃ ॥ (ভাঃ ১১।১০।২১)

“যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।

মন্তুজানাঞ্চ যে ভক্তাশ্চ মে ভক্ততমা মতাঃ ॥” (আদিপুরাণ)

“অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্কয়েৎ তু যঃ।

ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দান্তিকঃ স্মৃতঃ ॥”

“আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরাদানং পরম্।

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥” (পদ্মপুরাণ)

সেব্য ভগবান্ আমাদের সেবা দিবার জন্ত তাঁহার শরণাপন্ন হইতে বলিয়াছেন। যদি আমরা ভগবানে এই প্রথম আদেশ পালন না করিয়া তাহা অগ্রাহ্য করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার সেবা করিবার দ্বিতীয় আদেশ ত’ পাইবই না, উপরন্তু তাঁহার আদেশ অমান্য করার জন্ত আমাদের মহা অশ্রায় হইবে—মঠবাসপূর্বক হরিভজন না করার জন্ত আমাদের অধঃপতিত হইতে হইবে। সুতরাং আমাদের সর্বপ্রধান ও

সর্বপ্রথম কর্তব্য পালনপূর্বক সাধুগুরুর নিকট অভিগমন করতঃ নিকপটে তদাদেশ-পালনে যত্নপর হইতে হইবে। তাহা হইলে আমাদের ভগবানের আদেশ পালন করা হইবে এবং আমরা ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব।

“ক্রমে ক্রমে পায় জীব ভবসিন্ধুকূল।”

গৃহ ভোগাগার আর মঠ সেবাগার। ভগবদ্বক্তৃ সাধুগণ সাধারণতঃ মঠমন্দিরেই অবস্থান করিয়া হরিভজন করেন। তবে ‘মঠবাস’ অর্থে আমরা যেন কেবল না বুঝি যে, মঠমন্দিরে বাসের অভিনয়ই মঠবাস। ‘মঠবাস’ অর্থে সাধুসঙ্গে সেবাময় জীবন-যাপনকেই লক্ষ্য করে। মঠবাস করিয়া পরমার্থ অনুশীলনই মঠবাসীর কার্য।

এই পরমার্থ-শিক্ষা করাই—নিরন্তর শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করাই মঠবাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহারা পরমার্থ-তত্ত্বের কথা বিশেষভাবে অবগত আছেন, সেই সাধুগণের নিকট হইতেই তাহা শিক্ষা করিতে হইবে। যদি আমরা নিকপটে আমাদের মঙ্গল কামনা করি তাহা হইলে তাহারা দয়া করিয়া আমাদের সত্বপদেশ দিয়া মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করেন। এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, মঠবাসের উদ্দেশ্য যদি হরিতোষণই হয় তবে মঠ ব্যতীত অত্রতঃ ত’ হরিভজন করা যাইতে পারে? যেমন বন সর্বাপেক্ষা নির্জন স্থান, তথায় কলিকোলাহল আদৌ নাই; সুতরাং তথায় ভগবানের আরাধনা সুষ্ঠুরূপে সাধিত হইতে পারে কিন্তু সেক্ষেপ মনে করা ভুল।

কলিকালের লোকের চিন্তাবৃত্তি সতত বিক্ষিপ্ত। বদ্ধ জীব অস্থিরচিন্ত। ভগবৎচিন্তার অভাবে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনের দাশ্য করিয়া তাহারা সতত অসংচিন্তায় ব্যস্ত। এমতাবস্থায় স্ব-সুখকামনায় ভগবানের চিন্তা করিবার যোগ্যতা তাহাদের নাই। চিন্তা করিতে গেলেও বহু জাগতিক চিন্তা আসিয়া চিন্তকে অধিকার করে। সুতরাং নির্জন-স্থানে থাকিলেই যে ভগবৎসেবা করা যাইবে এক্ষণে নয়। অতএব অসংসঙ্গ ছাড়িয়া সংসঙ্গ গ্রহণ করিতে পারিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। কারণ সাধুসঙ্গে বাস ব্যতীত ভগবৎসেবা করা যায় না—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

“সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।

সংসার জিনিতে আর অত্র বস্তু নাই॥”

—শ্রীসুবলসখাদাস ব্রহ্মচারী

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলছড়ামণি জগদগুরু ১০৮-শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

দ্বিসপ্ততিম বর্ষপূর্তি-আবির্ভাব-তিথিবাসরে

শ্রীব্যাসপূজনোৎসবে শ্রদ্ধাঞ্জলি

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৬ পৃষ্ঠার পর)

হে গুরুদেব ! আপনার মহিমা-কীর্তন করিতে এই নরাধম একেবারেই অযোগ্য । তবুও আশাহত জীবনে শুভতিথি ও লগ্নকে আশ্রয় করিয়া নিজের আত্মমঙ্গলের জন্ত শ্রীগুরু-কীর্তনের অভিনয় করিতেছি ।

হে গুরুদেব ! আপনি আপনার গুরুদেব জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস-স্বামী শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মনোভীষ্ট স্থাপন করিবার জন্ত স্বয়ং সহর নবদ্বীপে থাকিয়া কোলদ্বীপে অপরাধভঞ্নের পাটে কলিহত জীবের সঞ্চিত অপরাধ দূরীকরণ-মানসে সুউচ্চ মঠ প্রকট করিয়া বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-বরাহদেবের (কোল-দেব) শ্রীমূর্তিসকল প্রতিষ্ঠিত করিয়া জগৎসভায় গুরুসেবানিষ্ঠার এক আশ্চর্য্য আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন ।

হে গুরুদেব ! আপনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঠমন্দির স্থাপন করিলেও কোলদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত মঠের বৈশিষ্ট্য আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে । বিদ্যা-কুল-ধনে-মদ-মত্ত হইয়া শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীবাস পণ্ডিতচরণে যে অপরাধ করিয়াছিলেন, সেই অপরাধের স্মৃষ্কণা অত্মপিও নবদ্বীপ সহরে তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করিয়া কোমলশ্রদ্ধাজীবকে শুদ্ধাভক্তিপথ হইতে আকর্ষণ করিয়া অভক্ত স্থানে নিক্ষেপ করিতেছে । হে গুরুদেব ! তাহাদের এবম্বিধ ছরবস্থা দেখিয়া পরহঃখেহুঃখী আপনার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল ; তাই ত' আপনি কৃপাপূর্বক কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল-ভুবন মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিভ্রমার বিপুল আয়োজন করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তবৃন্দকে আকর্ষণ করতঃ তাহাদের অপরাধ অপনোদন করিবার জন্ত অপরাধ-ভঞ্নের পাটে প্রতিষ্ঠিত শ্রীদেবানন্দ

গৌড়ীয় মঠে শ্রীহরিকথা কীর্তনের অপূর্ব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। উক্ত মঠের শ্রীহরিকীর্তন-নাট্যমন্দিরে আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধ সত্যকথা শ্রবণে যথাযথ শ্রোতৃবৃন্দ বিমোহিত হইয়া সজ্জন-বর্জিত, সদানর্থমনা দুর্জ্জন অপরাধী জীবনকে দিক্কার দিয়া অশ্রুনির্গত করিতেন। এহেন দৃশ্য দেখিবার সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছিল, তাহারাই ধন্য।

হে গুরুদেব! আপনিই ত' সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের মধ্যে প্রচারকরূপে শ্রীমঠের বিজয়বিগ্রহকে অগ্রে করিয়া কীর্তনমুখে শ্রীকেদার-বদ্রীনাথ-পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়া তত্রস্থ অধিবাসীদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া আপনার শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট পূরণ করিয়াছিলেন। দুর্গম গিরিশৃঙ্গে, পাহাড়-পর্বতে খোল-করতাল সহযোগে শত শত লোকের মিছিল করিয়া, ধ্বজাপতাকায় সুশোভিত সিংহাসনে শ্রীবিজয়বিগ্রহ শ্রীরাধাভাবসুবলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরকে অগ্রে করিয়া পর্বত-শিখরকন্দরে যে হরিনামপ্রেমের বত্মা প্রবাহিত করিয়া অলকানন্দা-মন্ডাকিনীর জলরাশিকে প্লাবিত করিয়াছিলেন; তাহার একটি ধারা শ্রীবদ্রীনায়ণের পাদদেশ ধৌত করিয়া বাসগাদীর উৎসস্থল পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়াছিল। সেই প্রেমবত্মায় প্লাবিত অত্র একটি ধারা মন্ডাকিনীকে আশ্রয় করিয়া দ্রুত বেগে শ্রীকেদারনাথে উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীশঙ্করের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া দিয়া শ্রীহরিকীর্তনের মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। হে গুরুদেব! এ হেন প্রচারধারা যাহার লীলাতে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার ভঞ্জন না করিয়া মাদৃশ অধম অত্র কাহার উপাসনায় ব্যাপ্ত থাকিবে?

হে গুরুদেব! আপনি এইভাবে সতত হরিসেবানিষ্ঠ হইয়া আচরণমুখে প্রচার করিয়া পতিত জীবকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়া তাহাদের মঙ্গল-বিধান করিতেন।

হে গুরুদেব! আপনি স্বয়ং ভক্তিবিনোদধারায় স্নাত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-রূপ ফুলটিকে মস্তকে ধারণ করিয়া 'সারস্বত-ধারা' প্রচারমানসে ভারতের দিকে দিকে প্রচারক পাঠাইয়া, কখনও স্বয়ং প্রচারক হইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভক্তিরিরোধী মতবাদ খণ্ডন করতঃ বেদের শুদ্ধ-ভক্তিশাখা, পুরাণের মধ্যে সাত্ত্বিকপুরাণ, সকল দর্শনের মধ্যে বেদান্তদর্শন ও তন্ত্রের মধ্যে সাস্ত্রতপঞ্চরাত্র-সমূহের ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বজ্রনির্ঘোষকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আপনার ভক্তিসিদ্ধান্তমতবাদ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হইলেও, আপনার লিখিত ভূমিকাগুলিতে সুদৃঢ়ভাবে

প্রকটিত হওয়ায় ভক্তিমার্গে বিশ্বাসীজনের যে কত বড় উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার শুভবুদ্ধি আমার কবে উদয় হইবে ?

হে গুরুদেব ! ওঁ বিষ্ণুশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত ও আপনার সন্ন্যাসশিষ্য শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত স্বামী মহারাজ কয়েক বৎসর যাবৎ পাশ্চাত্যদেশে বিশেষ করিয়া আমেরিকায় শ্রীমন্নমোহনপ্রভুর প্রেম-ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারক হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও শ্রীশ্রীমন্নমোহনপ্রভুর বাণী ও আদর্শের কথা বিপুলভাবে প্রচার করিতেছেন । আপনার কৃপাশিরীদে তিনি বর্তমানে সানফ্রান্সিস্কো, নিউইয়র্ক, মেক্সিকো প্রভৃতি অঞ্চলের বিপথে চালিত শতসহস্র আমেরিকাবাসীর মধ্যে তথা ইউরোপস্থ লণ্ডন, হামবার্গ (জার্মানী) ইত্যাদি মহানগরীতে শ্রীহরিকথা কীর্তন করিয়া বৈষ্ণব-দর্শনে আকৃষ্ট করতঃ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষাদান করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের বাণীর সার্থকরূপায়ণ করিতেছেন ।

শ্রীমন্নমোহনপ্রভু বলিয়াছেন,—

“পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি-গ্রাম ।

সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥”

হে গুরুদেব ! আপনার অনুপ্রেরণায় শ্রীল স্বামী মহারাজ পাশ্চাত্য জগতে শ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দির প্রকটিত করিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে তীরে শ্রীহরিনাম সংকীর্তনযজ্ঞের মহানুষ্ঠান করিয়া হিংসায় উন্মত্ত বিধি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মহাপ্রেমের মিলনের সেতুবন্ধন করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছেন । “কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ” মন্ত্রের একনিষ্ঠ সেবক হইয়া তিনি দীক্ষাগুরু ও সন্ন্যাসগুরুর অন্তরের বাসনা পূর্ণ করিয়া বৈষ্ণবজগতে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন ।

হে গুরুদেব ! আপনি স্বয়ং “কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ” মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আপনার অনুগত শিষ্যদের সঙ্গে হাসিয়া কঁাদিয়া, প্রেমে গড়াগড়ি দিয়া শ্রীঅঙ্গ-পুলকে রোমাঞ্চিত করিয়া আচণ্ডালব্রাহ্মণে কোলাকুলি দিয়া এই সংসার-রঙ্গক্ষেত্রে যে-রঙ্গ দেখাইয়াছিলেন, তাহা দেখিবার সৌভাগ্য মাদৃশ অধমের আরও কবে হবে ?

হে গুরুদেব ! আপনার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিশেষ-সেবকগণ যখন আপনার আদেশ শিরধার্য্য করিয়া শ্রীমন্নমোহনপ্রভুর বাণী ও আদর্শ এবং “সারস্বতধারা” প্রচার করিয়া আপনার আদেশ ও বৈভব রক্ষা

করিবার জন্ত নিরন্তর যত্নশীল, তখন কতিপয় গুরুভোগী, স্বেচ্ছাচারী শিষ্যক্ৰম
সমিতির সঙ্গে সম্পর্কহেদন করিয়া সমিতির ভার লাঘব করতঃ পরমবন্ধুর
কাজই করিয়াছেন। তাহারা এখন মাযার করলে পড়িয়া প্রতিষ্ঠা-কামনায়
স্বতন্ত্রভাবে প্রচার করিবার অভিলাষে যত্র তত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।
ইন্দ্রিয়ের ভোগবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার ইহা এক চমৎকার উপায়।
তাহাদের এহেন ছুরবস্থা দেখিয়া—শ্রীল প্রহ্লাদের বাণী পুনঃ পুনঃ স্মরণপথে
জাগরিত হইতেছে,—

“বিষয়ের প্রতিষ্ঠা, ‘শুকরের বিষ্ঠা’

তার সহ সম কভু না মানব ॥

* * * * *

তাই হৃষ্ট মন, ‘নির্জ্ঞান ভজন’,

প্রচারিছে ছলে “কুযোগী-বৈভব” ॥

* * * * *

‘মায়াবাদী জন’ কৃষ্ণেতর মন,

মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব ॥”

“হে গুরুদেব! আপনি এই বিপথগামী শিষ্যগণের কৃপাপূর্বক পুনরায়
আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়া আপনার বিশ্রুত শিষ্যগণের অনুগত করাইয়া
দিন।

হে গুরুদেব! আপনার বাণীকে আশ্রয় করিয়া আজিকার ব্যাসপূজা-
বাসরে আমার ক্ষুদ্র ভক্তিকুসুমাজলি আপনার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম।

“সারস্বত-ধারা” বিগুহ না হইলে অগুহ-ধারা-প্রবাহে তীর্থসমূহ অতীর্থ
হইয়া পড়ে। বিগুহ বৈদিকধারা অগুহ বৌদ্ধ-চিন্তাস্রোতে মলিনতা প্রাপ্ত
হয়। বৈদিক মন্ত্রসমূহের পুনঃ প্রবর্তনকারীর “বিগুহ-ধারা” অগুহ হওয়ায়
বিশ্বকে মায়াবাদ-মহাবাক্যের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতেছে। তজ্জন্ত বিগুহ
আম্মান-সংরক্ষণ করাই বৈদান্তিক আচার্য্যবর্গের একমাত্র করণীয়। ইহারই
নাম গুরুসেবা।”

“বাঙ্গাকল্পতরুভাষ্য কৃপাসিকুণ্ডো এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥”

শ্রীগুরুদাসানুদাস—

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী

সম্বন্ধের তাৎপর্য

আমরা জীব,—চেতনাই আমাদের জীবন। শরীরের অনুশীলনে শরীরের পুষ্টি সাধন করে এবং মনের অনুশীলন মনের পুষ্টি সাধন করে। শরীর ও মনের অনুশীলনের তাৎকালিক প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু ইহাদের অনুশীলনের সার্থকতা আরও কোন বস্তুর অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। দেহ ও মন চেতন নহে; তাহারা কোন বস্তুর আবরণদ্বয়; সেই বস্তুকে রক্ষণই তাহাদের কার্য। চেতনাই সেই বস্তু। চৈতন্যই দেহ ও মনের মালিক। এই চৈতন্যকে বাদ দিয়া দেহ ও মনের অনুশীলন অচেতন পুতুল সাজাইবার ছায় নিরর্থক।

এই চেতনতা কি? এই চেতনতার কারণ কে? দেহ ও মনের সহিত যেক্রপ চেতনতার সম্বন্ধ, তদ্রূপ ঐ চেতনতার সহিতও আরও কোন একটি বস্তুর সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ আলোচনার ফলে ‘ভগবান্’ বলিয়া একটি বস্তুর স্বীকার অনিবার্য হইয়া পড়ে। চেতনতার কারণ—ব্রহ্ম বা ভগবান্ এবং চেতনতা—জীবাত্মা। এই জীব বা আত্মা গৃহের রক্ষিত আলোর ছায়। আলোর সাহায্যে যেক্রপ গৃহে কার্য্যানুশীলন সম্ভবপর হয়, তদ্রূপ চেতনতার সাহায্যে শরীর ও মনের অনুশীলন সম্ভবপর হয়। চেতনতা ব্যতীত বিজ্ঞাচর্চা, বিজ্ঞানচর্চা বা অথ কোন চর্চা সম্ভব হইত না। এক (১) সংখ্যার দক্ষিণে সংখ্যা ততোধিক বা শূন্য (০) সমাবিষ্ট হইলে উহার মূল্য আছে; কিন্তু মূল এককে বাদ দিলে এক বা ততোধিক শূন্যসমূহের সমাবেশের মূল্য কোথায়?

ঘোর দুরদৃষ্ট-বশতঃই এই সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনায় আমাদের যত শৈথিল্য। এই সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনার প্রয়োজন আমরা আদৌ বোধ করিতেছি না। চেতনের অনুশীলন বাদ দিয়া আমরা কেবল দেহ ও মন প্রভৃতি চেতনরহিত বস্তুর অনুশীলনেই তৎপর। এই সম্বন্ধজ্ঞান-আলোচনার অভাব বর্তমান মানব-সমাজে একপ্রকার সংক্রামক ব্যাধিরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে। আমরা সকলে গৃহীকে উপেক্ষা করিয়া গৃহকে সূক্ষ্মজিত করিতে ব্যস্ত। আমরা দেহকে সাজাইতেছি, কিন্তু দেহীকে বাদ দিয়াছি, চেতনকে বাদ দিয়া অচেতনবস্তুর আলোচনায় দুর্লভ মানবজন্মের অমূল্য মুহূর্তগুলি অবলীলাক্রমে অতিবাহিত করিতেছি। প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিরই এ বিষয় আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহা প্রত্যেক পুরুষের, প্রত্যেক

স্ত্রীর, প্রত্যেক বৃদ্ধের, প্রত্যেক যুবাব, প্রত্যেক বালকের, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান—সমস্ত সম্প্রদায়ের আলোচনার বিষয়। ইহাই সকলের একমাত্র নিত্য স্বার্থপ্রদ—ইহাই দার্কজনীন ও একমাত্র প্রয়োজনীয় কথা।

শ্রুতিতে ভগবান্ ও জীবের সম্বন্ধের কথা এইরূপ কথিত হইয়াছে,—
 ‘যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিক্ষুলিঙ্গা ব্যাচরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বৈ প্রাণাঃ সর্বৈ লোকাঃ সর্বৈ দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যাচরন্তি ॥’ (বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ)—
 অগ্নিপুঞ্জ হইতে যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ অপরিমেয় পরমাত্ম হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা ও সমস্ত প্রাণী উদ্গত হয়। ফুলিঙ্গ—ক্ষুদ্র, আর অগ্নিকুণ্ড—বৃহৎ। ফুলিঙ্গকে অগ্নি বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অগ্নিকুণ্ড বলা যাইতে পারে না। ফুলিঙ্গ যতক্ষণ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে থাকে, ততক্ষণ ইহা পূর্ণ অবস্থায় থাকে। বাহিরে আসিলে ইহা বাতাসে নিভিয়া যায়; এমন কি, অঙ্গারে পরিণত হইতে পারে। তদ্রূপ জীব—দ্রক্ষু চেতন এবং ভগবান্ বা ব্রহ্ম—বৃহৎ, অপরিমেয় চেতন। জীব এই বৃহচ্চেতনের অতি ক্ষুদ্রতম অণু-অংশ এবং তাঁহা হইতে উদ্গত। যতক্ষণ এই জীব ভগবানের সহিত সংলগ্ন থাকে, ততক্ষণ তাহার শুদ্ধতা, ততক্ষণই তাহার উপাদেয়তা। আজ আমরা সেই ভগবদ্রূপ বৃহৎ অপরিমেয় অগ্নি হইতে বাহিরে আসিয়া আমাদের শুদ্ধি হারাইয়াছি, অঙ্গারবৎ হইয়া গিয়াছি; আমরা আজ চেতনের ধর্ম হারাইয়াছি—আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনাদি-ধর্মাক্রান্ত পশুদিগের অন্ততম হইয়া পড়িয়াছি, নিজের স্বভাবকে হারাইয়া নিতান্ত অভাবে কাল কর্ত্তন করিতেছি! আমরা আজ জানিতে পারিতেছি না,—‘আমরা কে?’ আমরা জানিতে পারিতেছি না,—‘আমাদের কর্ত্তব্য কি?’ এই অজ্ঞতাই জড়ের ধর্ম, এই অজ্ঞতাই চেতন-সংসর্গরাহিত্যের ফল—জাড়্য।

কি প্রকারে আমরা পুনরায় আমাদের স্বরূপ আমাদের স্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারি? কি প্রকারে আমরা স্বভাবে স্থিত হইয়া ‘দেহি দেহি’-রব হইতে চিরতরে মুক্ত থাকিতে পারি? সর্বপ্রথমে কে আমাকে জানাইয়া দেন যে, আমি স্বভাব-ভ্রষ্ট? কে আমার ভিতরে আজ সহজ চেতনতার উদ্বোধন করিয়া আমাকে জানাইয়া দিতেছেন যে, আমি স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া—বিচ্যুত হইয়া এক অভাবের রাজ্যে আবদ্ধ রহিয়াছি, আর সেই অভাবের

পূর্ণতা-সাধনের কোনরূপ আশা-ভরসা না থাকিলেও তাহা পরিপূরণের জন্য দিন দিন নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতেছি? কে আমাকে জানাইয়া দেন যে, অভাবের শেষ কোথায়? —এ ব্যাকুলতার, এ অসুখ-অসুবিধা-অশান্তি-দুঃখ-কষ্টের সমাপ্তি কোথায়? যিনি তাহা কৃপা-পূর্বক জানাইয়া দেন, তিনি সদগুরুরূপী ভগবান্। অন্তর্যামী সদগুরুর চরণাশ্রয়েরই একমাত্র আবশ্যিকতা আছে। কয়লা যেমন জ্বলন্ত অগ্নির সংস্পর্শে আবার জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ বদ্ধজীব—স্বরূপভ্রান্ত জীব, অভাবগ্রস্ত জীব আমরা নিত্যমুক্ত, সদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত পূর্ণবস্ত্র শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের স্থায় স্বভাব পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণই আমাদের সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অগ্নি সংযোগ করিয়া দেন, তবেই বদ্ধজীব অচেতনের সংসর্গ ছাড়িয়া, জড়তা ছাড়িয়া চেতনময় উপদেশ-বাতাসের সাহায্যে পুনরায় ভগবৎসেবাচেষ্টায় জ্বলিয়া উঠে, শ্রীগুরুর সংস্পর্শে লুপ্ত স্বভাব ফিরিয়া পাইয়া স্বভাবের অহুবর্তনে কেবলমাত্র অধোক্ষজ ভগবানের আলোচনা করিতে থাকে। গুরুর বা আচার্য্যের সংস্পর্শ ব্যতীত চেতনতার উদ্বোধন অসম্ভব। জড় দেহ ও মনের দ্বারা জড়ের অনুশীলন সম্ভবপর হইলেও তাহাদের দ্বারা চেতনের অনুশীলন অসম্ভব। জড়ের অনুশীলন চেতনতার উদ্বোধন করিতে সমর্থ নহে। চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র উদ্বোধক—চৈতন্যই চেতনতার একমাত্র নিয়ামক।

জীব ও ভগবান্—উভয়েই চেতন বটে, কিন্তু এক নয়—ভেদ আছে। পার্থক্য—পরিমাণগত, জাতিগত নহে। আমরাও অগ্নি, ভগবান্ও অগ্নি—জাতীয়ত্বে আমরা এক। কিন্তু তিনি—অপরিমেয় অগ্নিকুণ্ড, আর আমরা—ক্ষুদ্রতম ফুলিঙ্গ; তিনি—বিভূচেতন, আর আমরা—অণুচেতন; আমরা—পরস্পর পৃথক্। এই পরিমাণগত পার্থক্য নিত্য; এই পরিমাণগত পার্থক্যই উভয়ের স্বভাব-নির্দ্ধারক। ফুলিঙ্গ সামান্য ফুৎকারে নিভিয়া যায়; কিন্তু অগ্নিকুণ্ড নিভিয়া যায় না। বিভূচেতন—মায়াধীশ; কিন্তু অণুচেতন—মায়াবশযোগ্য। এই স্বভাববশে অণুচেতনগণ নিত্য বিভূচেতনের অধীন। ভগবানের আনুগত্যই জীবের স্বভাব। অতএব জীব ভগবানের নিত্যদাস; ভগবদাসত্বই জীবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম।

শ্রীভগবান্ পরম দয়ালু। জীব যখন তাহার স্বভাব বিস্মৃত হয়, তখন তিনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে প্রপঞ্চে স্বয়ং বা শ্রীগুরুবৈষ্ণবরূপে

অবতীর্ণ হন—নিদ্রিত আমাদিগকে তিনি জাগাইতে আসেন—সুপ্ত চেতনের উদ্বোধন-ক্রমে তিনি আমাদিগকে নিজ-স্বভাব জানিতে দেন। তখন আমাদের স্বভাবের ধর্ম—ভগবানের একান্ত আনুগত্যে আমাদের মুক্তি—আমাদের সহজ স্বভাবে প্রকৃত স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হয়। ভগবানের নিত্যদাসত্বেই জীব-চেতনের পূর্ণ বিকাশ। তিনি মানুষের কাছে মানুষের মতই হইয়া আসেন। সনাতন চেতনধর্মের বৈজ্ঞানিকগণ ভগবানের অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার দশবিধ অবতার-বিষয়ে সকলেই একমত। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জীবের দেহ ও চিত্তবৃত্তিগত ঐতিহাসিক স্তরগুলির বিকাশ বা প্রতীতি-অনুসারে ভগবান্ তত্ত্বভাবোপযোগী তাঁহার নিত্য-স্বরূপ এই জগতে প্রকটিত করেন। এই দশাবতার যথাক্রমে,—(১) মৎস্তাবতার—অদণ্ডাবস্থা, (২) কুর্মাভতার—বজ্রদণ্ডাবস্থা, (৩) বরাহাবতার—মেরুদণ্ডাবস্থা, (৪) নৃসিংহাবতার—উখিতমেরুদণ্ডাবস্থা, (৫) বামনাবতার—ক্ষুদ্র নরাবস্থা, (৬) পরশুরাম—অসভ্য নরাবস্থা, (৭) রামাবতার—সভ্য নরাবস্থা, (৮) রাম বা হনুমান্ অবতার—জ্ঞানাবস্থা, (৯) বুদ্ধাবতার—অতি-জ্ঞানাবস্থা, (১০) কল্কী-অবতার—প্রলয়াবস্থা।

জীবের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অদণ্ডাবস্থার স্তর হইতে প্রলয় অবস্থার স্তর পর্য্যন্ত এই দশবিধ স্তরের সহিত ভগবানের উপরি-উক্ত দশবিধ অবতারের প্রাকট্য-লীলা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

নিত্যমানবদেহধারী কৃষ্ণই জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ। কৃষ্ণই পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্। তিনি নিখিল জ্ঞান বা চেতনের উৎস-স্বরূপ। নরবপুই কৃষ্ণের স্বরূপ। আমরা মানব, তাই তিনি অহৈতুকী অমনোদয়-দয়া প্রকাশ করিয়া তাঁহার এই স্বরূপ আমাদের নিত্য-কল্যাণ-বিধানের জন্ত প্রকটিত করেন। মানবই মানবের আদর্শ। নরের আদর্শ নরদেবতা হইতে পারেন না। জীবের জ্ঞান বা চেতন যখন অজ্ঞান বা অচেতনের আক্রমণে স্তব্ধ ও জড়ীভূত হয়, তখন নাস্তিকতায় পরিণত হয়। বুদ্ধদেব স্বয়ং পূর্ণজ্ঞানময় বস্তু হইয়াও এই নাস্তিকতাকে মোহিত করিয়াছেন। তাহার পরের অবস্থায় জ্ঞানের ঘোর বিপ্লবাবস্থা; সেই অজ্ঞানের উচ্ছেদ-সাধনকল্পেই কল্কীর অবতার।

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচেতনদেবই কলির কুতর্ক ও অজ্ঞানহত জীবকুলের চেতনতার পরিপূর্ণভাবে উদ্বোধনের জন্ত বর্তমান সময় হইতে চারিশত চুরাশী বৎসর পূর্বে গৌড়দেশে শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অভিন্ন-

ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁহার বাণীই বেদের বাণী—ভাগবতের বাণী। একমাত্র তিনিই জীবচৈতন্যের নিত্য শাস্ত সনাতন-ধর্মের সর্বোত্তম বিকাশের কথা জগতে জানাইয়াছেন। তাঁহার বাণীতে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই—দেশ-কাল-পাত্র-গত সংকীর্ণতা বা কোন প্রাদেশিকতা নাই। তিনি কেবলমাত্র বাঙ্গলাদেশের নহেন বা তিনি কেবলমাত্র বাঙ্গালীর নহেন, তিনি—সমস্ত জগতের হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল জাতিকে আত্মধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। তাঁহার বাণী—চেতনোন্মেষিণী ও চেতন-রাজ্যের অনন্ত বৈচিত্র্য-প্রকাশিনী বাণী। ইহাই সার্বজনীন কথা—অমৃতময়ী কথা—সার্বভৌমিক কথা। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত পানকরিলেই জীবের জন্মজন্মান্তরের সর্বপ্রকার অসুখ-অসুবিধা, অভাব-অনাটন, অশান্তি, দুঃখ-যাতনা চিরতরে সমূলে দূরীভূত হইয়া জীবকে নিম্নল প্রেমানন্দ-সাগরে সন্তরণ করাইবে—জীব তখন কৃতকৃতার্থ বা ধন্যতিথ্য হইবে।

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

কালিন্দীর বিষজল হইল অমৃত

রমণকদ্বীপ সর্পগণের আবাসস্থল। কালিয় নাগ সেখানে বাস করিত। গরুড়-ভক্ষ্য সর্পগণ গরুড়ের দ্বারা ভক্ষিত হইবার ভয়ে তল্লিবারণার্থ তাহাকে মাসে মাসে অশ্বখমূলে বিবিধ বলি প্রদান করিত। কিন্তু দান্তিক কালিয় গরুড়কে অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ংই উহা ভক্ষণ করিত। এই কথা শুনিয়া গরুড় কালিয়ার প্রাণবিনাশের জন্ত তথায় আগমন করিলে কালিয় গরুড়কে দংশন করিতে লাগিল। কিন্তু গরুড়ের পক্ষ দ্বারা বিশেষভাবে আহত হইয়া প্রাণভয়ে যমুনার হ্রদে প্রবেশ করিল। একদিন গরুড় যমুনায়া আগমনপূর্বক মৎস্ত ভক্ষণ করিতে থাকিলে সৌভরি ঋষি উহাকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত গরুড় ঋষির নিষেধ অগ্রাহ্য করিলে ঋষি গরুড়কে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, যদি গরুড় পুনরায় তথায় আগমন করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। কালিয় নাগ ইহা শুনিয়া নির্ভয়ে ঐ যমুনার জলে বাস করিত। কালিয়ার অগ্নিতুল্য উগ্র বিষে তথাকার জল বিষাক্ত হইয়া গিয়াছিল। ঐ হ্রদের উপর দিয়া গমনশীল পক্ষিগণও বিষের তেজে তথায় পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। সেই হ্রদের তীরবর্তী স্থাবর-জঙ্গম

প্রাণিগণ জলকণাবাহী বিষাক্ত বায়ুর স্পর্শে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। জীবগণের এইরূপ দুঃখ দেখিয়া করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একদিন মহা-বিষাক্ত এই কালিয়কে এবং তদ্বারা দূষিতা যমুনাকে দেখিয়া কটিভূষণকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন-পূর্বক তীরস্থিত কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং করতালি দিতে দিতে অত্যাচর বৃক্ষ হইতে সেই বিষময় হৃদে লক্ষ্য প্রদান করিলেন। তাহাতে এক ভীষণ শব্দ হইল। সেই শব্দ শ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া কালিয় নাগ ক্রোধে শ্রীকৃষ্ণকে দস্তাঘাতপূর্বক দেহ দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিল। শ্রীকৃষ্ণের সহচর গোপালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়কর্তৃক আক্রান্ত দেখিয়া অত্যন্ত আর্ত ও দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। ধেনু, বুধ এবং বৎসগণও ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তৎকালে ব্রজে ভূমিকম্প, আকাশে উল্কাপাতাদি, লোকের বাম অঙ্গ কম্পন প্রভৃতি আসন্ন ভয়মূচক উৎপাত হইতে লাগিল। এই উৎপাত দর্শন করিয়া নন্দাদি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে না লইয়াই গোচারণে গমন করিয়াছেন দেখিয়া ভয়ে উদ্বিগ্ন হইলেন। কৃষ্ণগতপ্রাণ গোপগণ কৃষ্ণের নিধন হইয়াছে ভাবিয়া দুঃখ, ভয় ও শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন এবং কৃষ্ণানুসন্ধানার্থ বাৎসল্য-ভাববিশিষ্ট আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই স্থলিতপদে ব্রজ হইতে বহির্গত হইয়া যমুনাতটে গমন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে সর্পবেষ্টিত এবং গোপালকগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। কৃষ্ণগতপ্রাণ নন্দাদি গোপগণ এই দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া হৃদমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব-বিষয়ে অভিজ্ঞ বলদেব তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। গোকুলবাসিগণকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া কিছুক্ষণপর শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে বিশেষভাবে পীড়িত করিলে কালিয় শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিল এবং পরে ফণা উন্নত করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রোধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়াপর হইয়া কালিয়ের চতুঃপার্শ্বে গরুড়ের আয় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ সর্পও তখন শ্রীকৃষ্ণকে দংশন করিবার অপেক্ষায় ভ্রমণ করিতেছিল। কিছুক্ষণপর শ্রীকৃষ্ণ কালিয়নাগের বৃহৎ মস্তকোপরি নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে শতশীর্ষ কালিয়ের ফণাসমূহের মণির স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল অরুণবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল। ছুষ্ঠদমন শ্রীকৃষ্ণের চরণাঘাতে কালিয়ের মুখ ও নাসা হইতে রক্ত পড়িতে লাগিল। তৎকালে গন্ধর্ব্বাদি দেবতাবৃন্দ পুষ্পের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে

পূজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নিপীড়িত হইয়া কালিয় প্রচুর রক্তবমন করিতে করিতে নারায়ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইল। কালিয়ের পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল,—“হে দেব! দুষ্টদমনের জন্তই আপনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব আমাদের পাপাচারী স্বামীর প্রতি এই শাস্তি যোগ্যই হইয়াছে। আপনার দণ্ড নিশ্চিতভাবে পাপিগণের পাপ নাশ করিয়া থাকেন। সেইজন্য দণ্ডরূপে আপনি আমাদিগকে অনুগ্রহই করিয়াছেন। বিশেষতঃ আমাদের এই স্বামী যে পাপে সর্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই পাপ নাশ করায় আপনার ক্রোধকেও আমরা অনুগ্রহই মনে করিতেছি। হে দেব! যে পদরেণু-লাভের আশায় শ্রীলক্ষ্মীদেবীও বিষয়াস্তর পরিত্যাগপূর্বক চিরকাল ব্রতশীলা হইয়া তপস্তা করিয়াছিলেন; এই কালিয় কোন্ পুণ্যপ্রভাবে সেই চরণরেণুলাভে অধিকারী হইল, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না। কি আশ্চর্য্য! তমোগুণোদ্ভূত এই সর্পরাজ ব্রহ্মাদির দুর্লভ সেই পদরজঃ লাভ করিল! যাহা হউক, কালিয় অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা আপনি ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে কালিয়ের প্রাণভিক্ষা প্রদান করুন।”

কালিয়পত্নীগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে পরিত্যাগ করিলেন। কালিয় ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণলাভ করিল। পরে কাতরবচনে অপরাধ স্বীকারপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের অনেক স্তুতি করিয়া তাঁহার আদেশ-প্রতীক্ষায় রহিল। করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সপরিকরে সেই হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া রমণকদ্বীপে গমন করিতে বলিলেন। কালিয়ও তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণা অভিবাদন করতঃ স্ত্রী, আত্মীয় ও পুত্রগণ সহ সমুদ্রের মধ্যবর্তী রমণকদ্বীপে গমন করিল। তৎকালে ভগবানের অনুগ্রহে কালীদেহের জল বিষহীনা হইয়া অমৃততুল্য হইল।

শ্রীকৃষ্ণলীলা দুই প্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। গোলোকে সর্বকালে নিত্যচরিত্র ও অষ্টকালীয় লীলা বর্ত্তমান। ভৌমলীলায় সেই অষ্টকালীয় লীলার সহিত নৈমিত্তিক লীলা সংযুক্ত আছে। ব্রজ হইতে গতায়াত ও অঙ্গরমারণাদি নৈমিত্তিক লীলা। নৈমিত্তিক লীলা ব্যতিরেকভাবে গোলোকে আছে। কেবল প্রপঞ্চে সেই লীলা বাস্তবরূপে প্রকাশিত হয়। সাধকগণের পক্ষে নিত্যলীলায় প্রতিকূল হইয়া ঐ নৈমিত্তিক লীলাসমূহ প্রতিভাত হয়।

সাধকগণ সেই সকল লীলায় নিজ নিজ অনর্থনাশের আশা করিবেন। কালিয়দমন-লীলা সেই সকল নৈমিত্তিক-লীলার অতীতম। কিন্তু এই সকল লীলা নৈমিত্তিক অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইলেও কর্মফলবাহ্য জীবের কার্যের দ্বারা অনিত্য নহে। এই সকল লীলার মধ্যে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা সাধকজীব গ্রহণ করিবেন। এই সকল লীলা রূপক বা অধ্যাত্মিক নহে; ইহা বাস্তব। কালিয়দমনলীলা দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অভিমান, খলতা, পরাপকারিতা, ক্রুরতা, জীবে দয়াশূন্যতারূপ জীবের অনর্থগুলিকে দমন করেন।

—শ্রীব্রজভানুদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীকেদার-বন্দী-পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(গভঃ রেজিষ্টার্ড্)

শ্রীউদ্ধারন গোড়ীয় মঠ

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)।

ইং ৩১।৫।১৯৭০

সাদরসম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,—

আগামী ৪ঠা ভাদ্র ১৩৭৭, ইং ২১শে আগষ্ট ১৯৭০, শুক্রবার দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কতিপয় সেবক শ্রীকেদার-বন্দী তীর্থদর্শনের জন্য যাত্রা করিবেন। পথিমধ্যে হরিদ্বার, কংখল, হুঘীকেশ, লছ্মন্ঝোলা প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলিও পরিদর্শন করিবেন। তাহারা উক্ত-দিবসে হাওড়া ষ্টেশনের ৮ নং প্ল্যাটফর্ম হইতে রাত্র ৮টার সময় রওনা হইবেন, অতঃপর যাত্রীগণ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যেই উক্ত প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত থাকিবেন। পরপৃষ্ঠায় নিয়মানুসারে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ তাহাদের সহিত যোগদান করিতে পারেন। বিশেষ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে উল্লিখিত ঠিকানায় অথবা শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় শ্রীশ্রীমন্ত্তিবেদান্ত বামন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ অথবা পত্রালাপ করুন। ইতি—১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭।

আহ্বায়ক

সত্যব্রন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ নিম্নমানবলী :—

১। দুইবেলা প্রসাদ ও হাওড়া হইতে হরিদ্বার প্রভৃতি যাতায়াত ট্রেন-বাস-ভাড়া ও কেদার-বড়ীর কুলি খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ৩৫৫'০০ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রিগণ শীতোপযোগী বিছানা (মশারীসহ), গরম জামা-কাপড় ইত্যাদি এবং ১টী করিয়া এ্যালুমিনিয়ামের থালা ও ঘটি সঙ্গে আনিবেন। পাহাড়-পথে পিপাসা নিবারণের জন্য কিছু লেজেন্স ও তালমিশ্রী লইবেন। বিছানা, বাসন-পত্র প্রভৃতি সর্বসমেত যেন দশ/বার সেরের অধিক না হয়।

৩। কোন যাত্রীর ১২ সেরের বেশী মাল লইলে প্রতিসেরে ৩'০০ টাকা হিসাবে কুলিভাড়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৪। দেয় ভিক্ষার টাকা-মধ্যে ১৫০'০০ টাকা আগামী ২২শে শ্রাবণ, ৮ই আগষ্ট তারিখের মধ্যে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দান্ত বামন মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয়া মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেঃ নদীয়া (পঃ বঙ্গ) ঠিকানায় জমা দিতে হইবে।

৫। অগ্রিম ১৫০'০০ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা যাত্রা-দিবসে অথবা তৎপূর্বে সমিতির কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন; পাণ্ডা বিদায় স্বতন্ত্র লাগিবে।

৬। পদব্রজে পরিক্রমায় অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী, প্রভৃতির ভাড়া পৃথকভাবে লাগিবে।

৭। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জুতা (চামড়ার নহে), ছাতা, লাঠি ও বৃষ্টি হইতে বিছানা ঢাকিবার জন্য ৪ ফুট X ৬ ফুট রাবারক্লথ সঙ্গে লইবেন।

দর্শনীয় তীর্থস্থানের সংক্ষিপ্ত তালিকা :—

হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছ্মনঝোলা, ত্রিযুগীনারায়ণ, শোণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, মুণ্ডকাটা-গণেশ, গোড়ীকুণ্ড, কেদারনাথ। তথা হইতে অবতরনান্তে পুনরায় রুদ্রপ্রয়াগ, যোশীমঠ হইয়া শ্রীশ্রীবড়ীনারায়ণ পৌছাইবেন। তথায় তপ্তকুণ্ড, পঞ্চশীলা, ব্রহ্মকপাল প্রভৃতি দর্শন সমাপনান্তে বাসযোগে হৃষীকেশ প্রত্যাবর্তন ও তথা হইতে হাওড়া যাত্রা। *

[কেহ গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী দর্শনইচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে আরও ২০০'০০ শত টাকা বেশী দিতে হইবে এবং পূর্বেই তাহা কর্তৃপক্ষের নিকট জানাইতে হইবে।]

* বিশেষ দ্রষ্টব্য—দৈবানুরোধে যাত্রার দিন ও দর্শনীয় তীর্থস্থানাদির তালিকা পরিবর্তন স্বীকার্য্য এবং যে-কোন দৈব-দুর্বিপাকের জন্য সমিতি বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন। এই পরিক্রমায় ১৮২০ দিন সময় লাগিতে পারে।

প্রভুপদে হৃদয় বারতা

জীবের জীবন ওহে করুণাসিন্ধু !
অধম পতিতজনার বন্ধু ॥
এ-অধমে স্থান দাও শ্রীচরণে—
নইলে কি হইবে গতি তাই ভাবি মনে ॥
তুমি যে অনন্ত কৃপাপারাবার ।
ভক্তের লাগি ভবে হও অবতার ॥
এই মুঢ়জনে অহৈতুকী কৃপাদানে ।
বিষয় তেয়োগিতে শক্তি দাও প্রাণে ॥
তুমি জগতের নাথ অগতির গতি ।
সেই ভরসায় চরণে শরণার্থী আমি ॥
যদিও পতিত আমি পাপী ছুরাচার ।
তথাপিও আমি তো হই পাল্য তোমার ॥
ছুষ্ঠের দমনে আর শিষ্টের পালনে ।
ধর্মসংস্থাপনে আর লীলা আশ্বাদনে ॥
ভক্তের তরে তুমি সাজিয়া নানা বেশ ।
যুগে যুগে অবতীর্ণ হৈয়াছ নরেশ ॥
এবে নাথ তুমি মোরে করহ করুণা ।
বিষয়ের দ্বারে আর না কর বঞ্চনা ॥
স্বখে দুঃখে তব নাম-রূপ-গুণ-গান ।
প্রফুল্ল হৃদয়ে যেন চিন্তি অবিরাম ॥

— শ্রীমতিলাল দত্ত

২৮/১ মহাত্মাগান্ধী রোড

কলিকাতা—৪১

গ্রাহক নং—৫০২০

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহামহোৎসব

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ,

(গভঃ রেজিষ্ট্রাড্)

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)॥

৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ ; ইং ১৯১৫।৭০

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে আগামী ১৮ই আষাঢ় ১৩৭৭, ইং ৩রা জুলাই ১৯৭০ শুক্রবার হইতে ২৮শে আষাঢ় ১৩৭৭, ইং ১৩ই জুলাই ১৯৭০, সোমবার পর্য্যন্ত একাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীৰ্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্তাঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী

সভ্যবৃন্দ,

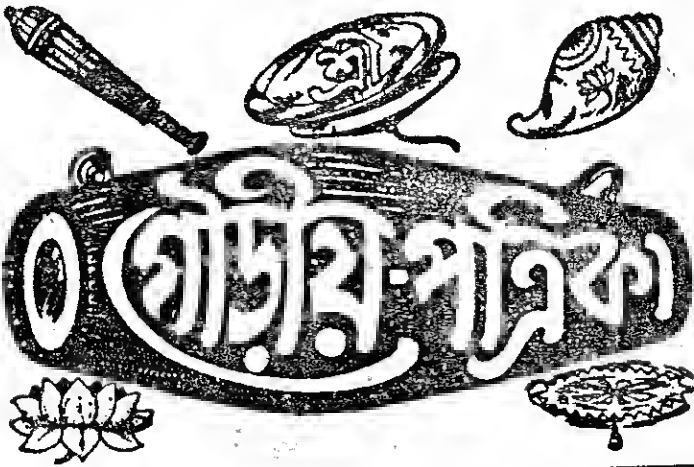
শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্বক্তিবাদান্ত বামন মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবাপঞ্জী :—

- ১। ১৮ই আষাঢ়, ৩রা জুলাই, শুক্রবার—অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্তন।
- ২। ১৯শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই, শনিবার—পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত নগর-সঙ্কীৰ্তন-মুখে গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন পরে গঙ্গাস্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্তন।
- ৩। ২০শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই, রবিবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথাক্রম্ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী গমন। পরে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭।টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।
- ৪। ২১শে আষাঢ়, ৬ই জুলাই, সোমবার হইতে ২৩শে আষাঢ়, ৮ই জুলাই, বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—প্রত্যহ্ন অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭।টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যা-আরাত্রিকান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৫। ২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই, বৃহস্পতিবার হেরাপঞ্চমী দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়-উৎসব। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচা-বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও নগর-সঙ্কীৰ্তন। অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭।টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীৰ্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।
- ৬। ২৫শে আষাঢ়, ১০ই জুলাই, শুক্রবার হইতে ২৭শে আষাঢ়, ১২ই জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ্ন ৫টা হইতে ৭।টা পর্য্যন্ত মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৭। ২৮শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই, সোমবার—অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সঙ্কীৰ্তন-শোভাযাত্রাযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা, পরে মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্তন এবং রাত্রে মহাপ্রসাদ বিতরণান্তে উৎসব সমাপ্তি।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



ধর্মঃ বহুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষকুসেন-কথাযু যঃ ।

লোৎপাদয়েদ্যেদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যন্মাদ্ভা স্প্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরহস্থ ॥

অন্ত ধর্ম সূত্ৰরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার বতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

২২শ বর্ষ }

গর্ভোদশায়ী, ২৮ বামন, ৪৮৪ গৌরাক
শুক্লাব, ৩২ আষাঢ়, ১৩৭৭ ; ইং ১৭/৭/১৯৭০

{ মে-সংখ্যা

সান্নিহাদং

শ্রীব্রজবিলাস স্তবঃ

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

সান্ন প্রেমরসৈঃ প্লুত। প্রিয়তয়া প্রাগল্ভামাপ্তা তয়োঃ
প্রাণপ্রের্ষবয়শ্চয়ো রতুদিনং লীলাভিসারং ক্রমৈঃ ।
বৈদঙ্ক্যেন তথা সখীং প্রতি সদা মানস্ম শিক্ষাং রসৈ-
র্ঘ্যেয়ং কারয়তীহ হন্ত ললিতা গৃহ্নাতু সা মাং গণৈঃ ॥ ২৯ ॥

যিনি প্রগাঢ় প্রেমরসে নিমগ্ন ও প্রিয়তাহেতু কিঞ্চিৎ ঔদ্ধত্যভাব অবলম্বন-
পূর্বক প্রাণপ্রিয় বয়শ্চয় শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা ও অভিসার বিষয়ে যথাক্রমে
চাতুর্য্য ও রসপূর্ণবাক্য দ্বারা নিজ সখী শ্রীরাধিকাকে প্রতিদিন সখীজন
সমুচিত মান শিক্ষা প্রদান করিতেন, সেই ললিতা আমাকে নিজগণ মধ্যে
পরিগ্রহ করুন । ২৯ ॥

প্রণয় ললিত নৰ্ম্মস্ফার ভূমিস্তয়োৰ্ধা

ব্রজপুর নবযূনোৰ্ধাচ কণ্ঠান্ পিকানাং ।

নয়তি পরমধস্তাদিব্যাগানেন তুষ্ঠ্যা

প্রথয়তু মম দীক্ষাং হন্তু সেয়ং বিশাখা ॥ ৩০ ॥

যিনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ও স্বন্দর কোতুকের পাত্রী, যিনি রাধাকৃষ্ণস্বকীয়
সুদীব্য সঙ্গীত দ্বারা কোকিলের স্বর পরাজয় করিতেছেন সেই বিশাখা
অনুগ্রহপূৰ্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করুন ॥ ৩০ ॥

প্রতি নবনবকুঞ্জং প্রেমপূরেণ পূর্ণা

প্রচুর সুরভিপুষ্পৈ ভূষয়িত্বা ক্রমেণ ।

প্রণয়তি বত বৃন্দা তত্র নীলোৎসবং যা ।

প্রয়গণবৃত্ত রাধাকৃষ্ণয়োস্তাং প্রপদ্যে ॥ ৩১ ॥

যিনি প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক নব নব কুঞ্জ সুগন্ধি কুসুম-
সমূহে ভূষিত করতঃ সখীগণপরিবৃত্ত রাধাকৃষ্ণের লীলানন্দ বিস্তার করিতেছেন
আমি নিয়ত সেই বৃন্দাকে বন্দনা করি ॥ ৩১ ॥

সখ্যেনালং পরমরুচিরা নৰ্ম্মভবোন রাধাং

পাকার্থং যা ব্রজপতি মহিষ্যাজ্জয়া সন্নয়ন্তী ।

প্রেম্না শশ্বৎ পথি পথি হরেবীৰ্ত্তয়া তৰ্পয়ন্তী

তুষ্যাচ্ছেতাং পরমিহ ভজে কুন্দপূৰ্ব্বাং লতাং তাং ॥ ৩২ ॥

যিনি ব্রজপতি মহিষী যশোদার আদেশক্রমে রন্ধনের নিমিত্ত শ্রীরাধিকাকে
নন্দালয়ে আনয়ন করিতেন এবং ঔভয়ের কোতুকাবহ সখ্যভাব থাকায়
আসিতে আসিতে পথিমধ্যে কৃষ্ণকথা উত্থাপন করিয়া পুনঃ পুনঃ রাধিকাকে
পরিতর্পিত করিতেন এবং অতিশয় প্রীতিহেতু স্বয়ংও পরিতৃপ্ত হইতেন, সেই
কুন্দলতাকে আমি ভজনা করি ॥ ৩২ ॥

ব্রজেশ্বৰ্য্যানীতাং বত রসবতীকৃত্যবিধয়ে

মুদা কামং নন্দীশ্বরগিরিনিকুঞ্জে প্রণয়িণী ।

ছলৈঃ কৃষ্ণং রাধাং দয়িতমভি তাং সারয়তি যা

ধনিষ্ঠাং তৎপ্রাণপ্রিয়তরসখীং তাং কিল ভজে ॥ ৩৩ ॥

পাক কার্যের অহুষ্ঠানের নিমিত্ত যশোদা যাহাকে আনয়ন করিতেন এবং যিনি হৃষ্টচিত্ত হইয়া নন্দীশ্বর পর্বতের নিকুঞ্জে গমনপূর্বক ছলক্রমে তথায় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধিকাকে অভিগার কার্যে নিযুক্ত করিতেন, সেই শ্রীরাধিকার প্রাণপ্রিয়সখী ধনিষ্ঠাকে আমি ভজনা করি ॥ ৩৩ ॥

অবস্তীতঃ কীর্ত্তেঃ শ্রবণভবতো মুগ্ধহৃদয়া

প্রগাঢ়োৎকণ্ঠাভিব্রজভুবমুরীকৃত্য কিল যা ।

মুদা রাধাকৃষ্ণোজ্জলরস সুখং বর্দ্ধয়তি তাং

মুখীং নান্দী পূর্বাং সততমভিবন্ধে প্রণয়তঃ ॥ ৩৪ ॥

যিনি ব্রজধামের গুণ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া প্রগাঢ় উৎকণ্ঠাবশতঃ অবস্তীনগর পরিত্যাগপূর্বক এই ব্রজধামে অবস্থিতি করেন এবং যিনি তথায় অবস্থিতি করিয়া মনের আনন্দে সর্বদা রাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসসুখ পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন সেই নন্দীমুখীকে আমি প্রীতিসহকারে বন্দনা করি ॥ ৩৪ ॥

মুদা রাধাকৃষ্ণপ্রচুর জলকেলী রসভর

স্থলং কস্তুরীতদঘুস্মণ ঘনচর্চ্চাচ্ছিত জলা ।

প্রমোদাত্তৌ ফেগস্মিত মুদিত মুর্মিস্ফুটকর

শ্রিয়া-সিঞ্চন্তীব প্রথয়তু সুখং ন স্তরগিজা ॥ ৩৫ ॥

পরস্পর আনন্দিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের জলবিহার আরম্ভ হইলে জলশ্রোতে তদীয় গাত্রজ্বলিত কস্তুরী, কুসুম ও চন্দনাদি দ্বারা যাহার জল অতি সুন্দর হইয়াছে এবং যিনি আনন্দহেতু খেলাচ্ছলে মন্দ মন্দ হাস্য করিয়া তরঙ্গরূপহস্ত দ্বারা যেন সেই রাধাকৃষ্ণকে অভিষেক করিতেছেন, সেই তরণিতনয়া কালিন্দী আমার সুখসম্পত্তি বিস্তার করুন ॥ ৩৫ ॥

সর্বানন্দ কদম্বকেন হরিণা প্রাগ্‌যাচিতা অপ্যমৃ:

স্বৈরং চাকুরিরংসয়া রহসি যাঃ ক্রোধাদনাদৃত্য তাং ।

প্রাণপ্রের্ষসখীং নিজামনুদিনং তেনৈব সাদ্বীং মুদা

রাধাং সংরময়ন্তি তাঃ প্রিয়সখী মূর্দ্ধ্না প্রপত্তেতরাং ॥ ৩৬ ॥

সর্বপ্রকার আনন্দের একাশ্রয় সেই শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নির্জনে স্বচ্ছন্দবিহারেচ্ছা প্রার্থিত হইয়াও যাহারা প্রণয়কোপবশতঃ তাহা অনাদর করিয়া প্রাণাধিকা নিজসখী শ্রীরাধিকাকে প্রতিদিন আনন্দপূর্বক সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করাইতেছেন সেই সমস্ত সখীদিগকে আমি মস্তকে বহন করি ॥ ৩৬ ॥

প্রেমা যে পরিবৰ্তনে কলিতাঃ সেবাসদৈবোৎসুকাঃ

কুৰ্ব্বাণাঃ পরমাদরেণ সততং দাসা বয়স্যোপমাঃ ।

বংশীদৰ্পণদূত্যাবারি বিলসন্তাস্থূলবীণাদিভিঃ প্রাণেশং

পরিতোষয়ন্তি পরিতস্তান্ পত্রিমুখ্যান্ ভজে ॥ ৩৭ ॥

প্রেমবশতঃ যাহারা পরমাদরে নিরন্তর বংশী, দৰ্পণ, দূতক্রীড়া, জল, কপূরাদিবাসিত তাস্থূল ও বীণাদি কৃষ্ণভোগ্য উপকরণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরিতোষ করিতেছেন এবং পরস্পর বৰ্তন করিয়া অর্থাৎ তুমি কৃষ্ণের অমুক কার্য্য করিবে আমি এই কার্য্য করি এইরূপ বিভাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে সর্বদা প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্যা করিতেছেন সেই বয়স্যতুল্য পত্রি প্রভৃতি কৃষ্ণদাসদিগকে আমি ভজনা করি ॥ ৩৭ ॥

তাস্থূলার্পণ পাদমর্দনপয়োদানাভিসারাদিভি-

বৃন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ ।

প্রাণপ্রেষ্ঠসখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ

কেলীভূমিষু রূপমঞ্জরিমুখাস্তাদাসিকাঃ সংশ্রয়ে ॥ ৩৮ ॥

তাস্থূলদান, পাদমর্দন, জলদান ও অভিসারাদি কার্য্য দ্বারা যাহারা বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে নিযত পরিতৃপ্ত করিতেছেন এবং প্রাণপ্রিয় ললিতাদি সখী অপেক্ষাও যাহারা প্রিয়তমা এবং যাহারা রাধাকৃষ্ণের কেলি স্থানে গমনাগমন করিতে অসঙ্কুচিত সেই রাধিকাদাসী রূপমঞ্জরী প্রভৃতিকে আমি আশ্রয়স্বরূপ গ্রহণ করি ॥ ৩৮ ॥

তৃণীকৃত্য স্ফারং সুখজলধিসারং স্ফুটমপি

স্বকীয়ং প্রেমাং যে ভর নিকর নম্রা মুররিপোঃ ।

সুখাভাসং শশ্বং প্রথয়িতুমলং প্রৌঢ় কুন্তকা-

দযতন্তে তান্ ধন্যান্ পরমিহ ভজে মাধবগণান্ ॥ ৩৯ ॥

যাহারা বিস্তৃত নিজস্বরূপ অমৃতকে তৃণের স্থায় তুচ্ছ করিয়া অর্থাৎ নিজস্বাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রেমভরে নত হইয়া প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের স্নহসন্ততি বিস্তার করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ আনন্দচিত্তে যত্ন করিতেছেন, সেই ধন্যবাদের পাত্র শ্রীকৃষ্ণপরিবার ভক্তগণকে আমি ভজনা করি ॥ ৩৯ ॥

(ক্রমশঃ)

‘থিওসফি’, মায়াবাদ ও প্রাকৃত সাহজিক মত

শ্রীশ্রীগুরুগোরাচাঁদ জয়তঃ

শ্রীগোড়ীয় মঠ, কলিকাতা

ইং ৬।১।১৯২২

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ২১শে তারিখের কার্ড প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীযুক্ত * * * প্রভু সম্প্রতি ঋতুদ্বীপ ও গুরু-মোদক্রমাদি-দ্বীপে ভ্রমণ করিতেছেন। যেদিন তিনি ধানবাদ যাইতে চাহেন, সেদিন পূর্বেই সংবাদ দিবেন। আমরা একপ্রকার আছি। সুন্দরানন্দ এখনও এখানে আছেন।

পরলোকগত.....বাবু থিওসফিষ্ট্ মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি ঠিক শুদ্ধভক্তির কথা গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার লেখনী হইতে এই সকল অপসিদ্ধান্ত বাহির হইয়া থাকিবে।

১। শ্রীগোরসুন্দরের লীলা নিত্য, সুতরাং নৈমিত্তিক অভয়দানহেতু নিরাকার ব্রহ্ম সাকার হন নাই। উহা মায়াবাদ মাত্র। ২। সবিশেষ ব্রহ্ম চিরদিনই শুদ্ধ জীবের সহিত প্রীতিবিশিষ্ট, তিনি বদ্ধ জীবের সহিত কোন প্রীতি স্থাপন করেন না। বদ্ধজীব যে তাঁহাকে মায়া-মমতা করে, তাহা তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না। আপনি যে-সকল বাক্য ঐ গ্রন্থ হইতে তুলিয়াছেন, তাহা পাঠে আমরা হাস্ত সংবরণ করিতে পারিতেছি না এক্রপ অর্কচীনতার প্রতিবাদ করিতে গেলেও লেখককে অত্যাশ্চর্য্য সম্মান দেওয়া হয়। লেখকের জড়বুদ্ধি প্রবল বলিয়া ঐহিক মাতাপিতার সেবাধর্ম্ম মহাপ্রভুর স্বন্ধে চাপাইয়া ভাল কাজ করেন নাই। ৩। তৃতীয় প্রশ্নটি নিতান্ত অবিবেচনার পরিচায়ক। ৪। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কখনই পূর্বাশ্রমের পত্নীর নিকট ‘সাঁটা’ কিনিয়া পাঠান নাই। ৫। নিমাই জানেন.....বাবুর কোন সেবা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন কি না? তবে আমাদের জ্ঞায় জীবে তাঁহার নির্দয়তা প্রকাশই হইয়াছে। ৬। ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর—অটুহাস্ত।

নিত্যাশীর্ষাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীমদ্ভক্তি-প্রতিকূল্য

(ভক্তি-প্রতিকূল্য)

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১ পৃষ্ঠার পর)

৬৫। যে-কোন ব্যক্তিকে গুরুরূপে বরণ করা কি ভক্তির অনুকূল ?

“সদগুরু-লালসা যত প্রবল হয়, ততই মঙ্গল। লালসা-নিবৃত্তির জন্ত
যে-কোন ব্যক্তিকে ‘গুরু’ বলিয়া বরণ করা উচিত নয়।”

—‘পঞ্চসংস্কার’, সং তোঃ ২।১

৬৬। অসদগুরু ও অসচ্ছিত্ত পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ত্যাগ না করিলে
ভক্তির কি প্রতিকূল্য সাধিত হয় ?

“গুরু-শিষ্যের নিত্য-সম্বন্ধ। পরস্পর যোগ্যতা যতদিন থাকিবে, তত-
দিন সেই সম্বন্ধ ভঙ্গ হইবে না। গুরু দুষ্ট হইলে শিষ্য অগত্যা সম্বন্ধ
ত্যাগ করিবে, শিষ্য দুষ্ট হইলে গুরুও সে-সম্বন্ধ ত্যাগ করিবেন ;
না করিলে উভয়ের পতন সম্ভব।”

—নামাপরাধ, ‘গুরুবজ্র’ হঃ চিঃ

৬৭। কি কি কারণে দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য ?

“দীক্ষাগুরু অপরিত্যাজ্য বটে, কিন্তু দুইটি কারণে তিনি পরিত্যাজ্য
হইতে পারেন—একটি কারণ এই যে, শিষ্য যখন গুরুবরণ করিয়াছিলেন
তখন যদি তত্ত্বজ্ঞ ও বৈষ্ণবগুরু পরীক্ষা না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে
কার্যকালে সেই গুরুর দ্বারা কোন কার্য হয় না বলিয়া তাঁহাকে
পরিত্যাগ করিতে হয়। * * * দ্বিতীয় কারণ এই যে, গুরু-বরণ-সময়ে
গুরুদেব বৈষ্ণব ও তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু সঙ্গদোষে পরে মায়াবাদী বা
বৈষ্ণবদ্বৈষী হইয়া যাইতে পারেন—এরূপ গুরুকেও পরিত্যাগ করা কর্তব্য।”

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

৬৮। ভারবাহিত্য ও কাপট্য কি ? তাহা ভক্তি-প্রতিকূল কেন ?

“বাহার। অধিকার বুঝিতে না পারিয়া দুষ্ট গুরুর উপদেশে উচ্চা-
ধিকারের উপাসনা—লক্ষণ অবলম্বন করিয়াছে, তাহার। প্রবঞ্চিত ভারবাহী ;
সম্মান ও অর্থ-সঞ্চয়কে উদ্দেশ্য করে, তাহারাই কপট। ইহা দূর না
করিলে রাগোদয় হয় না। সম্প্রদায়-লিঙ্গ ও উদাসীন-লিঙ্গদ্বারা তাহার।
জগৎকে বঞ্চনা করে।”

—কৃঃ সং ৮।১৬

৬৯। অপরিপক্বাবস্থায় কৃত্রিমভাবে বিধিমার্গ পরিত্যাগ করিলে কি অসুবিধা হয়?

“অনেক দুর্বলচিত্ত পুরুষেরা বিধিমার্গ ত্যাগ করত রাগমার্গে প্রবেশ করেন। তাঁহারা অপ্রাকৃত আত্মগত রাগকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিষয়-বিকৃত রাগের অনুশীলনে বৃষভাসুরের ছায় আচরণ করিয়া ফেলে; তাঁহারা কৃষ্ণতেজে হত হইবেন।” —কৃঃ সং, ৮।২১

৭০। মথুরাগত, দ্বারকাগত ও ব্রজগত প্রতিবন্ধক-সমূহ ভঞ্নের প্রতিকূল কি?

“যাঁহারা পবিত্র ব্রজভাবগত হইয়া কৃষ্ণানন্দ-সেবা করিবেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নপূর্বক অষ্টাদশটি প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। * * * যাঁহারা জ্ঞানাধিকারী, তাঁহারা মাথুর দোষ-সকল বর্জন করিবেন। যাঁহারা কন্ঠাধিকারী, তাঁহারা দ্বারকাগত দোষ-সকল দূর করিবেন; কিন্তু ভক্তগণ ব্রজ-দূষক প্রতিবন্ধক-সকল বর্জন করত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হইবেন।

—কৃঃ সং, ৮।৩০-৩১

৭১। ধ্যানাদি প্রেমোদয়ের অনুকূল না হইলে কি অনর্থ উৎপন্ন হয়?

“ধ্যান, ধারণা ও সমাধিকালে যদি জড়-চিত্তা দূর হইয়া যায়, অথচ প্রেমোদয় না হয়, তাহা হইলে চৈতন্যরূপ জীবের নাস্তিত্ব সাধিত হয়। ‘আমি ব্রহ্ম’—এই বোধটী যদি বিশুদ্ধ প্রেমকে উৎপাদন না করে, তবে তাহা স্বীয় অস্তিত্বের বিনাশক হইয়া পড়ে।”

—প্রঃ প্রঃ, ১ম প্রঃ

৭২। গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের প্রতি কিরূপ বিধি পালনীয়?

“গুরুদেব, বৈষ্ণব ও ভগবানের গৃহের দিকে পাদ-প্রসারণ-পূর্বক কখনও নিদ্রা যাইবে না।” —‘শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ’—১৫, সঃ তোঃ ৭।৩

৭৩। নাম-মাহাত্ম্যকে যাহারা অতিস্তুতি জ্ঞান করে, তাহাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হইবে?

“নামে যে-সকল লোক অর্থবাদ করেন, তাঁহাদের মুখ দর্শন করা উচিত নয়। যদি ঘটনাক্রমে সেরূপ লোকের সহিত সম্ভাষণ ঘটে, তবে তৎক্ষণাৎ সবস্ত্রে জাহ্নবী-স্নান করাই উচিত। যেখানে জাহ্নবী নাই, সেখানে অত্র পবিত্র জলে সচেলে স্নান করিবে। তাহাও যদি না ঘটে, তবে মানস-স্নান করিয়া আত্মগুণ্ডির বিধান করিবে।”

—‘নামে অর্থবাদ’, হঃ চিঃ

৮২। গৃহত্যাগীর স্ত্রী-সম্ভাষণ দৃশ্যীয় কেন ?

“গৃহত্যাগী নির্বেদপ্রাপ্ত বৈষ্ণবদিগের পক্ষে স্ত্রী-সম্ভাষণ—বিপুল পতনের হেতু।” —গৌঃ শ্রঃ স্তঃ ৬২

৮৩। দুষ্টগুরুর উপদেশে যাহারা অপকাবেস্তায় রাগমার্গ অবলম্বন করে, তাহাদের গতি কি ?

“দুষ্ট গুরুগণ রাগাধিকার বিচার না করিয়া অনেক ভারবাহী জনগণকে মঞ্জুরী-সেবন ও সখীভাব-গ্রহণে উপদেশ দিয়া পরমতত্ত্বের অবহেলারূপ অপরাধ করায় পতিত হইয়াছেন। যাহারা ঐসকল উপদেশমত উপাসনা করেন, তাহারাও পরমার্থতত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ দূরে পড়িয়া থাকেন। যেহেতু ঐসকল আলোচনায় আর গভীর রাগের লক্ষণ প্রাপ্ত হন না। সাধুসঙ্গ ও সুপদেশক্রমে তাহারা পুনরায় উদ্ধার পাইতে পারেন।” —কৃঃ সং ৮।১৫

৮৪। সমস্ত পাপের মূল কি ?

“পরের উন্নতি সহিতে না পারার নামই—মাৎসর্য্য। ইহাই সমস্ত পাপের মূল।” —চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৫। স্ত্রী-লাম্পট্যটি কি ?

“স্ত্রী-লাম্পট্য একটি বৃহৎ পাপ।” —চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৬। প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্যকে কি বলিয়া জানিতে হইবে ?

“প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্যক্রমে মানবের কার্য্যসকল নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়ে। অতএব উক্ত লাম্পট্যকে পাপ বলিয়া দূর করিবে।” —চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৭। জাগতিক শান্তি বা অশান্তির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া গৃহত্যাগ কি শাস্ত্রানুমোদিত ?

“অনেকে গৃহে কষ্ট বোধ করিয়া অথবা অথ কোন উৎপাত-প্রযুক্ত গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, সে-কার্য্যটি পাপ-কার্য্য।” —চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৮। ‘পাপ’ কি কি নামে পরিচিত ?

“গুরুতা ও লঘুতা-অনুসারে ‘পাপ’, ‘পাতক’, ‘অতি-পাতক’ ও ‘মহা-পাতক’ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়।” —চৈঃ শিঃ ২।৫

৮৯। জাড্য ও আলস্য কি শ্লাঘ্য ?

“জাড্য বা আলস্য পাপ-মধ্যে পরিগণিত, জাড্যশূন্য হওয়া পুণ্যবানের কর্তব্য।” —চৈঃ শিঃ ২।৫

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কৃষ্ণে লভিতে বিষয় তিয়াগি'

‘শুদ্ধভক্ত সঙ্গ চাই’

বৈষ্ণব-শ্রাসী শ্রীনাম প্রচারে এলা এক পাড়া গাঁয়ে,
বসিয়া সেথায় বটতরুতলে নাম-কীর্তন গাহে ।
সাধু-আগমন-বার্তা ক্রমেই রটি' গেল সারা গাঁয়ে,
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আসিয়া লুটিল সাধুর পায়ে ।
প্রতিজনে আসি' সাধুর সকাশে কহিল দুঃখের কথা,
ভাবিল সাধুর কৃপা-কণা পেলেন ঘুচিবে সর্ব ব্যথা ।
কেহ কহে, আমি বেকার ঘুরি গো, চাকুরী মিলিবে কবে,
কেহ কহে, মোর মেয়ের বিয়াটা এ বছরে কিগো হবে ।
কেহ কহে, আমি অশ্বলে জ্বলি, কর্ত্তা যে ভোগে বাতে,
কেহ কহে মোর মেয়েকে জামাই দেখিতে পারে না মোটে ।
কেহ কহে তাঁর সুশিক্ষিত ছেলে করে দুর্ব্ব্যবহার,—
ভিন্ জাতির এক মেয়ে বিয়ে করি' পাতিয়েছে সংসার ।
কেহ কহে মোর কর্ত্তা পঙ্কু, নানা রোগে ভুগে যায়,—
মন্ত্র পড়িয়া দেহ গো ঠাকুর যা'তে রোগ দূরে যায় ।
কেহ কহে মোর পোষ্য অনেক, আয় হতে ব্যয় বেশী,
আয় যাতে বাড়ে তেমতি কবচ দেহ মোরে হয়ে খুশী' ।
এমত সবাই নানা অভিযোগ জানাইল সাধু-ঠাই,
কহিলা ঠাকুর,—‘যার যা' চিন্তা সিদ্ধি লভিবে তাই ।
সংসার শুধু দুখে-শোকে ভরা, শান্তি হেথায় নাই ;
ত্রিতাপ-জ্বালায় জীবের হৃদয় নিয়ত দহিছে তাই ।
ভাবিয়া দেখরে কে তব আপন, কে তব নিত্যসার্থী ;
পরিজন লয়ে কেন সংসারে কর অত মাতামাতি ?
কেহ তো তোমার সাথী হবে নাকো যবে যাবে ধরা ছেড়ে,
পাপের ভাগ তো কেহ নেবে না রে,—ভুগিবি কৰ্ম্ম ফেরে ।
দুঃখ জানাতে এসেছো আজিকে গ্রাম্য সবাই মিলে,
জেনো জীবগণ ভোগে অবিরত নিজ কৰ্ম্মের ফলে ।

ভুলি' ঈশ্বরে ভর-কারাগারে পড়ে আছ মায়া-ঘোরে,
 মহামায়া সদা দিতেছে যাতনা জীবের শোধন তরে ।
 সুখে থাকো যদি নিয়ত সকলে ডাকিবে হরি বলৈ ?
 সদা সুখ তাই আসে না জীবনে হরির করুণা-বলে ।
 দুঃখের মাঝারে পড়িয়া মানুষ গাহে হরি-গুণ গান,
 হরি বল সবে দুঃখে ও তাপে, হ'য়ো না'কো ত্রিয়মান ।
 কেন ভাই সবে কামনা জানাও নিজেদ্রিয় সুখ লাগি' ?
 প্রভুর দ্বারায় নিজের কার্য্য করা'য়ে লইবে নাকি ?
 তোমার যা' কিছু সঁপিয়া দাও হে হরির চরণ 'পরে,
 তিনিই তোমার পরম সেব্য, সেব তাঁয় ভক্তি-ভরে ।
 ওই সংসারে মজি' পাবে না মুক্তি, কৃষ্ণ সে বহুদূরে,
 সংসার ত্যজি' এস ভাই সবে যাবে যদি মায়া-পারে ।
 শুনি' হেন বাণী বুঝিল সবাই-দুঃখ দূর না হবে,
 কর্ম্মের দোষে ভোগে জীবগণ অবিরত ভব-রোগে ।
 একে একে সবে চলে গেল ঘরে, যুবা এক সেথা' রহে,
 জানাল ঞ্চাসীরে সংসার ছাড়ি' তাঁর সনে যেতে চাহে ।
 ঠাকুর তখন কহেন তাহারে, 'ঘরে থেকে লহ নাম,
 নাম নিতে নিতে উপজিলে প্রেম, যাবে আনন্দ-ধাম ।'
 যুবক কিন্তু না-ছোড়-বান্দা, কহে—'যেতে দাও স্বামী,
 কৃষ্ণে লভিতে বিষয় ত্যজিয়া হব তব অনুগামী ।'
 কহিলেন ঞ্চাসী,—'ভেবে দেখ ভাই, পারিবে কি যেতে সেথা,
 যদি যেতে পার চল মোর সাথে জাগে যদি ব্যাকুলতা ।
 ঞ্চাসীর সম্মতি পাইয়া যুবক হরষিত অন্তরে,
 কহিল,—'প্রভুজী, কল্য তব সাথে যা'ব মোর গৃহ ছে ডা
 এমত যুবক প্রতিজ্ঞা করি' ফিরিয়া আপন ঘরে,
 কহে গৃহিনীরে,—'আগামী কল্য যা'ব এ ভবন ছেড়ে ।'
 গিন্নী শুধা'ল—'কত দূরে যাবে, কতদিন রবে সেথা;
 আমিও তোমার সঙ্গী হইব, নহিলে পাবে ব্যথা ।'

বুঝা কহে—‘প্রিয়া, তুলে যাত যোকে, তিরিব্ না । কথা আর,
 প্রীতির লাগি যাব সাধু-সাথে সাজি’ এই সংসার ।’
 ভার্যা ভীষ্মের হাট্ট পাতে ধরি’ ব্যাবুলি’ উঠিল কানি’—
 কহে,—‘আপা প্রিয়, আমারে নাথিরা বর্ষ করিয়ে না’কি ?
 জীবন থাকিতে থাকিব না । তামা’, আগলি রাখিব কুকে,
 যোরা সন্তির হ্রসব যদি গো, কেন ছাড়াছাড়ি করে ?’
 বুঝক ভাবিল প্রিয়াকে ছাড়িয়া কেমনে । ল’বে গুরে !
 কহে তাই,—‘প্রিয়ে, কানিও না আর, সার না তোমারে ছেড়ে ।
 প্রভাতে উঠিয়া চলিল বুঝক, সাধুর পরিধানে,
 দেখিল সাধুরী ছ’বাহু কস্তা’য়ে বরিহায়ে বটক্রমে ।
 কহিল,—‘স্বামীণী, কেন না আমারে মুক্ত করিয়া বরি,
 যাইও নারিছ আপনাব সাথে ভার্যা নি’ছে না ছাড়ি’ ।’
 ঈশ্বৎ হাসিয়া কহিলেন স্থানী—‘বুঝ না ছাড়ে মোরে,
 যেমন্তি তোমার রূপসী ভার্যা । রাখহে । জাযাবে ধরে ।’
 বুঝক কহিল,—‘আপনার কতু বক্রিয়া তাখেমি ইহো,
 স্বামীণী কানায় তোমারের তাই বরিহা খাখে নি কেহ ।
 সংসার সাজিতে পারিলে না তুমি স্ত্রীতে বনতা-বশে,
 মিছাই করিছ বন্দী বরিহে সন্তক গৃহিষ্ঠ-পালে ।
 বিশ্বেরে ব’শে আসক্তি থাকিতে কুহু মিলে না তাই,
 কুকে লজিতে কিবর তেরারি’ শুধু ভক্ত-সঙ্গ চাই ।
 প্রথম স্থানীরে কহিল বুঝক,—‘সত্য কহিলে প্রভু,
 ল’সাব সাজি’ তব সাখী হতে পাতিখনা আমি কতু ’
 কহিলেন স্থানী,—‘স্বামী: যে তাই, শুক নাম অনিবার,
 নাম-বলে ক্রাম শুকতক্তি পোল র’বে না’ক গৃহে আর ।
 বক্রিনাম ছাড়া পতি নাতি কতু, নামই বয়্য চরি,
 সৎস্কৃত-লাল নাম-দীক্ষা ল’য়ে কহ লদা বরি বরি ।’

—ঐচিন্তরতন মন্তল

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৫৩)

অনন্তর মানসপূজার মাহাত্ম্য বলা হইতেছে, এই মানসযোগ জরাব্যাদি-
ভয়াবহ।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে এই উক্তি আছে—

যশৈতৎ পরয়া ভক্ত্যা সৰুৎ কুর্য্যাম্‌হামতে ।

ক্রমোদিতেন বিধিনা তত্ত্ব তুষ্যামহং মুনে ।

হে মুনে ! যিনি একবার পরমভক্তিসহকারে যথোক্ত বিধানে ইহার
অনুষ্ঠান করেন, আমি তাঁহার প্রতি তুষ্ট হই । ভগবদর্চন সম্বন্ধে যে অষ্টবিধ
মূর্তির উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে মানসমূর্তি অষ্টম স্থানীয়া বলিয়া কোন স্থলে ইহা
স্বতন্ত্রভাবে হইয়া থাকে ।

ভাঃ ১১।৩।৫০ শ্লোকে আবির্হোত্রবাক্য—‘অর্চাদৌ হৃদয়ে চাপি যথালকো-
পচারকৈঃ’ অর্থাৎ অর্চাদিতে বা হৃদয়ে যথালক উপাচারদ্বারা ইত্যাদি বাক্যে
তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

অতঃপর পূজাস্থান নিরূপিত হইতেছে,—

শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ।

যে স্থানে শালগ্রামশিলা বর্তমান, তথায় হরি নিত্য সন্নিহিত থাকেন ।

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে মথুরাক্ষেত্র মহাধিষ্ঠানস্বরূপ । যথা মথুরা ভগবান্ ‘যত্র নিত্যং
সন্নিহিতোঃ হরিঃ ।’ এইরূপ শ্রীগোপালতাপনী প্রভৃতিতে তত্ত্বান্বয়-
বৈভববিশিষ্টরূপে মথুরা-বৃন্দাবনাদি বর্ণিত হইয়াছে । অত্র অধিষ্ঠানে মথুরা-
ক্ষেত্রকেই ধ্যানযোগে প্রকাশিত করিয়া তাহাতে ভগবানের ধ্যান করিতে
হয় শ্রীপ্রতিমায় উক্ত আকারের সমানরূপে ধ্যান করিতে হয় । যেহেতু তথায়
আকারগত ঐক্য আছে ।

শ্রীভাগবত ১১।২৭।১৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—‘চলাচলেতি দ্বিবিধা
প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্ ।’ প্রতিষ্ঠা—প্রতিমা, জীবন্ত জীবয়িতুঃ পরমাত্মনো মম
মন্দিরং মদনপ্রত্যঙ্গৈরেকাকারতাম্পদমিত্যর্থঃ অর্থাৎ চলা ও অচলা এই দ্বিবিধা
প্রতিমাই জীবমন্দির । প্রতিষ্ঠা অর্থে প্রতিমা । প্রতিষ্ঠারূপ ক্রিয়া দ্বারা
পূর্বোক্ত প্রতিমা আমার তদাম্পদ হইয়া থাকে ।

শ্রীমূর্তি-প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে শ্রীহরীশীর্ষকপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—“বিক্ষো
সন্নিহিতো ভব ।” হে বিক্ষো ! আপনি এখানে সন্নিহিত হউন । এই সান্নিধ্য-

করণমস্ত্র পাঠান্তে—যচ্চ তে পরমং তত্ত্বং যচ্চ জ্ঞানময়ং বপুঃ । “তৎ সৰ্বমেকতো
লীনমস্মিন্ দেহে বিবুধ্যাতাম্ ॥” এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয় । অর্থাৎ আপনার
যাহা পরমতত্ত্ব এবং যাহা জ্ঞানময় শরীর, তৎসমুদয় এই দেহে একত্র লীনরূপে
অবগত হউন । অথবা জীবমন্দির অর্থে সৰ্বজীবের আশ্রয় সাক্ষাৎ ভগবানই
প্রতিষ্ঠাস্বরূপ । পরমোপাসকগণ প্রতিমাকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপেই দর্শন
করেন । যেহেতু ভেদস্ফূর্তি তত্ত্বিচ্ছেদক বলিয়া ঐক্যদর্শনই সঙ্গত । ভগবানও
এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন,—

বস্ত্রোপবীতান্ধরণপত্রাঙ্গং গন্ধলেপনৈঃ । অলংকুর্কীত সপ্রেম মন্ত্ৰকো মাং
যথোচিতম্ ॥ মদীয় ভক্ত বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, পত্র, মালা এবং গন্ধলেপন
দ্বারা সপ্রেমে যথোচিতরূপে আমাকে অলঙ্কৃত করিবে ।

বিষ্ণুধর্ম্মে প্রতিমাবিষয়ে অশ্বরীষের প্রতি শ্রীবিষ্ণুবাচ্য—

তস্মাৎ চিত্তং সমাবেশ্য ত্যজ চাত্মান্ ব্যাপাশ্রয়ান্ ।

পূজিতা সৈব তে ভক্ত্যা ধ্যাতা চৈবোপকারিণী ॥

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ ভুঞ্জংস্তামেবাগ্রে চ পৃষ্ঠতঃ ।

উপর্যধস্তথা পার্শ্বে চিস্তয়ংস্তামথান্ননঃ ॥

হে রাজন্ ! তুমি তাঁহাতে চিত্ত সমাবেশপূর্ব্বক অস্ত্র আশ্রয় ত্যাগ কর ।
যেহেতু উক্ত প্রতিমাই ভক্তিসহকারে পূজিতা ও চিস্তিতা হইয়া তোমার
উপকারিণী হইবেন । তুমি গমন, অবস্থান, নিদ্রা এবং ভোজনকালে তাঁহাকেই
নিজের অগ্রে, পশ্চাতে, উর্দ্ধভাগে, অধোদেশে এবং পার্শ্বে চিন্তা করিবে ।

অন্তএব তৎপূজায় আগমে এইরূপ আবাহনরীতি উক্ত হইয়াছে । আদর-
সহকারে তাঁহার সম্মুখীকরণই ‘আবাহন’ । ভক্তিসহকারে তাঁহার নিবেশনই
‘সংস্থাপন’ । “আমি আপনারই হইয়া থাকি” এই তদীয়ত্বতাবপ্রদর্শনই
‘সন্নিধাপন’ । ক্রিয়াসমাপ্তি পর্য্যন্ত স্থাপনই ‘সন্নিবোধন’ এবং সৰ্ব্বাঙ্গপ্রকাশনই
‘সকলীকরণ’ ।

শূদ্রাদিপূজিত প্রতিমার যে পূজানিষেধ দৃষ্ট হয়, তাহা অবৈষ্ণবশূদ্রাদি
সম্বন্ধেই জ্ঞাতব্য । যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—‘ন শূদ্রা ভগবন্তুক্তান্তে তু
ভাগবতা মতাঃ । সৰ্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনাৰ্দনে ॥’ অর্থাৎ
ভগবন্তুক্তগণ শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবত, কিন্তু সৰ্ব্ববর্ণের মধ্যে যাহারা হরি-
ভক্ত হয় না, তাহারা শূদ্ররূপে জ্ঞাতব্য ।

দৃষ্টা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ ।

ত্রৈতাদিষু হরেরচা ক্রিয়ায়ৈ কবিত্তিঃ কৃত্য । (ভাঃ ৭।১৪।৩১)

নরগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবজ্ঞানতা (অসম্মান) তাদৃশ ভাব দর্শন করিয়া পূজার জন্ত অর্চা কৃত হইয়াছিলেন ।

কেহ কেহ অর্চামধ্যে শ্রীহরির উপাসনা করিয়া থাকেন । কিন্তু জীব-বিদেষী ব্যক্তিগণকর্তৃক পূজিত হইলে উক্ত অর্চা সিদ্ধি প্রদান করেন না ।

অনন্তর জীবনের জাত্যাদি দ্বারা বিবৃত হইতেছে—

পুরুষেষপি রাজেন্দ্র সুপাত্রং ব্রাহ্মণং বিদুঃ ।

তপসা বিদ্যা তুষ্টিা ধত্তে বেদং হরেন্দ্রম্ ॥ (ভাঃ ৭।১৪।৪১)

হে রাজেন্দ্র ! পুরুষগণের মধ্যে ব্রাহ্মণই সুপাত্ররূপে জ্ঞাত হইয়াছেন । যিনি তপশ্চা, বিদ্যা ও তুষ্টি দ্বারা শ্রীহরির শরীরস্বরূপ বেদ ধারণ করেন, তিনিই সুপাত্র ।

নবশু ব্রাহ্মণা রাজন্ কৃষ্ণা জগদাত্মনঃ ।

পুনতঃ পাদরজসা ত্রিলোকীং দৈবতং মহৎ ॥ (ভাঃ ৭।১৪।৪২)

পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণরূপ পাত্রেরই প্রশংসা করিতেছেন, —হে রাজন্ ! এই ব্রাহ্মণগণ পদধূলিদ্বারা ত্রিলোক পবিত্র করিয়া থাকেন এবং ইঁহারা জগদাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ দৈবতস্বরূপ । জগদাত্মা অর্থে জগতে লোকসংগ্রহ-কর্যাদি-প্রবর্তনহেতু তাদের নিয়ামক ।

শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনত্রয়ম্ ।

কীকটেহপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভুবনং নরঃ ॥

যে স্থানে শালগ্রামশিলা অবস্থিত, তথায় যোজনত্রয় পর্যন্ত স্থান তীর্থরূপে পরিগণিত হয় এবং তৎস্থানে অনুষ্ঠিত দান, জপ ও হোমক্রিয়া কোটিগুণাধিক হইয়া থাকে ।

অপুণ্যকীকটনামক দেশেও শালগ্রামের নিকট চতুর্দিকে ক্রোশপরিমিত ক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে মনুষ্য বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয় । অতএব অর্চার আধিক্যই নির্ণীত হইল ।

অন্য অধিষ্ঠানের কথাও বলা হইতেছে,—

স্বর্ঘ্যোহগ্নিব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবঃ খং মরুজ্জলম্ ।

ভূরাত্মা সর্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে ॥

স্বর্ঘ্যে তু বিদ্যা ত্রয়া হবিষাগ্নৌ যজ্ঞেত মাম্ ।

আতিথ্যেন তু বিপ্রাগ্ন্যে গোস্বদ যবসাদিনা ॥

देवदत्त गजपतिराव गिरी एवं गङ्गाधरविश्वनाथ

नामार्थी मन्त्राभिधानात्कालेन सदैवावस्थानमनुवर्तते ।

एतिहासिक चरित्राणां रचयिताः ।

तत्त्वज्ञानात् सर्वज्ञानस्य सारं प्रकृतं तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं

শিক্ষাবিদগণের সম্মুখীন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

पुस्तकः उपलब्धः भाषाः संस्कृतम्, मराठी, हिन्दी । (ता. ३१०७/२३-४७)

[illegible]

বহা জনসংস্কৃতি—বহা, ঐশ্বর্য, অলঙ্কার, গজ, মণি। এরা গজালম্ব বাহা
আমরাও অঙ্ক প্রেমসম্বন্ধেই আদর্শে স্থাপিতকালে অসম্ভব অসিদ্ধ।

ଏହି ଇତିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କର ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣ ହେବ । ସାବଣୀର
ରହବ—

संविदांश्च कथं कृत्वा च भवेत्तद्विदुः ।

कृष्णा नदमुच्यते। विष्णुः सर्वनाथि नमोस्तुते ॥

জলেনাপি জগন্নাথঃ পূজিতঃ ক্লেশহা হরিঃ ।

পরিতোষণং ব্রজত্যাগ্ত তৃষ্ণার্তঃ স্তজলৈর্যথা ॥

শ্রীহরি ভক্তিসহকারে পূজিত হইয়া অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন । তিনি ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ, কিন্তু ধনদ্বারা গ্রাহ নহেন । তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যেক্রপ উত্তম পানীয় জললাভে সন্তুষ্ট হয়, তদ্রূপ সর্বক্লেশনাশন জগন্নাথ জলমাত্র দ্বারা ভক্তি-ভরে পূজিত হইলেই সন্ত্বর সন্তুষ্ট হন ।

এস্থলে দৃষ্টান্ত আশ্রয়ণীয় । বিপরীতভাবে দোষও হয় । যথা গ্রীষ্মে জলমাত্র দ্বারা পূজা প্রশস্তা, কিন্তু বর্ষায় তাহা নিন্দিতা । যথা গরুড়ে—

শুচি শুক্রাগতে কালে যেহর্চ্চয়িষ্যন্তি কেশবম্ ।

জলস্থং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্মুচ্যন্তে যমতাড়নাং ।

ঘনাগমে প্রকূর্বন্তি জলস্থং বৈ জনার্দনম্ ।

যে জনা নৃপতিশ্রেষ্ঠ তেষাং বৈ নরকং ধ্রুবম্ ॥

যাহারা গ্রীষ্মকালে বিবিধ পুষ্প দ্বারা জলস্থ শ্রীহরির অর্চন করে, তাহারা যমযাতনা হইতে মুক্ত হয়, কিন্তু বর্ষাকালে যাহারা নারায়ণকে জলস্থ করে তাহাদের নিশ্চয়ই নরকপ্রাপ্তি ঘটে । পরিচর্যাবিধিকে দেশ, কাল ও সুখদবস্তুই বিহিত ।

“অতএব জগতে যাহা আত্মার অভীষ্টতম” ইত্যাদি বাক্য বলা হইয়াছে । তত্ত্বশাস্ত্রে সর্বকালসুখকর মনোরম শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধময়ক্ষেত্রই ইষ্টমন্ত্রধ্যানের স্থলরূপে চিন্তনীয় বলিয়া বিহিত । অতথা তত্ত্বদ্বিষয়ক আগ্রহের ব্যর্থতা হয় । অতএব অগ্নি প্রভৃতিতে তাহাদের অন্তর্যামীরূপই চিন্তনীয় ।

অনন্তর নৈবেদ্যার্পণ প্রসঙ্গে অনিরুদ্ধনামাত্মক যে মন্ত্র ক্রমদীপিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভক্তগণ তৎস্থানে মূলকৃষ্ণমন্ত্রই ইচ্ছা করেন । এইরূপ তাঁহার মূলজ্যোতিঃ অমুগতরূপে ধ্যানার্থ বিহিত হইয়াছে, তাহাও তাঁহার তদীয় ভোজনকালীন মুখপ্রসন্নতাস্বরূপই মনে করেন । শ্রীকৃষ্ণ নবলীলাবিশিষ্ট বলিয়া তাঁহার ভোজন লোকপ্রসিদ্ধিক্রমেই জ্ঞাতব্য ।

জপে মন্ত্রার্থ নানাবিধ হইলেও পুঙ্খবার্থের অমুকুলরূপেই তাহা চিন্তনীয় হইয়া থাকে । শুদ্ধভক্তিসিদ্ধির জন্ত সর্বপ্রকার ভক্তিরই শুদ্ধ-অশুদ্ধরূপে দ্বিবিধ ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে । এই অর্চনের ফল বলিতেছেন,—জীব এইরূপ বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়ামার্গানুসারে অর্চন করিয়া আমার নিকট হইতে উভয়তঃ অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ।

মামেব নৈরপেক্ষ্যেণ ভক্তিয়োগেন বিদ্যতি ।

ভক্তিয়োগং স লভত এবং যঃ পূজয়েত মাম্ ॥

(ভাঃ ১১।২৭।৫৩)

জীবনৈরপেক্ষ্য ভক্তিয়োগ দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হয় । যে একরূপ ভাবে আমার পূজা করে, সেই ভক্তিয়োগ লাভ করে । নৈরপেক্ষ্য অর্থে নিরূপাধিক ।

এই অর্চনে নিষ্ঠালাভধারণ, চরণামৃতপান প্রভৃতি যে-সকল বৈষ্ণবচিহ্ন অঙ্গস্বরূপ, তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ মাহাত্ম্য শাস্ত্রে অসংখ্যভাবে দ্রষ্টব্য ।

এই অর্চন সর্ববর্ণ, সর্বাশ্রম এবং জ্ঞীশূদ্রগণের সম্বন্ধেও উত্তম শ্রেয়ঃ বলিয়া সম্মত । যথা,—এতদৈ সর্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্মতম্ ।

শ্রেয়সামুত্তমং মন্ত্রে জ্ঞীশূদ্রাণাঞ্চ মানদ ॥ (ভাঃ ১১।২৭।৪)

স্মৃত্যসারে উক্ত হইয়াছে,—

আগমোক্তেন মার্গেণ জ্ঞীতিঃ শূদ্রৈশ্চ পূজনম্ ।

কর্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোশ্চিন্তয়িত্বা পতিং হৃদি ॥

শূদ্রাণাঞ্চৈব ভবতি নাম্না বৈ দেবতार्চনম্ ।

সর্বৈ চাগমমার্গেণ কুৰ্য্যবেদানুসারিণা ॥

জ্ঞীণামপ্যধিকারোহস্তি বিষ্ণোরাদ্যাদিষু ।

পতিপ্রিয়হিতানাঞ্চ শ্রুতিরেষা সনাতনী ॥

জ্ঞী ও শূদ্রগণকর্তৃক আগমোক্তমার্গানুসারে শ্রদ্ধাসহকারে বিষ্ণুপূজা কর্তব্য । জ্ঞীগণ হৃদয়ে পতির চিন্তা করিয়া বিষ্ণু পূজা করিবে এবং শূদ্রগণ নাম দ্বারা ই দেবতार्চন করিবে । পতির প্রিয়হিতকারিণী রমণীগণেরও বিষ্ণুপূজা করিতে অধিকার আছে ।

দেবতায়াক্ষ মন্ত্রে চ তথা মন্ত্রপ্রদে গুরৌ ।

ভক্তিরষ্টবিধা যন্ত তন্ত কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥

তদ্বক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াং চানুমোদনম্ ।

সুমনা অর্চয়েন্নিত্যং তদর্থং দস্তবর্জ্জনম্ ॥

তৎকথাশ্রবণে রাগস্তদর্থং চানুবিক্রিয়া ।

তদনুস্মরণং নিত্যং যন্তমামোপজীবতি ॥

ভক্তিরষ্টবিধা হেযা যস্মিন্ ম্লেচ্ছৈঃপি বর্ততে ।

স মুনিঃ সত্যবাদী চ কীৰ্ত্তিমান্ স ভবেন্নরঃ ॥ (বিষ্ণুধর্ম্মে)

দেবতা, মন্ত্র এবং মন্ত্রদাতাগুরু—ইহাদের প্রতি যাহার অষ্টবিধ ভক্তি বর্তমান, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হন। ভক্তজনে বাৎসল্য, পূজায় অনুমোদন, শুদ্ধচিত্তে সৰ্বদা অর্চন, তদ্বিষয়ে দন্তত্যাগ, ভগবৎকথা শ্রবণে অনুরাগ, কথা শ্রবণে অনুরাগ, অঙ্গবিকার, সৰ্বদা তাঁহার স্মরণ এবং একমাত্র তদীয় নামের শরণ গ্রহণ—এই অষ্টবিধ ভক্তি যদি কোন স্বেচ্ছ ব্যক্তিতেও বর্তমান থাকে, তবে তিনি মুনি, সত্যবাদী এবং যশস্বী বলিয়া গণ্য হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তভক্তভূদেব শ্রোতী মহারাজ

অসহিষ্ণুতা

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪১ পৃষ্ঠার পর)

আমি মনে করি বস্তুলাভ করিতে হইলে যাঁহাদিগের পছন্দ আমাদিগকে অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে, সেই গৌরপার্বদবৃন্দকে আমি প্রত্যহ অন্ততঃ একবারও ত' স্মরণ করিয়া এবং স্তব করিয়া থাকি। যেমন 'জয় রূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাসরঘুনাথ।' কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থল অনুসন্ধান করিলে দেখিয়া বিস্মিত হই যে, নিত্যই যাঁহাদের স্তব করিয়া চলিয়াছি কার্যতঃ তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই নাই। তাঁহাদের আদর্শচরিত্র আমার সম্মুখে উপস্থিত না হইলেও কোন ক্ষতি ছিল না, কারণ আমি যাহা করিব তাহা করিয়াই চলিয়াছি। 'শর্ম্মা যাহা গড়িবে তাহা তাহার মনে মনেই আছে।' যদি আমি গৌর-মনোভীষ্টের প্রচারক গৌরপার্বদ ষড়্গোষামীর আদর্শচরিত্রের অনুসরণ একবারও করিতাম, যদি আমি নিজে কি পরিমাণ ভজন করিতেছি এবং ভজন বলিতে কি বুঝিয়াছি, তাহা একদিনও অনুসন্ধান করিতাম, তাহা হইলে কখনই আমি এরূপ অসহিষ্ণু হইতাম না। আমি যদি একবারও বুঝিতে চেষ্টা করিতাম যে, আমার ভজনরাজ্যে ক্রমোন্নতির পছন্দ আমার অনবধানতা, আমার শৈথিল্য, আমার হঠকারিতা, বিশেষ করিয়া আমার অধৈর্য্য ও চাঞ্চল্যই প্রধান বাধা, অথ কেহই বা অথ কিছুই এত শত্রু নহে, তাহা হইলে ত' আমার সমস্ত দিকই পরিষ্কার হইয়া যাইত।

অনেকসময় আমি আবার মনে ভাবি—ধৈর্য্য ধরিয়া এবং অচঞ্চল হইয়াই বা একটা জীবন কাটাইয়া দিয়া লাভ কি? আমার এই সমস্ত ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা

ও শ্রেয়ঃ সাধন যদি শ্রীকৃষ্ণের গীতোপনিষদুক্ত আশ্বাস অনুযায়ী ছিন্ন মেঘের মত ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইয়া জন্মান্তরে উপযুক্ত সময়ে সুসংস্কাররূপে উদ্ভিত হয় তাহাতেই বা ফল কি? শ্রীকৃষ্ণ পরম ধন, অখিল ব্রহ্মাণ্ডে এবং অনন্ত বৈকুণ্ঠে তাঁহার তুলনা হয় না; সুতরাং সেই অমূল্য ধনকে তদনুরূপই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় সত্য, কিন্তু আমি কোথায় এত মূল্য পাইব? একটা বাড়ী, একটা গাড়ী করিবার যাহার সামর্থ্য নাই, সে কি দিয়া চিন্তামণি ধন কিনিবে? অর্থের কথা দূরে থাকুক, পাণ্ডিত্যবিচারেও অহুসার-বিসর্গ-জ্ঞানহীন মূর্খ আমি—গুরুবৈষ্ণবের কৃপাবঞ্চিত আমি কি করিয়াই বা শাস্ত্রের গূঢ় সিদ্ধান্ত ধরিতে সমর্থ হইব? শাস্ত্রজ্ঞ ভিন্ন, শব্দব্রহ্মে নিষ্কাত সাধুর সঙ্গ ভিন্ন কি করিয়াই বা সেই বেদগুহ্য ধনের সন্ধান পাইব? মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শ্বদ শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন গোড়ের বাদশাহ হুসেন সাহের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের অজস্র ধন ছিল, বুদ্ধি ও জ্ঞানেও তাঁহারা বৃহস্পতিতুল্য ছিলেন। যথা—‘রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধো বৃহস্পতি।’ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু বড় জমিদারের আদরের একমাত্র ছুলাল ছিলেন। রামানন্দ রায় মহারাজ প্রতাপ রুদ্রের মন্ত্রী ছিলেন। দার্কভৌম ভট্টাচার্য্য দেশবিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। সন্ন্যাসীরাও তাঁহার নিকট বেদান্ত পাঠ করিতেন; তাঁহারা সবাই গুণী, মানী, ধনী। কৃষ্ণচিন্তামণিধনের মূল্য দিতে তাঁহারা ই না হয় সমর্থ। কিন্তু আমি কোন্ গুণে গুণী, যাহার বিনিময়ে এই ধন পাইতে পারি; সুতরাং বৃথা চেষ্টায় কালক্ষেপ না করিয়া, বৃথা ধৈর্য্যধারণের উপদেশ গ্রাহ্য না করিয়া মাথার বহরূপী প্রদর্শনীতে খুঁজিয়া দেখি আর কি পাওয়া যায়। কারণ, আমার পক্ষে কৃষ্ণের ভক্তন ঐখন স্বাক্ষরকৃত কল্পনা এবং মুগতৃষ্ণিকামাত্র।

এই সমস্ত চিন্তা করিয়া মন যখন অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠে তখনই কে যেন আবার আশ্বাস দিয়া বলে—“ব্যস্ত হইও না, ধৈর্য্য ধর। ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদমূলে বসিয়া হরিকথা শ্রবণ কর। তুমি যে মনে করিয়াছ তোমার হরিবিষয়ক সমস্ত কথাই শ্রবণ হইয়া গিয়াছে বস্তুত তাহা নহে; শ্রবণ সিদ্ধ হইলে একরূপ চিত্তচাঞ্চল্য আসে না। এই প্রকারের চিত্তচাঞ্চল্য নিবন্ধন একটিও হরিকথা তোমার শ্রবণ হয় নাই। সুষ্ঠু শ্রবণের পূর্ব্বক বস্তু যে প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে, শ্রবণ সিদ্ধ হইলে তাহা সম্পূর্ণ অনুরূপে প্রতিভাত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন, রায়রামানন্দাদি মহাপ্রভুর

পার্বদবৃন্দ জড় পাণ্ডিত্য, জড় ঐশ্বর্য্য অথবা জড়ীয় কোন কিছুর দ্বারাই শ্রীভগবানের কৃপাকর্ষণ করেন নাই। শ্রীভগবানে কোন প্রকার জড়ীয় সম্বন্ধ নাই; কারণ, তিনি জড়াতীত, চিদানন্দময়। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত জীবের জড়দর্শনে জড় ঐশ্বর্য্যাদিদ্বারে তিনি বদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ ভুল। জড়দেহ এবং মনবুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ স্বল্পদেহের অন্তরালে যে অণুচৈতন্য জীবাত্মা, যাহার স্বরূপের বৃত্তি বিভূচৈতন্য কৃষ্ণচক্রেয় অনুকূল সারসিকী সেবা, জীবের বিস্তৃত সত্ত্বের সেই বিশ্রান্ত প্রীতি বা লোভই কৃষ্ণচিন্তামণিধন ক্রয় করিবার একমাত্র মূল্য, অত্র কিছুই নহে। সেটী তোমারও সমানভাবেই আছে; তুমি ইচ্ছা করিলেই সেই মূল্য দিয়া কৃষ্ণধন লাভ করিতে পার। তুমি ত দূরের কথা, ঐ যে কুষ্ঠব্যাদিগ্রস্ত অনাহারে কাতর হইয়া গিরিগহ্বরে পড়িয়া আছে, এই মূল্য দিবার ক্ষমতা উহারও আছে। বরং জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীতে ক্ষীণ ব্যক্তি অপেক্ষা দীনহীন অধমের এই ধন অধিক আছে। তাঁহারাই শ্রীভগবানের কৃপা অধিক আকর্ষণ করিতে সমর্থ; কারণ, অনুগত ব্যক্তিকেই—দীন, পতিতকে বা নিকপটকেই ভগবান্ কৃপা করেন।

“দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।

কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥”

তুমি কি বিহ্বল, সুদামাবিপ্র ইঁহাদিগের জীবনী শ্রবণ কর নাই? সে সব ষাউক, সেদিনের কথা, মহাপ্রভুর সময়ের খোল-বেচা শ্রীধরের কথাও কি তোমার স্মরণ নাই? শ্রীধরের কি ধন বা কি পাণ্ডিত্য ছিল? তবুও মহাপ্রভুর তাঁহারই সঙ্গে যত কোন্দল, যত কোতুক। তাঁহারই মোচা প্রভু কাড়িয়া কাড়িয়া লইতেন কেন?

“ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি খায়।

অভক্তের দ্রব্য প্রভু উলটি না চায়॥”

এই শ্রীধরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াই ত’ শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিয়াছেন,—

“থোড়-মোচা খোলা বেচি শ্রীধর পাইল যাহা।

কোটী কল্পে কোটীশ্বর না দেখিবে তাহা॥”

মহাপ্রভু শ্রীধরের সঙ্গে কোতুক করিয়া বলিয়াছিলেন,—শ্রীধর তোমার অনেক গুপ্তধন আছে, তাহা আমি কিছুদিন পরে লোকসমাজে প্রকাশ করিয়া দিব। এই গুপ্তধনই কৃষ্ণচিন্তামণিধন আয়ত্ত করিবার একমাত্র চূষক। এই

গুণধন আর কিছুই নহে—‘কেবল কৃষ্ণে ঐকান্তিকী প্রীতি—নিষ্কপটতা—
সরলতা ও শরণাগতি ।’ এগুলি অর্জন করিতে পয়সা লাগে না, তবে আর্তি
চাই—ঐকান্তিক ব্যাকুলতা চাই, তাঁহাকে প্রাণের সঙ্গে চাওয়া চাই । অন্তর
হইতে না চাইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না । জীবের স্বতন্ত্রতা আছে ।
স্বতন্ত্রতায় ভগবান্ হস্তক্ষেপ করেন না । স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারকারী
বদ্ধজীবকে স্বতন্ত্রার সদ্যবহার করিতে হইবে, কৃষ্ণকে চাইতে হইবে । ‘কৃষ্ণ
তোমার হও’ বলিতে হইবে । স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময় প্রভুর কৃপার জন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন-
পূর্ব্বক অপেক্ষা করিতে হইবে, তাহা হইলে কৃপা নিশ্চয়ই লাভ হইবে ।

“কৃষ্ণ তোমার হও যদি বলে একবার ।

মায়াবদ্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পার ॥”

* * * * *

“অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন ।

না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥” (চৈঃ চঃ)

* * * * *

“সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং স্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥” (গীতা)

সুদৃঢ়নিশ্চয় হইয়া অপেক্ষা কর । সময়ে ফল ফলিবেই, চঞ্চল হইও না ।

এই সমস্ত আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া তখন আবার প্রাণে নবপ্রেরণায়
নূতন কামনার সৃষ্টি হয়, সব হুঃখ চলিয়া যায় । অমানিশার গভীর অন্ধকার
গগনে নবোদিত তরুণ অরুণের সোনালী আভাষ সুরঞ্জিত নবীন ধরায় নূতন
প্রাণের জাগরণবৎ ঘোর তমসাচ্ছন্ন মহাসন্ধিগত মনের শত শত কুহেলিকা
নিমিষে দূরীভূত করিয়া আশা ও পুলক-স্পন্দনের নবীন আলোক হৃদয়ে এক
অভূতপূর্ব্ব নবজাগরণের সাড়া আনিয়া দেয় । তখন আর কোন চাঞ্চল্যই
চিন্তে স্থান পায় না ; তখন হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রী ধ্বনিত হইয়া তাহাতে বাজিয়া
উঠে একটি সুরের বক্ষার —

“নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং

রূপং তস্তাগ্রজমূরুপরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্ ।

রাধাকুণ্ডং গিরিবরমণো! রাধিকা-মাধবাশাং

প্রাপ্তো বস্তু প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোহস্মি ॥

—ত্রিদিগ্বিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

বিনা প্রেমে নাহি মিলে নন্দলালা

মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন যে, প্রেম ব্যতীত নন্দলালকে পাইবার আর কোনই উপায় নাই। প্রেম কি বস্তু, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী অতি সহজ ভাষায় বলিয়াছেন,—‘কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্ৰীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম’।

যদি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্ৰীতিবাঞ্ছা আমাদের সাধনের লক্ষিতব্য বস্তু না হয়, তাহা হইলে আমাদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি কুছুসাধনে দেহপাত করিলেও নন্দলালার পাদপদ্ম পাইবার অধিকারী হইতে পারিব না। সাত্ততশাস্ত্রে এই কথার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে যাজ্ঞিক বিপ্রগণের উপাখ্যান অল্পতম।

শ্রীকৃষ্ণের সখ্যসের সেবক শ্রীদাম-সুদামাদি সখাগণ গোষ্ঠে ক্ষুধার্ত হইয়া তাঁহার নিকট খাদ্য প্রার্থনা করিলে তিনি সখাগণকে যাজ্ঞিক বিপ্রগণের নিকট হইতে তাঁহার নাম করিয়া আহাৰ্য্য চাহিতে বলেন। কৃষ্ণ-সখাগণ যাজ্ঞিক-বিপ্রগণকে তাঁহাদের যজ্ঞস্থলে যাইয়া কৃষ্ণের এই আদেশ জানাইলে বিপ্রগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হ’ন এবং বালকগণকে ভৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দেন। তাহারা কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ কথা বলিলে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে পুনরায় যাজ্ঞিক-বিপ্রগণের পত্নীদের নিকট যাইয়া খাদ্য চাহিতে বলেন। বালকগণ যাজ্ঞিক-পত্নীগণের নিকট যাইয়া কৃষ্ণের আদেশ জানাইলে বিপ্রপত্নীগণ দধি, দুগ্ধ, ছানা, ক্ষীর ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি যত ভাল ভাল সামগ্রী ঘরে ছিল তৎসমুদয়সহ কৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্বস্ব স্বস্ব কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করিয়া ধন্য হইলেন। যাজ্ঞিক বিপ্রগণ যাহার জন্ত যজ্ঞ সেই যজ্ঞোপাস্ত্র বস্তুর কৃপা বুঝিতে না পারিয়া বৃথা পরিশ্রম মাত্র করিতে-ছিলেন, পক্ষান্তরে তাঁহাদের স্ত্রীগণ, যাহাদের দ্বিজত্ব লাভ হয় নাই, যাহারা বহুবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, যাহাদের বহুজ্ঞতা লাভ হয় নাই, যাহারা যজ্ঞাদির কুছুতাও করেন নাই, তাহারা ‘কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়’ এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারিণী হইয়া কৃষ্ণের সেবা বরণপূর্বক ধন্য হইলেন। বিপ্রগণ গৃহে প্রত্যাবর্তনান্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজ-পত্নীগণের অলৌকিকী ভক্তি এবং নিজেদের ভক্তি-হীনতাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের যাক্ষা রক্ষা না করিয়া যে মহা অপরাধ করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিয়া বিশেষ অনুতপ্ত হইলেন এবং আত্ম নিন্দা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—

“আমরা অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখ হইয়াছি, অতএব আমাদের শৌক্ৰ, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য এ ত্রিবিধ জন্মে ধিক্! ব্রত, বহু

এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ রূপা-সিন্ধু,
রূপা করি' তোলা মোরে বলে।”

নন্দ-লাল প্রেম-ভক্তিরই বশ। অবশ্য যাহারা রাগিমার্গে ভজনের
অধিকারী হইতে পারেন নাই, তাহারা বিধিমার্গের নিয়মাবলী বিসর্জন
করিয়া অত্যাভিলাষিতার প্রশ্রয় দিবেন না। অত্যাভিলাষময় উচ্ছৃঙ্খল জীবন
কখনই পরমার্থলাভে সমর্থ হয় না। তবে সাধন-ভক্তির অধিকারে যখন
বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে হইবে, তখন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণবাসনা পরি-
ত্যাগান্তে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্ৰীতিবাহু্যার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্ৰীতিবাহু্যার প্রতিকূলে আমাদের বহির্শুখিনী চিত্তবৃত্তি নানা
অসদ্বিষয়ে ধাবিত; তাহাকে সেই দিক হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আত্মার
স্বাভাবিকী বৃত্তি যে কৃষ্ণ-ভক্তি তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিবার যত্নই সাধন।

“কৃত্তিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যাভাবা সা সাধনাভিধা।

নিত্যসিদ্ধস্ত ভাবস্ত প্রাকট্যাং হৃদি সাধ্যতা ॥”

অনুকূল ভাবের সহিত শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণই সাধন-ভক্তির স্বরূপ-
লক্ষণ। অত্যাভিলাষ ত্যাগ ও জ্ঞানকর্মের সহিত সম্বন্ধ ছেদন করিলে
সেই স্বরূপ-লক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমা উৎপন্ন করে। কৃষ্ণপ্রেমা নিত্যসিদ্ধ বস্তু,
তাহা কখনও শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অশু অভিধেয়ের দ্বারা সাধ্য নয়।
‘কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়’।

এই দৃঢ়বিশ্বাস যাহার হইয়াছে, সেই ব্যক্তির চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নাম-
রূপাদি শ্রবণাদি দ্বারা বিশোধিত হইলে তাহাতে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমের
উদয় হয়। সাধনভক্তি ক্রমশঃ ভাবভক্তিতে পরিণত হয়। ভাবের গাঢ়
অবস্থাই প্রেম। কৃষ্ণপ্রেম-সূর্য্যোর-কিরণস্থলী বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপ যে তত্ত্ব
রুচি দ্বারা চিত্তকে মগ্ন করে, তাহাই ভাব। এ স্থলে লক্ষিতব্য এই
শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপই ভাবের স্বরূপলক্ষণ। রুচির দ্বারা চিত্তকে মগ্ন করা
ভাবের তটস্থ লক্ষণ। যখন এই ‘ভাব’ চিত্তকে সম্যক মগ্ন করিয়া
অত্যন্ত মমতাদ্বারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ় স্বরূপ হয়, তখন তাহার
‘প্রেম’ আখ্যা। এই অবস্থায় একমাত্র কৃষ্ণ ও তাঁহার পরিষদগণই
একমাত্র মমতার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হন। এই প্রেম ব্যতীত অদ্বয়-
জ্ঞান ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনের সেবালাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

—শ্রীকৃষ্ণস্বামীদাস ব্রহ্মচারী

মঠবাসের সার্থকতা

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৪ পৃষ্ঠার পর)

কলিকালে অত্র কোন প্রকারে ভগবানের আরাধনা করা যায় না, একমাত্র কেবল হরিসংকীর্ণনের দ্বারাই ভগবান্কে লাভ করা যায়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের নিত্য বিরাজ-ভূমি যে শুদ্ধভক্তিবর্ষ তাহাতে বাস বা ভক্ত-সন্নিধানে বাসই সর্বশ্রেষ্ঠ নিগুণ বা নির্জন বাস বলিয়া তথাই কেবলমাত্র হরিভজন স্তূৰূপে সাধিত হইতে পারে; অত্র ইহা সম্ভব-পর নহে। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—

“বনঞ্চ সাংস্কিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।

তামসং দ্যুতসদনং মনিকৈতন্ত্ৰ নিগুণম্ ॥ (ভাঃ ১১।২৫।২৫)

অর্থাৎ জাগতিক যাবতীয় বস্তুই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমাবেশে উৎপন্ন। কিন্তু ‘কৃষ্ণভক্তি’ এই ত্রিগুণের অতীত বস্তু। সুতরাং তাহা নিগুণ হওয়া চাই। এই ত্রিগুণের দ্বারাই জগতের যাবতীয় কার্য চলিতেছে। ভগবান্ বিষ্ণু আমাদিগকে পালন করিতেছেন; এবং তাঁহার আদেশানুসারে ব্রহ্মা রজঃগুণের দ্বারা বিনাশ করিতেছেন। ত্রিগুণের মধ্যে সাংস্কিক ভাব ভাল। এই সাংস্কিক ভাব বিশুদ্ধ সত্ত্বের উদয়ে দূরীভূত হইবে। কৃষ্ণ-ভক্তির উদয়ে তাহা নিগুণ হয়। বনে বাস সাংস্কিক, গ্রাম্যবাস রাজসিক এবং তাস-পাশা ক্রীড়াদিস্থান তামসিক বলিয়া অভিহিত হয়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, আমার স্থান অর্থাৎ আমি যে স্থানে লীলা-বিলাসাদি করি সেই স্থান নিগুণ বা ত্রিগুণাতীত। তথায় আমার কোন অধিকার নাই।

ভগবান্ যে স্থানে আবিভূত হইয়া নিজলীলা প্রকাশ করেন, সেই স্থানই নিগুণ এবং নিগুণ কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে হইলে অত্র কোন স্থানে বাসের প্রয়োজন হয় না। কেবল মাত্র নিগুণ-ধামে বা হরিসংকীর্ণনে মুখরিত নিগুণ মঠে বাসই প্রয়োজন।

আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সাধুসঙ্গে ধামবাস বা মঠবাসই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র কর্তব্য এবং তথায় বাস করিলে নিত্য-কল্যাণ-লাভের জন্ম অগ্রসর হওয়া যায়। হরিভজন করিতে হইলে বনবাস বা অত্র কোন স্থানে বাস করিবার প্রয়োজন নাই। কেবলমাত্র শ্রীধাম বা সাধু-সঙ্গ ব্যতীত সর্বত্রই ত্রিগুণাক্রান্ত এবং কলি-কোলাহলে মুখরিত। সুতরাং

নরকের দ্বার-স্বরূপ গৃহাক্ষ-কুপাসক্তি ছাড়িয়া মঠবাসই জীব-মাত্রেরই একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত।

মঠ বৈষ্ণবগণের আবাসস্থান। তাঁহাদের সেবা করাই আমাদের নিত্য কল্যাণলাভের একমাত্র নিশ্চিত উপায়। কারণ, ভক্ত-সেবা দ্বারাই ভগবৎ-সেবা লাভ হয়। ভগবান্ ভক্তের প্রেমাধীন। সেই বৈষ্ণবগণ যদি আমাদের সন্ধান দেন, তবেই আমরা ভগবান্কে জানিতে পারি। সুতরাং তাঁহাদের নিকট অবস্থান না করিলে আমরা ভগবানের কথা জানিবার সুযোগ পাইব না। যদি আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে থাকি, অসংসঙ্গে বাস করি, তাহা হইলে তাঁহাদের সেবা করিবার সুযোগ পাইব না এবং তৎফলে ভগবান্কে জানিবার ও তাঁহার সেবা করিবার সুযোগও হারাইব।

আমাদের যখনই হরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবা করিবার প্রবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে উদ্ভূত হইবে তখনই আমাদের মঠবাসের অধিকার হইবে এবং আমরা মঠবাসী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব। এই সেবাবুদ্ধি বা গুরুবৈষ্ণবের প্রীতিবিধানের পরিবর্তে অল্প বুদ্ধি হৃদয়ে স্থান পাইলে মঠবাস হইবে না। তখন মঠকে সেবাগার বা সাধুনিবাস বলিয়া জানিতে না পারিয়া সাধুকুপা হইতে বঞ্চিতই হইব। তৎফলে সংসার-প্রবৃত্তি প্রবল হওয়ায় আমরা আমাদের অসংসঙ্গে নিষ্ক্ষেপ করিবে। হরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রীতিবিধানই মঠবাসের মূল উদ্দেশ্য, ইহা যখন বুঝিতে পারিব তখনই মঠবাস হইবে এবং মঠবাসী হইবার সৌভাগ্য পাইব। নচেৎ—

‘করি’ নীরে বাস,

গেল না পিয়াস

আপন করম ফেরে।’

—এই প্রকার দুর্ভাগ্যকে বরণ করিতে হইবে—সংসারে ফিরিয়া যাইতে হইবে। মঠাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ ও কপটতার ইহাই বিষময় ফল।

তাই আমি গুরুবৈষ্ণবের নিকট কেবলমাত্র এই প্রার্থনাই করিতেছি যেন তাঁহারা দয়া করিয়া আমাকে তাঁহাদের পাদপদ্মে স্থান দেন; তাঁহাদের সেবা করাই যেন আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবেই আমার মঠবাসের সার্থকতা হইবে।

—শ্রীসুবলসখাদাস ব্রহ্মচারী

কার্দমি ও নিরীশ্বর কপিল

(পূর্বপ্রকাশিক ২২ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৬ পৃষ্ঠার পর)

কপিলদেব মাতা দেবহুতির প্রশ্নের উত্তরে বলিতে লাগিলেন,—হে মাতা! চিত্তই জীবনের বন্ধন ও মুক্তির কারণ, ভগবানে ভক্তি-যোগ ব্যতীত আত্মমঙ্গলাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। অসদ্বিষয়ে আসক্তিই সংসারবন্ধনের কারণ আর সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গই তাহা হইতে উদ্ধারের দ্বার। সেই সাধুগণের লক্ষণ এই যে, তাঁহারা নিকাম অতএব শান্ত, সহিষ্ণু, বদান্ত, সকল দেহীর নিত্যমঙ্গল-বিধাতা, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, ত্যক্ত স্বজনাখ্যদস্তু, সর্বদা শুদ্ধহরিকীর্তনরত। একমাত্র সাধুগণের সঙ্গই কুসঙ্গ-জনিত-দোষহরণকারী। সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতেই ভগবানের বীৰ্য্যবতী হৃৎকর্ণরসায়ন কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই বীৰ্য্যবতী কথা শ্রবণের ফলে শ্রীহরিতে শ্রদ্ধা, রতি ও প্রেম লাভ করা যায়। শ্রীহরির প্রতি নিকাম আত্মার যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তাহা পঞ্চবিধ মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ। অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্য, সালোক্যাদির মুক্তি দাস-দাসীর ছায় ভগবদ্ভক্তের অনুগমন করিলেও শুদ্ধসেবক কখনও তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। ভগবদ্ভক্তগণের নিত্যসেবাস্থল পরব্যোম কৰ্ম্মফলপ্রাপ্য স্বর্গাদির ছায় কালক্ষোভ্য বা অনিত্য নহে। বাঁহারা সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ভগবদ্ভজনপরায়ণ, তাঁহারাই ঐক্লপ সেবলাভে সমর্থ। ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু, সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি দেববৃন্দ শ্রীভগবানের অধীন; তাঁহারা জীবগণের কৰ্ম্মানুসারে ফলদান করেন, জীবগণকে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। ভগবান্ ও তদীয় প্রেষ্ঠ সেবকগণ ব্যতীত আর কেহই সংসারভয় নিবারণে সমর্থ নহেন। একমাত্র শুদ্ধভক্তিযোগেই চিত্ত স্থির হইয়া থাকে, সুতরাং সেই শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা সকলেরই অবশ্য কৃত্য। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই এই ভক্তিগ্রহণের অধিকারী।

সংসারমোচনের উপায় বর্ণিত হইল। এতদ্ব্যতীত সেশ্বর-সাংখ্য-দর্শন-সম্বন্ধে কপিল বাহা বলিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে দ্বিগদর্শন করা যাইতেছে।

দেবহুতি প্রকৃতি ও পুরুষ-তত্ত্ব সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করিলে কপিলদেব বলিতে লাগিলেন,—যে স্ব-প্রকাশ পরমাত্ম-পুরুষ প্রাকৃত-গুণরহিত,

তঁাহারই নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় ও তদীয় ঈক্ষণপ্রভাবে প্রকৃতি সৃষ্টি করিতে সমর্থ। বহিরঙ্গ। প্রকৃতির আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকাভেদে দ্বিবিধা বৃত্তি। জীবের প্রকৃতির গুণের অভ্যাস হওয়ার সে নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা বলিয়া অভিমান করে। জীব স্বরূপতঃ কর্তা বা ভোক্তা নহে। কর্তা ও ভোক্তা সাজিবার ঔপাধিক অভিমান হইতেই জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ ও কৰ্ম্মবন্ধন উপস্থিত হয়। অতঃপর কপিলদেব প্রকৃতির লক্ষণ বলিতে গিয়া দেবহুতিকে ‘প্রধান’-তত্ত্বের স্বরূপ ও প্রাধানের কার্য্যস্বরূপ চতুर्वিংশতি তত্ত্ব এবং ‘কাল’ ও ‘ঈশ্বর’-তত্ত্ব সৰ্ব্বসাকুল্যে ষড়্ বিংশতি তত্ত্ব এবং ক্রমশঃ ঐসকল তত্ত্বের উৎপত্তি, প্রকার ও তাহাদের লক্ষণ বর্ণন করিলেন। অতঃপর তিনি মোক্ষ-লাভের প্রণালী ও অষ্টাঙ্গ-যোগাদি বর্ণন করিয়া তৎসমুদয় হইতে শুদ্ধা ভগবত্ত্বক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেন। তৎপরে তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিকভেদে সন্তোষ ও সন্ধ্যা তত্ত্বের লক্ষণসমূহ বর্ণন করিয়া অবশেষে নিগুণ ও নিষ্কাম শুদ্ধতত্ত্বের লক্ষণ নির্দেশ করেন। ঐহারা নিরীশ্বর-সাংখ্যদর্শন পাঠ করিয়াছেন, তঁাহারা ভগবদাবেশাবতার কপিল-দেবের উপরিউক্ত উপদেশমালা শ্রবণ করিয়া সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, মেশ্বর সাংখ্যতত্ত্বোপদেষ্টা কপিল ও নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন—প্রণেতা কপিল এক নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত কপিল-দেবহুতি-সংবাদে ফলশ্রুতিতে বর্ণন (ভাঃ ৩।৩।৩৭) করিয়াছেন,—

য ইদমবুশ্ণোতি যোহভিধত্তে কপিলমুনেৰ্মতমাত্মযোগগুহম্।

ভগবতী কৃতবীঃ স্থপৰ্ণকেতা-বুপলভতে ভগবৎপদারবিন্দম্ ॥

এই শ্লোকে আমরা জানিতে পারি যে, দেবহুতিনন্দন কপিলের মত যিনি শ্রবণ ও কীৰ্ত্তন করেন, গুরুড্বন্দ্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে তঁাহার মতি দৃঢ় হয় এবং তিনি অন্তে ভগবৎপদারবিন্দসেবা লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শন-প্রণেতা কপিল বলেন,—“ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” (সাংখ্যদর্শন, ১।৯২) অর্থাৎ ঈশ্বর কোনও প্রকারেই সিদ্ধ হন না। ঈশ্বর মানিতে গেলে হয় তঁাহাকে মুক্ত বলিবে, না হয় বদ্ধ বলিবে, তদিতর আর কি বলিতে পার ? মুক্ত ঈশ্বরের উপলব্ধি নাই বদ্ধ ঈশ্বরের ঈচ্ছয়ত্ব নাই। (সাংখ্য-দর্শন-১।৯৩) শ্রুতিতে যে ঈশ্বরপ্রতিপাদক কথা আছে, তৎসম্বন্ধে নিরীশ্বর সাংখ্যকার স্বমতস্থাপনের জন্ত বলিতেছেন যে, ঈশ্বর-বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য-সকল মুক্তাত্ম-

দিগের প্রশংশাসূচক অথবা অগ্নিমানসিদ্ধিযুক্ত বিষ্ণু-রুদ্রাদির উপাসনাপর। এতদ্ব্যতীত নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনে ভাগবতীয় কপিল-মতের আরও অনেক বিরোধী মতবাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন প্রণেতা নিরীশ্বর কপিলের মতে জড়া প্রকৃতি জগৎ-কারণ। কিন্তু ভাগবতোক্ত সেশ্বর-সাংখ্যতত্ত্বের বক্তা কপিলদেবের মত বা বেদের মত তাহা নহে। এইজন্য পদ্ম-পুরাণাদি শাস্ত্রে দুইজন কপিলের উল্লেখ দেখা যায়। যথা,—

“কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ।

ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভূত্বাদিভ্য-স্তথৈব চ ॥

তথৈবাসুরয়ে সর্বং বৈদার্থৈরুপবৃংহিতম্।

সর্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোহতো জগাদ হ।

সাংখ্যমাসুরয়েহতশ্চৈ কূতর্কপরিবৃংহিতম্ ॥”

বস্তুতঃপক্ষে ভগবতবতার কার্দ্দমি কপিলদেব সত্যযুগে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণকে, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণকে, ‘আসুরী’ নামক ব্রাহ্মণকে এবং স্বীয় জননী দেবহুতিকে সেশ্বর সাংখ্যতত্ত্ব উপদেশ করেন। অগ্নিবংশজ নাস্তিক্যবাদ-প্রচারক কপিল ত্রেতাযুগে উদ্ভূত হন। তিনি স্বীয় অক্ষজ-চিন্তাস্রোতে কার্দ্দমির সাংখ্যতত্ত্ব আলোচনা করিতে যাইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গমে সমর্থ হন, কিন্তু ষড়্‌বিংশতিতম ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া “ঈশ্বর-সিদ্ধেঃ” প্রভৃতি উক্তি প্রকাশ করেন এবং নিজের নামে নিরীশ্বর-‘সাংখ্যদর্শন’ প্রচার করেন। এই অগ্নিবংশজ নাস্তিক কপিলই সগর রাজার বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। বর্তমানে শ্রুতি-বিরোধী নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনেরই অধিক প্রচলন। অধিকাংশ দার্শনিক পণ্ডিতই ‘সাংখ্য-দর্শন’ বলিতে এই নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনকেই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু ভাগবতের সেবকগণ কার্দ্দমি ভগবান্ কপিলদেবের সেশ্বর সাংখ্য-দর্শনেরই আদর করেন এবং সালোক্যাদি মুক্তির প্রতিও দৃষ্টিপাত না করিয়া শুদ্ধভক্তিরই আশ্রয় করিয়া থাকেন।

—শ্রীকৃষ্ণকুপাদাস ব্রহ্মচারী

আমাদের ইষ্টগোষ্ঠী

প্রথম ছাত্র—তাই আমাদের পারমার্থিক বিদ্যালয়ে যে-যে বিষয়ে উপদেশ আমরা এ পর্যন্ত পাইয়াছি, চল, প্রত্যহ বৈকালে আমরা ঐ স্থানে যাইয়া তাহার আলোচনা করি। এইরূপ আলোচনার ফলে উপদিষ্ট বিষয়ের পরিষ্কার ধারণা হইবে ও তাহা স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইবে।

দ্বিতীয় ছাত্র—তোমার ও প্রস্তাব অতি উত্তম। ‘স্তুভস্ত নীদ্রম্’। আচ্ছা, আজ এই শুভ মুহূর্ত্তেই তাহার স্মরণাত করা যাক। প্রথমতঃ তুমি প্রশ্ন কর, আমি উত্তর দিতে চেষ্টা করিব; তাহাতে ভ্রম প্রমাদাদি দৃষ্ট হইলে তুমি সংশোধন করিও।

প্রথম ছাত্র—আচ্ছা গোড়ার প্রশ্নটাই আগে করি। বল ত’ ভাই আমি কেন হরিভজ্ঞন করিব?

২য়—তোমার প্রশ্নে প্রধানতঃ ৩টা শব্দ আছে—‘আমি’, ‘হরি’, ‘ভজ্ঞন’। তন্মধ্য হইতে প্রথম শব্দটী সম্বন্ধে আমাদের কি ধারণা? ‘আমি’ কে, তাহাই প্রথম আলোচ্য। বাকী শব্দ দুইটী সম্বন্ধে যথাক্রমে আলোচনা করা যাইবে।

১ম—আচ্ছা তাহাই কর। কিন্তু তোমার প্রত্যেকটী কথা যেন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা সমর্থিত হয়, অত্থা তাহা অগ্রাহ্য।

২য়—উত্তম, সেই চেষ্টাই করিব। বন্ধ জীবমাত্রই অস্থি, মজ্জা, রক্ত, মাংস ও চৰ্ম্মাদিময় নখর দেহকে ‘আমি’ মনে করে। তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম।

১ম—তাহার প্রমাণ কি?

২য়—শ্রীমদ্ভাগবতই তাহার প্রমাণ।

“যশ্চান্নবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।

ষত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কহিচ্চিচ্ছনশ্বেভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)।

এই বাক্যে পাওয়া গেল, যিনি এই স্থূল শরীরে আন্নবুদ্ধি করেন তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নিকোঁধ। কাজেই এই স্থূল দেহ ‘আমি’ নহে।

১ম—ব্যতিরেক প্রমাণ ত’ পাওয়া গেল এখন অন্বয়মুখে শাস্ত্র-প্রমাণ-মূলে বল ‘আমি’ কে বা কি?

২য়—‘আমি’ বা ‘আত্মা’ বা ‘জীব’ দেহাতিরিক্ত এমন একটি বস্তু, যাহার অনুপস্থিতিতে দেহ ‘শব’-মাত্রে পর্যাবসিত হয়। সেই বস্তুটি অচ্ছেদ্য অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বগত, স্থাণু ও অচল বলিয়া গীতা-শাস্ত্র বলেন। (গী: ২।২৩-২৪)। সেই বস্তুটী সনাতন অর্থাৎ সদা বিद्यমান ও বড়-বিকাররহিত। সূতরাং অজ্ঞ অর্থাৎ জন্মরহিত ও নিত্য। জন্মমরণশীল দেহের বিনাশে সেই বস্তুটির বিনাশ হয় না।

১ম—তবে সেই বস্তুটি কিরূপ ?

২য়—উপনিষদ্ বলেন, সেই জীবকে কেশাগ্রের শত ভাগের শতাংশ অর্থাৎ দশ-হাজার ভাগের এক ভাগের তুল্য সূক্ষ্ম জানিতে হইবে। যথা—

“বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্ত চ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে।” (শ্বেতাশ্বঃ ৫।৯)

১ম—তবে আমরা কিরূপে তাহা জানিতে পারিব ?

২য়—চক্ষুর অদৃশ্য হইলেও বিদ্যুৎ চিত্তে ইহার উপলব্ধি হয়। মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন,—“এষোৎপুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ”।

১ম—এই ‘আমি’ বা ‘আত্মা’ বা জীবের স্বরূপ কি ?

২য়—বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই পঞ্চভূতাত্মক জড়দেহ আমি বা আত্মা নহে। মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গ-দেহটীও জড় উহাও আত্মা নহে। আত্মা বা জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস ও তটস্থা শক্তি ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, চিজ্জগৎ ও জড়জগৎ এই উভয় জগতের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া জীব জড়শক্তি মায়া দ্বারা অভিভূত হওয়ার যোগ্য। পক্ষান্তরে চিদানুশীলন দ্বারা চিচ্ছক্তির উন্মেষক্রমে মায়ামুক্ত হইয়া চিজ্জগতে কৃষ্ণদাস্ত্বলাভেরও অধিকারী। কৃষ্ণের সহিত জীবের ‘ভেদাভেদ’ সম্বন্ধ বিद्यমান।

১ম—ভেদাভেদ-সম্বন্ধের কথা পরে শুনিব। কৃষ্ণদাস্ত্ব কথাটাই যেন কিরূপ ঠেকিতেছে! দাসত্বের জন্ত লালায়িত হওয়ার আবশ্যিকতা কি? উহা কি প্রয়োজনীয়—না গৌরবের বিষয়?

২য়—কৃষ্ণদাস্ত্ব বিষয়টী জাগতিক দাস্ত্বের ত্রায় উপেক্ষণীয় ত’ নয়ই বরং অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

১ম—ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইহার প্রামাণিকতা ও যৌক্তিকতা কোথায়?

২য়—এ সম্বন্ধে আমি অধিক কথা না বলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতের নিম্নলিখিত কয়েকটি পয়ার বলিতেছি,—

‘নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।

হেন দাস্তভাবে কৃষ্ণ কর অহুরাগ।

অল্ল হেন না মানিহ “কৃষ্ণদাস” নাম।

অল্ল ভাগ্যে ‘দাস’ নাহি করে ভগবান্।

‘দাস’ নামে ব্রহ্মা শিব হরিষ সবার।

ধরণীধরেন্দ্র চাহে দাস অধিকার॥” (মঃ ২৩।৪৬৭-৭৩)

শরণাগতিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

‘কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।

বহির্গুণ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ॥”

এতদ্ব্যতীত মুকুন্দমালা স্তোত্রেও দেখিতে পাই—

“ভৃতৃত্যভৃত্যপরিচারকভৃত্যভৃত্য।

ভৃত্যস্ত ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥”

অর্থাৎ, হে ভগবন্! আপনি আমাকে আপনার ভৃত্য, বৈষ্ণবের দাসানুদাস, সেই বৈষ্ণব দাসানুদাসের দাসানুদাস বলিয়া স্মরণ করিবেন। আশাকরি ইহা হইতে কৃষ্ণ-দাসত্বের হেয়ত্বের ধারণা বিদূরিত হইয়া গৌরবান্বক ধারণা তোমার হইবে।

সন্ধ্যা হ’য়ে এল। আজ এই পর্য্যন্ত থাক্। অতদিন ইহার বিস্তৃত আলোচনা করবো।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীরামানন্দদাস ব্রহ্মচারী

যথার্থ ধনী

যিনি অকিঞ্চন, যাহার এ জগতের কিছু নাই অথচ কৃষ্ণৈকশরণার্থী যিনি তিনিই প্রকৃত ধনী। কারণ, তিনি কৃষ্ণধনের মহাজন।

জড় জগতের অভিধানে আমরা ‘অকিঞ্চন’ শব্দের অর্থ এইরূপ পাই,—
যাহারা দরিদ্র, অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত, কপর্দকশূন্য, তাহারাই অকিঞ্চন। যাহার কিছুই নাই, সেই ব্যক্তিই ‘অকিঞ্চন’ শব্দবাচ্য। কিন্তু পারমাণ্বিকগণের বিচার অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সাধারণ প্রাকৃত বুদ্ধিতে

যাহারা ‘অকিঞ্চন’ শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় হয়, তাহারাও প্রকৃতপক্ষে অকিঞ্চন নহে। পারমাণ্বিকগণ ‘অকিঞ্চনতা’ বলিতে যে-প্রকার ‘নিঃস্বতা’ বুঝিয়া থাকেন, ততটা নিঃস্ব এ জগতে কেহই নাই। জগতের বিচারে যাহার একেবারে কিছু নাই, যে অত্যন্ত দরিদ্র, নিঃস্ব পারমাণ্বিকের বিচারে তাহারও কিছু আছে, সে একেবারে নিঃস্ব নহে, সুতরাং সে ‘অকিঞ্চন’ শব্দ-বাচ্য হইতে পারে না।

যাহার কিছু নাই, সে অকিঞ্চন নহে অথচ যাহার অনেক কিছু আছে, তিনি কাঙ্গাল—পারমাণ্বিকের বিচারের এই এক মহারহস্য।

অবশ্য পারমাণ্বিকের বিচারে ধনিমাত্রেই যে অকিঞ্চন, আর নির্ধনমাত্রেই অকিঞ্চন নহে, তাহা নহে। ধনশালিতা বা নির্ধনতা তাঁহাদের অকিঞ্চনতার standard নহে। পারমাণ্বিকের অকিঞ্চন, আর জড়জগতের বিচারের অকিঞ্চনের মধ্যে একটি বিরাট পার্থক্য রয়েছে, যাহা সহজেই নিরপেক্ষ সত্যান্বেষীমাত্রেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেইটি হইতেছে, চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা। জড়-জগতের অকিঞ্চন—অভাবগ্রস্ত; প্রাণিত বস্তুর, আকাজিক্ত বস্তুর প্রাপ্তি-কামনায় ব্যাকুল অথবা অপ্রাপ্তিজনিত শোকে ম্রিয়মান। পারমাণ্বিক যাহাকে অকিঞ্চন বলিয়া জানেন, তাঁহার চিত্তবৃত্তি কিন্তু একেবারেই ইহার বিপরীত। জড় জগতে যাহা একমাত্র কামনার বিষয় তাহার অভাববোধ তাঁহাকে পীড়িত করে না, চতুর্দশ ভুবনের মধ্যে কোন বস্তুই তাঁহার কাম্য নহে বলিয়া তাঁহার চিত্ত শান্ত-অনাকুল, তাঁহার শোক নাই, মোহ নাই, ভয়ও নাই। স্থূলদর্শনে তিনি কপদিকহীন, নিঃস্ব, তথাপি তিনি জড়জগতের অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির সমশ্রেণীস্থ নহেন; কারণ, তিনি সাধারণ অভাবগ্রস্তের দ্বায় অভাব-বোধে ক্লিষ্ট ও তাহার মোচনে চেষ্টাবিশিষ্ট নহেন। আবার স্থূলদর্শনে তিনি যদি অতুল ঐশ্বর্য্য, বিলাস-ব্যসনের মধ্যেও থাকেন, তথাপি তিনি প্রাকৃত জগতের ধনিসম্প্রদায়ের সমপর্য্যায়ভুক্ত নহেন, কারণ তাহাদের দ্বায় তিনি ঐসকল ঐশ্বর্য্যের অভিমানে অভিমানী নহেন।

জড় জগতের অকিঞ্চন—দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, সকলের উপহাস, অশ্রদ্ধা, নতুবা কাহারও নিকট বড় জোর অনুকম্পার পাত্র হইয়া থাকে। চেতন রাজ্যে কিন্তু সেরূপ বিচার নাই। চেতন রাজ্যের অকিঞ্চন দরিদ্র নহেন, তিনি মহাধনী, তাঁহার কোন অভাব নাই, তিনি সর্বদাই ভাবাবস্থাপ্রাপ্ত। চেতনের রাজ্যে যিনি যত অকিঞ্চন, তাঁহার আসন তত উর্দ্ধে। অকিঞ্চনের

তায় এত ধন কাহার আছে ? ষড়ৈশ্বর্যশালী, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণানন্দ ও পরম-মমত্ববিশিষ্ট ভগবান্ যে অকিঞ্চন সেবকের হৃদয়ে প্রণয়-রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার ধনের কি পরিমাপ হয় ? কাঙ্গালের ঠাকুর যে তাঁহার নিকট অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন !

ঐশ্বর্য, জন্ম, ক্রত ও শ্রী—ইহাই জড়জগতের সম্পত্তি । এই জন্ম-ঐশ্বর্য-ক্রত-শ্রীর অভাবেই জড়জগতের অকিঞ্চন সর্বদা ক্লিষ্ট, আবার এই চারিটির মদেই জড়জগতের ধনী ব্যক্তি সর্বদা মত্ত । এই অভাববোধজনিত ক্লেশ ও বিচ্যবত্তার মত্ততা উভয়ই পারমাণবিক অকিঞ্চনতা-লাভের বিঘ্নস্বরূপ । জড়-জগতে ধনী ও কাঙ্গাল, ঐশ্বর্যশালী ও অকিঞ্চন পরস্পর পৃথক্ । কিন্তু চেতন রাজ্যের রহস্য এই যে, চেতন রাজ্যে যিনি যত অকিঞ্চন, তিনি তত বেশী ঐশ্বর্যবান্ । অচ্যুতগোত্রে যিনি জন্মলাভ করিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের তায় আভিজাত্য আর কাহার আছে ? ব্রহ্ম—সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তু । সেই বৃহত্তমের উপাসক বলিয়াই ব্রাহ্মণের বংশের বা কুলের এত মাহাত্ম্য । সেই বৃহত্তম বস্তু ব্রহ্ম যে সবিশেষ বিগ্রহ ভগবানের অসম্যগাবির্ভাব—অঙ্গচ্ছটা মাত্র, সেই সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীভগবানের সেবকগোষ্ঠীতে যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার জন্মমাহাত্ম্য আরও অধিক ; যিনি প্রেমসম্পদ দ্বারা ষড়ৈশ্বর্যশালী শ্রীভগবান্কে চিরঞ্চনী করিয়া রাখিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের ঐশ্বৰ্য্যের কি তুলনা আছে ? “সাবিত্রী তন্মতির্যয়া” এই ভাগবত-বাক্যে বিজ্ঞার চরমোৎকর্ষ স্থাপিত হইয়াছে । সেই পরবিজ্ঞার যিনি পারঙ্গতি লাভ করিয়াছেন, সেই অকিঞ্চনের মত পাণ্ডিত্য আর কাহার হইতে পারে ? যিনি স্বাবর-জন্ম পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুকে স্বীয় রূপে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বিরুদ্ধধর্মী করিয়া তুলেন, সেই “অসমানোদ্ধীকৃপশ্রীবিস্মাপিতচরাচর” স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত ষাঁহার রূপ-মাধুর্য্য মুগ্ধ হন, সেই অকিঞ্চনের রূপের তায় রূপ আর কাহার আছে ?

অকিঞ্চনের গৌরব সর্বাপেক্ষা অধিক । সর্বাপেক্ষা গুরু অর্থাৎ বৃহদবস্তু হইতেছেন ব্রহ্ম । সেই ব্রহ্ম ষাঁহার অঙ্গকাস্তি, সেই পুরুষোত্তম ভগবানের গুরুত্ব তদপেক্ষা অধিক । আবার সেই ভগবদ্বস্তু ষাঁহার প্রেমে বশীভূত হন, সেই অকিঞ্চন ভক্তের গুরুত্ব তদপেক্ষাও অধিক । অকিঞ্চনতাই সর্বাপেক্ষা ভারী, আবার অত বিচারে অকিঞ্চনতাই সর্বাপেক্ষা লঘু । যে বস্তু যতটা

লঘু হইবে, সেই বস্তু ততটাই উর্দ্ধে উঠিতে পারে। অকিঞ্চনের গতি চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডাত্মক দেবীধাম, তত্‌পরি বিরজা, তত্‌পরি ব্রহ্মলোক, তত্‌পরি পরব্যোম, সেই পরব্যোমের উন্নত প্রদেশ শ্রীকৃষ্ণলোক পর্য্যন্ত হইয়া থাকে; কাজেই অকিঞ্চনের গুরুত্ব যেক্রপ অপরিমেয়, দীনতা সেইক্রপই অপরিমেয়। রূপাভুগবর শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্বাপেক্ষা ভারী; কারণ, সমস্ত ভগবন্তত্ত্বের মূল অংশী শ্রীনন্দনন্দন অপেক্ষাও তিনি ভারী। কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ প্রেমসম্পদ শ্রীগুরুদেবে পরিপূর্ণ-মাত্রায় বর্তমান বলিয়া তিনি সর্বাপেক্ষা ভারী; আবার আনন্দেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তাঁহাতে লেশমাত্রও নাই বলিয়া তিনি সর্বাপেক্ষা নিঃস্ব। এইজন্য শ্রীগুরুদেব—অকিঞ্চন-সম্রাট।

অকিঞ্চনতার জ্ঞায় সম্পদ আর নাই। যিনি নিষ্কপটে এ কথা বলিতে পারেন—“যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই, তোমার করুণা সার” তদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেহ হইতে পারে না। যিনি কায়মনোবাক্যে রূপার কাঙ্গাল হন, তিনি পরিপূর্ণ রূপালাভ করিয়া থাকেন। “শ্রীগুরুচরণে রতি না হৈল আমার” বলিয়া যিনি নিষ্কপটে ক্রন্দন করেন, “প্রেমধন-বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।” —এই চিন্তা যাহার চিত্তকে আকুল করে, তাঁহার জ্ঞায় অনুরাগী—প্রেমিক জগতে বিরল। শ্রীশ্রীল গুরুদেব বলিয়াছেন,—“অকিঞ্চনেরই ভগবান্। অকিঞ্চনের ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা, রূপ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের তুলনা নাই। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্বর্য্য, বল, বীৰ্য্য, বুদ্ধিমত্তা বা পাণ্ডিত্য গুরুবর্গের ছিন্ন কোপীনের একগাছি সূতার মূল্য দিতে পারে না।

অকিঞ্চনতাই স্বরূপের রূপ। অকিঞ্চনতা, দীনতা বা শরণাগতিই রূপশোভা। শ্রীগুরুদেবের রূপায় অকিঞ্চনতা উদিত হইলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের—শ্রীরূপের শ্রীনামসেবাসৌন্দর্য্য আমাদের অহুশীলনীয় হয়। অকিঞ্চনতার মধ্যেই ‘তৃণাদপি সূনীচতা’ বর্তমান। ‘গোপীভর্তৃঃ পদকমলয়ো-দাস-দাসানুদাসঃ’ বুদ্ধিই অকিঞ্চনতার উদ্বোধক।”

অকিঞ্চনই প্রকৃত ধনী। কারণ তিনি বাহিরে কোপীনপরিহিত হইয়াও বৈষ্ণবর্ষ্যের মালিক নারায়ণের অংশী কৃষ্ণকেও বশ করিয়াছেন।

—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীবাসুদেব গোড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

বিগত ১৭ই মধুসূদন, ২৪শে বৈশাখ, ৮ই মে, শুক্রবার অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত বাসুগাওঁস্থ শ্রীবাসুদেব গোড়ীয় মঠে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্তমান সভাপতি-আচার্য্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় এবং প্রপূজ্য-চরণ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্ষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তক্ৰিভূদেব শ্রোতী মহারাজের পৌরহিত্যে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী জীউর শ্রীশ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা বিশেষ সমারোহের সহিত সু-সম্পন্ন হইয়াছে।

২৩শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার অধিবাস-দিবসে প্রপূজ্যপাদ শ্রীল শ্রোতী মহারাজের নেতৃত্বে কীর্তনমুখে শ্রীমন্দিরের চতুর্পার্শ্বে কদলী-রোপণ, আম্র-পল্লবাদিসহ কুন্তস্থাপন এবং বিবিধ পত্র-পুষ্প, বহুমূল্য বস্ত্রাদি, বিভিন্ন বর্ণের পতাকা ও মাল্যাদি দ্বারা সু-সজ্জিত করতঃ অধিবাসের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

উক্ত দিবস অপরাহ্নে এক মহতী সভার আয়োজন করায় পরম পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রোতী মহারাজ সভাপতির আসনে বৃত্ত হন। সভার বিষয়বস্তু ছিল, ‘শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা কি ও ইহার প্রয়োজনীয়তা।’ বিভিন্ন বক্তাগণ ভাষণ দিলে পর সভাপতির ভাষণে শ্রীল মহারাজ ব্যক্ত করেন যে, “নৈমিত্তিক পূজকগণের পূজারধারা দর্শনে অনেক বৈদেশীক বা বিধর্ম্মীগণ হিন্দুগণকে পৌত্তলিক (Idolator) বলিয়া অবিহিত করেন। কিন্তু বৈষ্ণব-চিন্তাধারায় পূজার্চনের পদ্ধতি অবগত হইলে কোন সংচিন্তাশীল ব্যক্তিই এই আরাধনাকে পৌত্তলিক আখ্যা দিতে পারেন না। কারণ বৈষ্ণব-চিন্তাধারায় ইহা পুতুল না হইয়া সাক্ষাৎ ‘শ্রীবিগ্রহ’। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আমরা জানিতে পাই ছোট বিপ্র ও বড় বিপ্রের উপাখ্যানে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ সেবিত গোপাল—ভক্ত ছোট বিপ্রের পক্ষে সাক্ষী দিবার জন্ত স্বয়ং শ্রীবিগ্রহরূপী গোপাল উৎকলস্থ বিদ্যানগরে আসিয়া সাক্ষী দিয়াছিলেন। ভক্তের নিকট তিনি আত্মগোপন করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। সাক্ষী দেওয়ার জন্ত ছোট বিপ্রের সাহুস্র প্রার্থনাকালে কথোপকথন হইয়াছিল, যথা—

ব্রহ্মণ্য-দেব তুমি—বড় দয়াময়।

তুমি বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হও সদয়॥

* * *

এত জানি' তুমি সাক্ষী দেহ, দয়াময় ।
 জানি' সাক্ষী নাহি দেয়, তার পাপ হয় ॥
 কৃষ্ণ কহে,—বিপ্র, তুমি বাহ স্ব-ভবনে ।
 সভা করি' মোরে তুমি করিহ স্মরণে ॥
 আবির্ভাব হঞা আমি তাহাঁ সাক্ষী দিব ।
 তবে তুই বিপ্রে'র সত্য-প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥
 বিপ্র বলে,—“যদি হও চতুভূজ-মূর্তি ।
 তবু তোমার বাক্যে কারু না হবে প্রতীতি ॥
 এই মূর্তি গিয়া, যদি এই শ্রীবদনে ।
 সাক্ষী দেহ যদি, তবে সর্ব লোকে শুনে ॥”
 কৃষ্ণ কহে,—‘প্রতিমা চলে, কোথাহ না শুনি ।’
 বিপ্র কহে,—‘প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী ॥’
 হাসিঞা গোপাল কহে,—‘শুনহ, ব্রাহ্মণ ।
 তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ॥’

তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থকার পরমার্চনীয় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ বর্ণনা করিয়াছেন,—

“প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
 বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্য-করণ ॥”

আমরা প্রতিমার পূজা করি না । প্রতিমা আমাদের উপাস্ত নহে ।
 ভক্তের হৃদয়ের নিধি পতিত জীবগণকে কৃপা করার জন্ত শ্রীবিগ্রহরূপে
 ভক্তের দ্বারা স্বয়ং প্রকটিত হন । ভক্তবশ শ্রীভগবানই শ্রীবিগ্রহরূপে
 আমাদের আরাধ্য—উপাস্ত । শ্রীগোপাল সাক্ষী দিয়াছিলেন বলিয়া তিনি
 সাক্ষীগোপাল বলিয়া প্রসিদ্ধ । ভক্তগণ তাঁহাকে প্রণাম করেন, যথা—

পদ্ম্যং চলন্ যঃ প্রতিমা-স্বরূপো ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্ ।

দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেহুদ্ভুতেহহং তং সাক্ষীগোপালমহং নতোহস্মি ॥

অতএব কৰ্ম্মীগণের উপাস্ত-প্রতিমা ও ভক্তের শ্রীবিগ্রহ এক নহেন ।
 সুতরাং হিন্দুমাতেই পৌত্তলিক নহেন । তৎপর সন্ধ্যার আগমনে সন্ধ্যা-
 আরতির জন্ত সভাপ্র কার্য্য কীৰ্ত্তনমুখে সমাপ্ত হয় । তদন্তর সন্ধ্যারতি
 শেষ হইলে সমিতির আচার্য্যদেব রাত্রে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন ।

শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-দিবসে প্রাতঃকালে শ্রীধাম মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী
 গোড়ীয় মঠ হইতে সমিতির সহঃ সভাপতি প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী
 শ্রীমুক্তিবৈদ্যান্ত নারায়ণ মহারাজ বাসুগাওঁ রেল-ষ্টেশনে পৌঁছিলে

শ্রীবাসুদেব গোড়ীয় মঠ রক্ষক শ্রীপাদ বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী এবং আরও অনেক বৈষ্ণবগণ খোল-করতাল লইয়া কীৰ্ত্তনসহযোগে পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা শ্রীল মহারাজকে বিভূষিত করতঃ শ্রীমঠে আনয়ন করেন। শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার অহুষ্ঠানে বাংলা এবং আসামের বহু ভক্তবৃন্দই উপস্থিত ছিলেন।

দিবা ৮টার সময় শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার কার্য্য শ্রীহরিতত্ত্ববিলাস প্রভৃতি পাঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রানুসারে অহুষ্ঠিত হইতে থাকে। সর্বপ্রথমে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ শ্রীমতী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বামন মহারাজ, শ্রীমদ্ নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ উর্দ্ধমহী মহারাজ, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মুরলীমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কানাইলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রমাপতি দাসাধিকারী, শ্রীপাদ বনবিহারী দাসাধিকারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ দ্বারা মঙ্গলাচরণ ও স্বস্তিবাচন হইলে শ্রীল বামন মহারাজ বাস্তুপূজা ও পীঠপূজা সম্পন্ন করেন। শ্রীবিগ্রহস্থয়ের অভিষেক অহুষ্ঠানের সময় শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, উপনিষদ্ ও পুরুষোক্ত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ্য করা হয়।

শ্রীবিগ্রহ-অভিষেককালে পুরুষোক্তাদি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ ও শ্রীহরী-কীৰ্ত্তন-কোলাহলে গগন মুখরিত হয়। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা—পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, গঙ্গা, যমুনা, সর্বোষধির জল ও ১০৮ ঘণ্টার বিভিন্ন তীর্থের জল দ্বারা অভিষেক হইলে পর শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, অর্চন, পূজন, পুষ্পাঞ্জলি ভোগরাগ এবং আরতি প্রভৃতি সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন হয়। পরিশেষে নিবেদিত বিবিধ ব্যঞ্জনাদি সহ উৎসর্গীত মহা-প্রসাদ উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ, নিমন্ত্রিত সজ্জনগণ ও আগত স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসবে সহস্রাধিক ব্যক্তিই আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

ঐদিন সন্ধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে একটি বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হয়। তাহাতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ, শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিবিধ শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করতঃ হিন্দী, বাংলা ও অসমীয়া প্রভৃতি ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন।

পূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজ ভাষণ দানকালে ভারতীয় চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করতঃ বর্তমান দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ ও সমাজের কর্ণধারগণের দৃষ্টি আকর্ষণোদ্দেশে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যে,—“ধর্ম্মাধীন রাষ্ট্রই ভারতের গৌরব এবং ধর্ম্মই ভারতকে চিরদিন পরিচালনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম বলিতে কোন সঙ্কীর্ণতা, হীনতা বা কোনপ্রকার অনুপাদেয়তাকে লক্ষ্য করে না। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের ভাণ এক নহে। ধর্ম্মধর্ম্মজীর সঙ্কীর্ণা অসংক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া কর্তব্য নহে। পার্থিব চিন্তাশ্রোত মানুষকে অধঃপতিত করিয়া দুঃখমাগরে নিমজ্জিত করে। খাণ্ড, বস্ত্র, বাসগৃহ প্রভৃতির সুব্যবস্থা করাই আমাদের পরাশান্তি লাভের উপায় নহে। যাহারা ঐগুলি পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের চরম সীমায় উঠিয়াছেন তাহারাও যে অশান্তির গভীরতম জলধিগর্ভে নিমজ্জিত আছেন, ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। শান্তি একটি পৃথক্ বস্তু। পার্থিব বস্তু তাহা কখনই সম্পাদন করিতে পারে না।”

পরিশেষে সভাপতির ভাষণে প্রপূজ্যপাদ শ্রীল বামন মহারাজ বর্তমান নাস্তিক ও শাস্ত্রবিরোধী অধার্ম্মিক সমাজের বিশৃঙ্খলতা উল্লেখ করতঃ নির্ভিক ও দৃঢ়কণ্ঠে প্রকাশ করেন যে,—“শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার দর্শন, অর্চন, পূজন, পরিক্রমণ ও শ্রীহরি-সঙ্কীর্তন প্রভৃতি একমাত্র শুদ্ধভক্তি-প্রচার ও আচারের দ্বারাই উচ্ছৃঙ্খল সমাজের তথা বর্তমান অশান্তিপূর্ণ বিশ্বে শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি, শান্তি সাধিত হওয়া সম্ভব ; নচেৎ হিংসা বিদ্বেষ দ্বারা সৃষ্টভাবে পরিবেশ আসিতে পারে না—ইহা স্মৃতি তত্ত্বপূর্ণ ও স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষণ দ্বারা ভক্তবৃন্দকে ভক্তিধর্মে আগ্রহিত করান। তৎপরে উপস্থিত বৈষ্ণববৃন্দ ও স্মধীসমাজকে শ্রদ্ধা ও ধ্যানবাদ জ্ঞাপনান্তে ভাষণ সমাপ্ত করেন। তাঁহার সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ এবং প্রাজ্ঞল ভাষা সমন্বিত বক্তৃতা শ্রবণে শোভমণ্ডলী ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রশংসা করেন এবং শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র-কীর্তনমুখে সভার কার্য সমাপ্ত হয়।

বলা বাহুল্য শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার যাবতীয় সেবাকার্য্যের সম্পাদনায় শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ রক্ষক শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী বি.এ, প্রভুবরের সেবাপ্রচেষ্টা সর্বোপরি আদর্শনীয় ও প্রশংসনীয়।

—বিশেষ সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়ত:

ধর্ম: সমুজ্জিত: পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাস্থ যঃ	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।</p>  <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্ষা সুপ্রসীদতি ॥</p>	নোংপাদম্নেযেদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥
<p>সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আঙ্গ-পরসন্ন । অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশ্বত ॥</p>	<p>অন্ত ধর্ম স্বরূপে পালে যেই জন । হরি-কথার বতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥</p>	

২২শ বর্ষ }

সঙ্কর্ষণ., ৩০ শ্রীধর, ৪৮৪ গৌরাঙ্গ
সোমবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৭৭; ইং ১৭।৮।১৯৭০

{ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সান্নুবাদং

শ্রীব্রজবিলাস স্তবঃ

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

তস্ত্যাঃ কণাদর্শনতোম্মিরিতে সুখেন তস্ত্যাঃ সুখিনোভবন্তি ।

স্নিগ্ধাঃ পরং যে কৃতপুণ্যপূজাঃ প্রাণেশ্বরীপ্রেষ্ঠগণান্ ভজে তান্ ॥৪০॥

বাহারা শ্রীরাধিকার ফণকাল অদর্শনে মৃতপ্রায় হয়েন এবং বাহারী শ্রীরাধিকার সুখে আপনাকে পরমসুখী বলিয়া বোধ করেন এবং বাহারী জন্ম জন্মান্তরে কতই পুণ্য পুঞ্জ করিয়াছেন, সেই স্নেহাঙ্গ হৃদয় শ্রীরাধিকার পরিচারিকাদিগকে পুনঃ পুনঃ ভজনা করি ॥৪০॥

সাপত্রেয়োচ্চয়রজ্যতুজ্জলরসশ্রোচ্চৈঃ সমুদ্বৃদ্ধয়ে

সৌভাগ্যোদুটগব্ববিভ্রমভূতঃ শ্রীরাধিকায়াঃ স্মৃটং ।

ମୋକ୍ଷିଣାଃ ସ୍ବୟଂ ବୁଦ୍ଧା ବଲ୍ଲବ ସଧୁବର୍ଗେଷ୍ଠ ଯେନ ଗର୍ଭାଃ

କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତୋଽସ୍ୟ ଉଦରା ବିଭୂତସତଃ । ପୁରୀୟ ଚ ବନ୍ଦୀୟାଃ ॥୧୧॥

ମୌକାମୀ, ବୃକ୍ଷ, ଦିବ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଶାନ୍ତିକାନ୍ତନ ବିନିତ ଶ୍ରୀରାମିବାର ପ୍ରକାଶ
ରମ ମୂର୍ତ୍ତିର ଧିରୀକ୍ଷ ନାମସ୍ତାତାଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେରକଳ ଓକହୁନ୍ନଶୀଳାଃ ସହିତ
କଥକାଳ କ୍ରୀଡ଼ା କହିରାହିଲେନ ନେହି ନବଳ ଡାଘ୍ୟାମତୀ ଶ୍ରୀରାମୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା
ଉଦରସମ୍ପର୍କରେ ଶାନ୍ତି ପୁରୀୟ ପୁରୀୟ ଗର୍ଭାଃ ରାମି ॥୧୧॥

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୋଽମ୍ବୁଜପତ୍ତନଃ ସୁଧଭରଃ । ତତ୍ କୋଟି ସଂସ୍ଥାନାମ୍ପି

ଶ୍ରେଷ୍ଠା କୁଞ୍ଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଃ । ଆତ୍ମାଃ ପରଃ ନିର୍ବୃଦ୍ଧାଃ ।

କାଶଃ ତଦ୍‌ଶାଳମୟମୁଖର ସମଗ୍ରାନ୍ତଧାମତ୍ରେମୁକା

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୋଽମ୍ବୁଜପତ୍ତନଃ ସୁଧଭରଃ । ତତ୍ କୋଟି ସଂସ୍ଥାନାମ୍ପି ॥୧୨॥

ବାହାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୋଽମ୍ବୁଜପତ୍ତନଃ ସୁଧଭରଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଃ
ପଞ୍ଚମସ୍ୟାମ୍ବୁଜପତ୍ତନଃ ସୁଧଭରଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଃ
ଶ୍ରେଷ୍ଠା କୁଞ୍ଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଃ । ଆତ୍ମାଃ ପରଃ ନିର୍ବୃଦ୍ଧାଃ ।
କାଶଃ ତଦ୍‌ଶାଳମୟମୁଖର ସମଗ୍ରାନ୍ତଧାମତ୍ରେମୁକା
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୋଽମ୍ବୁଜପତ୍ତନଃ ସୁଧଭରଃ । ତତ୍ କୋଟି ସଂସ୍ଥାନାମ୍ପି ॥୧୨॥

ଶ୍ରେଷ୍ଠା କୁଞ୍ଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଃ । ଆତ୍ମାଃ ପରଃ ନିର୍ବୃଦ୍ଧାଃ ।

କାଶଃ ତଦ୍‌ଶାଳମୟମୁଖର ସମଗ୍ରାନ୍ତଧାମତ୍ରେମୁକା

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୋଽମ୍ବୁଜପତ୍ତନଃ ସୁଧଭରଃ । ତତ୍ କୋଟି ସଂସ୍ଥାନାମ୍ପି ॥୧୩॥

କାଶଃ ତଦ୍‌ଶାଳମୟମୁଖର ସମଗ୍ରାନ୍ତଧାମତ୍ରେମୁକା

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୋଽମ୍ବୁଜପତ୍ତନଃ ସୁଧଭରଃ । ତତ୍ କୋଟି ସଂସ୍ଥାନାମ୍ପି ॥୧୪॥

ବାହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଃ । ଆତ୍ମାଃ ପରଃ ନିର୍ବୃଦ୍ଧାଃ ।
କାଶଃ ତଦ୍‌ଶାଳମୟମୁଖର ସମଗ୍ରାନ୍ତଧାମତ୍ରେମୁକା
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୋଽମ୍ବୁଜପତ୍ତନଃ ସୁଧଭରଃ । ତତ୍ କୋଟି ସଂସ୍ଥାନାମ୍ପି ॥୧୫॥

କାଶଃ ତଦ୍‌ଶାଳମୟମୁଖର ସମଗ୍ରାନ୍ତଧାମତ୍ରେମୁକା

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୋଽମ୍ବୁଜପତ୍ତନଃ ସୁଧଭରଃ । ତତ୍ କୋଟି ସଂସ୍ଥାନାମ୍ପି ॥୧୬॥

କାଶଃ ତଦ୍‌ଶାଳମୟମୁଖର ସମଗ୍ରାନ୍ତଧାମତ୍ରେମୁକା
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୋଽମ୍ବୁଜପତ୍ତନଃ ସୁଧଭରଃ । ତତ୍ କୋଟି ସଂସ୍ଥାନାମ୍ପି ॥୧୭॥

পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডশৈলদিগের গর্ভ খর্চ করিতেছেন সেই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের ধেনুগণ
আমাকে আশু রক্ষা করুন ॥৪৪॥

যাসাং পালন দোহনোৎসবরতঃ সার্ব্বং বয়শ্রোংকরৈঃ

কামং রামবিরাজিতঃ প্রতিদিনং তৎপাদরেণুজ্জলং ।

প্ৰীত্যা স্ফীতবনোরু পর্বতনদীকচ্ছেসু বদ্ধস্পৃহো

গোষ্ঠাখণ্ডলনন্দনো বিহরতে তাঃ সৌরভেয়ীভজে ॥৪৫॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন, বলদেব ও শ্রীদামাদি বয়শ্রগণে মিলিত হইয়া প্রতিদিন
যাহাদিগের পালন ও দোহন জন্ত উৎসবে রত হইতেছেন ও যাহাদের
খুরোখিত ধূলি পটলে উজ্জল কলেবর হইয়া প্ৰীতিসহকারে বৃহৎ বন ও
বিশাল পর্বত এবং নদীকছে সতৃষ্ণ হইয়া বিহার করিতেছেন, আমি সেই
সমস্ত সুরভীনন্দনৌ ধেনুদিগকে ভজনা করি ॥৪৫॥

মণিখচিত সুবর্ণ শ্লিষ্ট শৃঙ্গদ্বয় শ্রী

রসিতমণিমনোজ্জ্যোতি রুদ্রাংখুরাঢ্যঃ ।

স্মুরদরুণিমগুচ্ছান্দোল বিদ্যোতিকণ্ঠঃ

স জয়তি বকশত্রোঃ পদ্মগন্ধঃ ককুদ্বী ॥৪৬॥

মণিখচিত স্বর্ণ দ্বারা যাহার শৃঙ্গদ্বয় স্নুশোভিত ও নীল-কান্তমণির মনোহর
কান্তি দ্বারা যাহার খুর চতুষ্টয় অতি রমণীয় হইয়াছে এবং যাহার কণ্ঠে
অরুণবর্ণ উজ্জল হার যষ্টি আন্দোলিত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই পদ্মগন্ধ
বৃষভের জয় হউক ॥৪৬॥

মৃদুনবতৃণমল্লং সম্পৃহং বক্ত্রমধ্যে

ক্ষিপতি পরম যত্নাদল্ল কণ্ডুং গাত্রে ।

প্রথয়তি মুরবৈরী হন্ত যদ্বৎসকানাং

সপাদি কিল দিদৃক্ষে তত্তদাটীকনানি ॥৪৭॥

শ্রীকৃষ্ণ প্ৰীতিযুক্ত হইয়া যাহাদিগের মুখমধ্যে কোমল নবতৃণ অল্প অল্প
করিয়া অর্পণ করিতেছেন এবং পরম যত্নে যাহাদের গাত্র কণ্ডুয়ন করিতেছেন
আমি সেই সমস্ত গোবৎসগণের উলম্বগতি দেখিবার নিমিত্ত বাসনা
করিতেছি ॥৪৭॥

আচার্য্য-চরিত্র ও দৈব-বর্ণাশ্রম

(ইংরাজী পত্র হইতে অনূদিত)

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার
কলিকাতা

২৩শে চৈত্র, ১৩৪১

৬ই এপ্রিল, ১৯৩৫

প্রিয়—

তোমার ২৯শে মার্চ তারিখের বিমানডাকের পত্র এইমাত্র প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীমধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের জন্ত অদ্য আমরা প্রায় বিশমূর্তি টাকা যাত্রা করিতেছি। ৮ই এপ্রিল সোমবার ভিত্তি-সংস্থাপন-কার্য্য সম্পন্ন হইবে এবং ১২ই এপ্রিল শুক্রবার ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে অর্চাবিগ্রহগণ প্রকাশিত হইবার কথা আছে। * * * * * মে মাসের পূর্বে আমাদের এখান হইতে বিলাত যাত্রা করার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আগামী সিলভার জুবিলি-উৎসবকালে লণ্ডন যাওয়া সম্ভব হইবে না।

তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর যতটা স্মরণ হয়, তারিখাদি সহ অতি সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইল—

১। আমি রাণাঘাট ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করি। তৎপরে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় অরিয়েন্টেল সেমিনারিতে ভর্তি হই। পরে ১৮৮৩ অব্দে অর্থাৎ কলিকাতার প্রদর্শনী বৎসর অক্টোবর মাসে শ্রীরামপুর ইউনিয়ন স্কুলে ছাত্ররূপে প্রবেশ করি। ১৮৮৭ অব্দে অর্থাৎ মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের জুবিলি-বর্ষে আমি শ্রীরামপুর স্কুল পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা মেট্রপলিটন ইন্সটিটিউশনে ভর্তি হই।

২। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করি।

৩। তৎপূর্বে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সারস্বত চতুষ্পাঠী স্থাপিত হয় এবং উহা ১৯০১ বা ১৯০২ পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়াছিল।

৪। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে আমি স্বাধীন ত্রিপুরা-ষ্টেটে কন্স গ্রহণ করি এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আমাকে পূর্ণ বেতনে পেন্সন্ দেওয়া হয়। আমি উহা ১৯০৮ সন পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলাম।

৫। আমি ১৯০১ সালে শ্রীগুরুপাদদ্বয়ের নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করি ইহার কএকমাস পূর্বে আমি শ্রীগুরুদেবের দর্শন পাইয়াছিলাম।

৬। আমি ১৯০১ সালে পুরী গমন করি। এই সময় হইতে পুরীর সহিত আমার সম্পর্ক অধিক হইল এবং ১৯০৪ সনে পূর্ণ এক বৎসর তথায় অতিবাহিত করি। আমি ১৯০৪ সালের শেষভাগ হইতে ১৯০৫ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত পুরী হইতে যাত্রা করিয়া দক্ষিণ-ভারত পরিভ্রমণ করি।

৭। এই সময় হইতে আমি শ্রীমায়াপুরে বাস করিতে থাকি এবং মধ্যে মধ্যে পুরী যাই। শ্রীমায়াপুরে আমি ১৯০৫ সাল হইতে শ্রীমহাপ্রভুর বাণী প্রচারের কার্য্য আরম্ভ করি।

৮। ১৯০৬ সালে শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার ঘোষ আমার প্রথম বান্ধব (দীক্ষিত শিষ্য) হইয়াছিলেন।

৯। আমার সমাজ সংগঠন-আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে ভক্তসমাজেই আবদ্ধ ছিল। অভক্ত বা নাস্তিক-সম্প্রদায়ের সমাজ সংস্কারে আমার কোন অভিপ্রায় নাই। সমাজ-বিধানের সংস্কার-কার্য্য কোনদিনই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ যাহাতে তাঁহাদের পারমার্থিক অনুষ্ঠান-সমূহ অবাধে পালন করিতে পারেন, তদুপায়-প্রবর্তনে আমি বাধ্য হইয়াছিলাম। ভগবদ্ভক্তগণের অন্ত্রবিধা দূরীকরণস্বরূপ আমার এই কার্য্যে স্মার্ত্ত ও অত্যাভিলাষিগণের বদ্ধসংস্কারসমূহ বিভিন্ন বিঘ্নকর হইয়াছিল।

আমি জানিতাম যে, দৈব-বর্ণাশ্রমে অনুষ্ঠীয়মান বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্ম্ম। প্রচলিত বর্ণাশ্রম বাস্তব বর্ণাশ্রমের অনবত্ত বিচার হইতে ভ্রষ্ট ও বিকৃতগ্রস্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ, সংস্কার ও অত্যাচ্য আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াসমূহ সাধকগণের পারমার্থিক স্বাস্থ্য-সম্পাদনের সহায়ক। অতএব আমি স্মার্ত্ত ও নিরীশ্বর সমাজের নির্দয়তা-বঞ্চিত সমাজ-বিধান-সমূহ প্রবর্তনে বাধ্য হইয়াছিলাম।

স্মার্ত্ত জনসাধারণের সমাজ-সংগঠনের পরিবর্তে প্রধানতঃ ভাগবতগণের সেবার নিমিত্ত যোগ্য সেবক-সংগ্রহ-কার্য্যে আমার প্রাথমিক প্রযত্ন নিযুক্ত হইয়াছিল। তুমি অবগত আছ যে, আমি যখন হরিসেবার উদ্দেশ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনরুদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছিলাম, তখন নিরীশ্বর জনসাধারণের মতবাদের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার আমি গ্রহণ করি নাই।

ভাগবতগণ একটি পৃথক্ জাতি গঠন করিলে অবস্থা কিরূপ হইবে, আমি জানি না। আমার বিচারে তাঁহাদের নিজ (পূর্ব) বর্ণ-ব্যবহার-সংরক্ষণে স্বতন্ত্রতা দেওয়া যাইতে পারে, অথবা তাঁহারা যদি নিরুপট ও সংসাহসী হন, তবে ভ্রাতৃত্ব-সমাজের নিগড় হইতে আমাদিগকে পরিমুক্ত রাখিবেন। এই সমস্ত বিচার ও ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বিচার ও অবস্থানুরূপ প্রয়োজনীয়তার উপর রক্ষিত হইয়াছে।

স্মার্ত্ত-বিচারের পোষণকারিগণ বৈষ্ণব-বিচারের প্রতি যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারেন না। স্তুরাং ব্যবহারাপেক্ষাযুক্ত ও তন্নিরপেক্ষগণের মধ্যে যে পার্থক্যসমূহ, তাহা তুমি নিজেই বুঝিতে পার। ব্যক্তিবিশেষের কি বর্ণ হওয়া উচিত, তন্নিরূপণই দৈব-বর্ণাশ্রমের মর্শ্ব, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বভাবধারার সহিত বংশগত পরিচয়ের একাকার করা উহার উদ্দেশ্য নহে।

যদি তুমি যত্নপূর্ব্বক “অর্চ্যে বিশেষ্যে শিলাধীঃ” শ্লোকটি স্মরণ কর, তবে আমার বিচারধারা বুঝিতে পারিবে। বিশেষতঃ তাকে সামান্তশ্রেণীভুক্ত করার প্রয়োজন নাই।

তুমি জান যে, আমাদের প্রত্যেকটি প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার উপদেশ-সংযুক্ত থাকায় আমরা স্বমত-বিরুদ্ধ হইতে পারি না। কিন্তু অপর পক্ষের অস্থির দর্শনে আপাত বিরোধী বিচার-সমূহ একাকার বলিয়া মনে হইতে পারে।

নিত্যাশীর্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(অন্যাভিলাষ)

১। ভড়-আশার কি সীমা আছে? উহা কি শান্তিদায়িনী?

“আশার ইয়ত্তা নাই, আশাপথ সদা ভাই,
নৈরাশ-কণ্টকে রুদ্ধ আছে।

বাড়' যত আশা তত, আশা নাহি হয় হত,
আশা নাহি নিত্যানিত্য বাছে ॥”

—‘নির্বেদলক্ষণ উপলব্ধি’—২, কঃ কঃ

২। কামিজনের অন্তর্পূর্ণ-পূজায় কি বিষ্ণুপীতির উদ্দেশ্য আছে ?

“কামিজনে প্রচুর অন্ন পাইবার আশায় যে-সকল স্ত্রীলোক অন্ন-পূর্ণার পূজা করে, তাহাদের ‘বিষ্ণুপীতি-কাম’ বলিয়া সংকল্পটি কেবল বাক্যমাত্র।”

—চৈঃ শিঃ ৮ উপসংহার

৩। অত্যাভিলাষী বহির্গুণ-জন কয় প্রকার ?

“বহির্গুণ জন ছয় প্রকার, যথা—(১) নীতিরহিত ও ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত ব্যক্তি ; (২) নৈতিক অথচ ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত ব্যক্তি ; (৩) সেশ্বর নৈতিক—যিনি ঈশ্বরকে নীতির অধীন বলিয়া জানেন ; (৪) মিথ্যাচারী বা দান্তিক (বৈড়ালব্রতিক, বকব্রতিক ও তৎকর্তৃক বঞ্চিত) ; (৫) নির্বিশেষ-বাদী ; ও (৬) বহুঈশ্বরবাদী।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৪। নীতিহীন নিরীশ্বরের জীবন কিরূপ ?

“যাহারা নীতি ও ঈশ্বর মানে না, তাহারা বিকর্ষ ও অকর্ষ-পরায়ণ। নীতি না থাকিলে যথেষ্টাচার ঘটিয়া থাকে।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৫। নিরীশ্বর-নৈতিকের চরিত্র কি বিশ্বাসযোগ্য ?

“নিরীশ্বর নৈতিক সুবিধা পাইলে স্বার্থের নিকট নীতিকে যে বলিদান না করিবেন, ইহার নিশ্চয়তা কোথায় ? তাহাদের চরিত্র পরীক্ষা করিলেই তাহাদের মতের অকর্ষণ্যতা লক্ষিত হইবে।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৬। সেশ্বর-কর্মী কি যথার্থই ঈশ্বরভক্ত ?

“তৃতীয় শ্রেণীর বহির্গুণ লোকেরা ‘সেশ্বর কর্মী’ বলিয়া অভিহিত হন। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাহারা নীতির মধ্যে ঈশ্বরভক্ততাকে একটি প্রধান কর্তব্য বলেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাহারা এক শ্রেণীর। ঈশ্বরকে কল্পনা করিয়া প্রথমে তাহাতে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রণিধান করিলে এবং পরে নীতির ফল সচরিত্র উদ্ভিত হইলে ঈশ্বর-বিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই—ইহা প্রথম শ্রেণীর সেশ্বরকর্মীগণের মত দ্বিতীয় শ্রেণীর সেশ্বরকর্মীগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরোপাসনারূপ সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য্য-সকল করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয় ; চিত্ত শুদ্ধ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন আর জীবের কৃত্য থাকে না ; এই মতে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধটি পান্ড-সম্বন্ধ মাত্র,—নিত্য নয়।”

—চৈঃ শিঃ ৩।৩

৭। মিথ্যাচারী কয় প্রকার ?

“মিথ্যাচারিগণ—চতুর্থ প্রকার বহির্গুণ-মধ্যে পরিগণিত। ইহারা দ্বিবিধ—বৈড়ালব্রতিক ও বঞ্চিত।” —চৈঃ শিঃ ৩।৩

৮। বৈড়ালব্রতিকগণের স্বভাব কি এবং তাহাদের অনুগমনকারীর ফল কি ?

“বৈড়ালব্রতিকগণ জগৎকে বঞ্চনাপূর্বক অধর্মপথকে পরিষ্কার করিয়া দেয়। অনেক নিরোধ লোক বাহিরে তাহাদের দর্শন-পূর্বক বঞ্চিত হইয়া সেই পথ অবলম্বন করে। অবশেষে ভগবদ্বিহীন হইয়া পড়ে। উপরে (বাহিরে) দিব্য-বৈষ্ণব-চিহ্ন, সর্বদা ভগবান্নাম, জগতের প্রতি অনাসক্তি, সময়ে সময়ে ভাল ভাল কথা—এ সমস্ত লক্ষণই উহাদের মধ্যে লক্ষিত হয় এবং গোপনে কনক-কামিনী-সংগ্রহ চেষ্টা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর অত্যাচারই তাহাদের ‘অন্তরঙ্গ’ ভাব।” —চৈঃ শিঃ ৩।৩

৯। উচ্চাকাঙ্ক্ষার কি নিবৃত্তি আছে ?

“ব্রহ্মত্ব ছাড়িয়া ভাই,

শিবপদ কিসে পাই,

এই চিন্তা হ’বে অবিরত।

শিবত্ব লভিয়া নর,

ব্রহ্ম-সাম্য তদন্তর

আশা করে শঙ্করানুগত ॥

অতএব আশা-পাশ,

যাহে হয় সর্বনাশ,

হৃদয় হইতে রাখ দূরে।

অকিঞ্চন ভাব ল’য়ে,

চৈতন্য-চরণাশ্রয়ে,

বাস কর সদা শান্তিপু্রে ॥”

—‘নির্বৈদলক্ষণ উপলব্ধি’—২, কঃ কঃ

১০। শুদ্ধভক্তিতে অত্যাভিলাষাদির স্থান আছে কি ?

“শুদ্ধভক্তিতে কৃষ্ণসেবার্থ স্থায়ী (পারমার্থিক সিদ্ধি-পথে) উন্নতি বাঞ্ছা ব্যতীত অত্ৰ কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না—কৃষ্ণ ব্যতীত অত্ৰ কোনরূপ সেব্য-ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি-স্বরূপের পূজা থাকিতে পারে না এবং জ্ঞান ও কর্ম তত্ত্বস্বরূপে থাকিতে পারে না।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১২।১৬৮

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

আর কি প্রভু আসবে না ?

প্রভু, তোমায় ডাকছি এত,

আর কি তুমি আসবে না ?

তব রাতুল চরণ ছুঁটির

আর কি দেখা মিলবে না !

আর কি আমার নামটি ধ'রে

ডাকবে না'ক মধুর স্বরে,

হরি-বৈষ্ণবের সেবার তরে

আর কি আদেশ করবে না !

অসং পথে গেলে এবার

আর কি আমায় বকবে না ?

প্রভু, তোমায় ডাকছি এত,

আর কি তুমি আসবে না !

নিত্য লক্ষ নাম নিতে মোরে

আর কি বুঝি গো বলবে না !

শাস্ত্র-পুরাণ পাঠের তরে

বলবে না'ক আর কি মোরে ?

প্রণাম করে দাঁড়ালে আর

বসতে কি গো বলবে না !

মিষ্টি মধুর হাসি তোমার

আর কি কভু দেখবো না ?

প্রভু, তোমায় ডাকছি এত,

আর কি তুমি আসবে না !

এ মহাপাপীর উদ্ধার-তরে

হরি-কথা কি বলবে না ?

ওগো মোদের হৃদয়-নিধি
 হারিয়ে তোমায় সদাই কাঁদি,
 এতই মোদের বাসতে ভালো, ...
 মোদের ছেড়ে থাকতে না।
 এবার তোমায় দেখতে পেল
 আর তো কভু ছাড়বো না !

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-৫৪)

অতঃপর সখ্য বিষয়ে বর্ণিত হইতেছে,—

হিতকাজ্জ্ঞারূপ বস্তুভাবই সখ্য।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

অহো নন্দগোপাদি ব্রজবাসিগণের কি সৌভাগ্য ! সনাতন পূর্ণব্রহ্ম
 ঘাহাদের মিত্র, তাহারা আশ্চর্য্যজনক ভাগ্যবান্।

রামার্চন চন্দ্রিকায় উক্ত হইয়াছে,—

পরিচর্য্যাপরাঃ কেচিৎ প্রাসাদাদিষু শেরতে।

মনুষ্যমিব তং দ্রষ্টুং ব্যবহর্ত্তুঞ্চ বন্ধুবৎ ॥

পরিচর্য্যাপরায়ণ কোন কোন ভক্ত তাহাকে মনুষ্যমুখিতে দর্শন এবং
 তাহার সহিত বন্ধুতুল্য ব্যবহার করিবার জন্ত ভগবান্মন্দিরে শয়ন করেন।

এই সখ্যপ্রেম বিশ্রুতযুক্ত ভাবনাময় বলিয়া দাস্ত্র্যাপেক্ষাও উত্তমত্ব নিবন্ধন
 ইহা দাস্ত্র্যের পর পঠিত হইয়াছে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—‘নাদেবো
 দেবমর্চয়েৎ’ স্বয়ং দেব না হইয়া দেবতার অর্চন করিবে না। সুতরাং
 পরমেশ্বর বিষয়ে সখ্যভাবপ্রাপ্তি আশ্চর্য্যজনক নহে। পরন্তু শুদ্ধভক্তগণ
 নিজের দেবভাব-প্রাপ্তি ভগবৎসেবার প্রতিকূল বলিয়া তাহার উপেক্ষা এবং
 অগ্রকূল হইলে তাহা গ্রহণ করেন। তন্মুখে মে সৌহৃদ্যসখ্যমৈত্রী দাস্ত্র্যং

পুনর্জন্মনি জন্মনি স্মৃৎ (ভাঃ ১০।৮।১৩৬)—শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য দর্শন করিয়া স্মদামা এইপ্রকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন । সৌহৃদ—প্রেম, সখ্য—হিতাকাঙ্ক্ষা, মৈত্র—উপকারত্ব, দাস্ত্র—সেবকত্ব । এই সৌহৃদ প্রভৃতি পদচতুষ্টয়ে সমাহার দ্বন্দ্ব সমাসে একবচন হইয়াছে ।

এস্থলে সাধ্যত্বনিবন্ধন প্রেমকে নববিধ ভক্তির অন্তর্ভূত করা হয় নাই । মৈত্রী সখ্যেই অন্তর্ভাবযুক্ত বলিয়া দাস্ত্র ও সখ্যই গৃহীত হইয়াছে । ভক্ত-কর্তৃক ভগবানের হিতাকাঙ্ক্ষাই সখ্যপদে উক্ত হইয়াছে । ভক্তবিষয়ে ভগবান্ যে হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, তাহার নিত্যত্বহেতু ভক্তের সখ্য সেবাও নিত্য ভগবদ্বিষয়ক হিতাকাঙ্ক্ষাময় । ভক্তের সহিত ভগবানের নিত্য সহবাস হেতু ও ভজন বিশেষ দ্বারাও বিশিষ্টতা সম্পাদন অতি দুষ্কর নহে, এই অভিপ্রায়েই প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

কোহতিপ্রয়াসোহসুরবালকা হরে-

রূপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ ।

স্বস্তাস্তনঃ সখ্যরশেষদেহিনাং

সামান্নতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ ॥ (ভাঃ ৭।৭।৩৮)

হে অসুর বালকগণ ! যিনি অশেষ দেহিগণের নিজ আত্মা অবিশেষে সখা ও নিজ হৃদয়ে ছিদ্রবৎ আকাশের স্থায় অবস্থিত, সেই শ্রীহরির উপাসনায় অতিপ্রয়াস কি ? অতএব বিষয়োপপাদনের আবশ্যকতা কি ? সামান্নতঃ সর্বত্র পুরুপাতশূন্যরূপে সখা অর্থাৎ যথাকালে বহিঃ ও অন্তঃকরণের বিষয়াদিরূপ মায়িক সম্পত্তি এবং নিজপ্রেমাদিরূপ অমায়িক সম্পত্তি এবং দানহেতু যিনি হিতাকাঙ্ক্ষী, সেই শ্রীহরির । বিষয়োপপাদনৈঃ অর্থাৎ জয়াপুত্রাদি কল্পিত নশ্বর বিষয় সকলের উপার্জনের আবশ্যক কি ?

ময়ি নির্বন্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ ।

বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সংশ্লিষ্যঃ সংপতিং যথা ॥

(ভাঃ ৯।৪।৬৬)

সতী স্ত্রী ষে রূপ সংপতিকে বশীভূত করে, আমার প্রতি নিবন্ধচিত্ত সমদর্শী সাধুগণও আমাকে ভক্তিধারা সেইরূপ বশীভূত করেন । এস্থলে দ্বারা আংশিক সখ্যভক্তি লক্ষিত ।

অতঃপর আত্মনিবেদন—দেহ হইতে শ্রদ্ধাত্মা পর্যন্ত সমস্ত পদার্থের সর্বতোভাবে সমর্পণই আত্মনিবেদন বলিয়া কথিত হয় । নিজের জন্ম

চেষ্টাশূন্যতা, নিজ সাধনসাধ্যসমূহের তাঁহাতেই অর্পণ এবং তাঁহার উদ্দেশ্যেই একমাত্র চেষ্টাশীলতা উহার কার্য্য। গোবিক্রেয়ের পর বিক্রীত গরুর জীবিকার জন্ত বিক্রয়কারীর যেরূপ কোন চেষ্টা থাকে না। পরন্তু ক্রেতাই তৎকালে তাহার হিতসাধক হয় এবং উক্ত গরুও তৎকালে ক্রেতারই কার্য্য নির্বাহ করে, আত্মনিবেদন সম্বন্ধে তদ্রূপই জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণদেবীর বাক্যে (ভাঃ ১০।৫২।৩৯ শ্লোকে) এই আত্মনিবেদন উক্ত হইয়াছে—

তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জাম্বা-

মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোহত্র বিভো বিধেহি ।

হে বিভো ! আমি আপনাকে পতিরূপে বরণ এবং আত্মসমর্পণ করিয়াছি, সুতরাং আপনি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন ।

কেহ কেহ দেহার্পণকেই আত্মার্পণ মনে করেন । যথা ভক্তিবিবেকে—

চিন্তাং কুর্য্যন্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতশ্চ যথা পশোঃ ।

তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদশ্চ রক্ষণাৎ ॥

বিক্রয়কারী ব্যক্তি যেমন বিক্রীত পশুর রক্ষণে কোন চিন্তা করে না, তদ্রূপ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে দেহসমর্পণ করিয়া ইহার রক্ষণ ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইবে ।

শ্রীমদালবন্দারু মূনির বাক্যে শুদ্ধ ক্ষেত্রজেরই অর্পণ জানা যায়—

বপুরাদিষু যোহপি কোহপি বা গুণতোহসানি যথাতথাবিধঃ ।

তদয়ং তব পাদপদ্ময়োরহম্ভৌব ময়া সমর্পিতঃ ॥

হে প্রভো ! আমি এই শরীর প্রভৃতিতে যে কোনরূপে এবং দ্বাদশ গুণানুসারে যে কোন প্রকারেই অবস্থিত হই, অতঃ আমার অহংতা আপনার পাদপদ্মে সমর্পণ করিতেছি ।

অম্বরীষ মহারাজের আচরণে কার্য্যের সহিত সমুদয়ই আত্মনিবেদনে উক্ত হইয়াছে,—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্ধ্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে ।

করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনা দিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুতসংকথোদয়ে ॥

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদৃভ্যুগাত্রস্পর্শেহঙ্গমঙ্গমম্ ।

দ্রাগঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমর্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপাদানুসমর্পণে শিরৌ হৃষীকেশপদাভিবন্দনে ।

কামঞ্চ দাস্তে ন তু কামকাম্যা যথোত্তমঃ শ্লোকজ্ঞনাশ্রয়া রতিঃ ॥

(ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

তিনি চিত্তকে কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলে, বাক্য শ্রীহরিগুণানুবর্ণনে, হস্তদ্বয় শ্রীহরির মন্দির মার্জনা দিতে, কর্ণ অচ্যুতবিষয়ক সংকথাশ্রবণে, নেত্রদ্বয় মুকুন্দের লিঙ্গ ও আলয় দর্শনে, অঙ্গসঙ্গম তদীয় ভূত্যাগাত্রস্পর্শে, প্রাণ তৎ-পাদপদ্মপিত তুলসীতে, রসনা তৎপ্রসাদে, পাদদ্বয় শ্রীহরিক্ষেত্রভ্রমণে, মস্তক শ্রীহরিপাদপদ্ম বন্দনে এবং কাম তদীয় দাস্ত্রে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরন্তু আত্মমুখ কামনায় নহে। ইহাতে উত্তম শ্লোকজনাশ্রয়া অর্থাৎ ভগবদ্ভুক্তবিষয়িণী রতি হইয়া থাকে।

এস্থলে সর্বতোভাবে শ্রীহরির প্রতি সমষ্টিভাবে আত্মনিক্ষেপ কৃত হইয়াছে বলিয়া বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি হেতু স্মরণাদিময়ী উপাসনাই আত্মার্পণ।

শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শঙ্খনন্দমুকীর্তনম্।

পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম ॥

আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।

মদ্বক্তৃপূজাত্যাধিকা সর্বভূতেষু মন্যতিঃ ॥

মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদৃগুণেরণম্।

মর্য্যার্পণঞ্চ মনসঃ সর্বকামবিবর্জনম্ ॥

মদর্থৈর্হর্থপরিত্যাগো ভোগস্ত চ সুখস্ত চ।

ইষ্টং দত্তং হৃতং জপ্তং মদর্থং মদ্ব্রতং তপঃ ॥

এবং ধর্ম্মৈর্মুখ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।

ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোহন্যোহর্থোহস্তাবশিষ্যতে।

(ভাঃ ১১।১৯।২০-২৪)

আমার অমৃতময় কথাতে শ্রদ্ধা, নিরন্তর আমার অনুকীর্তন, পূজায় পরিনিষ্ঠা, স্তুতি দ্বারা স্তব, সেবায় আদর, সর্বাঙ্গের সহিত অভিবন্দন, আশীর ভক্তপূজা অধিকরূপে সর্বপ্রাণীতে আমার অবস্থিতি স্মরণ, আমার নিমিত্ত অঙ্গচেষ্টা, বাক্য দ্বারা আমার কীর্তন, আমাতে চিত্তের সমর্পণ, সর্বপ্রকার কামনা বর্জন, আমার নিমিত্ত অর্থত্যাগ, ভোগ ও সুখের ত্যাগ, আমার নিমিত্ত দান, যজ্ঞ, জপ, ব্রত তপস্যা—এই প্রকার ধর্ম্মের দ্বারা আত্মনিবেদনকারীর আমাতে ভক্তি জন্মে তখন আর কোন প্রয়োজন বাকী থাকে না। নিজের স্নান বস্ত্রপরিধানাদি কার্য্য ভগবৎসেবারই যোগ্যতা-

সম্পাদক বলিয়া তাহাতে আত্মার্পণরূপ ভক্তির হানি হয় না। শ্রীবলি মহারাজের এই আত্মার্পণ স্ফুটরূপে দেখা যায়।

এইপ্রকারে বৈধীভক্তির বিষয় বর্ণিত হইল। এক্ষণে রাগানুগার বিষয় উক্ত হইতেছে। বিষয়ীর বিষয় সংসর্গেচ্ছাতিশয়ময়ী স্বাভাবিকী প্রীতিই রাগ নামে কথিত হয়। যেরূপ চক্ষুঃ প্রভৃতির মৌন্দর্য্যাদিবিষয়ে সংসর্গেচ্ছা-তিশয়ময়ী প্রীতি স্বাভাবিক, তদ্রূপ এস্থলে শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের যে প্রেম, তাহাই ‘রাগ’ নামে উক্ত হয়। বিশেষণ ভেদে এই রাগ বহুপ্রকার যথা—আমি যাহাদের প্রিয়, আত্মা, স্মৃত, সখা, গুরু, স্নহৃদ এবং ইষ্টদেব ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে দৃষ্ট হয়। তিনি প্রেয়সীগণের পক্ষে প্রিয়, সনকাদির নিকট আত্মা অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ, শ্রীব্রজেশ্বর প্রভৃতির নিকট স্মৃত, শ্রীদামাদির সখা, শ্রীপ্রহ্মাদির গুরু, কাহারও ভ্রাতা, কাহারও মাতুল, কাহারও বৈবাহিক ইত্যাদি রূপে তিনি তাহাদের পক্ষে বহুপ্রকারে স্নহৃৎ এবং দারুণ প্রভৃতি সেবকগণের ইষ্টদেব। শ্রীমোহিনীরূপী ভগবানের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যেভাব হইয়াছিল; তাহা রাগরূপে অঙ্গীকৃত হয় নাই। যেহেতু ইহা মায়ামোহিত ভাব। এইরূপে তত্তদভিমানরূপ ভাববিশেষ দ্বারা স্বাভাবিক রাগের বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি হইলে তদ্রাগপ্রযুক্তা শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ-পাদসেবন-বন্দনাত্ম-নিবেদন প্রায় ভক্তি ‘রাগাত্মিকা ভক্তি’ সাধ্যস্বরূপা বলিয়া কথিত। সাধন প্রকরণে তাহার প্রবেশ নাই।

যাঁহার পূর্বোক্ত রাগবিশেষে রুচি মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, পরন্তু স্বয়ং রাগবিশেষ উৎপন্ন হয় নাই, তাঁহার হৃদয় রাগের প্রতি সমুল্লসিত হইলে শাস্ত্রাদি হইতে অবগত তাদৃশী রাগাত্মিকা ভক্তির পরিপাটীসমূহে তাঁহার রুচিদ্বারা রাগের অমুগমনলীলা ভক্তিই রাগানুগা। ইহা কেবল রুচিমাত্র হইতে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া কাহারও মতে ইহা অবিহিতা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। বিধির অধীন জীবের ভক্তি সম্ভব নহে ইহা বলা যায় না। শ্রীভাগবতের ২।১।৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিবেধতঃ। নৈগুণ্যস্তা রমন্তে অ গুণানুকথনে হরেঃ। হে রাজন্, প্রায়ই বিধিনিষেধ হইতে নিবৃত্ত নৈগুণ্যস্থিত মুনিগণও শ্রীহরিগুণানুকথনে রত হন। অতএব বিধিমার্গভক্তি বিধিসাপেক্ষা বলিয়া দুর্বল এবং রাগানুগা স্বতন্ত্ররূপে প্রবৃত্তা হয় বলিয়া প্রবলা। অতএব ভক্তি ব্যতীত অন্তত অনভিক্রুচি প্রভৃতিও ইহার জন্মলক্ষণরূপে জ্ঞাতব্য। তৃতীয় স্কন্ধে ৫।১৩ শ্লোকে শ্রীবিদুরের

উক্তি,—‘স। শ্রদ্ধাধানস্ত বিবর্তমানা বিবর্তিমত্ত্ব কৰোতি পুংসঃ। হরেঃ পদানুস্মৃতি নিতৰ্ভূতস্ত সমস্তদুঃখাপ্যয়মান্ত ধত্তে।’ শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির সম্বন্ধে তাহা ক্রমশঃ বুদ্ধিশীলা হইয়া ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন করে। অনন্তর তাহা শ্রীহরিপাদপদ্মস্মরণ হেতু স্বচ্ছচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সত্ত্বর সৰ্ব্ব দুঃখ বিনষ্ট করে।

বিধি নিরপেক্ষতাহেতু পূর্বোক্ত দাস্ত্র সখ্য হইতে এই সম্বন্ধে দাস্ত্র সখ্যের ভেদ জানিতে হইবে; ইহাতে বিধি-উক্তক্রম অস্মৃত হয় নাই, কিন্তু রাগাত্মিক শাস্ত্রগত ক্রমেরই আদর দেখা যায়।

রাগাত্মিকার রুচি (ভাঃ ১১।৮।৩৫)—

সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।

তং বিক্রীয়াত্তনৈবাহং রমেহেনেন যথা রমা ॥

ইনি শরীরিগণের প্রিয়তম সুহৃৎ, স্বামী এবং আত্মস্বরূপ। আমি আত্মদ্বারাই তাঁহাকে বিশেষভাবে ক্রয় করিয়া রমার জায় তাঁহার সহিত রমণ করিব। এস্থলে স্বাভাবিক সৌহৃদ্যাদিধর্ম্য সকলদ্বারা তাঁহারই স্বাভাবিক পতিত্ব স্থাপনপূর্বক অপর ব্যক্তির উপাধিক পতিত্ব অভিপ্রেত হইয়াছে। যেহেতু ছান্দোগ্যে কথিত—‘চক্রমদ্রাহতিব্রতা হইয়া তিনি পতিতে একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন’—বচনানুসারে অতত্ত্ব পতিতে কৃত্রিম আত্মত্বই জ্ঞাতব্য। পরন্তু পরমাত্মার স্বাভাবিক পতিত্ব বর্তমান। যদিও তাঁহাতে স্বাভাবিক পতিত্ব বর্তমান, তথাপি মূল্যস্বরূপ আত্মদ্বারাই তাঁহাকে ক্রয় করিয়া অর্থাৎ অপর কোন কথা যেমন বিবাহরূপ আত্মসমর্পণ দ্বারা কোন পুরুষকে পতিক্রমে গ্রহণ করে, সেইরূপে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সহিত রমার জায় রমণ করিব। সন্তুষ্ট শ্রদ্ধাযুক্তা ও যথালব্ধ বস্তুদ্বারা জীবন-ধারিণী হইয়া রমণস্বরূপ ইহার সহিতই আত্মদ্বারা বিহার করিব। আত্মদ্বারা—মনোদ্বারা। যেহেতু রুচিপ্রধান মার্গে মনের প্রাধাত্য, তদীয় প্রেয়সীরূপে তিনি শ্রদ্ধাযুক্তা হন নাই, তাঁহার প্রায়শঃ মনের দ্বারাই তাদৃশ ভজন হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা প্রতিমাদিতে তাদৃশী প্রেয়সীদিগের ঔর্ধ্বত্য পরিহৃত হইল। পিতৃত্বাদি ভাবসকলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

ভক্তি বলিতে কি বুঝি ?

গুণীভূতা ও প্রধানীভূতা

যাহারা দেবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া গদগদস্বরে স্তোত্রাদি পাঠ করেন, এবং কথা প্রসঙ্গে ভাবকেলি প্রদর্শন করেন, জনসাধারণ তাঁহাদিগকে ভক্ত, ভক্তিমান, ভাবুক প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। ভাবকেলি প্রদর্শনের জন্য অনেকে 'সাধু' সংজ্ঞাও লাভ করেন। এই সকল সংজ্ঞা অনেক স্থলে যে বিদ্রূপচ্ছলে ব্যবহৃত না হয়, তাহাও নহে। বস্তুতঃপক্ষে যাহার ভাগবচ্চরণে ও ভাগবতচরণে ভক্তি আছে, তিনিই ভক্ত, ভক্তিমান বা সাধু-সংজ্ঞায় অবিহিত হইবার যোগ্য পাত্র। ভক্তি ও সেবা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। শুদ্ধভক্ত ভগবানের ও ভগবৎসেবকের সেবা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। ইহজগতে আমরা দেশসেবা, সমাজসেবা, জনসেবা, গোসেবা প্রভৃতি নানাপ্রকারের সেবার কথা শুনিতে পাই। যদি এই সকল সেবার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, ইহাদের ভিতরে সেবকের নিজেন্দ্রিয়-প্ৰীতির বাজা ষোল আনাই রহিয়াছে। যে-সকল কর্ম্মী ভগবানের সেবার চলনা দেখায়, তাহাদের মধ্যেও ঐ বাজাটী রহিয়াছে। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা—এই তিনটির কোনওটির না কোনটির বাজাশূন্য হইয়া একমাত্র শুদ্ধভগবৎ-ভাগবতসেবক ব্যতীত অপর কেহই কোনও প্রকারের সেবা করিতে পারেন না। 'ভক্তি' বা 'সেবা' বলিতে বিঘদ্রুটি বুদ্ধিতে অহৈতুকভাবে ভগবানের ও তদীয় অন্তরঙ্গসেবকের সেবাকেই লক্ষ্য করে; কিন্তু সাধারণের চিন্তাশ্রোতে হৈতুক-ভাবেই হউক, আর যে-ভাবেই হউক, অপরের প্রতি প্রণতি দেখাইলেই তাহা 'ভক্তি' এবং অপরের কোন কার্য্য করিয়া দিলে তাহা 'সেবা' নামে অভিহিত। এই শেষোক্ত ধারণার ভক্তিকে শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—গুণীভূতা ভক্তি ও প্রধানীভূতা ভক্তি।

সকাম

অত্যাভিলাষ, কর্ম্ম বা জ্ঞান যাহার প্রধান অঙ্গ এবং তত্ত্বফলসিদ্ধির নিমিত্ত আনুষ্ঠানিক-ভাবে যে ভক্তির চলনা, তাহাই গুণীভূতা ভক্তি। হিংসাদিমূলক তামসকর্ম্ম, দেহাদিমূলক রাজসকর্ম্ম, মোহাদিমূলক তামস-জ্ঞান, দেহাদিমূলক রাজসজ্ঞান প্রভৃতি এই ভক্তির অন্তর্গত। স্বর্গাদি

বিষয়-ভোগই এই ভক্তির ফল। এই গুণীভূতা ভক্তির অপর নাম সকাম-ভক্তি ; আর্ত ও অর্থার্থিগণকর্তৃক ইহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

আরোপসিদ্ধা

আর, ভক্তি যাহার প্রধান অঙ্গ এবং কর্ম-জ্ঞানাদি যাহার সহায়মাত্র তাহা ‘প্রধানীভূতা’ ভক্তি নামে অভিহিত। ইহার অপর নাম মিশ্রা নিকামা বা সাত্ত্বিকী ভক্তি। এই মিশ্রা ভক্তি আবার দুই প্রকার—কর্ম-মিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা। মুমুকু ব্যক্তিগণকর্তৃক ইহা অনুষ্ঠিত। মুমুকুগণ কর্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া যে সকল সাত্ত্বিক কর্মের অনুষ্ঠান করেন এবং তাহার ফল ভগবানে অর্পণ করেন, তাহা কর্মমিশ্রা ভক্তি। ইহার অপর নাম আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি। কারণ, ইহার অঙ্গীভূত নিকাম কর্মসকল শ্রবণ-কীর্তনাদির দ্বারা স্বয়ং সিদ্ধ নহে এবং ভক্তির কার্য্য যে চিত্তশুদ্ধি তদ্বারা ভক্তিহের আরোপে ভক্তিরূপে সিদ্ধ অর্থাৎ ভক্তি না হইয়াও ভক্তির আভাসের কথঞ্চিং কার্য্য করিয়া কথঞ্চিং ভক্তির আকারে আকারিত হয়।

সঙ্গসিদ্ধা

কর্মমিশ্রা ভক্তির ফল যোগমিশ্রা ভক্তি বা কর্মযোগ ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বা জ্ঞানযোগ। এই কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগের উদ্দেশ্য নিক্রাণ-মোক্ষ বা সাযুজ্যমুক্তি লাভ করা। মুমুকুগণকর্তৃক মোক্ষ বা নিক্রাণ লাভের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত আধ্যাত্মিক সাত্ত্বিক-জ্ঞানের চর্চ্চাই জ্ঞান-মিশ্রা-ভক্তি। ইহার অপর নাম সঙ্গসিদ্ধা-ভক্তি ; কারণ ইহার অঙ্গীভূত আধ্যাত্মিক জ্ঞানসকলও শ্রবণ-কীর্তনাদির দ্বারা স্বয়ংসিদ্ধ নহে এবং উহার শ্রবণাদি ভক্তির সঙ্গে থাকিয়া ভক্তির কার্য্য যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, পরমাত্মসাক্ষাৎকার ও ভগবৎ-সাক্ষাৎকার—এই তিনটির অগ্রতম যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, তদ্বারা আংশিক ভক্তির আকারে আকারিত হয়।

শুদ্ধা ভক্তি

নিগুণা স্বরূপসিদ্ধা শুদ্ধা ভক্তি এই আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্না ও স্বতন্ত্র। ইনি কখনও কর্ম-জ্ঞানাদির অধীনা নহেন ; ইনি সম্পূর্ণ স্বাধীনা। ইনি স্বাধীনভাবে থাকিয়া স্বীয় আভাস-দ্বারাই কর্মের ফল যে চিত্তশুদ্ধি এবং জ্ঞানের ফল যে মুক্তি তদুভয় প্রদান

অনন্তর স্বয়ং ভগবৎসাক্ষাৎকার ও ভগবৎপ্রেম প্রদান করিয়া থাকেন। এই শুদ্ধাভক্তির অধিকারীর সেবা করিবার জন্তু কর্মের ফল ধর্মার্থকাম ও জ্ঞানের ফল মুক্তি মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে।

ভক্তিস্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি শ্রাং
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ।

মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেহস্মান্
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥ (কৃষ্ণকর্ণামৃত)

উপরি যাহা আলোচিত হইল, তাহা হইতে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, গুণীভূতা ও প্রধানীভূতা ভক্তির বিচার কখনই শুদ্ধভক্তের হৃদয়ে স্থান পায় না। ‘ভক্তি’ শব্দ শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্রই তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয় শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের বাণী—

“অত্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকস্মাচ্চনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥”

ভোগবাসনোথ অত্যাভিলাষ ও কর্মকাণ্ড এবং ত্যাগবাসনোথ জ্ঞান-কাণ্ডের স্পর্শ হইতে সম্পূর্ণভাবে অনাবৃত বা নিরুক্ত হইয়া সর্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ স্বীয় অত্যাশ্চর্য্য-লীলাদ্বারা আকর্ষণকারী, পরমপ্রেমাস্পদ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অস্বয়সেবানুকূল অনুশীলনই ভক্তি। এতৎ-সম্বন্ধে শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলিতেছেন,—

“সর্বোপাধিবিনিরুক্তং তৎপরস্বেন্ নিশ্চলম্।
হৃষীকেশ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥”

সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম ভক্তি। এই স্বরূপলক্ষণময়ী ভক্তির দুইটি তটস্থ লক্ষণ আছে—(১) এই শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্তা থাকিবে, (২) কেবল কৃষ্ণপরা হইয়া স্বয়ং নিশ্চলা থাকিবে।

শুদ্ধভক্তের আনুগত্যময় সঙ্গ হইলে আর যাহাকে তাহাকে ‘ভক্তিমান্’ মনে করিয়া অসংসঙ্গ করিবার স্পৃহা হইবে না। তখন বুঝা যাইবে, কেন মহাপ্রভু কর্মকাণ্ডীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কর্ম্মার্পণ, আসক্তিশূন্য কর্ম্ম, জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি প্রভৃতিকে ‘বাহু’ বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। এই উপেক্ষণীয় আবরণ-সমূহ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধ ভক্তির রাজ্যে প্রবেশের অধিকার হইলে প্রকৃত ভক্ত বা ভক্তিমান-সজ্জার সার্থকতা হয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈদান্ত হরিজন মহারাজ

ভক্তপ্রবর মহারাজ পরীক্ষিৎ

পাণ্ডবংশধর ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীপরীক্ষিৎ অর্জুনাত্মজ অভিমহ্যুর পুত্র । বিরাট-রাজতুহিতা উত্তরা তাঁহার জননী । তিনি ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্শদ । জগন্মঙ্গলের জঘাই তাঁহার একগতে শুভাগমন । মাদৃশ বদ্ধজীবের একমাত্র বান্ধব ও উদ্ধারকর্তা গ্রহচক্রেবর্তী ভগবদভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবতের সন্ধান তাঁহার কৃপাতেই বিশ্ববাসী পাইয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগবতের জায় অমূল্য ও অতুলনীয় গ্রন্থ জগতে আর দ্বিতীয় নাই । শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের সার, বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য, নিগমকল্পতরুর গলিত ফল । শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণের শাব্দিক অবতার—কৃষ্ণবিগ্রহ ।

দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বখামা দুর্যোধনের অধিকতর প্রিয় হইবার কল্পনায় নিদ্রিত দ্রোপদীপুত্রগণকে হত্যা করিয়া তাহাদের ছিন্ন মস্তক দুর্যোধনকে উপহার প্রদান করে । তাহাতে মহাভাগবত শ্রীদ্রোপদী বিহ্বল হইবার লীলাভিনয় করিলে অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি পুত্রহন্তা অশ্বখামার মস্তক নিশ্চয়ই দ্রোপদীকে আনিয়া দিবেন । তদনুসারে শ্রীঅর্জুন অশ্বখামাকে পরাজিত করিয়া বন্ধনপূর্বক লইয়া আসেন । কিন্তু গুরুপুত্র ও ব্রহ্মবন্ধুকে (ব্রাহ্মণাধম) সম্পূর্ণরূপে প্রাণে বিনাশ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে অর্জুন খড়্গদ্বারা অশ্বখামার মস্তকস্থ মণি ছেদনপূর্বক তাহাকে বহিস্কৃত করিয়া দেন । তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বখামা ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্ত অর্জুন-পুত্র অভিমহ্যুর পত্নী উত্তরার গর্ভে যে কলিশাসক পরীক্ষিৎ মহারাজ অবস্থিত ছিলেন, সেই পরীক্ষিৎ মহারাজকে গর্ভাবস্থাতেই বিনষ্ট করিবার কল্পনায় ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে । কিন্তু ভক্তবংশল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিবলে উত্তরার গর্ভস্থ শ্রীপরীক্ষিৎকে কৃপাপূর্বক রক্ষা করিলেন । শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের মৃত্যু নাই । তিনি বিষ্ণুদ্বারা নিত্য রক্ষিত বৈষ্ণব । তিনি বিষ্ণুকর্তৃক রক্ষিত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার একনাম 'শ্রীবিষ্ণুরাত' । তাঁহার গুরু শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুর নাম 'শ্রীব্রহ্মরাত' । শ্রীশুকদেব ব্রহ্মের—বৃহতের কীর্তন করিতে করিতে সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিতেন—ব্রহ্ম তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ব্রহ্মরাত । শ্রীশুকদেব—গুরু, আর পরীক্ষিৎ—শিষ্য । এই গুরু শিষ্যের সম্মিলনেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাকট্য ।

ব্রহ্মাঙ্গ উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিলে সেই সময় মাতৃগর্ভস্থ ভক্তবীর পরিক্ষীণ ব্রহ্মাত্মানে আক্রান্ত হইয়া একটি শ্যামবর্ণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে ব্রহ্মতেজঃ প্রশমিত করিতেই দেখিতে পান এবং ‘ইনি কে?’ এইরূপ চিন্তা করেন। শ্রীহরি গর্ভস্থ শ্রীপরীক্ষিণকে দর্শন দিয়া অন্তর্হিত হইলে শ্রীপরীক্ষিণ ভূমিষ্ঠ হন। এই বালক মাতৃগর্ভে পরমপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অনুধ্যান করিতে করিতে সংসারে যত লোক আছে, সকলকেই “ইনি কি সেই পুরুষ?” এইরূপে পরীক্ষা করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম ‘পরীক্ষিণ’। শ্রীমদ্ভাগবতে বলেন,—

স এষ লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যৎ প্রভুঃ ।

গর্ভে দৃষ্টমনুধ্যায়ন্ পরিক্ষীতে নরেন্দ্রিহ ॥

শ্রীপরীক্ষিণ মহারাজের সর্বত্র ভগবদ্-দর্শন। তিনি দর্শনমাত্রেই প্রত্যেক বস্তুকে শ্রবণের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া লইতেন—“ইনিই কি সেই আমার আরাধ্য বিষ্ণু?” প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি পরীক্ষা করিতেন—প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার বিষ্ণুসেবা হইতেছে কি না ভক্তের এইরূপ চিন্তাশ্রোত।

পরীক্ষিণ মহারাজ শুভক্ৰমে বিধে আবির্ভূত হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রফুল্ল-চিন্তা ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ গাভী, হস্তি, ঘোটকাদি দান করেন। তখন ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলেন যে,—সর্ববিধগুণে এই বালক সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন। এই বালক সাক্ষাৎ মহাপুত্র ইক্ষ্বাকুর ত্রায় প্রজা-বক্ষক, দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের ত্রায় ব্রাহ্মণহিতকারী এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ হইবেন। এই শিশু পণ্ডরাজ সিংহের ত্রায় বিক্রমশালী, হিমালয়ের ত্রায় নাধুগণের অনন্তগতি, পৃথিবীর ত্রায় ক্ষমাশীল এবং মাতাপিতার ত্রায় স্নেহ-বশতঃ সহানুভূতিশীল হইবেন। ইনি সংপথে ধাবমান লোক-সমূহের শাসনকর্তা, পৃথিবী ও ধর্ম্ম-রক্ষার জন্ত কলিদণ্ডপ্রদাতা হইবেন। তাঁহারা আরও বলিলেন যে,—শব্দীকমুনির পুত্র শব্দী-প্রেরিত তক্ষকনাগ হইতে নিজ বিনাশ ঘটবে জানিয়া বিরক্ত হইয়া এই বালক শ্রীহরির অভয় পাদপদ্ম ভজন করিবেন।

পৃথিবীতে কলির প্রবেশ লক্ষ্য করিয়া পরীক্ষিণ-হস্তে রাজ্যভার অর্পণ-পূর্ব্বক শ্রীযুধিষ্ঠির স্বগণসহ স্বধামে গমন করেন। শ্রীপরীক্ষিণ মহারাজ কলিকে নিগ্রহ করিয়া দ্যুতক্রীয়া, মদ্যাদি আসব-পান, অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ বা

স্বীকৃতি, প্রাণিবধ এবং স্বৰ্গ—এই পাঁচটির মধ্যে কলির বাসস্থান নির্দেশ করেন।

একদিন মহারাজ পরীক্ষিৎ যুগয়ায় গমন করিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ভুকাৰ্ত্ত হইয়া ব্রাহ্মণ শমীক-মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন, কিন্তু সমাধিস্থ মুনির নিকট হইতে কোনও অত্যাচার নানা পাইয়া ধনুর অগ্রভাগ-দ্বারা একটি মৃত সর্পকে মুনির গলদেশে প্রদানপূর্বক ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন। মুনিপুত্র শৃঙ্গী পিতার ঐপ্রকার অবমাননার কথা জানিতে পারিয়া পরীক্ষিৎকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, রাজাকে ঐদিন হইতে সপ্তম দিবসে তক্ষক দংশন করিবে।

এদিকে মহারাজ পরীক্ষিৎ রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া মুনির অবমাননার জ্ঞাত অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং অবিলম্বে ঐরূপ কার্যের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত—এইরূপ আৰ্ত্ত কাতর প্রার্থনা করিতে থাকেন। এমন সময়ে শমীকমুনির জনৈক শিষ্য তথায় আগমন করিয়া পরীক্ষিৎকে মুনিপুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপের কথা জানাইলে মহারাজ বিষম হইবার পরিবর্তে নিজের বিষয়াসক্তি পরিত্যাগের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া আন্তরিক সন্তুষ্ট হন। মহারাজ পূর্বেই এই পৃথিবী ও স্বর্গাদি-লোকের নশ্বরতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন ; এখন এই জগৎ পরিত্যাগের সাতদিন মাত্র বাকী আছে জানিয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প করিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনের জ্ঞাত কৃতসঙ্কল্প হইয়া সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহারাজের এইরূপ অলৌকিক বিচার শ্রবণ করিয়া নানাদেশ হইতে শিষ্য মহানুভব মুনিঋষিগণ সেই প্রায়োপবেশনক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অত্রি, বশিষ্ঠ, চাবন, শরদ্বানু, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উত্থা, জ্বাহ্ন, দেবল, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিঙ্গলাদ, মৈত্রেয়, অগস্ত্য, শ্রীকৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস, শ্রীনারদ এবং অত্যাগত দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি মহামহিমগণ তথায় স্তুতাগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সমবেত দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিগণকে প্রণাম করিয়া কৃতাজলিপুটে বলিলেন,—সকল অবস্থার, বিশেষতঃ মুমূর্ষু অবস্থায় মানবের কর্তব্য কি, তাহা আপনারা আমাকে বলুন। রাজার ঐ প্রশ্নের উত্তরে মুনি-ঋষিগণের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার মতভেদ করিয়া কেহ বা যাগ, কেহ বা

যোগ, কেহ বা তপস্যা, রত প্রভৃতি নানারূপ ব্যবস্থা প্রদান করিতে লাগিলেন। এমন সময় পরমহংসকুলচূড়ামণি ষোড়শ-বর্ষীয়, দিব্যকাস্তি, দিগম্বর, শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু হরিরসমদিরাপানে মত্ত হইয়া কৃপাপূর্বক সেইস্থানে শুভাগমন করিলেন। তাঁহার শুভাগমনকে সকলে সসন্মানে সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং মুনিঋষিগণের পরস্পর বিবাদ শাস্ত্রসমূহের আপাত বিরোধ—সকলই প্রশমিত হইল। তখন পরীক্ষিৎ মহারাজ সেবোন্মুখ হইয়া প্রণিপাতের সহিত শ্রীশুকদেবকে মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীশুকদেব ‘শ্রীহরির ভুবনমঙ্গল অমৃতময়ী কথা নিরন্তর শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণই জীবের একমাত্র নিত্য কৃত্য’—এই কথা বলিয়া অনর্গল হরিকথা কীর্তন করিতে লাগিলেন।

গঙ্গাতটস্থ শুকরতলই পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রায়োপবেশনক্ষেত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধিবেশনের স্থান—সরস্বতী নদীর পশ্চিমতটস্থ শম্বাপ্রাস-নামক স্থানের বদরীবৃক্ষ-সুশোভিত ব্যাসস্থান। সেখানে বক্তা শ্রীব্যাসদেব ও শ্রোতা—শ্রীশুকদেব। আর শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় অধিবেশন-স্থানও—শুকরতল। সেখানে বক্তা—শুকদেব এবং শ্রোতা—শ্রীপরীক্ষিৎ। তৃতীয় অধিবেশনের স্থান—গোমতীতটস্থিত নৈমিষারণ্য। সেখানে বক্তা শ্রীশ্রুত গোস্বামী আর শ্রোতা শ্রীশনকাদি ঋষিগণ।

ভগবচ্চরণে সম্পূর্ণ শরণাগত শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ দ্বিজশাপের কোন-প্রকার প্রতীকার না করিয়া উহাকে ভগবদনুকম্পা বলিয়া বরণ করিলেন এবং তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া ঐরূপ বিপৎপাত যে গৃহব্রতগণের মঙ্গলের কারণ, ইহা জানাইয়া সমাগত মুনিগণকে সর্বক্ষণ হরিকথা কীর্তনের প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন,—‘হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এবং গঙ্গাদেবী সম্প্রতি আমাকে ভগবদর্পিত-চিন্ত ও শরণাগত বলিয়া জানুন। এখন ব্রাহ্মণবটু-প্রেরিত তক্ষকই হউক বা কুহকই হউক, আমাকে যথেষ্ট দংশন করুক; আপনারা কেবল হরিকথা কীর্তন করুন। আর যদি কখনও জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন আমার জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণে রতি এবং কৃষ্ণসঙ্গী মহাভাব সাধুগণের সঙ্গ ও সর্বজীবে মৈত্রী হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা।’

অনন্তর মহারাজ পরীক্ষিৎ এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া নিজ পুত্র জন্মেজয়ের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক ভাগীরথীর দক্ষিণকূলে প্রাচীনমূল কুশলসকল

পাতিয়া তাহার উপর উত্তরমুখী হইয়া উপবেশন করতঃ নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রবণে সিদ্ধি লাভ করিলেন। শ্রবণের এমনই প্রভাব যে, তাহা আপনাকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাইবে। এইখানে শ্রীস্বতগোস্বামী প্রভু শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখে স্মৃষ্ট শ্রবণ করিয়া পুনরায় তদনুকীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজও শ্রবণ করিতে করিতে পরিপ্রশ্নমুখে শ্রবণীয় বিষয়ের পুনরাবৃত্তি বা অনুকীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন। একমাত্র শ্রবণ-হলেই শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণের ক্লৃতাভাব তদতিরিক্ত গোপীগণের অধিক্লৃতাভাব এবং গোপীশিরোমণি শ্রীবার্ধভানবীর মহাভাবময়ী বিপ্রলম্বসেবায় বাস্তব উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রবণ কিংবা শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভু কীৰ্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্ভাবে স্মরণ-প্রযত্ন দেখান নাই। কারণ স্মরণ শ্রবণ-কীৰ্ত্তনেরই অধীন ও তদন্তর্গত। শ্রীশুক-পরীক্ষিতের আদর্শে তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রবণ ও কীৰ্ত্তনের ধ্বনি লইয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভ ও উপসংহার।

শ্রবণফলেই সিদ্ধি, শ্রবণফলেই প্রয়োজন অর্থাৎ হরিদর্শন লাভ হয়। আগে শ্রবণ, তারপর দর্শন। শ্রবণহীন বা শ্রবণবিমুখ দর্শনে গাছ, পাথর, মাটি, বাড়ী বা প্রাকৃত ভোগ্যসামগ্রী দর্শন হয়। কিন্তু শ্রবণ-প্রভাবেই দর্শন সম্ভব। তাহাই প্রাকৃত দর্শন। সেইজন্ত সাধুশাস্ত্র কাণ দিয়াই দর্শনাদি করিতে বলেন। যাহারা বুদ্ধিমান, তাহারা সাধুগুরুর শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করিতে করিতে জগদীশ ও জগদীশের সেবোপকরণ জগৎ কর্ণদ্বারা দর্শন করেন। কর্ণপথ বা শ্রোতপথ ছাড়িয়া যেখানে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়পথে সতত দর্শন চেষ্টা, সেখানেই সংসার, সেখানেই বন্ধন। শরণাগত শিশুই সেবোন্মুখ শ্রোতমূলে দর্শন করিয়া থাকেন। শ্রবণপথেই তিনি ভগবানের সাক্ষাৎকার পান। শ্রবণফলেই প্রকৃত পারায়ণ হয়। পারের—কেবল মাত্র ভবপারের নহে, আনুষঙ্গিকভাবে ভবপার হইবার পরে চেতনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য যে পার (শ্রীকৃষ্ণচরণকল্লবৃক্ষ), তাহার অয়ন অর্থাৎ পথ—আশ্রয় গতি লাভ হয়। অর্থাৎ শ্রবণ-পারায়ণফলে শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ রূপশিক্ষার কৃষ্ণচরণকল্লবৃক্ষে আরোহণ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

প্রায়োপবেশন কথাটির অর্থ—শ্রীগুরুবর্গ এইরূপ করিয়াছেন,—‘প্রায়োপ-বেশন—প্র-অয়্, ই-ভাবে অন্—‘প্রায়’, প্র—প্রকৃষ্ট-রূপে অয়্—গতি—

সেবাগতি—প্রগতি, ‘ই’—গতি ; ‘প্রায়’-শব্দের অর্থ উপবাসও হয়। সেবা-প্রগতির জন্য উপবেশন—অহৈতুকী অপ্রতিহতা আত্মসম্প্রসাদিনী প্রগতি বা অধোক্ষজ হরিকথা-শ্রবণ-ভক্তি-মন্দাকিনীর নবনব বর্দ্ধমান প্রবাহ সমীপে বাস।

বদ্ধজীব নিরাশ্রয়, তাই সে সর্বদা আশ্রয়ের ভিখারী। ভগবানই তাহার একমাত্র আশ্রয়, সে ইহা জানে না বলিয়া তাহার আজ এই দুরাবস্থা। ভগবানের নিজজন শ্রীগুরুদেবই তাহাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন, নতুবা তাহার ভোগকামিনী ইঞ্জিয়বৃত্তিগুলি কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না। গুরুশিষ্যপরম্পরায় অবতীর্ণ শব্দাবতারে পথে আত্ম-সমর্পণই জীবের রক্ষা হইবার একমাত্র উপায়। ইহাই সনাতন ধর্ম বা শ্রোতপথ। স্মৃতরাং মহাভাগবত মুখবিগলিত হরিকথা-শ্রবণে জীবনের অবশিষ্ট মুহূর্ত্তগুলি যাপনই মানব-জীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা—ইহাই শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদে আমাদের পরম শিক্ষণীয় বিষয়।

—শ্রীরসিকরঞ্জন দাসাধিকারী

শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয় করিলেই কি ধার্মিক হওয়া যায়?

কামিনীনগরে হিরণ্যাক্ষদত্ত নামে একজন ব্যবসায়ীর নিবাস ছিল। ধর্মভীরু বলিয়া সেই অঞ্চলে তাঁহার বেশ প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি উপদেশ পাইয়াছেন যে,—“গুরুই কর্ণধার। গুরুসেবা ভিন্ন জীবের আর অল্প গতি নাই। গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিলেই ধার্মিক হওয়া যায়।” কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একরূপ উপদেশ পাইয়াছেন যে, বাঁহারা বংশানুক্রমে গুরুগিরি করিয়া আসিতেছেন, গুরুগিরি একচেটিয়া কারবার তাঁহাদেরই। আর কাহারও এই কারবারে প্রবেশ অধিকার নাই। এই কারবারকারিগণ লোক ভাল হউক মন্দ হউক, কেহ যেন তাহার বিচার না করে; বিচার করিলেই নরক। এই সকল শুনিয়া হিরণ্যাক্ষবাবু তাহার গুরুর (?) এক রক্ষিতা ও অর্থাদি-প্রদানদ্বারা সেবা করিতেন।

একদিন ঘটনাক্রমে হিরণ্যাক্ষের পাঁচ বৎসর বয়সের পুত্র একটা দধি-ভাণ্ডে দধি আছে মনে করিয়া খানিকটা চূণ মুখে দিল। তাহাতে সে ঠোঁট, জীব ও সমুদয় মুখ হাজাইয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছিল। হিরণ্যাক্ষ

সংবাদ পাইয়া সকলকার্য্য ফেলিয়া আসিয়া দেখেন—সর্বনাশ ! বহুব্যক্তি ছেলেটির শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল—কেহ তৈল দিয়া মুখ ধোয়াইতেছিল, কেহ বস্ত্র ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছিল। ভাগ্যক্রমে তাঁহার গুরুদেবও সেই সময় তাঁহার গৃহে উপস্থিত। তিনিও দুই একটি উপদেশ দিয়া একপ্রান্তে একখানা কেদারায় বসিয়া রহিলেন। বহুলোকের সমাগমে নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনাও চলিতেছিল। তন্মধ্যে একটি বাচাল ছেলেও ছিল। সে হিরণ্যাক্ষের গুরুদেবের নিকট যাইয়া জোড়হস্তে জিজ্ঞাসা করিল,—“প্রভো অমুমতি করেন ত’ একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা, এই ছুধের বালক না জানিয়া দইয়ের ভাড়ে দই আছে মনে করিয়া চুণ মুখে দিয়াছে বলিয়াই ও’র এত সাজা কেন ?” গুরুদেব (?) তখন গম্ভীরভাবে হঁকা টানিতেছিলেন। তিনি স্নিগ্ধভাবে উত্তর করিলেন,—“তুমি বুদ্ধিমান্ ছেলে হইয়া ইহা বুঝিতে পারিতেছ না ? দ্রব্যের ফল কি না ফলিয়া পারে ? ছোট ছেলে সাপ না চিনিলেও সাপে কামড়াইলে সাপের বিষ হইতে কি তাহার নিস্তার আছে ?” ঐ ছেলেটা আবার প্রশ্ন করিল,—“আচ্ছা প্রভো, আর একটী কথা—ভাল-লোক মনে করিয়া যদি আমরা চোরের সহিত কিছুকাল ঘুরি, তাহা হইলে কি ফল হইবে ?” গুরুদেব হঁকা হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন,—“চোর হবে।” “আচ্ছা প্রভো, আর একটী কথা, যদি কেউ মাতালের সঙ্গে মেশে সেও কি মাতাল হবে ?” গুরুদেব এবার একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন,—“তুমি এসব বাজে কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ? একথা কে না জানে যে, লোকে মাতালের সঙ্গে থাকিলে মাতাল হয় ?” সে ছেলেটা যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—“প্রভো, আমরা ত’ আপনাদের নিকট অবোধ শিশু! অপরাধ ক্ষমা করিবেন, আপনি চটিলে আমাদের সর্বনাশ হইবে ? যদি অসন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে আমার শেষ প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করি।” গুরুদেব ভাবিলেন, যদি আর একটী প্রশ্নের জবাব দিয়াই আর একটী শিষ্য পাওয়া যায় তাতে মন্দ কি ? তাই তিনি এবার নম্রভাবে বলিলেন,—“না হে, তোমাদের কথায় কি আমরা রাগ করিতে পারি ? তোমরা আমাদের পুত্রতুল্য, তবে সময় সময় যে একটু মেজাজ দেখাই, তাহা তোমাদের মঙ্গলের জন্তেই। বল, তোমার শেষ প্রশ্নটী কি ?” গুরুদেবের ঐ লোকটির সহিত আলাপ শুনিতে পাইয়া হিরণ্যাক্ষ আসিয়া যোড়হস্তে গুরুদেবের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন ; মনটা যদিও পুত্রের দিকে, তথাপি তাহাকে দেখিবার লোক আছে বলিয়া সে

দিকে তাকাইতেছিলেন না। এবার সুযোগ বুঝিয়া ঠোটকাটা লোকটা হিরণ্যাক্ষকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল,—“আচ্ছা প্রভো, যদি কেহ আপনার ছায় রক্ষিতা-রাখা গুরুর চেলা। “গুরু দেখিল, ছেলেটা শিষ্য হইবার নহে, কেবল তাঁহাকে অপদস্থ করিবার মন্তলব, তাই উহার কথা শেষ হইতে না হইতেই তিনি চটে চাইলেন, আর ক্রোধকম্পিত-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—“বেটা অকাল কুশ্মাণ্ড, দাস্তিক, নাস্তিক! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! হায়, হায় সংসারটা হ’ল কি? লঘু গুরু-বিচার নাই। যেখানে অপমান সেখানে এক মুহূর্ত্তও আর থাকে না। ওহে হিরণ্য, তোমার লোক লইয়া তুমি থাক। আমি চললাম।” হিরণ্যের এক বিপদের উপর আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। পুত্রের চিন্তাই তাহার মন বিশেষ খারাপ ছিল, তাহার উপরে আবার গুরুদেব রুষ্ট! ঐ ঠোটকাটা লোকটা এই ফাঁকে গা ঢাকা দিয়াছে। হিরণ্য তখন সাষ্টাঙ্গে গুরুদেবের পায়ে পড়িয়া কাদিতে কাদিতে বলিতে লাগিলেন,—“প্রভো, অপরাধ ক্ষমা করুন। ও লোকটা আমার আত্মীয় নয়, তথাপি যখন আমার বাড়ীতে আপনাকে বলিয়াছে, তখন অপরাধ আমারই। কিসে এই অপরাধ মোচন হইবে তাহা বলুন। আমি আপনার সেই আদেশ প্রতিপালনে যত্নপর হইব।” গুরুদেব দেখিলেন,—অপদস্থ হওয়ার পর, এবার পুরস্কার লাভের সময় আসিয়াছে। তাই মনে মনে একটু হাঁসিলেও গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—“যদি তোমার ঐ বাড়ীটা, যেটা ভাড়া দিচ্ছ, তাহা তোমার ছোটমার নামে লিখে দাও, তা’ হ’লে আমি তোমাকে ক্ষমা ক’রব, নতুবা তোমার অবস্থা কি হ’বে বুঝতেই পার।” এই কথা শুনিয়া হিরণ্যাক্ষ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল এবং চীৎকার করিয়া উঠিল—“ঠোটকাটা লোকটা আমার কি সর্বনাশ করিল!” উহার পরে কি হইয়াছে, সে ঘটনা আমরা জানি না। জানিবার আবশ্যকও বোধ করি না। তবে এই কথা জানি যে, ‘ছোট মা’ বলিতে গুরুদেব (৭) তাঁহার রক্ষিতার কথাই বলিয়াছেন।

বাস্তব-সত্যের প্রচার যখন লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, তখন দেশে কি-প্রকার চিন্তাশ্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, উপরিউক্ত চিত্রটি তাহারই নিদর্শন। এই-প্রকার ঘটনা যদিও গৌড়ীয়মঠের প্রচারের ফলে বর্তমানে বেশী দেখা যায় না, তথাপি কোথাও কোথাও যে একেবারে না আছে তাহা মনে হয় না।

“স্বয়ং অসিদ্ধ কথং অপরানু সাধয়েৎ”

এই কথাটী স্মরণ থাকিলে বোধ হয় লোকে সাধারণ নৈতিক জ্ঞান পর্য্যন্ত বর্জিত সংসারাসক্ত অর্থ-গৃহু ব্যক্তিকে কখনও ভবপারাবারের কাণ্ডারিরূপে বরণ করিতে পারে না। অবশ্য হিরণ্যের প্রতি অক্ষি বা ভোগরত থাকিলে পরতন্ত্রের সন্ধানের সম্বন্ধে আমাদের সন্দেশ্য বিষয় হয় না তখন ‘হাতের জল শুদ্ধ’ করিবার বিচারে অন্ধভাবে কাণে ‘ফু’ লইবার যে প্রযত্ন, তাহাতে বৈকুণ্ঠরাজ্যে যাইবার পথ কণ্টকাকীর্ণই হইয়া থাকে। বর্তমান যুগকে উন্নতির যুগ, শিক্ষালাভের যুগ বলিয়া অনেকে মনে করেন। বাস্তব-শিক্ষাপ্রদান করিয়া পরমার্থপথে যিনি আমাদের লইয়া যাইতে পারেন, সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর আচার ও প্রচারপরায়ণ জনগণের চরণাশ্রয়ই কর্তব্য। ঐ ঠোটকাটা লোকটির অন্তরে যে সত্ত্বদেহ ছিল, তাহা বিচার করা কর্তব্য। তাহা হইলে জানা যাইবে, সে সর্বনাশ করে নাই, সর্বনাশ হইতে উদ্ধারের জন্ত চেষ্টা করিয়াছিল।

—শ্রীউচিতরাম দেবশর্মা

সংসারে আসক্তির পরিণাম

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

জগতের পিতা কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।

পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ ॥

—(চৈঃ ভাঃ, মধ্য ১।২০২)

অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে চেতন জীব জগৎ ও অচেতন জড়জগৎ উদ্ভূত হয় বলিয়া কৃষ্ণই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র জনক। কৃতজ্ঞ পুত্রের ঘেরূপ পিতার আনুগত্য ও পূজনই ধর্ম বা কর্তব্য-কর্ম, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবের, বিশেষতঃ মানবের কৃষ্ণপাদপদ্মকেই সর্ববিশ্বের মূল-জনক অর্থাৎ আকর-চেতন জানিয়া তাহাকে নিত্যকাল আনুগত্যের সহিত ভজন করা কর্তব্য। যে সকল অকৃতজ্ঞ পুত্র-স্থানীয় জীব সেই কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি-রহিত, তাহারা জন্ম-জন্ম আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপ-যাতনা ভোগ করে। এই পিতৃদ্রোহী পাতকী জীব আপন পিতা কৃষ্ণের ভজন অর্থাৎ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির কার্য না করিয়া এই সংসারে কেবল আহার-নিদ্রা-ভয়-

মৈথুনাদি ক্ষণিক নিজ-নিজ ইন্দ্রিয়-স্বথকর কার্যে নিযুক্ত থাকিলে পরিণামে কিরূপ অবস্থা লাভ করে, তদ্বিষয় ভগবান্ কপিলদেব (শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ৩০শ অধ্যায়) জননী দেবহুতিকে এইরূপ জানাইয়াছেন,—

“মমুষ্য স্বথের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যে যে প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জন করে, শক্তিমান কাল সে সমুদয়ই বিনষ্ট করিয়া থাকে। দুর্ন্যতি জীব মোহবশতঃ কলত্রাদি-সমবিত অনিত্য দেহগেহ-ক্ষেত্র-বিস্তকে নিত্য বলিয়া মনে করে ; সুতরাং ঐসকল বস্তু নষ্ট হইলে, উহারা শোকে নিমগ্ন হয়। জন্তুসকল এই সংসারে যে যে যোনি পরিভ্রমণ করে, সেই সেই যোনিতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং কিছুতেই বিরক্ত হইতে পারে না। দৈবী মায়া-বিমোহিত পুরুষ নরকযোনি লাভ করিয়াও নরক-যোনি লাভ করিয়াও নরক-যোগ্য আহারাদিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া নারকী শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। ঐ ব্যক্তি দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পুত্র, ধন, বন্ধু প্রভৃতিতে নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। কুটুম্বদিগের পোষণবিস্তার-দুরাশায় সেই মুঢ় ব্যক্তির আপাদ-মস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে, সুতরাং সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।

ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি কাপট্য-ধর্মবহুল স্বথ-দুঃখ-প্রধান গৃহে নিরলস হইয়া কলভাষ শিশুগণের আধ-আধ আলাপে ও অসতী স্ত্রীগণের নির্জনবিরচিত সন্তোগাদি রূপ মায়ার দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত অভিভূত হইয়া থাকে, আর নিরন্তর দুঃখপ্রতিকারের যত্ন-করতঃ উহাকেই স্বথ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তি যাহাদিগের পোষণে অধোগতি হয়, গুরুতর হিংসার দ্বারা নানাস্থান হইতে অর্থোপার্জন-পূর্বক সেই পরিবারবর্গকেই পোষণ করিয়া থাকে এবং স্বয়ং তাহাদিগের ভোজনবিশেষে যাহা পায়, তাহাই আহার করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে। এইরূপে যখন সে জীবিকা-রহিত হইয়া পড়ে, তখন সে অন্য জীবিকা অবলম্বনের জন্ত বারংবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলে লোভে অভিভূত হইয়া পরের ধনে স্পৃহা করে। মুঢ়বুদ্ধি হতভাগ্য পুরুষ বারংবার যত্ন করিয়াও যখন কুটুম্ব-ভরণে অশক্ত হয়, তখন হতশ্রী ও দুঃখিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে।

এইরূপে যখন সেই গৃহব্রত ব্যক্তি তাহার স্ত্রী-পুত্রাদির-ভরণ-পোষণে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন নির্দয় কৃষকেরা বৃদ্ধ বলীবর্দকে যেইরূপ অযত্ন করে, সেইরূপ তাহার পুত্র-কলত্রাদি ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে আর পূর্বের স্নান আদর

করে না ; কিন্তু তাহাতেও তাহার সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয় না ; জরাগ্রস্ত, বিক্রপাকৃতি ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া সেই গৃহব্রত ব্যক্তি সেই গৃহেই বাস করে এবং পূর্বে যে পুত্র-কলত্রাদিকে স্বয়ং প্রতিপালন করিয়াছিল, তাহারা অবজ্ঞা করিয়া তাহাকে যৎসামান্য যা কিছু খাণ্ডদ্রব্য প্রদান করে, সেই ব্যক্তি গৃহপালিত কুকুরের জায় তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে । তখন সে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে ; সুতরাং তাহার জঠরাগ্নির আর তাদৃশ বল থাকে না, তাহার আহারও অল্প হইয়া আসে ; সে পরিশ্রমে অশক্ত হইয়া গৃহেই অবস্থান করিতে থাকে । তখন দেহস্থ বায়ুর উর্দ্ধগতি-নিবন্ধন বায়ুর গমনা-গমন—মার্গরূপ নাড়ীসমূহ কফদ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায় ; সুতরাং বায়ুর টানে তাহার চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে ; তাহাতে কাশ কিম্বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় তাহার অত্যন্ত কষ্ট এবং কণ্ঠদেশে ‘ঘুর-ঘুর’ শব্দ হইতে থাকে ।

ক্রমে ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করে । তখন আত্মীয়-বন্ধু বান্ধবেরা তাহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া শোক করিতে আরম্ভ করে এবং বারংবার তাহাকে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকে । কিন্তু সে কাল-পাশের বশবর্তী হইয়া ঐ বন্ধুগণের কোন প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিতে পারে না । কুটুম্বভরণে ব্যাপ্তচিত্ত, অজিতেন্দ্রিয়, গৃহব্রত ব্যক্তি একরূপ অবস্থাতেও ক্রন্দনরত আত্মীয়-স্বজনের অতিশয় দুঃখ সন্দর্শন করিয়া ব্যাকুল হয় এবং অবশেষে নষ্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে । তাহার মৃত্যু-সময়ে সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদূতদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হয় । তখন ঐ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন করিয়াই ভীত হইয়া পুনঃ পুনঃ মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে ।

অনন্তর ঐ যমদূতদ্বয় ঐ গৃহ ব্রত ব্যক্তিকে স্থল দেহ হইতে যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্বক তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে এবং যেক্রপ রাজপুরুষেরা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যমরাজের কিস্করগণও সেইরূপ তাহাকে লইয়া দীর্ঘ পথে প্রস্থান করিতে থাকে । তখন যমদূতগণের তিরস্কার-বাক্যে ঐ পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং সর্কশরীরে কম্প উপস্থিত হয় । পথিমধ্যে কুকুরসকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে ; তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আপন পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে । যমদূতেরা তাহাকে যে পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা উত্তপ্ত বালুকাপরিপূর্ণ ; তথায় কোন বিশ্রামস্থল বা

পানীয়জল নাই। ঐ ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রসীড়িত এবং সূর্য্য ও দাবানলদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলে যমদূতেরা তাহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিতে থাকে; সুতরাং সে অতিকষ্টে চলিতে বাধ্য হয়। শ্রান্তিবশতঃ সেই ব্যক্তি যাইতে যাইতে পশ্চিমধ্যে পদস্থলিত ও বারংবার মুচ্ছিত হইয়া পড়ে, আবার চেতনা লাভ করিয়া দুঃখবহুল অন্ধকারময় পথদ্বারা যমালয়ে নীত হয়।

যে পথে যম-গৃহে যাইতে হয়, তাহার পরিমাণ নিরানন্দই সহস্র যোজন। যমদূতেরা কোন কোন ব্যক্তিকে দুই মুহূর্তের মধ্যে ঐ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করাইয়া থাকে। সেই পাপী ব্যক্তি যখন যমসদনে উপস্থিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়,—‘কোথাও জলন্ত অঙ্গারদ্বারা বেষ্টিত হইয়া পাপীরা দগ্ধ হইতেছে, কোথাও বা একে অপরের, আবার কোথাও বা আপনার মাংস আপনি ছিন্ন করিয়া সেই মাংস ভোজন করিতেছে। জীবন থাকিতেই যমালয়স্থ কুকুর, গৃধ্র প্রভৃতি জীবগণ তাহাদের নাড়ীসকল টানিয়া বাহির করিতেছে; কেহ বা সর্প, বৃশ্চিক ও দংশক প্রভৃতি জন্তুগণের দংশনে অতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে; যমদূতেরা কাহারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতেছে, কাহাকেও বা পর্বত-চূড়া হইতে নিক্ষেপ করিতেছে, কাহাকেও জল ও গর্ভের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতেছে।’ এই সকল যাতনা সে-ও ভোগ করিতে থাকে। অন্ধতামিশ্র, রোরব-প্রভৃতি যতপ্রকার নরক-যন্ত্রণা পরস্পরের পাপ-সংসর্গ দ্বারা নিম্নিত হইয়াছে, ঐ মৃত গৃহব্রত ব্যক্তি পুরুষই হউক, আর নারীই হউক, সেই সকল যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই স্বর্গ—কেহ কেহ ইহাই বলিয়া থাকেন। নরকে যে সকল যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা এই জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়। কুটুম্ব-পোষণেই নিযুক্ত থাকুক, বা স্বীয় উদর ভরণেই ব্যস্ত থাকুক, পাপীদিগকে মৃত্যুর পর এই কুটুম্ব এবং নিজ দেহ—উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া পূর্বোক্তরূপে ঐ সকল কর্মের ফলভোগ করিতে হয়। প্রাণিহিংসা-দ্বারা পরিপুষ্ট স্থলদেহ এবং সঞ্চিত ধন—এই উভয়কেই এই জগতে রাখিয়া পাপীরা পাপরূপ পাথেয় লইয়া ঐ সকল নরক-ভোগের পর কুকুর-শুকরাদি ঘোনিতে যতপ্রকার যাতনা আছে, ক্রমশঃ সেই সকল যাতনা ভোগ করিয়া ভোগের দ্বারা ক্ষীণপাপ হইলে আবার শুচি হইয়া এই নরলোকে আগমন করে।”

ঐ গৃহব্রত বা সংসারাসক্ত ব্যক্তি পুনরায় নরলোকে আগমনকালে জননী-জঠরে গর্ভবাসে নানাপ্রকার দুঃসহ যাতনা এবং জন্ম-গ্রহণের পর বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর এবং যৌবন-সময়ও ইন্দ্রিয়-সুখের জন্ত নানাপ্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে ।

—শ্রীরমানাথ ব্রজবাসী

দত্তবক্র-বধ

দত্তবক্র শিশুপালের ভ্রাতা । শিশুপাল, পৌণ্ড্রক ও শাল্য ভগবানের দ্বারা নিহত হইলে দত্তবক্র অত্যন্ত ক্রোধের সহিত গদা হস্তে ভগবানের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শাল্যবধের পর রথে আরুঢ় ছিলেন । দুর্ন্যদ দত্তবক্রে ঐরূপ দুর্দাস্তমূর্তিতে তাহার দিকে ধাবিত হইতেছে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং স্বীয় গদা দ্বারা দত্তবক্রের গতিরোধ করিলেন ।

দত্তবক্রের মাতা শ্রুতশ্রবা শ্রীবিশ্বদেবের ভগ্নী ছিলেন । সেই সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া ছুরাছা দত্তবক্রে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল,—‘তুমি আমাদের মাতুল পুত্র হইলেও মিত্রধাতী । তুমি ভ্রাতা হইয়াও আমাকে পর্য্যন্ত হত্যা করিতে প্রস্তুত হইয়াছ, অতএব তোমাকে আমার এই বজ্রতুল্য গদা দ্বারা বিনাশ করিব ।’ দত্তবক্র এইরূপ কৰ্কশ বাক্য বলিয়া গদা দ্বারা ভগবানের মস্তকে আঘাত করতঃ সিংহের জ্বায় গর্জন করিতে লাগিল । শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া নিজ কৌমোদকী-গদা দ্বারা দত্তবক্রের বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন । সেই প্রচণ্ড আঘাতে দত্তবক্রের হৃদয় ভগ্ন হইল । তখন সে রক্তবমন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইয়া দেহ ত্যাগ করিল । অনন্তর শিশুপালবধের জ্বায় দত্তবক্রের বধেও তাহার দেহ হইতে স্ফুল্তর বিচিত্র তেজঃ নির্গত হইয়া সৰ্ব্বভূতের সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের দেহে প্রবিষ্ট হইল ।

দত্তবক্রের বধের পর তাহার ভ্রাতা বিদূরথও ভ্রাতৃশোকে অভিভূত হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শ্রীকৃষ্ণকে বধ (?) করিবার নিমিত্ত অসিহস্তে তথায় উপস্থিত হইল । শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরধার চক্রের দ্বারা বিদূরথের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন ।

দত্তবক্রবধ-প্রসঙ্গ পদ্মপুরাণে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয় । তাহাতে দেখা যায়—দত্তবক্র শিশুপালের বিনাশবার্তা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ

করিবার জন্ত মথুরায় উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণও তাহা শ্রবণ করিয়া রথারোহণে মথুরায় আগমন করেন। মথুরার দ্বারে দত্তবক্র ও শ্রীকৃষ্ণের অহোরাত্র যুদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ গদার আঘাতে দত্তবক্রের সর্বাঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাহাকে ধরাশায়ী ও বিনাশ করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৭৮।১৬ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—“শাল্যবধের পরে শ্রীকৃষ্ণ রথে আরুঢ় থাকিয়া তৎক্ষণাৎই মথুরার নিকটে দত্তবক্রকে দেখিতে পাইলেন। এইজন্ত অতাপি মথুরার দ্বারকায় দিগভিমুখী দ্বারস্থানে ‘দত্তবক্র-হা’ এই সংস্কৃত শব্দের অনুগ লৌকিক ভাষায় ‘দতিহা’ নামে বজ্রের স্থাপিত এক গ্রাম দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণে এইরূপ গত বাক্য আছে,—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় দত্তবক্রকে বধ করিবার পর যমুনা পার হইয়া নন্দ-ব্রজে আগমন করেন। সেখানে উৎকণ্ঠিত নন্দ-যশোদাকে অভিবাদন এবং আশ্বাসাদি প্রদান করেন। বিরহকাতর মাতা-পিতা শ্রীকৃষ্ণকে অশ্রুসেকের সহিত স্নেহালিঙ্গন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ গোপ-গণকে প্রণাম এবং বহু বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তুর্পণ করেন। যমুনার পুণ্যবৃক্ষপূর্ণ রম্য পুলিনে কেশব গোপনারীগণের সহিত অহর্নিশ ক্রীড়া করেন। এখানে গোপবেশধর শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র প্রেমরসের সহিত রম্য কেলিসুখে দুই মাস কাল বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর এখানকার শ্রীনন্দ-গোপাদি সকলেই শ্রীবাসুদেবের প্রসাদে পুত্রপরিজনের সহিত দিব্যরূপে বিগানে আরোহণপূর্বক পরম বৈকুণ্ঠলোক লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-গোপাদি ব্রজবাসিগণকে পরমসুখদ নিজপদ দান করিয়া স্বর্গস্থ দেবগণের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া দ্বারকায় প্রবেশ করেন।

বৈকুণ্ঠের দ্বারী ভগবৎপার্ষদ জয়-বিজয়ই কৃষ্ণেচ্ছায় এ জগতে আসিয়া সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগে হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুন্তবর্ণ ও শিশুপাল-দত্তবক্ররূপে ভগবন্তীলার পুষ্টি করিয়াছিলেন। শুনা যায়, কোন কোন স্থলে শ্রীভগবান্ স্বেচ্ছাবশতঃ সাযুজ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে লীলার জন্ত নিজ শ্রীঅঙ্গ হইতে বাহিরেও নিকাসিত করেন এবং পুনরায় পার্শ্বদরূপে সংযোজিত করিয়া থাকেন। সেইরূপ শিশুপাল-দত্তবক্র সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় পার্শ্বদত্ব লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

বৈরাহ্যবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্ত্বতাম্।

নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ ॥ (ভাঃ ৭।১।৪৭)

সেই দুইজন (দত্তবক্র ও শিশুপাল) বৈরাগ্যবন্ধজনিত অর্থাৎ অভিনিবেশের সহিত শত্রুতাজাত তীব্র ধানের দ্বারা অচ্যুতে সাযুজ্যপ্রাপ্ত হন। পুনরায় শ্রীহরির পার্শ্বে নীত হইয়া তাঁহারা বিষ্ণুর পার্শ্বদ হইয়াছিলেন।

এই সাযুজ্যমুক্তি ভক্তের কাম্য নয়। সাযুজ্য দূরের কথা, অত্যান্ত চতুর্বিধ মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও তাঁহাদের নাই। তাঁহারা কেবল সেবা-প্রার্থী।

—শ্রীকৃষ্ণভানু ব্রহ্মচারী

স্বধামে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ

দুর্ভিক্ষসহ বিরহবেদনায় ভারাক্রান্ত অব্যক্ত বেদনা-পুঞ্জিভূত-করালশ্রোতে ভাসমান শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ 'শ্রীভাগবত-পত্রিকা'র কার্য্যাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজের প্রপঞ্চ-লীলা-পরিহারে বিরহ-সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালায় আজ ভাসমান। ইনি বিশ্ববিস্তৃত শ্রীগৌড়ীয়-মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের রূপাপাত্র ও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস প্রাপ্ত।

শ্রীল মহারাজ বিগত ৩রা বামন (৪৮৪ গৌরাদ), ৭ই আষাঢ় (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ), ২২শে জুন (১৯৭০ সন) সোমবার রাত্র ৮ ঘটিকার সময় সন্ধ্যানে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্্তনমুখে শ্রীধাম মথুরায় ইহলীলা সম্বরণ করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ঐসময় পূর্বাপেক্ষা সুস্থ থাকিলেও তিনি উক্ত দিন সকাল-বেলা পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজকে ও মঠবাসী বৈষ্ণবগণকে ডাকিয়া তাঁহার স্বধামে গমনের কথা প্রকাশ করিয়া বলেন,—“আমি অতৃপ্ত সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।” তাঁহার শারিরীক অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার বা মঠবাসী কেহই উহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। সকালের দিকে তিনি নিয়মিতভাবে সন্ধ্যা-আহ্নিকাদি সমাপ্ত করিয়া ঠাকুরের বাল্যভোগ প্রসাদ গ্রহণ করেন। মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নেও যথাক্রমে প্রসাদ ফলমূলাদি গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় বৈষ্ণব-গণের সান্নিধ্যে শ্রীহরি-কীর্্তনাদি করেন। তদন্তর সন্ধ্যা ৭.৪৫ মিনিটের সময় হইতে তিনি উচ্চৈশ্বরে দয়াল নিতাই—দয়াল গৌর—হা রাধে—হা কৃষ্ণ! প্রভৃতি কীর্্তন করিতেছিলেন; ক্রমশঃ কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া অবশেষে নিস্তব্ধ হইলে জানা যায় তিনি স্বধামে গমন করিয়াছেন।

ঐ সময় মঠস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীহরি কীর্তন করিতে থাকেন। মঠবাসী বৈষ্ণবগণ ডাক্তার ও অত্যাশ্রিত উপস্থিত সকলে তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী এবং ঐক্লপ বৈষ্ণবোচিত অপ্রকট দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহার সৌভাগ্যের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ বৈষ্ণবোচিত স্বধাম গমন সুদূর্লভ।

পূজ্যপাদ শ্রীল মুনি মহারাজ হুগলী জেলার অন্তর্গত বেগমপুরের সংলগ্ন খরগড়াই গ্রামে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে কার্তিক মাসের শুক্লাদশমী তিথিতে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন আবির্ভাব হন। তাঁহার পিতা কেশব নাথ দাস পুত্রের নাম শ্রীশরৎচন্দ্র দাস রাখেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ ৬ বছর বয়সেই পিতা পরলোক গমন করেন। তখন তিনি পিতৃশ্রম গৃহে লালিত হন। কিন্তু ১৮শ বর্ষ বয়সে তাঁহার পিতৃশ্রম ও তাঁহাকে ছাড়িয়া পরলোক গমন করেন। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া পৈতৃক নিবাসস্থল বেগমপুরে বসবাস করেন। ২১ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম বিবাহ করেন। তাঁহার স্ত্রীর পরলোক গমন হওয়ায় ৩৮ বৎসর বয়সে পুনঃ দার পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয় পক্ষে শ্রীনারায়ণ, গোপাল, রাধারমণ ও নিমাই প্রভৃতি চারজন পুত্র বর্তমান।

শ্রীশরৎ দাস পণ্ডিত শ্রীযুত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ (সন্ন্যাস গ্রহণের পর যিনি শ্রীমদ্ নেমি মহারাজ নামে পরিচিত হন) মহাশয়ের নিকট হরিকথা শ্রবণে বৈষ্ণবধর্মে আকৃষ্ট হন। এবং পারমাথিক জীবনযাপন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া পূজ্যপাদ শ্রীল নেমি মহারাজের নিকট স্বস্ত্রীক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিয়া সনাতন দাসাধিকারী নামে পরিচিত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনারায়ণ দাসও পূজ্যপাদ নেমি মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পুত্র গোপাল দাসও স্বস্ত্রীক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আচার্য্যের নিকট শ্রীহরিনাম-দীক্ষাদি গ্রহণ করেন। এই প্রকারে তাঁহার পরিবারবর্গ বৈষ্ণবধর্মে আশ্রিত হন।

শ্রীপাদ সনাতন প্রভু ক্রমশঃ ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইয়া পড়েন এবং তাঁহারই সাহায্যে শ্রীগৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার জন্মস্থান ব্রাহ্মণ গ্রামে প্রপল্লাশ্রম স্থাপন করেন। শ্রীসনাতন প্রভু তাঁহার বস্ত্র ব্যবসায় প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ধর্মপ্রচার করাই মনুষ্য জীবনের প্রধান কৃত্য মনে করিয়া সর্বদাই জগদগুরু শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের আশ্রিত শ্রীগৌর-গোবিন্দ প্রভুর সর্বমুখী প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিতেন। বিদ্যাভূষণ প্রভু জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পর তাঁহার



মধ্যস্থলে শ্রীল গুরুপাদপদ, তাঁহার বামদিকে
শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত স্বামী মহারাজ (অধুনা আন্তর্জাতিক
কৃষ্ণচেতনা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি) ও
তদক্ষিণে শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত মুনি মহারাজ।

প্রিয়তম শিষ্য সনাতনকে শ্রীল প্রভুপাদের চরণে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করেন।
জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদ ১৯২৯ সালে শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রীনাম-দীক্ষা
প্রদান করেন। তদধি সনাতন প্রভু গৃহস্থ জীবন-যাপন করিলেও সর্বদাই
গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসীর সহিত প্রচার করিতেন। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-
সমাজে তিনি “নিমি মহারাজের সনাতন” নামে সুপরিচিত।

তিনি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেন। তিনি স্বহস্তেই সর্ব্বৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া শ্রীল প্রভুপাদকে পরাইতেন।

শ্রীপাদ সনাতন প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের এবং পূজ্যপাদ নেমি মহারাজের অপ্রকটের পর গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা আচার্য্য-সভাপতি নিত্যা-লীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের আচার-প্রচারের বৈশিষ্ট্য ও নির্ভিক ব্যক্তিত্বের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া শেষ জীবন তাঁহার সহিত কাটাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ৮৭ বৎসর বয়সে সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধ পরিবারবর্গ ও বন্ধুবান্ধবকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া ৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬ (ইং ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯) বৃহস্পতিবারে তাঁহার নিকট মথুরাধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি মধ্যে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ দেবানন্দ গৌড়ীয় বা চুঁচুড়াস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিলেও অধিকাংশ ভাগ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে থাকিয়া ভজন করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ মুনি মহারাজ গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একজন অন্যতম পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। তিনি অতিশয় মৃদুভাষী, সকলের সহিত অত্যন্ত নিকপটতা ও মধুর ব্যবহার, গুরুনিষ্ঠা সম্পন্ন, হরিনাম পরায়ণ, বৈষ্ণব-সেবাতে সর্ব্বদা অর্পণকারী, দৃঢ় পারমাথিকনিষ্ঠা সম্পন্ন, আদর্শ ও নিম্নল চরিত্রবান্, অল্পভাষী, অজ্ঞাতশত্রু, অমানি-ম নদ, সহিষ্ণু ও সকল বৈষ্ণবগুণে ভূষিত ছিলেন। সময় সময় তাঁহার ধোপাজ্জিত পাই-কপর্দক পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অর্থ হরিসেবায় নিযুক্ত করিয়া দিতেন। তাঁহার পরিবার পোষণ কিরূপে হইবে তাহা একেবারেই চিন্তা করিতেন না। তাঁহার এইপ্রকার ব্যবহারে শ্রীল প্রভুপাদ এবং সমস্ত বৈষ্ণবগণ তাঁহার প্রতি মুগ্ধ ছিলেন, তাঁহার নিয়মনিষ্ঠা এবং পারমাথিক দৃঢ়তা সশব্দে তাঁহার জীবনের ২১ টি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতেছে।

গৃহস্থলীলা অভিনয়কালে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা-গ্রহণ করার পর পূজ্যপাদ মুনি মহারাজকে আত্মরিক সমাজ তাঁহার প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। এবং তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার জন্ত বহুপ্রকার নির্যাতন করে। এমনকি তাঁহার নাপিত ধোপা, সমাজ-বিবাহাদি সব কিছু বন্ধ করিয়া দেয়। তাঁহার তৃতীয় কস্তা “বিষ্ণুপ্রিয়ার” বিবাহের দিন বর-যাত্রী এবং বর বাড়ীতে আসিলে তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া

দিয়া বিবাহ বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু শ্রীপাদ সনাতন প্রভু এইপ্রকার নির্যাতনে ও অত্যাচারে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বর এবং বরযাত্রীর জন্ত একত্রিত প্রচুর খাদ্যদ্রব্য কলিকাতাস্থ বাগবাজারের শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে উপস্থিত করেন। শ্রীল প্রভুপাদ, নিমি মহারাজ এবং অগ্রাঙ্ক বৈষ্ণবগণ তাঁহার আনিত দ্রব্যগুলিকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উহা আনিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তিনি হাসিতে হাসিতে ভগবানের কৃপা বলিয়া তাঁহার কন্ঠ্যার বিবাহ বন্ধ হওয়ার ঘটনা ও সমাজের উৎপীড়নের কথা উল্লেখ করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার মুখে সমাজের এইরূপ ভীষণ অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে কাপিতে কাপিতে হাত তুলিয়া বলিয়াছিলেন,—সমাজ ধ্বংস হউক! সমাজ ধ্বংস হউক!! সমাজ ধ্বংস হউক!!! আশ্চর্য্যের বিষয় মহাপুরুষের অশিস্-অভিসম্পাতে সেই আত্মরিক সমাজ অচিরেই ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। তিন চার দিনের মধ্যেই ঐ মহাপুরুষের কৃপায় পূর্ণাপেক্ষা যোগ্য বর তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহার কন্ঠ্যাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেলেন।

শ্রীপাদ সনাতন প্রভু স্মার্ত-সমাজের ক্রীয়াকলাপ অধৌক্তিক, একেশ্বর চিন্তাশ্রোতের পরিপন্থী জানিয়া বৈষ্ণব-বিধান মতেই তাঁহার সন্তানগণের বিবাহাদি দিতে কৃত সঙ্কল্প ছিলেন। এই জন্ত তিনি তাঁহার চতুর্থ কন্ঠ্য “কমলা”কে (যিনি গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যের নিকট আশ্রিতা) তাঁহার স্বজাতি শ্রীপাদ রাখাল দাস অধিকারী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিত শ্রীবিষ্ণুপদের সহিত শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী বিরচিত সংক্রিয়াসার দীপিকামতে বিবাহ দেন।

পূজ্যপাদ মুনি মহারাজের শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবা আদর্শস্বরূপ। তাঁহার বৈষ্ণবোচিত গৃহস্থ চরিত্র যেরূপ আদর্শস্থল, সেইরূপ তাঁহার মঠ-জীবনও প্রশংসারযোগ্য। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পরেই প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরে শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার পুনঃ প্রচলন করেন। সেই সময় পরিক্রমার যাত্রীগণের থাকিবার সুব্যবস্থার জন্ত তাঁহার সংগৃহীত সম্পূর্ণ অর্থানুকূলে অনেকগুলি তাবু ক্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল আচার্য্যদেবকে অর্পণ করেন। পরমাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব শ্রীব্রজমণ্ডলে যখন একটি আশ্রম করার সংকল্প করিয়াছিলেন তখন শ্রীসনাতন প্রভু তাঁহার সংগৃহীত সম্পূর্ণ অর্থ শ্রীল আচার্য্য পাদপদ্মে অর্পণ

করিয়া শ্রীমথুরাধামে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ করিবার জন্ত সাহায্য করিয়াছিলেন। এতৎব্যতীতও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূল মঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠার আনুকূল্য-বিষয়ে শ্রীল গুরু-পাদপদ্মকে প্রচুর ভাবে আর্থিক সাহায্য করিয়াছিলেন। তিরোধানের পূর্বপর্য্যন্ত তিনি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় ব্রতী থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির স্তম্ভরূপে প্রকটিত ছিলেন। তাঁহার অপ্রকটে সমিতির সেবকবৃন্দ একটি জ্যোতিষ্ক হারাইয়া মর্মে মর্মে তাঁহার বিরহ উপলব্ধি করিতেছেন। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ অবস্থাতেও প্রচারকার্য ও মঠের সেবাকার্যে প্রচুর তৎপর থাকিতেন। তাঁহার প্রায় এক শত বৎসর বয়ঃক্রমেও চক্ষু, কর্ণ ও দাঁত সম্পূর্ণরূপে ঠিক ছিল। তিনি শেষ পর্য্যন্ত দুই লক্ষ বা ততোধিক হরিনাম নিয়মিত করিতেন।

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে ২০শে আষাঢ়, ৫ই জুলাই রবিবার শ্রীষরূপ-দামোদর গোস্বামীপাদের তিরোধান তিথিতে এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন তাঁহার বিরহসভা আয়োজিত হইয়াছিল। এই সভায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ ইন্দুভূষণ ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ প্রভৃতি তাঁহার নিখল জীবন-চরিত্রের বহু বিষয় স্মরণ করতঃ উল্লেখ করিয়া বিরহপূর্ণ ভাষণ প্রদর্শন করেন ও তাঁহার পাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। সভাস্থে উপস্থিত সকল বৈষ্ণবগণকে শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-গান্ধারিকা-গিরিধারী শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী জী উর বিবিধ প্রকারের সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই উৎসবে ব্রজমণ্ডলস্থ শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এবং তাঁহাদের আশ্রিত শিষ্য-প্রশিষ্যগণ উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসবের সমস্ত অর্থানুকূল্য পূজ্যপাদ মুনি মহারাজের পূর্বাশ্রমের জ্যেষ্ঠ পুত্র পরম বৈষ্ণব শ্রীপাদ নারায়ণ দাসাধিকারী প্রভু নিজে উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যাগত ভ্রাতাদিগের এই উৎসবে উপস্থিত থাকার ইচ্ছা থাকিলেও বিশেষ অসুবিধা বিধায় মথুরায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। অবশেষে আমরা স্বধামে গত পূজ্যপাদ মুনি মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাই আমাদের বাহ্যিক দৃষ্টির অগোচর হইলেও তিনি সর্বদাই আমাদের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাতে যেন উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান করেন।

—শ্রীকৃষ্ণস্বামীদাস ব্রহ্মচারী

উৎসব-সম্ভার

স্নানযাত্রা-মহোৎসব

অতীত বৎসরের জায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বিগত ২২শে ডিসেম্বর, ৪ঠা আষাঢ়, শুক্রবার দিন শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ও তৎ অধিনস্থ মঠসমূহে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব যথারীতি উদ্‌যাপন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণভজন-বিহীন জীবন অশোচ ও মৃত্যুতুল্য; সুতরাং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানকলিদিবসে আত্যন্তিক মঙ্গলার্থিগণ ইহা উদ্‌যাপিত করিয়া তদীয় শ্রীপাদপদ্ম নিম্নতথ্য দ্বারা আত্মশোধন করতঃ পবিত্রীভূত হন।

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে

বার্ষিক-মহোৎসব

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-উৎসবের সহিত উক্ত মঠের বার্ষিক মহোৎসবও জড়িত। সুতরাং উক্ত মঠে এই মহোৎসব অধিকতর সমারোহ সহকারে উদ্‌যাপিত হইয়া পূর্ব পূর্ব বৎসরের দ্বারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পারমার্থিক রাজ্যের দ্বারোদ্‌ঘাটনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষার মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদম্পর্শে এই পিছলদা গ্রাম পবিত্র হইয়াছে। শ্রীগৌর পদাঙ্কপূত স্থানে উক্ত সেবা-স্মৃতি অনুষ্ঠিত হওয়ায় নামস্বধারসে প্রমত্ত ভক্তগণ এক অপূর্ব আনন্দবন্ত প্রবাহিত করিয়া তত্রস্থ জনসাধারণের মনে আত্মচেতনার ইঙ্গিত দিয়াছেন।

উৎসব-দিবসে প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিহিত কীর্তন ও হরিকথা পঠন এবং জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইতে থাকে। অপর দিকে ১০৮ কুন্তের ভনবারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান করান হয়। মধ্যাহ্নে বিবিধ অন্ন-ব্যাঞ্জন-মিষ্টি-ফল-মুগাদি দ্বারা ভোগরাগ ও আরাত্রিকাণ্ডে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ ও সমাগত জনসাধারণকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উক্ত দিবসে বৈকালে এক ধর্মসভার আয়োজন হয়। এই সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তাবিদেদান্ত উদ্ধর্মহী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-তত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তাগণ ভাষণ দিলে পর সভাপতির ভাষণে শ্রীল মহারাজ স্নানযাত্রার নিগূঢ়রস উদ্‌ঘাটন করতঃ শোভমণ্ডলীকে ভক্তির্থে আগ্নুত করান। পরিশেষে এই উৎসব-সম্পাদনায় যাহারা বিশেষ ভূমিকা লইয়া সেবার দায়িত্ব লইয়াছেন সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ভূয়সী প্রশংসা করতঃ কীর্তনমুখে সভার কার্য সমাপ্ত করেন।

প্রকাশ যে, এই উৎসব সম্পাদনায় মঠরক্ষক শ্রীপাদ রমানাথ ব্রজবাসী প্রভুর সেবা প্রচেষ্টা সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে

অগ্ন্যায় বৎসরের শ্রুতিকে স্বাগত জানাইয়া শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত এই বৎসরও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মহোৎসব বিপুলভাবে উদ্‌যাপন করেন। এই উপলক্ষে উক্ত মঠে বিগত ১৪ই বামন, ১৮ই আষাঢ় হইতে ২৪শে বামন, ২৮শে আষাঢ় সোমবার (পুনর্যাত্রা) পর্যন্ত একাদশদিবসব্যাপী বিপুল সাড়ম্বরের সহিত উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করিয়াছেন।

পূর্ব পূর্ব বৎসরের ত্রায় পাঠ-বক্তৃতা, সংকীর্তন-মাধ্যমে যথারীতি অনুষ্ঠান-স্মৃতি প্রতিপালন করা হয় এবং উৎসব সমাপ্তি-দিবসে আনুত, অনাহুত, রবাহুত প্রত্যেকেই বিবিধ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীউদ্ধারন গোড়ীয় মঠে

সমিতির আকর মঠে শ্রীশ্রীরথযাত্রা মহোৎসব বিপুলভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও দীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বর্ষ হইতে প্রচলিত হইয়া আসা এখানকার রথযাত্রা-মহোৎসব স্থানীয় ভক্তমণ্ডলীর ঐকান্তিক আগ্রহে ইহা গ্লান হয় নাই। এই রথযাত্রা উপলক্ষে সমিতির বর্তমান সভাপতি-আচার্য মহারাজ তথা আরও মঠের অনেক সেবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথে আরোহন করিয়া শ্রীশ্রীমহানন্দর-বাটীতে (শ্রীশ্রীগুণ্ডা-বাড়ী) শুভবিজয় করিয়াছেন ও তথা হইতে পুনর্যাত্রা দিবসে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করেন। অগ্ন্যায় বৎসরের ত্রায় এই বৎসরও বিবিধ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীকেশব গোস্বামী গোড়ীয় মঠে

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি সহরস্থ ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক ইচ্ছায় শ্রীগোড়ী বেদান্ত সমিতির একটি শাখামঠ (প্রচার কেন্দ্র) এই বৎসরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া তথাকার জনসাধারণের বিশেষ উদ্দীপনায় সেখানেও শ্রীশ্রীরথযাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত করিতে হইয়াছে।

স্থানীয় ভক্তবৃন্দ এক একজন এক একটি সেবার দায়িত্ব লওয়া উৎসবটি বেশ সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয়। সমিতির স্বেযোগ্য প্রচারক ও মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজের সেবা প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে উক্ত উৎসবের প্রস্তুতি লওয়া সম্ভব হইয়াছে। ও অনুষ্ঠান-অনুষ্ঠিত হওয়ায় শিলিগুড়ি সহরে শ্রীবেদান্ত সমিতির আশাত শ্রীগৌর-বাণী প্রচার হইয়াছে। স্থানাভাবে এখানে বাহুল্য বর্ণনা ক সম্ভব হইল না।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্কে ।

ধর্মঃ স্বহৃদিতঃ পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাস্থ যঃ ।



নোংপাময়েদযদি রুতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্কে অহৈতুকী ভক্তি বিরহন্ত ॥

অন্ত ধর্ম স্রষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার বতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

২২শ বর্ষ } কারণোদশায়ী, ২ পদ্বনাভ, ৪৮৪ গৌরাক
বৃহস্পতিবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৭৭; ইং ১৭।৯।১৯৭০ { ৭ম সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

শ্রীব্রজবিলাস স্তবঃ

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্থামি-বিরচিতম্]

নক্তং দিবং মুররিপোরধরামৃতং যা
স্বীতা পিবত্যালমবাধমহো সুভাগ্যা ।
শ্রীরাধিকা প্রথিতমানমপীব দিব্য
নাদৈরধোনয়তি তাং মুরলীং নমামি ॥৪৮॥

যিনি দিবা রাত্র অবাধে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করিয়া অতিশয়
পরিপুষ্ট হইতেছেন এবং যিনি মধুর ধ্বনি দ্বারা শ্রীরাধিকার উৎকৃষ্ট মান
অপনয়ন করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের সেই মুরলীকে আমি নিয়ত নমস্কার করি ॥৪৮॥

দূতীভির্বহুচাটুভিঃ সখিকুলেনালাং বচোভঙ্গিভিঃ
পাদান্তে পতনৈব্রজৈব্রতনয়েনাপি ক্রুধালীগণৈঃ ।

রাধায়াঃ সখি শক্যতে দবয়িতুং যো নৈব মানোযয়া ফুৎ-

কৃত্যেব নিরস্ততে স্মৃতিনীং বংশীং সখীং তাং হুমঃ ॥৪৯॥

বৃন্দাদি দ্বীতীগণ বিবিধ চাটু বাক্য দ্বারাও যাহা খণ্ডন করিতে পারে না, মধুমঙ্গলাদি সখাগণও বাগ্‌ভঙ্গী অর্থাৎ পরিহাস বাক্যদ্বারা যাহা অপনয়ন করিতে সমর্থ হন না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও চরণ প্রান্তে প্রণত হইয়াও যাহা খণ্ডন করিতে পারেন না, অত্যাশ্রয় সখীরাও বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াও যাহা দূর করিতে পারে না, সেই শ্রীরাধিকার অত্যুৎকট মানকে যিনি ফুৎকারমাত্রেই অপসারিত করিতে পারেন সেই পরম সৌভাগ্যশালিনী সখীস্বরূপা বংশীকে আমি নিয়ত শ্রবণ করি ॥৪৯॥

স্ব্যীতস্তাণ্ডবিকোহরেমূরলিকানাদেন নৃত্যোং সবং

ঘূর্ণচ্চারু শিখণ্ডবল্লু সরসীতীরে নিকুঞ্জাগ্রতঃ ।

তদ্বান্ কুঞ্জবিহারিণোঃ সুখভরং সম্পাদয়েদ্যস্তয়োঃ

স্বহৃদা তং শিখিরাজমুৎসুকতয়া বাঢ়ং দিদৃক্ষামহে ॥৫০॥

যিনি মুরলীকার নাদে প্রফুল্ল হইয়া রাধাকুণ্ডতীরবর্ত্তি নিকুঞ্জের দ্বার-প্রদেশে মনোহর পুচ্ছ ঘূর্ণনপূর্ব্বক নৃত্যোৎসব বিস্তার করত কুঞ্জবিহারী শ্রীরাধাকৃষ্ণের সখাতিশয় সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই তাণ্ডবিক নামক ময়ূর শ্রেষ্ঠকে স্মরণ করিয়া আমি অতিশয় উৎসুক্য সহকারে তাহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥৫০॥

সপ্তাহং মুরমর্দনঃ প্রণয়তো গোষ্ঠৈকরক্ষোৎসুকো

বিভ্রান্মানমুদারপাণিরমণৈর্যস্মৈ সলীলং দদৌ ।

গান্ধর্ব্বা মুরভিঙ্গিলাসবিষলং কাশ্মীররজ্যদগুহ স্তং

খট্টায়িতরত্নসুন্দরশিলো গোবর্দ্ধনঃ পাতু বঃ ॥৫১॥

মুরনাশন শ্রীকৃষ্ণ প্রণত বশত কেবল গোকুলের রক্ষা বিষয়ে উৎসুক হইয়া মনোহর হস্তের পূজা পরিপাটীসূচক শুদ্ধ মুদ্রাদি ক্রীরা দ্বারা যাহাকে সপ্তাহ ধারণ করিয়া মান অর্থাৎ সর্ব্ব পূজ্যস্বরূপ মধ্যদা প্রদান করিয়া-ছিলেন, তথা শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস বিগলিত কুসুমরাগে যাহার গুহা রঞ্জিত হইয়াছে এবং যাহার শিলা শ্রীরাধাকৃষ্ণের রত্ন খট্টার জায় আচরণ করিতেছে সেই গোবর্দ্ধন তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥৫১॥

দ্বীপেন্দ্রস্বয়ংক পাসিভিনের বরাণোতক রসালোৎকরঃ
 পুরঃগৈর্বকুটৈ ল'বঙ্গমতিকা রাসন্ধিকান্তিহুটৈঃ ।
 জুগং তৎ প্রিচকুণ্ডমো শুটমিলম্বাঃ প্রদেখঃ পরঃ
 বারামানবকোঃ প্রিচকুলমিলং কেল্যান্তদেবীশ্রে ॥২৮

লালীতস্বয়ংক বহব, চন্দ্রকেন্দ্রী, অকুণ্ডকটী ও অ'ভনব আশোকশ্রেণী,
 আশ্র, নাগকেশব, বকুল, লবঙ্গলতা এবং হাংবীশজ মীমা মে অতিমোহর
 ওঃ বে হাং'কুণ্ড জীবকুণ্ডের অরাজকেন্দ্রবহুশ্র, সেই রাসামানবের কেলী
 প্রিচকুল অর্থাৎ রাসকুল্যাকটী আদি আশ্রব করি ॥২৮

দ্বীপুপারিষিনঃ পুরম্যমপি তচ্ছ্রীমান্ ল গোমর্দকঃ
 ল। রাসন্ধিকান্ত্যলং রসমটী তিৎ জাবলক্যং স্থলঃ ।
 যজ্ঞাণ্যঃশলংবন হারীতি অনাক্ সাম্যে হুংকুণ্ড তৎ
 প্রোৎকোণ্যাত্তিকপ্রিচের সঠিতং তৎকুণ্ডমেবাশ্রে ॥২৯

জুগল দ্বীপুপারিষিন অকুণ্ড গোলামালী সেই গোমর্দক, সেই রাসমটী
 বঃহাতে অশ্রাপ্ত রসোৎকর হয়, অকুণ্ড আর কি বলির তাহারা হুংকুটীক,
 অংশ লব হাংকুণ্ড এই দ্বীপারিষিনারি যাহার সমান হইতে পারে না,
 বকুলের সেই প্রাণ কর্তৃক প্রিচতয়া হাংকুণ্ডের কাম প্রিচতর সেই রাগা-
 কুণ্ডকটী আশ্রব করি বহতা

শ্রীতে রত্ন সূর্য মৌক্তিকতরঃ সঠির্শ্রিত মণ্ডপে
 খুংকারং বিমিষায় যত্র রতনাতৌ দম্পতী নির্ভরা ।
 তথাতে রতিনাথ নর্ঘ সঠিমৌ তজালা চর্চাঃ মূল।
 তং রাগা সরসীতটোজ্জল মহাকুণ্ডঃ সমাং তজে অষ্টা ॥

রত্ন সূর্য ওঃ মৌক্তিকসূর্য দ্বারা সূর্য্যরূপে নির্মিত ও অতি বিস্তৃত
 লতার মণ্ডপে অর্থাৎ দেবীতে সেই দম্পতী সীমাবদ্ধ কৌতুকবিংরে
 রতিনাথ রত্নশ্রিত অটী করিকা খুংকার নিতেনপূর্ণক বৎসর অত্যন্ত হর্ষ
 সঠিত সেই রাগতাজার আশোচনা অর্থাৎ কামকৌকা করিতেছেন,
 সেই রাগাকুণ্ডের শুটমিল বহুজল মহাকুণ্ডের আদি সর্জন্য ভজন্য
 করি ॥৩০

কান্ত্যা হন্ত মিথঃ স্মৃটং হৃদি তটে সম্বিস্তিতং দ্রোততে
 প্রীত্যা তন্মিথুনং মুদা পদকবদ্রাগেন বিভ্রদযয়োঃ ।
 ধাত্রা ভাগ্যভরেণ নির্মিততরে ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যাম্পদে
 গৌরশ্যামতমে ইমে প্রিয়তমে রূপে কদাহং ভজে ॥৫৫॥

কুঞ্জ বর্ণন সময়েই হঠাৎ হৃদয়াবিভূত শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে-
 ছেন, কি আশ্চর্য্য ! প্রীতি বশতঃ স্বীয় কান্তি দ্বারা হৃদিপটে পরস্পর প্রতি-
 বিম্বিত হইয়া যে শোভা পাইতেছে এবং বিধাতা ভাগ্যাতিশয়দ্বারা
 যাহাকে উৎকৃষ্টরূপে নির্মিত করিয়াছেন এবং ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীর আশ্রয়-
 স্বরূপ, এবং অনুরাগ বশতঃ অতিহর্ষে পরস্পরের রূপকে পরস্পর ধারণ
 করিতেছে সেই অতি প্রিয়তম অতি গৌর ও অতি শ্যাম রূপকে আমি কবে
 ভজনা করিব ? ॥৫৫॥

নেত্রোপাস্ত বিঘূর্ণ নৈরলঘু তদোমূল সঞ্চালনৈ
 রীষকাস্তরসৈ সুধাধরধৈশ্চুশ্চৈ দৃঢ়ালিঙ্গনৈঃ ।
 এতৈরিষ্ট মহোপচার নিচৈয়স্তমব্যযুনো যুগং
 প্রীত্যা যং ভজতে তমুজ্জ্বল মহারাজং প্রবন্দামহে ॥৫৬॥

নেত্রাঞ্চল অর্থাৎ কটাক্ষপাত অথবা বস্ত্রাঞ্চলের অত্যন্ত বিঘূর্ণন অর্থাৎ
 সঞ্চালন, বাহমূলের অত্যন্ত সঞ্চালন অথবা তৈল মর্দনাদির নিমিত্ত বাহমূলে
 স্তন সমীপে দীর্ঘ হস্তরসের সহিত সঞ্চালন এবং যাহাতে দীর্ঘ হস্তরস
 প্রকাশ পাইতেছে এবং সুধাস্বরূপ অধর অথবা সুধা যুক্ত অধর কিম্বা
 সুধাকেও অধর অর্থাৎ ক্ষীণগর্ভ করে তাদৃশ অধর পান সাধন দ্রব্য দ্বারা
 অথবা সুধাধরে পানবিশিষ্ট চুষন দ্বারা এবং দীর্ঘহস্ত রসযুক্ত বাহমূলের
 সঞ্চালনযুক্ত, সুধাধর পান, চুষনবিশিষ্ট সূদৃঢ় আলিঙ্গন এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের
 অভিলষিত মহোপচার সমূহ দ্বারা যে ব্যক্তি সেই নব্যযুব যুগল অর্থাৎ
 উক্তবিধ শৃঙ্গার বিলাস মনে অরণ্যপূর্ব্বক রাধাকৃষ্ণের সন্তোগ লীলা ভজনা
 করে সেই উজ্জ্বল মহারাজকে আমি কায়মনোবাক্যে প্রণাম করি ॥৫৬॥

(ক্রমশঃ)

মঠের স্বরূপ, দিব্যোন্মাদ, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

শ্রীগৌড়ীয় মঠ,

কলিকাতা

৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

২০শে নভেম্বর, ১৯৩৩

স্নেহবিগ্রহেষু !

* * আমাদের কোন মঠেই শ্রীলোকের রাত্রি বাস করিবার ব্যবস্থা নাই ; তবে যোগপীঠে পূর্ব হইতেই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পল্লী ও গৃহস্থের Colony থাকায় এ বিষয়ে বাধা দেই নাই। মিসেস * * কৃপা করিয়া তথায় Hony. secy.র পদ গ্রহণ করিবেন, ভাল কথা ; কিন্তু মঠে না থাকিলেই ভাল। শ্রীযুক্ত * * এ সকল কথা বেশ ভাল বুঝেন। সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্ৰ বা ছিদ্ৰ না থাকিলেও সীতাদেবীর কলঙ্কের-শ্রায় নানা কথা উঠিতে পারে। * * * বিদ্ধ শাক্তগণ চিরদিনই বৈষ্ণব-বিরোধী ; কিন্তু Transcendental Religion is not meant for mundane society.

* * * * *

দিব্যোন্মাদের মোহন ও মাদন অবস্থায় কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে অধিক্রম্য মহাভাবে বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণে তন্ময়তা হয়। উহা প্রাকৃত ব্যতিচারের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নহে। বিরহে 'বিষয়ে'র চিন্তা অনুসৃত থাকায় তন্ময়তা স্বদেশ অধিকার করে। তাই বলিয়া নির্বিশেষবাদী বাউল হইবার কথা বা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের প্রাকৃত শ্রী হইবার কল্পনা উদ্ভিষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণ-সান্নিধ্য ও কৃষ্ণসেবার জন্ত কৃষ্ণ-সম্বন্ধের পরম স্মরণ প্রাপ্তি ঘটে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পাঠকগণ যদি মায়িক প্রভুতা ও প্রভুত্বস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস-সম্বন্ধে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে কৃষ্ণকে ভোগ্য-জ্ঞানের পরিবর্তে সর্বতোভাবে প্রভু জানিবার চিন্তাবোধের সম্প্রকাশ হয় এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কথাগুলির প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পারিয়া আর বিদ্যাপতিকে লছমীর উপপত্যে বা চণ্ডীদাসকে রামীর উপপত্যে স্থাপন-পূর্বক নিজেদের বিকৃত ধারণায় বঞ্চনা লাভ করিতে হয় না। ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ—এই নিত্য চিন্ময়ী উপলব্ধি থাকিয়া স্বরূপে পঞ্চরসের কোন এক রসে অবস্থানপূর্বক সেইরূপ

চক্ষে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা জয়দেবকে বিচার করিলে জানা যাইবে যে, জয়দেবের পদ্মাবতী, চণ্ডীদাসের রামী ও বিদ্যাপতির লছ্মীর সঙ্গ প্রভৃতি কদর্য্য নবরসিক-সম্প্রদায়ের ব্যভিচারমূলক ধারণা নহে। এই সকল ভাল করিয়া বুঝা যাইবে—নিবৃত্তানর্থ ও তত্ত্বদৃষ্টাবে লোভ বা রুচিযুক্ত হইয়া শ্রীকৃপাশুগবরের অমুসরণে শ্রীল দাস গোস্বামীর ‘বিলাপকুশুমাজলি,’ শ্রীকৃপের ‘কার্পণ্য-পঞ্জিকা’, শ্রীল কবিরাজের ‘চরিতামৃত’-বর্ণিত শ্রীল রায় রামানন্দের হৃদগতভাব, শ্রীচৈতন্যদেবের উদঘূর্ণা, চিত্রজল্লাদি স্বভাব’ মাথুর-বিরহ প্রভৃতি আলোচনা করিলে। তবে অজীর্ণ রোগে পীড়িত আনু-করণিক-সম্প্রদায়ের স্থূল পরিচয়ে আস্থা লইয়া আনুগত্য ধর্ম্মের বাহ্য বিড়ম্বনা দেখাইলে * * ঘোষের দলের বৈষ্ণবদিগকে আক্রমণ করার স্থায় ফল হইবে মাত্র।

জাগতিক স্মৃতিষণা—অত্যাভিলাষিতাযুক্ত. আর ভক্তি—অত্যাভিলাষিতা-শূন্য। প্রভুত্বকামীর সং ও অসংকর্ষ্যবাসনা হইতেই সুখ ও দুঃখ উভয় প্রকার ভোগ লাভ ঘটে। বদ্ধজীব স্মৃতিভোগ করিলেই তাহার পুণ্যার্জিত লভ্যসমূহ ক্ষয় হইয়া যায়। আর প্রায়শ্চিত্ত করিলে বা ত্রিতাপে কষ্টাদি পাইলেই সাময়িকভাবে পাপক্ষয় হয়। পাপ-পুণ্যক্ষেয়ে কর্ম্মকাণ্ড ধ্বংশ হয়; তজ্জন্ম ভক্তিকেই নৈকর্ম্ম বলা হয়।

নিত্যাশীর্ষাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(মর্কট-বৈরাগ্য)

১। মর্কট-বৈরাগ্যের দ্বারা সাধকের কি অনিষ্ট হয়? উহা পরিত্যাগেই বা কি ইষ্ট হয়?

“মর্কট-বৈরাগ্য—একটি প্রধান হৃদয়দৌর্ব্বল্য। এইটিকে যত্ন-পূর্ব্বক দূর করিলে ভজনে শক্তির উদয় হয়; তখন জীবের কাপট্য, শাঠ্য, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি বদ্ধমূল শত্রুবর্গ পরাজিত হয় এবং শুদ্ধভক্তি উদিত হইয়া জীবকে চরিতার্থ করে।”

—‘মর্কটবৈরাগ্য’, স: তো: ৮।১০

২। বৈরাগীর কি যাত্রাভিনয় দর্শন করা উচিত ?

“যে-বৈরাগী নাট্যশালায় স্ত্রীলোক দর্শন করেন এবং তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখেন, তিনিও মর্কট-বৈরাগ্য আচরণ করেন, সন্দেহ নাই। যাত্রা শুনিতে বা থিয়েটার দেখিতে যে, বৈরাগী প্রবৃত্ত হন, তিনি দোষী।”

—‘মর্কটবৈরাগী’, সঃ তোঃ ৮।১০

৩। ভাবোদয় না হইলে ভেক গ্রহণ করা উচিত কি ?

“‘বিরক্ত’ বলিয়া পরিচয় দিলেই যে বিরক্ত হয়,—এরূপ নয়। যদি ভাবোদয়ক্রমে ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের ভেক গ্রহণ করা অবৈধ।”

—চৈঃ শিঃ ৫।২

৪। স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সা অন্তরে থাকিলে অপকাবস্থায় বৈরাগ্য অবলম্বন করা কর্তব্য কি ?

“যদি স্ত্রীসন্তাষণ-প্রবৃত্তি হৃদয়ের কোন দেশে অবস্থিতি করিতে থাকে, তবে যেন ভেক গ্রহণ না করেন। গৃহে থাকিয়া মর্কট-বৈরাগ্য দূর করত সর্বদা কৃষ্ণনামানন্দে আত্মার উন্নতি সাধন করুন,—ব্যস্ত হইয়া অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।”

—‘মর্কটবৈরাগী’, সঃ তোঃ ৮।১০

৫। কাহার বৈরাগ্যাভিনয় মর্কট-বৈরাগ্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ?

“তত্ত্বজ্ঞানিত স্বাভাবিক বৈরাগ্য পূর্ণবলে উদ্ভিত হইবার পূর্বে যে গৃহস্থ গৃহস্থধর্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই মর্কটবৈরাগ্য হইবার সম্ভাবনা।”

—‘মর্কটবৈরাগী’, সঃ তোঃ ৮।১০

৬। মর্কটবৈরাগীর লক্ষণ কি ?

“হৃদয়ে বিষয়চিন্তা, গোপনে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, বাহিরে কোপীন বহির্কাস ইত্যাদি বৈরাগ্যের চিহ্ন,—এই সকলই মর্কটবৈরাগীর লক্ষণ।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ১৬।২৩৮

৭। মর্কটবৈরাগী কে ?

“বৈরাগী হইয়া যিনি স্ত্রী-সন্তাষণ করেন, তিনিই মর্কট-বৈরাগী।”

—‘নামবলে পাপবুদ্ধি’, হঃ চিঃ

৮। কেবল কি অগৃহিগণই মর্কটবৈরাগী হয় ? গৃহিগণের মর্কট-বৈরাগ্য কিরূপ ?

“মর্কটবৈরাগী দুই প্রকার—অর্থাৎ গৃহী মর্কটবৈরাগী ও অগৃহী মর্কটবৈরাগী । * * গৃহীদিগের মধ্যে যাহারা অযথা গৃহত্যাগের জন্ত ব্যাকুল তাহারা অত্যাচারী ।”

—‘মর্কটবৈরাগী’, সঃ তোঃ ৮।১০

৯। বৈরাগ্য বেষগ্রহণেই কি নির্বিষয়ী ভক্ত হওয়া যায় ?

“বৈরাগ্য-বেষাদি ধারণ করিলেই যে, বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায়,—এরূপ নয় ; কেন না, অনেক-স্থলে বৈরাগীগণ বিষয় অর্জন ও বিষয় সঞ্চয় করেন । পক্ষান্তরে অনেক বিষয়ীপ্রায় ব্যক্তি হৃদয়ে যুক্তবৈরাগ্যের সহিত হরিভজন করেন ।”

—‘জনসঙ্গ’, সঃ তোঃ ১০।১১

১০। মুমুক্শাবশে ক্রম-পথ-ত্যাগে কি অনিষ্ট হয় ?

“মুমুক্শু হইয়া ক্রম ত্যাগ করিলে মর্কটবৈরাগ্য আসিয়া জীবকে কদর্ঘ্য করিয়া ফেলে ।”

—চৈঃ শিঃ ১।৭

১১। ‘অস্থির বৈরাগী’ কাহার ?

“কলহ, ক্রেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটন-বশতঃ ক্লমিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, তদ্বারা চালিত হইয়া যাহারা ভেক লয়, তাহারা ই অস্থির বৈরাগী ; তাহাদের বৈরাগ্য থাকে না, তাহারা অতি শীঘ্রই রূপট বৈরাগী হইয়া পড়ে ।”

—চৈঃ শিঃ ৫।২

১২। ‘ঔপাধিক বৈরাগী, কাহার ?

“যাহারা মাদকদ্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারের অযোগ্য হয়, নেশার সময়ে একপ্রকার ঔপাধিক হরিভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে, অথবা অভ্যস্ত রতির দ্বারা ভক্তি-লক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথবা জড়রতির আশ্রয়ে শুদ্ধরতির সাধন-চেষ্টা করে, তাহারা বৈরাগ্য-লিঙ্গ ধারণ-পূর্বক ঔপাধিক বৈরাগী হয় ।”

—চৈঃ শিঃ ৫।২

১৩। জগতের উৎপাত ও বৈষ্ণবধর্মের বলঙ্ক কে বা কাহার ?

“ভাগবতী রতি-জনিত বিরক্তি না হইলে যিনি বৈরাগ্যালিঙ্গ ধারণ করেন, তিনি অবশ্যই জগতের উৎপাত ও বৈষ্ণব-ধর্মের বলঙ্কস্বরূপ ।”

—‘ভেকধারণ’, সঃ তোঃ ২।৭

১৪। সমস্ত নিঃসঙ্গ-সাধুর প্রতি লোকের অবিস্থান ঘটবার জন্ত দায়ী কাহারো ?

“নিঃসঙ্গ বাবাজীদিগের জীলোভ, অর্থলোভ, খাদ্যলোভ ও স্ত্রীলোভ অত্যন্ত বর্জনীয়। কোন কোন নিঃসঙ্গ-লিঙ্গধারী বৈরাগীর সেই সকল দোরাঙ্ক্য থাকায় সমস্ত নিঃসঙ্গ পুরুষের প্রতি বৈষ্ণব-জগতের অবিস্থান হইয়া পড়ে।”
—‘ভেকধারণ’, স: তো: ২।৭

১৫। আখড়াধারীদের সেবাদাসী রাখিবার প্রথা কি বৈষ্ণবধর্ম্ম-মুমোদিত কার্য্য ?

“আখড়াধারী বাবাজীদিগের আখড়ায় জীলোক-সেবিকা রাখাও একটি ভয়ঙ্কর অমঙ্গলজনক প্রথা। কোন-কোন আখড়ায় বাবাজীর পূর্বাশ্রমের বনিতা সেবিকারূপে অবস্থিতি করেন। যে-আখড়ায় জীলোক না হইলে চলে না, সে আখড়ায় যথার্থ বিরক্ত-পুরুষ কখনই থাকেন না। দেব-সেবা ও সাধুসেবার চল করিয়া জীসঙ্গ করাই কেবল ঐ সকল কার্য্যের মূলভূত তত্ত্ব।”
—‘ভেকধারণ’, স: তো: ২।৭

১৬। কেবল বিষয়রাগ দমন করিলেই কি সফল পাওয়া যায় ?

“বিষয়রাগকে দমন করিলেই যে বৈকুণ্ঠ-রাগ হয়, তাহা নহে। অনেক লোক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া কেবল বিষয়রাগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-রাগের সম্বন্ধনেষ্ট চেষ্টা করেন না; তাহাতে শেষে অমঙ্গলই ঘটে।”
—প্র: প্র:, ৪র্থ প্র:

১৭। পরমার্থের উদ্দেশ্য না থাকিলে বৈরাগ্যের কোন সার্থকতা আছে কি ?

“প্রত্যাহারক্রমে ইন্দ্রিয়সংযম সাধিত হইলেও যদি প্রেমাভাব হয়, তবে তাহাকেও শুষ্ক ও তুচ্ছ বৈরাগ্য বলি; যেহেতু পরমার্থের জন্ত ত্যাগ বা গ্রহণ, —উভয়ই তুল্যফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ কেবল জীবকে পাষাণবৎ করিয়া ফেলে।”
—প্র: প্র:, ২য় প্র:

১৮। কখন গৃহত্যাগের অধিকার হয় ?

“প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্ম্মুখী হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। তৎপূর্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা।”
—জৈ: ধ:, ৭ম অ:

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীনামমহিমা

প্রভু বলে, কৃষ্ণনামের মহিমা অপার ।
কৃষ্ণ নিজে নাহি জানে, কি জানিব ছার ॥
শাস্ত্রে যাহা শুনিয়াছি কহিব তোমারে ।
বিশ্বাস করিয়া শুন যাবে ভবপারে ॥
সর্বপাপপ্রশমক সর্বব্যাদিনাশ ।
সর্বদুঃখবিনাশন কলিবাধা হ্রাস ॥
নারকী-উদ্ধার আর প্রারদ্ধ-খণ্ডন ।
সর্ব-অপরাধ-ক্ষয় নামে অনুক্ষণ ॥
সর্বার্থপ্রদাতা নাম সর্বশক্তিময় ।
জগৎ-আনন্দকারী নামের ধর্ম হয় ॥
নাম লঞা জগদ্বন্দ্য হয় সর্বজন ।
অগতির গতি নাম পতিতপাবন ॥
সর্বত্র সর্বদা সেব্য সর্বমুক্তিদাতা ।
বৈকুণ্ঠপ্রাপক নাম হরিপ্রীতিদাতা ॥
সর্বপাপনাশ করা নামের এক ধর্ম ।
প্রথমে তাহাই সপ্রমাণ শুন মর্ম ॥
পাপী অজামিল দেখ বিবশ হইয়া ।
হরিনাম উচ্চারিল নারায়ণ বলিয়া ॥
কোটি কোটি জন্মে পাপ করিয়াছে যত ।
সে সকল হৈতে মুক্ত হইল সাম্প্রত ॥
স্ত্রী-রাজ-গো-ব্রাহ্মণ-ঘাতী মত্তরত ।
গুরুপত্নীগামী-মিত্রদ্রোহী-চৌর্যরত ॥
এ সবার পাপ আর অন্য পাপচয় ।
হরিনাম উচ্চারণে সব পরিস্কৃত হয় ॥
পাপ স্নিহিত হৈলে কৃষ্ণে হয় মতি ।
এইরূপে নামে জীবের হয় ত' সম্পত্তি ॥

কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারিত যবে ।
 সর্বপাপ হৈতে পাপী মুক্ত হয় তবে ॥
 অজ্ঞানে বা জ্ঞানে কৃষ্ণনাম সংকীৰ্ত্তনে ।
 সর্বপাপ ভস্ম হয়, যথা কাষ্ঠ অগ্ন্যৰ্পণে ॥
 বৰ্ত্তমান পাপ আর পূৰ্বজন্মার্জিত ।
 ভবিষ্যতে হবে যাহা সে সকল হত ॥
 অনায়াসে হবে কৃষ্ণনাম-সংকীৰ্ত্তনে ।
 নাম বিনা বন্ধু নাহি জীবের জীবনে ॥
 হরিনামে যত পাপ নিৰ্হরণ করে ।
 তত পাপ পাপী কভু করিতে না পারে ॥
 কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাক শ্রীমধুসূদনে ।
 সর্বপাপ নাশ করে শ্রীনামকীৰ্ত্তনে ॥
 নারকী কীৰ্ত্তন করে 'হরে কৃষ্ণ' বলি ।
 হরিভক্ত হঞা যায় দিব্যধামে চলি ॥
 শ্রদ্ধা করি নাম লৈলে অপরাধ কোটি ।
 ক্ষমা করে কৃষ্ণ যদি না থাকে কুটিনাটি ॥
 ইহাতে বিশ্বাস যার না হয় সে জন ।
 বড়ই দুৰ্ভাগা তার নাহিক মোচন ॥
 তীর্থযাত্রা-পরিশ্রমে কিবা ফল হবে ।
 'হরেকৃষ্ণ' নিত্যগানে সব ফল পাবে ॥
 শয়নে স্বপনে আর চলিতে বসিতে ।
 কৃষ্ণনাম করে যেই, পূজ্য সৰ্বমতে ॥
 হরিনাম বিনা আর সহজ মুক্তিদাতা ।
 কেহ নাহি ত্রিজগতে নামই জীবের ত্রাতা ॥ (ক্রমশঃ)
 (প্রাপ্ত)

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-৫৫)

বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত আবশ্যক কৃত্য ও নিষেধের অনুষ্ঠান ও পরিহার একমাত্র বিষ্ণুর সন্তোষার্থই হইয়া থাকে । সুতরাং উভয়ের তাদৃশ প্রয়োজন অবগত হইলে তদীয় রাগযুক্ত ব্যক্তির স্বতঃই আবশ্যক কৃত্যে প্রবৃত্তি ও নিষিদ্ধ কর্মে অপ্রবৃত্তি হয় । যেহেতু শ্রীভগবানের সন্তোষই প্রীতির একমাত্র জীবন-স্বরূপ । অতএব তাদৃশ প্রীতিবিষয়ে স্বয়ং যে রাগের অনুগমন করিতেছেন তাদৃশ রাগাত্মিক সিদ্ধভক্ত-কর্তৃক কৃত্য ও অকৃত্যের অনুসন্ধান ও অপেক্ষণীয় হয় না । পরন্তু তৎকৃত্য হইলে বিশেষ আগ্রহ হইয়া থাকে । এখানে রাগরুচি দ্বারাই শাস্ত্রোক্ত ক্রমবিধির অপেক্ষা প্রবর্তিত হয় বলিয়া ইহা রাগানুগারই অন্তর্গত । যাহারা শ্রীগোকুলাদি-বিরাজিত রাগাত্মিকার অনুগত ও তৎপর, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলবিষয়ক বিঘ্নসমূহের বিনাশ প্রভৃতির কামনা অনুসারে বৈষ্ণব ও লৌকিক ধর্মের অনুষ্ঠান করেন । রাগানুগা-বিধিদ্বারা অপ্রবর্তিত হইলেও তাহা বেদবাহ্য নহে । যেহেতু তত্তদ্বিষয়ক রুচিনিবন্ধন উহা শাস্ত্র প্রসিদ্ধাই হইয়া থাকে । বেদে বেদবাহ্য বুদ্ধাদির বর্ণন বিরুদ্ধরূপেই হইয়াছে ।

অতএব রাগানুগা সমীচীনা এবং বৈধী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা । মর্যাদাবচন কেবল আবেশের জ্ঞানই হইয়া থাকে । উক্ত আবেশ রুচিবিশেষরূপ মানস-ভাবহেতু যেক্রপ হয়, বিধিপ্রেরণাদ্বারা তদ্রূপ হয় না । যেহেতু তাহা চিন্তের সহজধর্ম । তদবিষয়ে অনুকূলভাবের কোন কথাই নাই । পরমনিষিদ্ধ প্রতিকূল ভাব দ্বারাও সত্ত্বর আবেগ সিদ্ধ হইয়া থাকে । তদাবেশসামর্থ্য হেতু প্রতিকূল দোষের বিনাশ ও সর্কবিধ অনর্থের নিবৃত্তিও হয় । তদ্বিষয়ে অনুকূলভাব পরমৈকান্তি ভক্তসাধ্যই হইয়া থাকে । অতঃপর ভাবমার্গ-মাত্রের বলবত্ব প্রদর্শনের জ্ঞান প্রকরণ উত্থাপিত হইতেছে ।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন—হে নারদ ! ইহা অতি অদ্ভুত যে ঐকান্তিকগণেরও যাহা দুর্লভ, বিদেবী শিশুপালের পরমতত্ত্ব বাসুদেবে তাদৃশ প্রাপ্তিসংঘটিত হইল ! হে মুনিবর আমরা ইহা জানিতে ইচ্ছা করি । ভগবানের নিন্দাহেতু বেন রাজা কেন বিজ্ঞগণ কর্তৃক তমোমধ্যে নিপাতিত হইয়াছিল ? এই শিশুপাল ও দত্তবক্র বাল্যকাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বিদেবী ছিল । দেবর্ষি তাহার উত্তরে (ভাঃ ৭।১।২২-২৫) বলিয়াছিলেন,—

নিন্দনস্তবসংকারত্বাকারার্থং কলেবরম্ ।
 প্রধানপরয়ো রাজন্ অবিবেকেন কল্লিতম্ ॥
 হিংসা তদভিমানেন দণ্ডপারুষ্যয়োর্থথা ।
 বৈষম্যমিতি ভূতানাং মমাহমিতি পার্থিব ॥
 যন্নিবদ্ধোহভিমানোহয়ং তদ্বধাং প্রাণিনাং বধঃ ।
 তথা ন যন্ত কৈবল্যাদভিমানোহখিলাত্ননঃ ।
 পরন্তু দমকর্তুর্হি হিংসা কেনাস্ত কল্লাতে ॥
 তস্মাদ্ভৈরানুবন্ধেন নিরৈক্যেণ ভয়েন বা ।
 স্নেহাং কামেন বা যুজ্ঞাং কথঞ্চিনেক্ষতে পৃথক্ ॥

হে রাজন ! নিন্দন, স্তব, সংকার এবং ত্বাকারের জন্ত প্রধান ও পুরুষের অবিবেকবশতঃ কলেবর কল্লিত হইয়াছে । ইহলোকে তদভিমানহেতু ভূত-গণের যেরূপ “আমি আমার” ইত্যাদি বৈষম্য হয়, তজ্জন্তু সেইরূপ হিংসা দণ্ড পারুষ্যাদিও হইয়া থাকে । যাহাতে এই অভিমান নিবদ্ধ তাহার বধ হেতু প্রাণিগণের বধ হয় । কিন্তু কৈবল্যহেতু অখিলাত্ন শ্রীহরির তাদৃশ অভিমান হয় না । স্মৃতরাং পরমেশ্বরের হিংসা কি হেতু হইবে ! তাদৃশ অভিমানের অভাবহেতু বলিতেছেন,—কৈবল্য হেতু অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় প্রাণহীন বৈকুণ্ঠ-পুরবাসিগণের শুদ্ধ সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বাদিহেতু তাদৃশ নিন্দাদির অগম্য । অতএব যেহেতু ভগবানের নিন্দাদিকৃত বৈষম্য নাই, তজ্জন্তু যেকোন উপায়ে তাহার আভাস মাত্রেরও ধ্যান করিলে তদাবেশ দ্বারাই নিন্দাদিকৃত পাপেরও নাশ হয় । অতএব বৈরাযুক্ত নিরৈক্য ভয়, স্নেহ অথবা কাম যে কোনরূপে তাহার ধ্যান হইলে তিনি তাহা পৃথক্ দর্শন করেন না ।

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্ময়তামিয়াং ।

ন তথা ভক্তিয়োগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ (ভাঃ ৭।১।২৬)

অতএব বর্ত্যজীব বৈরানুবন্ধ হেতু যেরূপ তন্ময়তাপ্রাপ্ত হয়, ভক্তিয়োগ দ্বারা তদ্রূপ হইতে পারে না ইহাই আমার নিশ্চিত বুদ্ধি । তাহার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—

কীটঃ পেশঙ্কতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্ ।

সংরক্তভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥

এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ইন্দ্রে ।

বৈরেণ পূতপাপানস্তমীযুর্নুচিস্তয়া ॥ (ভাঃ ৭।১।২৭-২৮)

পেশকারী কীট কর্তৃক ভক্ষণার্থ নিজ গৃহে আনীত ও আবদ্ধ অশ্রুজাত কীট সংরক্ষক ভয়যোগে সর্বদা ঐ পেশকারী কীটের স্মরণ হেতু তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় এইরূপ ময়ামনুষ্যরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণে বৈরভাবে অশ্রুচিস্তা হেতু পুতপাপ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।

শাস্ত্রবিহিত ভাগবতধর্ম দ্বারাই সিদ্ধি হয় কামাদিদ্বারা হয় না ইহা বলা যায় না।

কামাদ্বেষাং ভয়াং স্নেহাং যথা ভক্ত্যেবমহং মনঃ।

আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদাতিং গতাঃ ॥

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াং কংসো দ্বেষাচ্চৈচ্ছাদয়ো নৃপাঃ।

সম্বন্ধাদৃক্ষ্যঃ স্নেহাদৃ যুয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ (ভাঃ ৭।১।২৯-৩০)

ভক্তিদ্বারা যেরূপ ঈশ্বরে মনোনিবেশ হয় তদ্রূপ কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহাদি দ্বারাও হইয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত—গোপীগণ কাম হেতু, কংস ভয় হেতু, বৈষ্ণাদিরাজগণ বিদ্বেষ হেতু, যাদবগণ সম্বন্ধ হেতু, তোমরা স্নেহ হেতু এবং আমরা ভক্তিহেতু তদগতি প্রাপ্ত হইয়াছি। বিহিত ভক্তিদ্বারা তদগতি প্রাপ্তির ছায় কাম দ্বারাও অনেকে তদগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এস্থলে কেহ কেহ কামকে পাপজনক মনে করেন। এবিষয়ে বিবেচ্য হইতেছে—ভগবদবিষয়ে কেবল কামই পাপজনক অথবা পতিভাবযুক্ত বা উপপতিভাবযুক্ত কাম পাপজনক? যদি বলা যায়, কেবল কামই পাপজনক। তাহা হইলে তাহা কি দ্বেষ প্রভৃতি ভাব সমূহের অন্তর্গত বলিয়া পাপজনক অথবা শাস্ত্রে কাম বিষয়ে পাপ শ্রবণহেতু পাপজনক! এখানে দ্বেষাদিকে কামের সমানরূপে কীর্তন না করিয়া নীচই বলা হইয়াছে। স্নেহের ছায় কামও প্রীত্যান্বকত্ব নিবন্ধন দোষজনক নহে।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে কামুকত্বাদির আরোপণ এবং অধরপানাди মর্যাদালঙ্ঘন-জনক হয় না। বেদান্তের “লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্” সূত্রানুসারে তাঁহাতে স্বভাবতঃ লীলা সিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে শ্রী, ভূ-লীলা প্রভৃতির সহিত বৈকুণ্ঠে তাঁহার তাদৃশী লীলা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া তাহা স্বতন্ত্র লীলাবিনোদ সেই ভগবানেরই অভিলষিতরূপে অবগত হইতেছে, সুতরাং লীলাকালে সহচরীগণ কর্তৃক তাঁহার ভগবদভাবের অননুসন্ধান এবং কামুকত্বাদি ভাবের আরোপ তাদৃশ লীলারসজনিত মোহের স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া তাহা তাঁহার অভীষ্টরূপেই জ্ঞান হইতেছে। সুতরাং প্রেমসীগণ তাঁহার স্বরূপ-

শক্তির বিগ্রহস্বরূপ বলিয়া পরম শুদ্ধ এবং তাঁহার অপেক্ষা অন্যান্যই হইয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদের অধরপানাদি অসঙ্গত হয় না।

গোপীগণ, তৎপতিগণ ও সমস্ত দেহিগণের অন্তঃকরণে যিনি বিচরণ করেন সেই বুদ্ধাদিসাক্ষী পরম পুরুষ লীলাবিগ্রহধারী হইয়া রাসলীলার নায়কত্ব করিতেছেন এইবাক্যে শ্রীশুকদেবও তদবিষয়ক দোষের পরিহার করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ সুবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া সন্তোষ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহারা গোকুলে স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কামসহকারে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া ভবসাগর হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। পুরুষগণের মধ্যেও স্ত্রীভাবে উদ্ভব এবং ভগবদবিষয়ত্ব নিবন্ধন কাম প্রাকৃত কাম নহে; কিন্তু তাহা শ্রীভগবান কর্তৃক তদ্ভাবিত অপ্রাকৃত কাম। এজন্ত উদ্ভব ও গোপীগণের প্রশংসামুখে বলিয়াছিলেন—এই গোপবধূগণই পৃথিবীতে সার্থক জন্মা। ক্রতিগণও নিত্যসিদ্ধ গোপীভাবাভিলাসী হইয়া তদগণান্তর্গত হইয়াছিলেন একরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এইরূপে ভাবমার্গমাত্রেরই শ্রেষ্ঠত্ব সমর্চিত হইলেও কৈমত্যা ত্রায়ে রাগানুগাই অভিধেয় রূপে বলিতেছেন,—

বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপাল-স্বাশ্ব
পৌণ্ড্রদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাত্মৈঃ।

ধ্যায়ন্ত আকৃতিধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ

তৎভাবমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৪৮)

শিশুপাল, পৌণ্ড্র, শাল্য প্রভৃতি রাজগণ শয়ন, উপবেশনাদিতে বৈরভাবে যাহাকে ধ্যান করিয়া তদীয় গতিবিলাসাদিদ্বারা তত্তদাকারবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া তদভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি অমুরাগী ব্যক্তি সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? অর্থাৎ তাঁহাদের মুক্তি প্রাপ্তি বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। অতএব ভাঃ ১১।১১।৩৩ শ্লোকে শ্রীভগবানের উক্তি—

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বার্থে যে বৈ মাং যাবান্ যচ্চাস্মি যাদৃশঃ।

ভজন্ত্যনন্তভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥

যাহারা সর্বদা সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমাকে জানিয়া বা নাজানিয়াই অনন্তভাবে ভজন করেন। তাঁহারা আমার ভক্ততমরূপে সম্মত। এই বাক্যে কেবল রাগানুগার অমুষ্ঠানই প্রশংসিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিছুদেব শ্রোতী মহারাজ

চাতুৰ্মাস্ত্র ব্রত

শ্বেতদ্বীপাত্মস্তরে সহস্রফণাধিত অনন্তরূপপর্য্যক্ষে শ্রীহরি চারিমাসকাল শয়ন করেন। শয়ন হইতে উত্থান পর্য্যন্ত নিয়মপূৰ্ব্বক শ্রীজগন্নাথের সেবার নাম 'চাতুৰ্মাস্ত্রব্রত'।

তবিশ্বপুরাণে লিখিত আছে,—

যো বিনা নিয়মং মৰ্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।

চাতুৰ্মাস্ত্রং নয়েদ্ব্যর্থো জীবনোৎপি মৃতো হিঃ সঃ ॥

অর্থাৎ নিয়ম বা ব্রত অথবা জপ ব্যতীত চাতুৰ্মাস্ত্র যাপন করিলে জীবিতাবস্থায় সেই মূৰ্খ মৃততুল্য গণ্য হইবে।

সনৎকুমারেণোক্তম্—

একাদশাস্ত্র গৃহীয়াৎ সংক্রান্তৌ কৰ্কটস্ত তু।

আষাঢ়্যাং বা নরো ভক্ত্যা চাতুৰ্মাস্ত্রোদিতং ব্রতম্ ॥

অর্থাৎ সনৎকুমারের উক্তি আছে যে, ভক্তিভরে শরনৈকাদশী বা কৰ্কট-সংক্রান্তি অথবা আষাঢ়ী পৌৰ্ণমাসীতে চাতুৰ্মাস্ত্রব্রত ধারণ করাই মানবের কৰ্ত্তব্য।

সুদুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যদি ভগবচ্চরণাশ্রয় সেবা না হয়, তবে জীবনধারণ কুথা। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ করিয়াছেন—‘পুৰুষস্তেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসমর্পণমেব কৰ্ত্তব্যম্’। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সেবনই ভক্তি। ‘ভক্তিবশঃ পুরুষঃ’—অর্থাৎ পরমেশ্বর কেবলা ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হন। অতএব এই হরিতত্ত্ববুদ্ধ্যর্থ মানবমাত্রেরই চাতুৰ্মাস্ত্রব্রত পালন করা একান্ত বিধেয়।

সঙ্কল্পমস্ত্র যথা,—

চতুরো বার্ষিকান্ মাসান্ দেবস্তোথানাবধি।

ইমং করিষ্যে নিয়মং নিক্ষিপ্তং কুরু মেহচ্যুত ॥

হে অচ্যুত ! সপ্তর্ষের মাস চতুষ্টিয় দেবতার উত্থান পর্য্যন্ত এই নিয়ম করিব, আপনি কৃপাপূৰ্ব্বক সৰ্ববিঘ্ন দূর করুন।

স্কন্দপুরাণে নাগরথণ্ডে প্রকাশিত আছে যে, শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিক মাসে আমিষ ত্যাগ করিতে হয়। এতৎপ্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ আছে যে, পটল, শিম ও বরবটী ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

চাতুৰ্মাস্ত্রব্রত সম্পর্কে ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত ! শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর জনার্দন নিদ্রিত হইলে ব্রত, নিয়ম, জপ, হোম যাহা কিছু কৰ্ত্তব্য, তৎসমুদয় আপনি আমাদিগকে বলুন। সূত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ ! শ্রীহরি প্রসুপ্ত

হইলে যে নিয়ম পালন করা যায়, তাহা সমস্তই অনন্ত ফলদায়ক হয়। জপ, নিয়ম, স্বাধ্যায় বা ব্রত সবই শ্রীভগবানের তুষ্টির নিমিত্ত করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি একাহারী হইয়া হরিশয়ন কাল পর্য্যন্ত দিন যাপন করে, সে ধনবান হয়। যে মানব একদিন অন্তর ভোজন করে, সে ধনবান্ এবং রূপবান্ হয়।

শ্রীহরি নিদ্রিত হইলে দিবসের ষষ্ঠভাগে আহার করিলে রাজস্বয় ও অশ্বমেধ যাগের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। জনার্দনের শয়নকালে ত্রিরাত্র-উপবাসী হইয়া কাল যাপন করিলে এ সংসারে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাহারা একদিন প্রাতর্ভোজন, আর একদিন সাংসং ভোজন করে, তাহারা অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করে। যাহারা তৈলাভ্যঙ্গ বর্জনে ত্যাগ করে, তাহারা স্বর্গভাগী হইয়া থাকে। তৈলহীন স্নানে ও মধু-মাংস বর্জনে মুক্তিভাগী হওয়া যায়। প্রাণমাসে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্তিকে আমিষ ত্যাগ করিলে সংবৎসর যাবৎ পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। যে মানব এই সময় বিশেষতঃ কার্তিক মাসে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পণকে মিষ্টান্ন প্রদান করে, সে অগ্নিষ্টোম যাগের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ এই চারি মাস বিষ্ণুমন্দিরে চতুর্বেদ দ্বারা স্বাধ্যায় আচরণ করেন, তিনি নিশ্চয় বিদ্বান্ হইয়া থাকেন। বিষ্ণুমন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীতাদি করিলে জীবনান্তে গান্ধর্বী যোনি লাভ হয়।

পূর্বে দেবর্ষি নারদ দেবদেব কমলাসনকে বলিলেন,—আমি অধুনা আপনার নিকট চাতুর্মাশ ব্রতকথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মূনে! তুমি আমার নিকট চাতুর্মাশ ব্রতমাহাত্ম্য শ্রবণ কর। হে বৎস! এই ব্রত মুক্তিপ্রদ এবং সংসার হইতে উদ্ধারের একমাত্র কারণ; ইহা অরণ করিলে মানব সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। দেখ, এই লোকে মহুঘাত্ত সুদুর্লভ, তদুপরি সংসঙ্গ আরও দুর্লভ। যে ব্যক্তি সংসঙ্গ করে না এবং যাহার বিষ্ণুভক্তি নাই, তাহার চাতুর্মাশ ব্রত করা উচিত। যে জন এ ব্রত করে না, তাহার পুণ্য নিরর্থক। ব্রতকালে শ্রীহরিকে প্রণাম করিলে হৃষ্টপুষ্ঠ দেহ ও জীবন শোভমান হয়।

চাতুর্মাশে প্রাতঃস্নানে সর্কযাগের ফল লাভ হইয়া থাকে। পুষ্কর, প্রয়াগ, রেবা, ভাস্করক্ষেত্র ও সাগরসঙ্গমে স্নান করিলে অসংখ্য পুণ্য লাভ হয় ও সহস্র সহস্র পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে। এই ব্রত-যাপনকালে বিশেষরূপে স্নান ও বিষ্ণু নাম জপ করিলে নর দেবত্ব প্রাপ্তি হয়। মন্ত্রস্নান,

বিষ্ণুপাদোদকগ্রহণ, নারায়ণাগ্রে স্নান, ক্ষেত্রতীর্থ-নদীস্নান—এই সকল স্নান যে করে, সে বিমুক্তি লাভ করে ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—স্নানাবসানে নিত্য শ্রদ্ধাসহকারে পিতৃতর্পণ করিবে । ইহা মহাকলপ্রদ । পরে বিষ্ণু স্মরণপূর্বক স্তবকার্য্য অমুষ্ঠান করিবে । ইহা দেব, পিতৃ ও মনুষ্যদিগের তৃপ্তিদায়ক হয় । চাতুর্মাশ্রে ধর্মসম্বত শ্রদ্ধা ও স্মৃতিপূত কর্মসকল করিবে । সংসঙ্গ, দ্বিজভক্তি, গুরুদেবাগ্নি-তর্পণ, গোদান, বেদপাঠ, সংক্রিয়া, সত্যভাষণ, গো-সেবা ও দানভক্তি এইগুলি ধর্মের নিয়ম বলিয়া কথিত ; শ্রীহরির শয়নকালে ইহা সুষ্ঠুভাবে পালন করিলে সাতিশয় ফলদায়ক হয় ।

শ্রীনারদ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! যেক্রপ নিয়ম দ্বারা শ্রীহরি তুষ্টিলাভ করেন, তাহা বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—বিবিধ ক্রিয়াদ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের নিয়ম অবলম্বনে সুখী হন । ইহা ষড়্‌বর্গহারী ; রিপু-নিগ্রহের পরম কারণ । বিবিধ যজ্ঞকরণে যে ফল লাভ হয়, তাহা এই নিয়ম-পালনের মধ্যে নিহিত আছে । ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ মুহূর্ত্তমাত্র ধ্যান করিলে শত জন্মের পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায় । এই নিয়ম দ্বারা ক্ষুৎ-পিপাসাদিশ্রম সঙ্কুচিত হয় । যিনি হরিশয়নকালে নিয়মাবলম্বন করেন, তিনিই প্রকৃত যোগী ।

এই সময়ে কায়মনোবাক্যে অহিংসা আচরণ করিবে । পরস্বহরণ, দেবস্ব-হরণ ও অকার্য্যকরণ বর্জন করিতে হইবে । বিবেকবুদ্ধি দ্বারা লোভকে জয় করিবে ।

চাতুর্মাশ্রে সঙ্কর্ম্ম, সদালাপ, সংসেবা, সাধুদর্শন, বিষ্ণুপূজা ও দান মহাকলপ্রদ । পরনিন্দা মহাপাপ এবং মহাত্ম্য ও মহাদুঃখদায়ক । ব্রহ্মা আরও বলিলেন,—বিষ্ণুপ্ৰীতির জন্ত যাহা ত্যাগ করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে ।

বেদবিধিকে বিধি কহে । আর নিয়মকে নিষেধ বলে । বিধি ও নিষেধ উভয় বিষ্ণুস্বরূপ । অতএব যত্নসহকারে সকলেরই বিষ্ণুসেবা করা কর্ত্তব্য । বিষ্ণুকথা, বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুধ্যান ও প্রণাম—বিষ্ণুর প্ৰীতির জন্ত যিনি আচরণ করেন, তিনিই মুক্তিভাগী হন ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেন্দান্ত উর্দ্ধমশ্বী মহারাজ

“চাঁদকাজী-উদ্ধার”

(নাটিকা)

—চরিত্র—

(পুরুষ-চরিত্র)

মহাপ্রভু—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

শ্রীনিত্যানন্দ—ঐ ভক্ত

শ্রীঅদ্বৈত—ঐ ভক্ত

শ্রীবাস—ঐ ভক্ত

কাজী—মৌলানা সিরাজউদ্দীন (চাঁদকাজী)

নদীয়ার শাসনকর্তা

সিপাহশালার—ঐ সেনাপতি

দূত—ঐ ভৃত্য

১ম নাগরিক—জ্ঞানৈক নদীয়াবাসী

২য় নাগরিক—ঐ

খুসুমণি—শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র (মৃত)

(স্ত্রী-চরিত্র)

মালিনী দেবী—শ্রীবাসের স্ত্রী

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

নগরপথ

(নদীয়া নগরে ভ্রমণরত কাজী মৌলানা সিরাজউদ্দীন ও সিপাহশালার)

কাজী—ওহে সিপাহশালার, আজ ক’দিন ধরে নদীয়ার ঘরে ঘরে ক্রন্দনের

রোল শোনা যাচ্ছে কেন বলতে পার ? নদীয়ার আবাল-বৃদ্ধ-

বনিতা যেন কাঁদছে, ...কা’র শোকে কার দুঃখে এই আর্তনাদ !

সিপাহশালার—(কান পাতিয়া শব্দ শ্রবণ করতঃ) জি-হজুর, আপনি

ঠিকই বলেছেন । সত্যই যেন একটা করুন ধ্বনি ভেসে আসছে ;

তবে মনে হচ্ছে যেন ঐ সঙ্গে কোন বাত ও বাজছে ।

কাজী—কিসের বাত ? এ কি আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ধ্বনি...না কোন করুণ আর্তনাদ !

সিপাহশালার—হজুর, আপনার আদেশ পেলে আমি এর সঠিক সন্ধান

দূতের কাছ থেকে নিয়ে আসতে পারি । তবে আপনাকে দয়া

করে ধৈর্য্য ধরে একটু অপেক্ষা করতে হবে ।

কাজী—বেশ আমি অপেক্ষায় রইলাম। তুমি সঙ্ঘের সঠিক সংবাদ নিয়ে এসো।

সিপাহশালার—জি-হজুর! (সেলাম করতঃ প্রস্থান)

কাজী—ঐ, ঐ আবার বাত বাজছে, ...বাত-ধ্বনি যেন আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলছে। ঐ বাতের তালে তালে লক্ষ লক্ষ লোকের কোলাহলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমার রাজ্যের প্রজাদের তো কোন অভাব-অনটন নেই; আমি সর্বদাই তাদের সুখশান্তির দিকে নজর রেখে চলেছি। কারণেই তাদের অভাবজনিত কোন হাহাকার বা হা-হতাশ কি থাকতে পারে? তারা ইহলৌকিক সর্ব সুখ উপভোগ করতে থাকায় এটা কি তাদের উল্লাসের অভিব্যক্তি!

(দূতকে সঙ্গে লইয়া সিপাহশালার উপস্থিত হইল ও উভয়ে কাজীকে সেলাম করিল)

সিপাহশালার—হজুর! এই দূতের মুখে আমি সঠিক সংবাদ পেলাম,—

এই নদীয়ার ঘরে ঘরে হিঁদুরা খোল, করতাল, মৃদঙ্গ বাজিয়ে তাদের দেবতার জয়গান গাইছে। আপনার আরও যদি কিছু জিজ্ঞাস্ত থাকে সেজন্য এই দূতকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

কাজী—কাকের হিঁদুদের এই উচ্ছৃঙ্খলতা কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না।

(দূতের প্রতি) কি হে, তুমি এ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাও নি কেন? তুমি জান না, ...আমার রাজ্যে কোন হিঁদুরানী চলবে না?

দূত—(সেলাম করতঃ) জানি হজুর; আপনার রাজ্যে হিঁদুরা তাদের দেবতার নাম নিতে পারবে না। তারাও আপনার নাম শুনে ডরায়। কিন্তু কি করব হজুর! আমি দেখেছি তারা যখন তাদের দেবতার নাম নিয়ে কীর্তনে মেতে ওঠে, তখন তাদের ভাবাবেশে ছুঁচোখ জলে ভরে যায়; তাদের সেই করুণ আকৃতি ও ব্যাকুল ক্রন্দন বড় মর্মান্বিত।

কাজী—বুঝেছি, তুমিও তাদের দলে ভীড়ে পড়েছো। তাই তাদের কীর্তন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আমায় খবর দিতে পার নি। শোন শয়তান, এ ভাবে হুতিয়ালী করা চলে না। জান না, ...তুমি যে-বিশ্বাস যাতকতার কাজ করেছো তা'র পরিণাম কি হবে?

দূত—(কাজীর পদতলে পড়িয়া) হজুর, আমায় মাপ করবেন। আপনার পা ছুয়ে শপথ করছি,—জীবনে আর এমন কাজ কখনও করব না।

কাজী—যাও, এবারের মত তোমার ছেড়ে দিলাম। কিন্তু সাবধান, যেন বিপথে আর এক পাও বাড়িয়ে না। সমস্ত গোপনীয় সংবাদ তারাতাড়ি আমার কাছে পৌঁছানো চাই।

দূত—জি-হজুর! (সেলাম করতঃ প্রস্থান)

কাজী—সিপাহশালার, হিঁদুদের এত স্পর্ধা কি করে হল বলতে পার? আমার রাজ্যে হিঁদুয়ানা? হিঁদুরা স্বাধীন ভাবে তাদের দেবতার নাম নেবে, আর আমি তা' দেখে নীরবে সহ্য করে যা'ব? আমার মত মোলানা এ বাংলায় কে আছে? বঙ্গেশ্বর বাদশা হোসেন শাহ্, যা'র শিষ্য, যা'র অঙ্গুলি হেলনে দারা নদীয়া তথা বাংলার নরনারী ভয়ে বিকম্পিত, সে উপস্থিত থাকতে এই নদীয়ার কাকের হিঁদুদের এত বড় বেয়াদপী নির্বিশেষে ঘটবে? না—না—তা' হয় না, ...তা' হ'তে দেবো না।

সিপাহশালার—হজুর, এই নদীয়ায় নিমাই পণ্ডিতের দৌরাত্ম্যে হিঁদুদের এত বাড় বেড়েছে। নিমাই পণ্ডিতই সকলকে কীর্তনে উৎসাহিত করেছে।

কাজী—কে, কে সেই নিমাই পণ্ডিত? তার পরিচয় কিছু জানো?

সিপাহশালার—জানি হজুর; জগন্নাথ মিশ্র ঠাকুরের ছেলে ঐ নিমাই পণ্ডিত। সে বয়সে প্রবীন না হ'লেও প্রবীনদের মত পাকা বুদ্ধি ধরে। কীর্তনকারীরা তারই উৎসাহে ও আদেশে বিপুল উত্তমে নির্ভয়ে কীর্তন করে চলেছে।

কাজী—আরে, জগন্নাথ মিশ্রকে তো আমি চিনি। সে ব্রাহ্মণ বিশেষ বিনম্র ও ভাবুক প্রকৃতির। তার ছেলে এত বড় ছুট? এ যে তাজ্জব ব্যাপার!

সিপাহশালার—হজুর, ঐ জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে আপনার সম্মান খর্ব করে ইসলাম ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন ক'রে তার হিঁদু ধর্মকে জাহির করার জন্যই উঠে পড়ে লেগেছে।

কাজী—কি বললে?...এই মোলানা সিরাজ উদ্দীনকে ভয় করেনা এমন লোক নদীয়ার আছে? ঐ জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে কিনা আমার সম্মান খর্ব করে ইসলাম ধর্মকে জগতে হেয় করবে? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ... আল্লাহ দয়ায় এই পবিত্র ইসলাম ধর্ম কোন দিনই হেয় হবে না—এ ধর্মের কোন ক্ষয় নেই—ধ্বংস নেই। এ ধর্মের

সে উচ্ছেদ চাইবে, সেই কাফের নিজেই দোজকে যাবে—ধ্বংস হ'বে বরং কাফের হিঁদুধর্মের বিলোপ সাধন করাই ইসলামের একান্ত পুণ্য কর্ম। আমি আজই রাত্রে সমস্ত কীর্তনকারীদের বাড়ী হানা দিয়ে এর তথ্য অহুসন্ধান ক'রে আসুব এবং কীর্তনে নিষেধাজ্ঞা জারী করুব দেখি তারা কত শক্তি ধরে? হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ.....।

(সিপাহশালার প্রতি) যাও, সমস্ত পাইক বরকন্দাজকে অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হিঁদুদের হামলা রুখবার জন্ত প্রস্তুত থাকতে বলগে।

সিপাহশালার—জি-হজুর। (সেলাম করতঃ প্রস্থান)

কাজী—যদি হিঁদুরা প্রকৃতই সম্মবদ্ধ হয়, তা'হ'লে তাদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। আমার রাজ্যে কাফের হিঁদুদের কোন ধর্মালোচনা ও ঔদ্ধত্য চলবে না,—তা' বন্ধ করতেই হবে (প্রস্থান)। [ক্রমশঃ]

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

স্বার্থসর্বস্বতা

স্বার্থকেই সর্বস্ব জ্ঞান করার ভাব স্বার্থসর্বস্বতা। স্বার্থ বলিতে নিজ প্রয়োজনকে বুঝায়। এই প্রয়োজন যখন দেহ ও মনের তোষণপর বস্তুতে আবদ্ধ তখন স্বার্থ অপস্বার্থকেই লক্ষ্য করে; এই অপস্বার্থের বশবস্তী হইয়া মানব অপরের ক্ষতি করিতে দ্বিধা বোধ করে না। প্রতিপাল্যগণের প্রতি অযথা কার্পণ্য, সংকার্য্য-কার্পণ্য, বিরোধ, চৌর্য্য, অসন্তোষ, অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, হিংসা, লাম্পট্য, অপচয় প্রভৃতি বহুবিধ পাপ অপস্বার্থকতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং স্বার্থ যখন নিজ দেহ-মনের আরাম অর্থেই ব্যবহৃত হয়, তখন স্বার্থ-সর্বস্বতার দ্বারা পাপ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

বিবেকিগণের বিচারে স্ব—আত্মা, অর্থ—নিত্যপ্রয়োজন ভগবৎপ্রীতি। বস্তুতঃ বিদ্বদ্ভূতি-বৃত্তিতে আত্মার ভগবৎপ্রীতি-বিধানরূপ প্রয়োজনই স্বার্থ। এই স্বার্থই অর্থাৎ শুদ্ধসেবা দ্বারা অপ্রাকৃত গোপীজনবল্লভের আনন্দ-বিধানই যখন সর্বস্ব বলিয়া বিবেচিত ও গৃহীত হয় তখন স্বার্থ-সর্বস্বতার মধ্যে পরার্থপরতার পূর্ণ বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়। ইহজগতে আমরা যে-সকল পরোপকার করিয়া থাকি, তাহা ক্ষণিক; উহাতে নিত্যকালের উপকার হয় না। আবার এই উপকারের অভ্যন্তরে অপকার যে লুক্কায়িত না থাকে তাহাও নহে। স্থূল পাক্ষভৌতিক দেহ ও সূক্ষ্মদেহ মন অনিত্য; সুতরাং

তৎসম্বন্ধীয় যে উপকার তাহাও অনিত্য না হইয়া পারে না। কিন্তু আত্মবস্তু নিত্য; সুতরাং আত্মসম্বন্ধীয় উপকারও নিত্য। যেমন বৃক্ষের মূলদেশে জলসিঞ্চন করিলে শাখা-প্রশাখা-পল্লব-পত্রাদি সঞ্জীবিত ও সতেজ থাকে, পৃথগ্‌রূপে প্রতি শাখায় বা প্রতি পল্লবে জল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, সেই প্রকার যাবতীয় অণুচিৎ জীবাত্মার আকার বিভূচিৎ ভগবানের সেবা করিলে—তাহার আনন্দবিধান করিলে সকলেরই সেবা করা হইয়া থাকে। “তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টঃ” জগৎকে পৃথগ্‌ভাবে তুষ্ট করিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং তাহাতেই যুগপৎ স্বার্থসর্বস্বতা ও পরার্থপরতা হইয়া থাকে। এই শিক্ষাটী প্রদান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত (৪।৩।১৪) বলিতেছেন,—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তিতংস্কন্ধভূজোপশাখাঃ ।

।ণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্কার্হণমচ্যুতেজ্য। ॥

আত্মার নিত্য বৃত্তি—ভগবৎসেবা। সুতরাং আত্মার প্রয়োজন অর্থে ‘স্বার্থ’-শব্দ ব্যবহৃত হইলে স্বার্থসর্বস্বতার ছায় শ্রেষ্ঠ সম্পদ মানবের আর কিছুই হইতে পারে না। দেহ ও মন-সম্বন্ধীয় অপস্বার্থে সুখ আছে মনে করিয়া মানবগণ সেই দিকে প্রধাবিত হয়, কিন্তু অভিজ্ঞতায় শিক্ষা করে যে তাহার ফলস্বরূপে চিন্তানল-দহন ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। ঐ চিন্তানল তুবানলের ছায় ক্রমশঃ দগ্ধ করিয়া মানবের বিবেক তন্মসাত্ত করিয়া থাকে। চিন্তানলের লেলিহান জিহ্বায় পতিত হইলে মানব ভগ্নস্বাস্থ্য ও হতবুদ্ধি হইয়া অকালে কালের কবলে পতিত হয়। সুতরাং এই প্রকার অপস্বার্থ-সর্বস্বতায় শুধু যে অপরেরই অনিষ্ট হয় তাহা নহে, পরন্তু নিজেরও সর্কার্হণে অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অপস্বার্থ-সর্বস্বতার তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও অতি অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিই তাহার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে।

ভগবৎসেবাপরায়ণতারূপ প্রকৃত-স্বার্থসর্বস্বতার এমনই মহান প্রভাব যে, তাহার আশ্রয়কারী অপরের নিত্যকল্যাণ-বিধানের জন্ত যত্নপর না হইয়া পারেন না। “জন্ম-সার্থক করি’ কর পর উপকার”বাণী তাহার প্রতি ধমনীতে প্রবাহিত। সাধুমুখে ভগবদ্‌বাণী-শ্রবণে জন্ম সার্থক হয় সেই শ্রোতবাণী-কীৰ্ত্তনে—আচারের সহিত প্রচারে নিজের ও অপরের নিত্য-কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। ভক্তের স্বার্থসর্বস্বতার কি-প্রকার সুন্দর

বিকাশ, তাহা ভক্তবর প্রহ্লাদের শ্রীনৃসিংহ-সমীপে নিম্নলিখিত বাক্যে
সুদূরূপে প্রকাশিত হইয়াছে (ভাঃ ৭।৯।৪৪) —

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা মোনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ ।

নৈতান্ বিহার কৃপণান্ বিমুম্ক্ষুঃ একো নাত্তং ত্বদন্ত্য শরণং ভ্রমতোহনুপশ্যে ॥

—হে দেব, প্রায়ই নিম্মুক্তিকামী মুনীগণ নির্জনে মৌনব্রত পালন করেন; তাঁহারা পরার্থপর নহেন। দীনগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি একাকী মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করি না। হে ভগবান্, তোমা ব্যতীত অল্প কাহাকেও ভ্রমণশীল লোকগণের রক্ষক দেখি না।

প্রকৃত-স্বার্থসর্বস্ব জনগণ অপস্বার্থসর্বস্ব জনগণের দুঃখ-দর্শনে তাহা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য কিপ্রকার আগ্রহ-বিশিষ্ট তাহা আমরা গৌরজন শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের চরিত্রে আরও সুন্দররূপে দেখিতে পাই। তিনি ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া-
ছিলেন—“হে প্রভো, এষ্ট অপস্বার্থী জনগণের দুঃখ দেখিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না। উহারা সুখের অনুসন্ধান করিতেছে কিন্তু প্রকৃত সুখ—প্রকৃত আনন্দ—অথবা আনন্দ যে তোমার পাদপদ্মসেবায় আছে, তাহা মায়ামোহবশতঃ উহারা বুঝিতে পারিতেছে না। তুমি উচ্চা-
দিগকে ঐ মোহ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার পাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত কর; কৰ্ম্মজনিত উচ্চাদের যে-সকল দুঃখ সঞ্চিত রহিয়াছে তৎসমুদয় আমার মস্তকে অর্পণ কর। তাহা আমি অনায়াসে ভোগ করিব কিন্তু উচ্চাদের দুঃখ আমি কিছুতেই দেখিতে পারিতেছি না।” মহাত্মা যীশুখৃষ্টের বাণী কি এই গৌরসেবকের বাণী অপেক্ষা অধিক উদার? যাহার সেবক এই প্রকার ঔদার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহার অসীম ঔদার্য্য বারিধির তুলনা কোথায় পাওয়া যাইবে? তিনি যে অনপিতচরী স্বভক্তি-শ্রী শৃঙ্গাররতিতে ভগবদ্ভজনের যে অফুরন্ত অসমোর্জ্য সৌন্দর্য্যভোগের সর্বসাধারণের নিমিত্ত উন্মুক্ত রাখিয়া-
ছেন, জগৎকে অপর কেহ কখনও তাহা দান করিতে পারেন নাই; অপরের পক্ষে তাহা সম্ভবপরও নহে। কারণ স্বয়ংরূপ অবতারীর তাহা নিজস্ব ধন। সুতরাং অপস্বার্থ-সর্বস্বতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পর-স্বার্থসর্বস্বতার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মতি গ্রহণ করিতে হইলে গৌরপাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই।

—শ্রীকমলাপতিদাস ব্রহ্মচারী

লাম্পাট্য

উপক্রমিকা

লাম্পাট্য একাদশ প্রকার পাপের অঙ্কতম। অসদ্বিষয়ে আশঙ্কিই ‘লাম্পাট্য’-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। ইহ অগতে আসক্তির বিষয় প্রধানতঃ তিনটি—অর্থ, স্ত্রী ও প্রতিষ্ঠা। তাই লাম্পাট্যকে ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—অর্থ-লাম্পাট্য স্ত্রী-লাম্পাট্য ও প্রতিষ্ঠা-লাম্পাট্য। ‘লাম্পাট্য’ বলিতে আমরা সাধারণতঃ স্ত্রী-লাম্পাট্যকেই বুঝিয়া থাকি; বোধ হয় ‘রম’-ধাতু হইতে লম্পট-শব্দের উৎপত্তিক্রমেই ঐ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। এই ‘রম’ ধাতুও অহরহ হওয়ার অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্থ-লাম্পাট্য শীঘ্রই স্ত্রী-লাম্পাট্যে পরিণত হয়, প্রতিষ্ঠা-লাম্পাট্যের শেষ গতিও তাহাই।

অর্থ-লাম্পাট্য

অর্থের অত্যধিক আসক্তি জন্মিলে ধন ও বিষয়াদি-লাভের আশা ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় যে, তাহা বিবেককে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিয়া পৈশাচিক বৃত্তিকে তৎস্থানে স্থাপন করে, ফলে মানব-জীবনের ধার্মিক সুখ-শান্তি চিরতরে অন্তর্হিত হয়। অনায়াসে সংসারযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে, এই প্রকার সংস্থান থাকা সত্ত্বেও অর্থ-লাম্পাট্যবশে উৎকোচাদির প্রতি প্রধাবিত হইবার ফলে দুর্দশার চরম-সীমায় উপনীত হইবার উদাহরণ আমরা প্রায়ই সংবাদ-পত্রের ‘আইন-আদালত’-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই। এত দেখিয়াও কয়জনের শিক্ষা হয়? অন্তরুত্তি কেন, অন্তরুত্তিতেও যদি অর্থাদির বিষয়ে আসক্তি জন্মে, তাহাও অন্তরুত্তিরই কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং অন্তরুত্তির পরিণাম কিপ্রকার ভয়াবহ তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি অর্থলাম্পাট্য সর্বতোভাবে বিসর্জন দিয়া যাহাতে সংসারযাত্রা কোনও প্রকারে নির্বাহ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াই ভগবদ্ভজনে মনোনিবেশপূর্বক সুদুর্লভ মনুষ্যজীবনের সার্থকতা-সাধনে যত্ন বিশিষ্ট হইবেন।

স্ত্রী-লাম্পাট্য

কামিনীতে আসক্তিই স্ত্রী-লাম্পাট্য। বৈশ্বাসক্তি, পরদারে আসক্তি এবং শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্বক নিজ স্ত্রীতে ভোগ্যা জ্ঞান—ত্রিবিধ প্রকারে স্ত্রী-লাম্পাট্যের প্রকাশ দৃষ্ট হয়। দেশে এই ভীষণ পাপটী কি ভীষণভাবে বিস্তৃত হইয়াছে তাহা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি ব্যাধির অসংখ্য প্রকার পেটেন্ট ঔষধের অসংখ্য বিজ্ঞাপন দৃষ্টেই অনেকটা অনুমান করা যায়। দুর্দশার চরম সীমা এই যে, অপর ধর্মের স্ত্রীলোকগণকে ধর্ষণও কোন সম্প্রদায়ের কোন কোন

ব্যক্তি কর্তৃক ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, এই মূঢ়তা—অজ্ঞতা ও স্ত্রীলাম্পট্য হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কোনও সম্প্রদায়ের কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ইহার প্রতি খুংকার না করিয়া থাকিতে পারেন না—সামান্য নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও ইহাকে কুকুরবৃত্তি অপেক্ষাও হীন বলিয়া জানেন। এই জঘন্যবৃত্তি নিবারণের জন্ত কোন কোন বিচারক কঠোর দণ্ড বিধান করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহা কয়জন জানে? ঐ কার্যের ঐ প্রকার শাস্তি চিত্রে অঙ্কন করিয়া গ্রামে গ্রামে প্রদর্শন করা উচিত এবং যাহাতে অজ্ঞতামূলে জাত ধর্মান্ধতা বিদূরিত হইতে পারে তজ্জন্ত নীতি-শিক্ষার ব্যবস্থারও একান্ত প্রয়োজন।

স্ত্রীলাম্পট্যের ফলে কি দুর্দশা হয় তাহা বর্ণনা করিয়া কপিলদেব স্বীয় মাতাকে (ভাঃ ৩৩১।৩৩-৩৪) বলিতেছেন—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হী শ্রীর্ষশঃ ক্ষমা ।
 শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্ ॥
 তেষণান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতান্নস্বসাধুযু ।
 সঙ্গং ন কুৰ্য্যাচ্ছোচ্যেযু যোষিৎ-ক্ৰীড়ামৃগেষু চ ॥

এই শ্লোকদ্বয়ে জানিতে পারি যে, স্ত্রী-লাম্পট্যের কথা কি, তাহার লক্ষ্য যে করে তাহারও—সত্য, বাহ্যভাস্তরে পবিত্রতা, দয়া, মৌন, পরমপুরুষার্থ-বিষয়া মতি, লজ্জা, হরিসেবাময়ী শোভা, কীৰ্ত্তি, ক্ষমাগুণ, বাহ ও অন্তর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, চিন্তের প্রশান্তভাব, উন্নতি প্রভৃতি সদগুণ একেবারেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। স্মরণ্যং স্ত্রীলাম্পট্য ত' বিসর্জন করিতে হইবেই, অধিকন্তু অশান্ত দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, ক্রীড়ামৃগের স্ত্রী কামিনীকুলের অঞ্চলধুক, মূঢ় ও অতীব শোচ্য অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গও সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। লৌকিকতা অনেক সময় এই পরিত্যাগের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। যে লৌকিকতা লোকের সর্বনাশ করে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করাই কি বুদ্ধিমানের কার্য নহে?

এতৎপ্রসঙ্গে আমাদের লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, মায়া নানা মূর্তিতে মানবগণকে বিক্ষিপ্তচিত্ত করিয়া ভগবৎসম্বন্ধ বিচ্যুত করে। এই বিচ্যুতির ফলেই মানবগণ গৃহকে যোষিৎ-জ্ঞানে এবং গৃহিণীকে আশ্রয়-জ্ঞানে সেবা করিতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণরত হয়। ফলে ভগবৎসেবারূপ সৌভাগ্যরবি চিরতরে অন্তরিত হইয়া থাকে। চেতনের অপব্যবহারের ফলে কৰ্ম্মকাণ্ডীয় ও অক্ষজ জ্ঞানকাণ্ডীয় বিচার মানবকে আবৃত করিয়া

ফেলে ঐ আবৃত্তির ফলে সেব্যের আসনে ভগবানকে স্থাপনের পরিবর্তে
স্ত্রীকে স্থাপন করিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই কার্য্যকেই পাশ্চাত্য
জগৎ সত্যতা বলিয়া জ্ঞান করে। আর্য্যভারত চিরকালই ঐ কার্য্যকে
অনার্য্যোচিত অসত্যতা বলিয়া জানেন। ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ পাশ্চাত্যের
তরঙ্গ প্রাচ্যকে স্পর্শ করিতে বসিয়াছে। আধুনিক মনীষিগণ এদিকে একটু
দৃষ্টিপাত করিয়া সাবধান হইবেন কি ?

প্রতিষ্ঠা-লাম্পাট্য

প্রতিষ্ঠা-লাম্পাট্য মানবকে অপস্বার্থে অন্ধ করিয়া থাকে। আমি
প্রতিষ্ঠার দাস কিনা তাহা জানিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় না। একটু
প্রতিষ্ঠা কম হইলেই যখন কার্য্যে উৎসাহ হ্রাস পাইতে থাকে তখনই বুঝিতে
হইবে, প্রতিষ্ঠালাম্পাট্য অহিক্রমে আমাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে।
তখনই সাবধান হইয়া উহার গ্রাস হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ভগবদ্ভক্ত-
গণের শরণাপন্ন লইতে হইবে—শরণাগতিসহ উচ্চৈঃস্বরে গোবিন্দ-রব
করিতে হইবে।

তুমিয়া গোবিন্দ-রব

আপনি পলাবে সব

সিংহ-রবে যেন করিগণ।

উপসংহার

উপসংহারে বক্তব্য, একমাত্র ভগবৎ-সেবায় আত্ম-নিয়োগ-ব্যতীত
অপ্রাকৃত কামদেব মদনমোহনের কামেন্ধন-রুচি-যুগ্মে বার্ষভানবীর পৌরো-
হিত্যে সেবা-ঘৃতাহতি ব্যতিরেকে কোনও প্রকার লাম্পাট্যের কবল
হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা বিন্দুমাত্রও নাই। অজ্ঞের কথা কি, ভগবৎ-
সেবা-বিস্মৃত হইয়া আধিকারীক দেবতাভিমানী ব্রহ্মা পর্য্যন্ত একদিন স্বীয়
দুহিতার রূপে মোহিত হইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মতনয়া
মৃগীরূপ ধারণ করিলে ব্রহ্মা মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া-
ছিলেন। ব্রহ্মার অধস্তনগণের মধ্যে বহু ঋষি তপস্রায় অকৃতকার্য্য হইয়া
পাঞ্চভৌতিক নশ্বর-দেহ-বিশিষ্ট নারীর দাস্তবরণপূর্ব্বক ঘোষিত-ক্ৰীড়ানকরতায়
ঘৃণিত জীবন যাপন করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ জীবন বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে
—লাম্পাট্য-কবল হইতে মুক্ত হইয়া সুসভ্য হইতে কৃষ্ণদাস্তই বরণ
করিতে হইবে।

—শ্রীজরদেবদাস ব্রহ্মচাৰ্য্যী

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু

পৌষী গুরুা তৃতীয়া-তিথিতে শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুবর প্রকট-
লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী
প্রভুর সম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—“শ্রীজীব
গোস্বামীর নাম স্তনিবামাত্রই বৈষ্ণব-হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে।”
(শ্রীসজ্জনতোষণী—২য় বর্ষ)। শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—“শ্রীচৈতন্যদেবকে মহাপ্রভু বলিয়া সকলেই জানেন।
মহাপ্রভুর প্রেমভাজন, গৌরবপাত্র শ্রীনিত্যানন্দকে ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে
প্রভু বলিয়া অনেকে জানেন। শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় ত্যক্তগৃহ প্রেমিক
কবিগণ ‘গোস্বামী’ বলিয়া অভিহিত হন। শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণের
সংখ্যা অনেক হইলেও ছয়জনের কথা সর্বত্র গীত হয়। ছয় গোস্বামীর
অন্যতম শ্রীল শ্রীজীব প্রভু। তিনি রূপের অমুগ বলিয়া স্বীয় পরিচয়-প্রদানে
উন্মুখ। শ্রীসনাতন গোস্বামীপ্রভু শ্রীজীবের পরমগুরুদেব। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র
তাঁহার উপাস্ত। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র গোড়ীয়গণের নিম্নলি দর্শনে সাক্ষাৎ অভিন্ন-
ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীজীব বৃহদব্রতী আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর লীলা প্রকটকারী,
চিরজীবন চিহ্নিলাস-সরস্বতীর সহিত তাঁহার বাস। তিনি গোড়ীয়-
বৈষ্ণবাচার্য্য-শিরোমণি।” (গোড়ীয়—১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্পাদিত ‘শ্রীসজ্জনতোষণী’তে “তোষণীর কথা”-
শীর্ষক প্রবন্ধেও লিখিয়াছেন,—“শ্রীজীব গোস্বামীর অপার করুণাবলে আজ
শ্রীমন্নমহাপ্রভুর প্রচারিত কৃষ্ণপ্রেম-স্বরূপ শ্রীরূপানুগ ভক্তিদর্শন জগতে সকল
জীবের অনন্ত কল্যাণ প্রদান করিতেছে। শ্রীজীব প্রভু বাংলা-ভাষায় কোন
গ্রন্থ লিখেন নাই। তাঁহার ‘সন্দর্ভ’-নামক গ্রন্থ হইতেই শ্রীরূপানুগবর পূজ্যপাদ
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কতিপয় সিদ্ধান্ত
উদ্ধার করিয়া ভক্তিদর্শনের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন।
শ্রীরূপানুগ-গণের মূলগুরু শ্রীল শ্রীজীব ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুষ্বর।
রুচি-প্রধান মার্গের আচার্য্যস্বরূপ হইয়া প্রভু শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী ভজন-
মার্গের সুগম পথে সুকৃত জীবগণকে আকর্ষণ করিয়াছেন। অজাতরুচিগণের
মঙ্গলের জন্য কৃপাময় অপ্রাকৃত রসিকশেখর শ্রীজীবপাদ ঐ বৈধমার্গীয়
ব্যবহার দ্বারা সম্প্রদায়বৈতন্য সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং নিজ গুরুদেবের

অপ্রাকৃত মহত্বের অধিষ্ঠানে কাহারও যাহাতে সন্দেহ উৎপত্তি না হয়, তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন।” (শ্রীসজ্জনতোষণী—১৮বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)

শ্রীল সনাতন ও শ্রীল রূপপ্রভু অত্যন্ত দৈন্যবশতঃ আপনাদিগকে ‘নীচবংশ-জাত’, ‘নীচজাতি’, ‘নীচসঙ্গী’, প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। “সনাতন কহে,—নীচবংশে মোর জন্ম। অধর্ম অগ্রায় যত আমার কুলধর্ম ॥ (— চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।২৮) নীচজাতি, নীচসঙ্গ করি নীচকাজ। তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১।১৮৯) স্থূলবুদ্ধি পণ্ডিতম্বন্য ব্যক্তিগণ জগদগুরুগণের এই দৈন্যলীলার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যেমন মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছে তদ্রূপ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্বদ শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকেও নীচকুলোদ্ভূত বা নীচজাতি মনে করিয়া অপরাধ-পক্ষে নিমগ্ন হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু রূপাপূর্ব্বক তাঁহার স্ব-লেখনী মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বগুরুবর্গের ও বংশের প্রকৃত পরিচয় প্রদান না করিলে বহির্শূন্য মনুষ্যজাতি এই অপরাধ-পক্ষেই নিমজ্জিত থাকিত। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের স্বকৃত ‘লঘুতোষণী’-টীকার উপসংহারে যে স্বীয় বংশপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই বিবরণ হইতে আমরা এই প্রকার জানিতে পারি,—

“শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর উর্দ্ধতন পুরুষের নাম ‘শ্রীসর্ব্বজ্ঞ’। কর্ণাটদেশীয় বিপ্রগণের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বপূজ্য ছিলেন। তিনি ‘জগদগুরু’ নামেও খ্যাত ছিলেন। তিনি সেই দেশের রাজা ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ ও অলৌকিক পাণ্ডিত্য প্রতিভা-গুণাবলীতে বিভূষিত থাকায় বঙ্গদেশ হইতেও বিদ্যার্থীরা গিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সর্ব্বজ্ঞ-জগদগুরুর পুত্র ‘শ্রীঅনিরুদ্ধ’। ইনিও যজুর্বেদে অসামান্য সুপণ্ডিত ও জগৎপূজ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই মহিষী ও দুই পুত্র ছিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম—‘শ্রীরূপেশ্বর’ ও ‘শ্রীহরিহর’। ইহাদের মধ্যে প্রথম জন শাস্ত্রে ও দ্বিতীয় জন শাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন। হরিহর রূপেশ্বরের রাজ্য আত্মসাৎ করেন। রূপেশ্বর নিরুপায় হইয়া ৮টি ঘোটক ও স্বীয় ভার্য্যা-সহ পৌরস্ত্যদেশে আগমন করিয়া তত্রত্য রাজা শিখরেশ্বরের সহিত সখ্যস্থাপন-পূর্ব্বক তথায় বাস করেন। রূপেশ্বরের পুত্রের নাম—‘শ্রীপদ্মনাভ’।

পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নৈহাটী-গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ১৮জন কন্যা ও পাঁচ জন পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্রের নাম—‘শ্রীমুকুন্দ’। ইহার পুত্র ‘শ্রীকুমারদেব’। নৈহাটীতে ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে সদাচারনিষ্ঠ কুমারদেব বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বাস করেন। নৈহাটী ও বাকলার মধ্যদেশে তদানীন্তন যশোহ প্রদেশের অন্তর্গত ফতোবাদেও তিনি এক বাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীকুমারদেবের অগ্ণান্য পুত্রগণের মধ্যে ‘শ্রীসনাতন’, ‘শ্রীরূপ’ ও ‘শ্রীবল্লভ’—এই তিন জনই বিশ্ববৈষ্ণবের প্রাণস্বরূপ। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে শ্রীসনাতন জ্যেষ্ঠ ও শ্রীবল্লভ কনিষ্ঠ। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীবল্লভের একমাত্র পুত্র। শ্রীল শ্রীজীব প্রভু বাকলা-চন্দ্রদ্বীপে আবির্ভূত হন। এইরূপ উক্ত হয় যে কুমারদেবের স্বধাম প্রাপ্তির পর শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ গোড়-রাজধানীর সাকুর্মা-নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে মাতুলগৃহে থাকিয়া বিদ্যার্জন করিয়াছিলেন এবং তৎপরে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ—দুইজন গোড়েশ্বর হুসেনসাহের মন্ত্রিত্ব স্বীকারপূর্বক যথাক্রমে সাকর মল্লিক ও ‘দবিরখাম’-উপাধি লাভ করেন।

জানা যায় শ্রীমন্নহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলাকালে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু দশ বৎসর-বয়স্ক বালকের লীলা করিয়াছিলেন। ‘শ্রীভক্তিরত্নাকরে’ লিখিত আছে, যে সময় শ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনকে অঙ্গীকার করিবার জন্য শ্রীরামকেলি-গ্রামে গমন করেন, তখন শিশুবুদ্ধি শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু গোপনে গোপনে শ্রীমন্নহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীজীব প্রভু শৈশবকালে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট রামকেলি-গ্রামেই অবস্থান করিতেন। “শ্রীজীবাদি সংগোপনে দেখিল। অতি প্রাচীনের মুখে এ সব শুনিলা।” (শ্রীভক্তিরত্নাকর—১ম ভরঙ্গ, ৬৩৮ সংখ্যা।)

বাল্যকাল হইতে শ্রীজীব শ্রীমদ্ভাগবতে অনুরাগী ছিলেন। অতি অল্প মধ্যে তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার অপরূপ রূপমাধুরী, অতিমর্ত্য গুণগরিমা দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইতেন। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীব্রজবাসলীলা ও শ্রীগৌর-অনুরের অপ্রকট-লীলার পর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর হৃদয় অত্যন্ত বিরহবিধুর হইয়া উঠে, তিনি শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ও শ্রীগৌরঅনুরের শ্রীপাদপদ্ম-চিন্তায় দিবারাত্র প্রেমাক্র-সিদ্ধিতে ভাসিতে থাকেন। একদিন শ্রীগৌর-

সুন্দরের শ্রীনাম-কীর্তনে শ্রীজীব প্রভু ক্রন্দন করিতে করিতে অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়েন। ঝাতিশেষে স্বপ্নযোগে সপার্বদ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজীবপ্রভুকে দর্শনদানপূর্বক তাঁহাকে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণে সমর্পণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও শ্রীজীবকে বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুই শ্রীজীবের সর্বস্ব হউন। শ্রীজীব-প্রভু বাকুলা-চন্দ্রদীপ হইতে ফতেয়াবাদ হইয়া শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপে আগমনপূর্বক শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনুগমনে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা করেন।

অনন্তর শ্রীজীব কাশীতে গমনপূর্বক শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট কিছুকাল সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কীংবদন্তী এই যে, নীলাচলে শ্রীসার্ক-ভোম ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট যেসকল চিৎখিলাসময় বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বেদান্ত-বিচার শ্রীসার্কভোম নিজ শিষ্য শ্রীমধুসূদনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের আদেশে শ্রীজীব শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট গমন করিয়া ন্যায়-বেদান্তাদিশাস্ত্র অধ্যয়নকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত সেই বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীজীব শ্রীকাশীধাম হইতে শ্রীবন্দাবনে গমনপূর্বক শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের একান্ত আশ্রিত হইয়া তাঁহাদের নিকট সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তদবধি শ্রীব্রজমণ্ডলেই বাস করিয়াছিলেন। শ্রীজীবের অতিমর্ত্ত স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচারদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন গুরুদ্বয় পর্য্যন্ত নিজকৃত গ্রন্থাদি শ্রীজীবের দ্বারা শোধন করাইতেন। “শ্রীরূপ ‘শ্রীহংসদূত’ আদি গ্রন্থ কৈলা। সনাতন ভাগবতামৃতাদি’ বর্ণিলা ॥ ‘শ্রীবৈষ্ণবতোষণী’ করিয়া সনাতন। শ্রীজীবেরে আজ্ঞা দিলা করিতে শোধন ॥” (—শ্রীভক্তিরত্নাকর, ১।৭৯১-৭৯২)

শ্রীল জীব গোষামী প্রভু বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাস অধিকারী সংস্কৃতপণ্ডে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীজীব প্রভুর রচিত গ্রন্থের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। ‘শ্রীভক্তিরত্নাকর’ের ১ম তরঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোষামী প্রভুর ২৫টি গ্রন্থের এইরূপ তালিকা পাওয়া যায়,—

শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত। (১) ‘হরিনামামৃত’-ব্যাাকরণ দিব্যরীত। (২) ‘সূত্রমালিকা’, (৩) ‘ধাতুসংগ্রহ’ সুপ্রকার। (৪) ‘কৃষ্ণার্চনদীপিকা’-গ্রন্থ অতি চমৎকার। (৫) গোপালবিরুদাবলী’, (৬) ‘রসামৃতশেষ’। (৭) শ্রীমাধব-মহোৎসব’ সর্বাংশে বিশেষ ॥ (৮)

‘শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ’-গ্রন্থের প্রচার । (৯) ‘ভাবার্থসূচক চম্পু’ অতি চমৎকার ॥
 (১০) ‘গোপালতাপনী-টীকা’, (১১) ‘টীকা ব্রহ্মসংহিতার’ । (১২)
 ‘রসামৃত-টীকা,’ (১৩) ‘শ্রীউজ্জল-টীকা’ আর ॥ (১৪) ‘যোগসার-
 স্তবের টীকা’তে সুসঙ্গতি । (১৫) অগ্নিপুৰাণস্থ ‘শ্রীগায়ত্রী-ভাষ্য’ তথি ॥
 (১৬) পদ্মপুরাণোক্ত ‘শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন’ । (১৭) ‘শ্রীরাধিকা-কর-
 পদস্থিত চিহ্ন’ ভিন্ন ॥ (১৮) ‘গোপালচম্পু’—পূর্ব-উত্তর বিভাগেতে ।
 বর্ণিলেন কি অদ্ভুত, বিদিত জগতে ॥ (১৯-২৫) সপ্তসন্দর্ভ বিখ্যাত
 ভাগবতরীতি । তত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতি ॥ এই ছয়,
 ‘ক্রমসন্দর্ভ’ —সপ্ত হয় । (শ্রীভক্তিরত্নাকর—১ম তরঙ্গ, ৮৩৩—৮৪২)

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতমৃতের অমুভাব্যে জানাইয়াছেন,—
 “অনভিজ্ঞ প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়ে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর বিরুদ্ধে নিম্ন-
 লিখিত তিনটি অপবাদ প্রচলিত আছে । তদ্বারা কৃষ্ণবৈমুখ্যহেতু শ্রীহরি-
 গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধমূলে অবশ্যই তাহাদের অপরাধ বর্দ্ধিত হয় মাত্র ।

(১) জড়প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষু এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিক্ষিপ্তন শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-
 সনাতনের নিকট হইতে জয়পত্র লিখাইয়া গুরুবর্গের (শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের)
 মূখতা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীজীবকেও জয়পত্র লিখিয়া দিতে বলে । শ্রীজীব-
 প্রভু তাহা শুনিয়া দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত কবিয়া গুরুর অপবাদকারীর
 জিহ্বা স্তম্ভিত করিয়া গুরুদেবের পদনখ-শোভার মর্যাদা প্রদর্শনপূর্বক প্রকৃত
 “গুরুদেবতাত্ব” শিষ্যের আদর্শ প্রদর্শন করেন । ঐ সকল সহজিয়া বলেন,—
 শ্রীজীবের এতাদৃশ আচরণে তাঁহার তৃণাদপি স্নানীচতা ও মানদ-ধর্ম্মের
 বিরোধহেতু শ্রীকৃষ্ণ-গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে তীব্র ভৎসনাপূর্বক পরিত্যাগ
 করেন । পরে শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর ইচ্ছিতে পুনরায় শ্রীজীব-প্রভুকে
 গ্রহণ করেন । ঐ গুরুবৈষ্ণব-বিরোধিগণ কৃষ্ণ-কৃপায় যে দিন আপনাদিগকে
 গুরুবৈষ্ণবের নিত্যদাস বলিয়া জানিবেন, সেইদিন শ্রীজীব প্রভুর কৃপালাভ
 করিয়া প্রকৃত ‘তৃণাদপি স্নানীচ’ ও ‘মানদ’ হইয়া হরিনাম-কীর্তনে অধিকারী
 হইবেন ।

(২) কোন কোন অনভিজ্ঞ বলেন,— শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভুর
 ‘চরিতামৃত’ রচনার সৌষ্ঠব ও অপ্রাকৃত বজরস-মাহাত্ম্য-দর্শনে স্বীয় প্রতিষ্ঠা
 স্ফূর্ণ হইবার আশঙ্কায় শ্রীজীবের হিংসার উদয় হওয়ায় তিনি মূল ‘চরিতামৃত’

খানা কুপমধ্যে নিক্ষেপ করেন। কবিরাজ গোস্বামী তাহা শ্রবণ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করেন। তাঁহার শিষ্য 'মুকুন্দ'-নামক এক ব্যক্তি পূর্বে মূল পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় চরিতামৃত প্রকাশিত হইলেন। নতুবা চরিতামৃত-গ্রন্থ জগৎ হইতে লুপ্ত হইত।

এরূপ হেয় বৈষ্ণববিদ্বেষমূলক কল্পনা নিতান্ত মিথ্যা ও অসম্ভব।

(৩) অপর কোন কোন ইন্দ্রিয়তর্পণপর ব্যভিচারী বলেন,—শ্রীজীব প্রভু শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীর মতানুযায়ী ব্রজগোপীগণের 'পারকীয় রস' স্বীকার না করিয়া 'স্বকীয় রসে'র অহুমোদন করায় তিনি রসিক ভক্ত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার আদর্শ গ্রাহ্য নহে।

প্রকটকালে স্বীয় অহুগতগণের মধ্যে কোন কোন ভক্তকে স্বকীয়-রসে রুচিবিশিষ্ট দেখিয়া তাঁহাদের বুঝিয়া এবং পাছে অনধিকারী ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত পরম চমৎকারময় পারকীয় ব্রজরসের সৌন্দর্য্য ও মহিমা বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং তাদৃশ অনুষ্ঠান করিতে গিয়া ব্যভিচার আনয়ন করে, তজ্জন্ত বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীবপ্রভু স্বকীয়বাদ স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে অপ্রাকৃত পারকীয় ব্রজরসের বিরোধী বলিয়া বুঝিতে হইবে না। কেন না, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণাভুগবর—সাক্ষাৎ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষাগুরুবর্গের অগ্রতম।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্ত যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের শাসনগর্ভে সর্বদা বর্তমান, তাহা বহু স্মৃতিপূর্ণ শ্রোতবিচারের দ্বারা শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা'র 'প্রকাশিনী'-বৃত্তিতে প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে "শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ—আমাদের তত্ত্বাচার্য্য, সুতরাং শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের শাসনগর্ভে সর্বদাই বর্তমান, অধিকন্তু তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণলীলায় মঞ্জরী-বিশেষ, অতএব সকল তত্ত্বই তাঁহার পরিজ্ঞাত"—ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই কথাটি সকলের বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য।

—শ্রীসুবলসখা ব্রহ্মচারী

মুদ্রণ-প্রমাদ

ত্রিপত্রিকার ২২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৩ পৃষ্ঠার সন্দর্ভ-সার (ভক্তি-সন্দর্ভ—৫৩) শিরোনামায় "জরাব্যাদি-ভয়াবহ"-এর স্থলে "জরাব্যাদি-ভয়াপহ" হইবে। পাঠকবর্গ দয়া করিয়া উহা সংশোধন করতঃ পাঠ করিবেন। —প্রকাশক

সমিতির উৎসব-সমীক্ষা

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব

বিগত ২৬শে শ্রীধর, ২৭ শ্রাবণ শ্রীএকাদশী দিবস হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারকেন্দ্র সমূহে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী জীউর ঝুলনযাত্রা আরম্ভ হইয়া ৩০শে শ্রীধর শ্রীবলদেব পূর্ণিমা-দিবসে সমাপ্তি হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, সমিতির সমস্ত প্রচার কেন্দ্রে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইলেও মূল মঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এবং অগ্রতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে বিশেষভাবে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এবং ১লা হুসীকেশ, ১লা ভাদ্র মঙ্গলবার দিন শ্রীবলদেব পূর্ণিমার পারণ উপলক্ষে জনসাধারণকেও মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্তর্গত সমুদয় মঠেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন করা হয়। বেদান্ত সমিতির এই ব্রত পালনে বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যুষে মঙ্গলারতির পর হইতেই কোথাও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিনী, কোথাও বা শ্রীচৈতন্যভাগবত, কোথাও বা শ্রীমদ্ভাগবত (১০ম স্কন্ধ) পাঠ্যপাঠ করা হইয়াছে। দিবারাত্র শ্রাবণ-কীর্তনই এই ব্রত-উদ্‌যাপনের প্রধান কৃত্য। ঈহাতে সর্বক্ষণ অল্প চিন্তাশূন্য হইয়া অনাহারে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকাই বিধি। শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রত গৌড়ীয়গণের অগ্রতম প্রধান কৃত্য; স্মরণ্য এই ব্রতে নিরঙ্ক উপবাস করা একান্ত কর্তব্য। নিতান্ত অসমর্থপক্ষে মধ্যরাত্রে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাবের পর তাঁহার পূজা, ভোগরাগ, আরতির পরে কিঞ্চিৎ অনুকল্প বিধেয়। যাহারা শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরে অর্থাৎ রাত্রি ১২টার পর অনুকল্পের পরিবর্তে অন্ন, লুচি, পুরি প্রভৃতি বৃহৎকল্পের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, আমাদের মনে হয় সর্বসাধারণের পক্ষে ইহা নিতান্ত অসঙ্গত।

এই ব্রত উদ্‌যাপনের পর প্রত্যেক মঠেই শ্রীনন্দোৎসব বিপুলভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল আহুত, অনাহুত, রবাহুত প্রভৃতি উৎসবে যোগদানকারী প্রত্যেককে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

বলা বাহুল্য যে, সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে অগ্ন্যন্ত বৎসরের জায় এই বৎসরও সপ্তাহব্যাপী শ্রীকৃষ্ণ-আবির্ভাব-লীলা-প্রদর্শনী আয়োজিত হইয়াছে। এই প্রদর্শনী সম্পাদনায় শ্রীপাদ বৃষভানু ব্রহ্মচারীজীষ সেবা-প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রতোৎসব

বিশেষতঃ মহিলাগণ সমগ্র সতীগণের মধ্যে শ্রীরাধারানীকে সর্বোত্তমা জানিয়া তাঁহাদের সতীত্ব বজায় রাখিবার জন্ত শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীতে উপবাস করিয়া থাকেন। শ্রীব্রজমণ্ডলের কোন কোন স্থানেও বৈষ্ণবগণ এই তিথিতে উপবাস করেন।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে এবং অগ্ন্যন্ত বৈষ্ণব-স্মৃতি-অনুসারে শক্তি-ভক্তের আবির্ভাব-তিরোভাবাদিতে উপবাসের বিধান লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই নিমিত্ত গোড়ীয় বেদান্ত সমিতির অনুগত সেবকগণের মধ্যে শ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত অগ্ন্যন্ত জন্মাষ্টমী, একাদশী প্রভৃতির জায় অনাহার বা আহার সঙ্কোচের দ্বারা উদ্ঘাপিত হয় নাই। পরন্তু বিপুল সমারোহের সহিত বিবিধ প্রসাদের দ্বারা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠে ঝুলনযাত্রা ও বার্ষিক মহামহোৎসব

অগ্ন্যন্ত বৎসরের জায় শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির আসাম প্রদেশস্থ অন্ততম প্রচার কেন্দ্র শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠে ষষ্ঠ দিবসব্যাপী এই বৎসরও শ্রীঝুলনযাত্রা মহামহোৎসব বিপুলভাবে উদ্ঘাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বিগত ২৬ শ্রীধর, ২৭ শ্রাবণ, ১৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার হইতে ৩০ শ্রীধর, ৩১ শ্রাবণ সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীমতী রাধারানীসহ শ্রীশ্রীবিনোদবিহারীজীউকে শ্লশোভিত হিন্দোলদোলায় অসজ্জিত করায় ভক্ত ও দর্শকবৃন্দ তাহা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছেন। এই উৎসবে শ্রীমঠে প্রত্যহই দুইবেলা শ্রীহরি-সংস্কীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী ও ধর্ম-সভার মাধ্যমে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত-বাণী আশাতীত ভাবে প্রচার হইয়াছে। উক্ত উৎসবে বহু দূর হইতেও ভক্তবৃন্দ ও সজ্জনগণ উপস্থিত হইয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

উক্ত অস্থানে প্রত্যহ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ত্রিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং বিভিন্ন দিবসে যথাক্রমে স্থানীয় আঞ্চলিক পঞ্চায়েত-সভাপতি শ্রীযুত ভুবনচন্দ্র প্রধানী, বি.এ. (Ex-M.L.A.), স্থানীয় জগমোহন বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত জীবেশচন্দ্র প্রধানী, অধ্যাপক শ্রীযুত জয়ন্তকুমার চক্রবর্তী ; অধ্যাপক শ্রীযুত হরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী, রেলওয়ে বিভাগের বর অফিসার মিঃ এন, এন, চ্যাটার্জী, ও স্থানীয় বিশিষ্ট ডাক্তার শ্রীকালিদাস দাস মহাশয় প্রভৃতি প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। উক্ত সভাগুলিতে ঝুলন-যাত্রা-রহস্য, বিজ্ঞার তাৎপর্য্য, ঈশ্বর ও জীব-তত্ত্ব, ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান প্রভৃতির বিষয়ে তত্ত্বপূর্ণ ও শাস্ত্রযুক্তি-সম্বলিত প্রমাণ আলোচিত হইয়াছে।

প্রতিদিনের সভায় উল্লিখিত বিষয়বস্তুর নিগূঢ় রহস্যসমূহ বিভিন্ন বক্তা এবং সভাপতি মহারাজ প্রাজ্ঞল ভাষায় আলোচনা করেন। বিভিন্ন বক্তাগণের মধ্যে মঠ রক্ষক শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী প্রভু সভাপতি মহারাজের নির্দেশে প্রতিদিন সেই সেই বিষয় ভাষণ দান করায় তিনি ভূয়সী প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীতও বাসুগাঁওস্থ শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি.এ. প্রভুর ‘বিদ্যা’-সম্পর্কে ভাষণ বিদ্বৎ-সমাজ তথা ছাত্রমণ্ডলীকে বিশেষ আকৃষ্ট ও চমৎকৃত করিয়াছে।

এই প্রকার পাঠ-কীর্তন-বক্তৃতা প্রভৃতির উপরিও প্রতিদিন নিমন্ত্রিত ও আহৃত ব্যক্তিগণকে যথারীতি মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। তদুপরি ১ ছষীকেশ, ১ ভাদ্র, মঙ্গলবার দিন শ্রীশ্রীল বলদেব-পূর্ণিমার পারণ ও উৎসব-সমাপ্তি উপলক্ষে আগত ব্যক্তি মাত্রকেই সকাল হইতে বৈকাল ৪টা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

এই উৎসব সম্পাদনায় শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী প্রভুর সেবানৈপুণ্য সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য ও বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীজীবনকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীশিবদাস ব্রহ্মচারীদ্বয়ের সেবাচেষ্টাও ধন্যবাদার্থ।

—শ্রীনৃসিংহানন্দদাস ব্রহ্মচারী

সাধুসঙ্গে তীর্থ-দর্শন

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীউদ্ধারন গৌড়ীয় মঠ,
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)
২৯শে ভাদ্র, ১৩৭৭।

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসরও উর্জ্জ্বলকালে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিভ্রমণ এবং দিল্লী, হরিদ্বার প্রভৃতি উত্তর ভারতের তীর্থ দর্শনের আয়োজন করিয়াছেন। তজ্জন্য আগামী ১০ই কার্তিক ১৩৭৭ (ইং ১৭।১০।৭০) মঙ্গলবার হাওড়া ষ্টেশনের ৮ নং প্লাটফর্ম হইতে বেলা ৯ টায় যাত্রা করিবেন। আমরা সকল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকেই নিম্নলিখিত নিয়মাবলী-অনুযায়ী ইহাতে যোগদান করিতে অনুরোধ করি, ইতি। নিবেদক—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

নিম্নমাৰলীঃ—

১। প্রত্যেক যাত্রীকে দুইবেলা প্রসাদ ও হাওড়া হইতে যাতায়াত ট্রেনভাড়া, কুলিভাড়া ও দূরস্থ স্থানের বাসভাড়ার জন্য ৩৫০.০০ টাকা ভিক্ষা-স্বরূপ দিতে হইবে।

২। যাত্রিগণ সংক্ষেপে বিছানা, জামা, চাদর সঙ্গে আনিবেন। ১টি থালা, ১টি ঘটি, ১টি বাটি ও টর্চলাইট লইবেন, জিনিষপত্র সর্বমোট ১০।১২ কেঃ জির অধিক না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩। যাত্রিগণকে ২৮শে আশ্বিন, ইং ১৫।১০।৭০ তারিখের মধ্যে দেয় ভিক্ষার টাকার মধ্যে ১৫০.০০ টাকা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেঃ নদীয়া (পঃ বঙ্গ) ঠিকানায় জমা দিতে হইবে।

৪। অগ্রিম ১৫০.০০ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা ১০ই কার্তিক, ২৭শে অক্টোবর, মঙ্গলবার যাত্রা-দিবসে অথবা তৎপূর্বে সমিতির কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।

দর্শনীয় স্থানসমূহ :—

গয়া, কাশী, প্রয়াগ (এলাহাবাদ), আগ্রা, মথুরা, গোকুল, রাভেল, মধুবন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন (পরিক্রমা) কাম্যবন, বর্ধাণা, সঙ্কেত, নন্দগ্রাম, যাবট, বৃন্দাবন, বেলবন, দিল্লী, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, কঙ্কাল, হৃষীকেশ, লহমন্ঝোলা, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা প্রভৃতি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—দৈবাহুরোধে যাত্রার দিন ও দর্শনীয় তীর্থস্থানাদির তালিকা পরিবর্তন যোগ্য। যে-কোন দৈব-তুষ্টিপাকের জন্তু সমিতি বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূট মহোৎসবে আম্রান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিস্টার্ড্)

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ
চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)।
২৯শে হৃষীকেশ, ৪৮৪ গৌরাক্ষ

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদনমেতৎ—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অমৃতম প্রচারকেন্দ্র চুঁচুড়া মহরত্ম শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে আগামী ১৪ই কা্তিক, ইং ৩১শে অক্টোবর শনিবার শ্রীশ্রীঅনুকূট-মহোৎসবের আয়োজন করা হইয়াছে। প্রাতে শ্রীশ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধন, শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দজীউ ও শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউ তথা অষ্টান্ত শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক ও মধ্যাহ্নে মহা-প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি ভক্তাঙ্গ যাজিত হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণ উক্ত অমৃতস্থানে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া পারমার্থিক স্মৃতি অর্জন করিবেন। ইতি—২৯শে ভাদ্র, ১৩৭৭ সাল।

উদ্ধতকল্পপালেশপ্রার্থী—

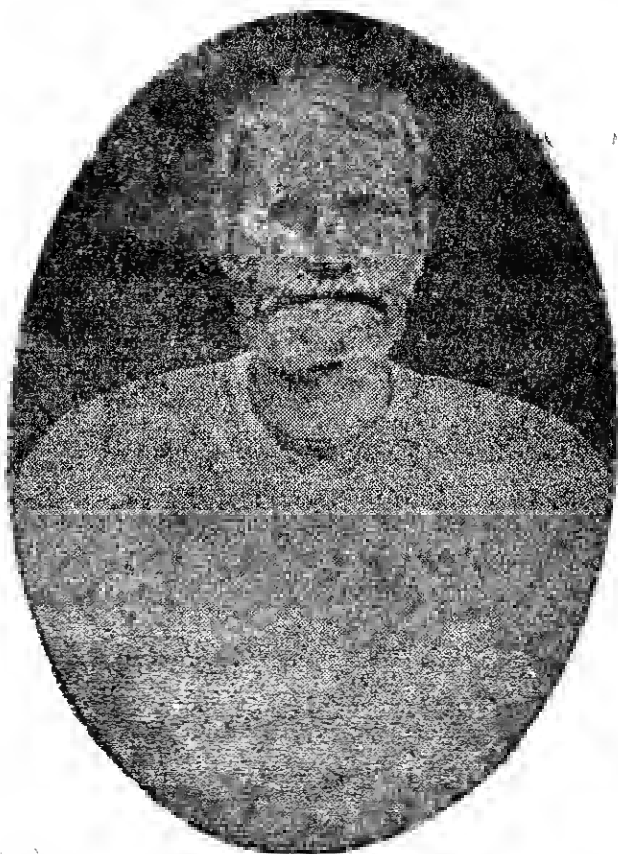
সভ্যবন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিরহ-তিথিপূজায় আমন্ত্রণ

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগোড়ায় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা
আচার্য্যাবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
২য় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব



নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে ।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥

শ্রীদেবানন্দ গোড়ায় মঠ,

শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

২২শে ভাদ্র, ১৩৭৭ ; ইং ১৫।১৭০

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্দিত-পূর্ব্বিকেষ্ম—

সাসর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অম্মদীয় পরমারাধ্যতম, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিত্যলীলায় প্রবেশ-কাল ধীরে ধীরে দ্বিবর্ষ অতিক্রম করিতে চলিল। আগামী ১ দামোদর, ২৮ আশ্বিন, ১৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দিবসে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ও সমিতির অন্ত্যস্ত শাখামঠ-সমূহে তদীয় দ্বিতীয় বাষিক বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে। অতএব আপনি সবান্নব উক্ত অনুষ্ঠানে উল্লিখিত ঠিকানায় কৃপাপূর্ব্বক যোগদান করতঃ অম্মতুল্য অযোগ্য সেবকগণকে বৈষ্ণবসেবায় অধিকার দানে চিরকৃতার্থ করিবেন, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ক্রটি মার্জনীয়। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী :—

২৮ আশ্বিন, ইং ১৫।১০।৭০ বৃহস্পতিবার—


প্রাতে—মহাজনপদাবলী কীর্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের
অতিমর্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্ন—৪-৩০ ঘটিকায় বিরহ-সভার অধিবেশন।

সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে পরিব্রাজকচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্ষা স্প্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোকজে অহৈতুকী তক্তি বিরহত ॥

অন্ত ধর্ম সূত্রেপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার বতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

২২শ বর্ষ } কীরোদশায়ী, ৩ দামোদর, ৪৮৪ গোরাক
শনিবার, ৩০ আশ্বিন, ১৩৭৭; ইং ১৭।১০।১৯৭০ { ৮ম সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

শ্রী ব্রজবিলাস-স্তবম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্থামি-বিরচিতম্]

নেত্রে দৈর্ঘ্যমপাঙ্গয়োঃ কুটিলতা বক্ষোজ বক্ষঃস্থলে
স্তোলায়ং তন্মূঢ় বাচি বক্রিমধুরা শ্রোণৌ পৃথু স্ফারতা ।
সর্বদাঙ্গৈ বরমাধুরী স্মুটভূদেযনেহ লোকোত্তরা
রাধামাধবয়োরলং নববয়ঃ সন্ধিং সদা তং ভজে ॥৫৭॥

নেত্রে দীর্ঘতা, অপাঙ্গে অর্থাৎ নেত্র প্রান্তে কুটিলতা, স্তন এবং বক্ষঃস্থলে
স্থূলতা, মূঢ়বাক্যে অতিবক্রতা, নিতম্বে বিশালতা এবং সর্বদাঙ্গৈ যদ্বারা
অলৌকিক মাধুর্য্য প্রকাশ হয় সেই রাধামাধবের নূতন স্তমধুর বয়ঃসন্ধি
অর্থাৎ পৌগণ্ড কৈশোর সংযোগকে আমি অনুভব করি ॥ ৫৭ ॥

দুষ্টারিষ্টবধে স্বয়ং সমুদভূৎ কৃষ্ণাজিঘ্রু পদ্মাদিদং
 স্ফীতং যন্মকরন্দ বিস্তুতিরিবারিষ্টাখ্যমিষ্টং সরঃ ।
 সোপানৈঃ পরিরঞ্জিতং প্রিয়তয়া শ্রীরাধয়া কারিতৈঃ
 প্রেন্নালিঙ্গদিব প্রিয়া সর ইদং তন্নীত্য নিত্যং ভজে ॥৫৮॥

পুষ্প বিকাশের পরিপক্বাবস্থাতে মকরন্দ যেরূপ পুষ্প হইতে নিজেই
 গলিত হয় সেইরূপ দুষ্ট অরিষ্টাসুরের বধকালে যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম
 হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিল এবং শ্রীরাধিকা অতিপ্রিয় জ্ঞানে স্নানাদির সুবিধার
 নিমিত্ত যাহাকে সোপান দ্বারা রঞ্জিত করিয়াছেন এবং কৃষ্ণ প্রেমসী শ্রীরাধার
 এই কুণ্ড অর্থাৎ রাধাকুণ্ড “অতিপ্রিয়” এই জ্ঞানে যেন রাধাকুণ্ডকে আলিঙ্গনই
 করিতেছে, অতিস্ফীত অরিষ্ট নামক সেই ইষ্ট সরোবরকে প্রাপ্ত হইয়া
 আমি নিত্যই ভজনা করি ॥ ৫৮ ॥

কদম্বানাং ত্রাতৈর্মধুপকুলঝঙ্কার ললিতৈঃ
 পরীতে যত্রৈব প্রিয় মলিল লীলাহতিমিষৈঃ ।
 মুহূর্গোপেন্দ্রস্তাত্ত্বজমভিসরস্তানুজ দৃশৌ
 বিনোদেন শ্রীত্যা তদিদমবতাং পাবনসরঃ ॥৫৯॥

মধুপকুলের ঝঙ্কার বিশিষ্ট কদম্ব বৃক্ষ দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং সুনির্মল
 জলাহরণ ছলে রাজিবলোচনা ব্রজাঙ্গনাগণ অতি প্রীতিতে বিনোদনার্থ
 যেখানে আগমন করিয়া বারম্বার শ্রীগোপেন্দ্রনন্দনকে দর্শন করেন সেই
 পাবননামক সরোবর আমাকে রক্ষা করুন, অর্থাৎ তত্ত্বীর বাসে প্রতি-
 বন্ধক দূর করুন (শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলাভূতবার্থ আমাকে স্বনিকটে স্থাপন
 করুন ইতি তাৎপর্য্য) ॥ ৫৯ ॥

পর্য্যণ্যেন পিতামহেন নিতরামারাধ্য নারায়ণং
 ত্যক্ত্বাহারমভূত পুত্রক ইহ স্বীয়াত্বজে গোষ্ঠপে ।
 যত্রা বাপি সুরারিহা গিরিধরঃ পৌত্রোণৈকাকরঃ
 ক্ষুণ্ণাহারতয়া প্রসিক্তমবনৌ তন্মে তড়াগং গতিঃ ॥৬০॥

পর্য্যণ্য নামক নন্দরাজের পিতা অনশন ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক অন্ত্যস্ত ভক্তি
 সহকারে নারায়ণদেবকে আরাধনা করিয়া অপুত্রক গোষ্ঠপতি স্বীয়াত্বজ
 নন্দেতে গুণের একমাত্র আকর অসুরারি গিরিধর শ্রীকৃষ্ণকে যেখানে

শৌভ্র হলে উক্ত অর্থাৎ বীতভ্রমে বসন্ত কথিতাছিলেম, সেই কুলাহারজন্য
তাবৎ মনতই যে ভগ্নাগ “কুলাহার” এই নাম রাখণ করে, সেই কুলাহারই
আবার আশ্রয় হইক ৪ ৬০ ৥

সার্থাঃ রানসভাপুত্রী যুগ নকীবর্ণৈঃ সন্তোষোৎকটৈঃ
সারিত্র্যাদি স্ত্রীকুলৈশ্চ সিন্ধুরাশাশবান্য্য বিধৌঃ ।
কুলাহবাবরণেয়্য বাজাবিষয়ে সীলোপমালী যুগা
রাবায় বত্র বিমেষে সিন্ধু স্ত্রীঃ সোমসুভাষাস্ত্রীমী ৪৬১৪

সীলোপমালী (সেই) উদ্যার আকাশবাণী : হতুত রানস মঙ্গ প্রভৃতি
নকীবর্ণ এবং সন্তোষকর অর্থাৎ সুতোষ রত্নসংগ্ৰহসমাদি বিবিধে আনাধ
কৃত নৃত্য সাধিনী প্রভৃতি মেঘ-পটীশ্রাবণে মজিত রাঢ়াধ কুলাহবাকস
উৎকট বাজা বিষয়ে অভিহিতা কথিতাছিলেম সেই উদ্যার লাবাকশকলী
আবার কুলাহবিক অর্থাৎ সুখ বিতরণ সকল ৪৬১ ৥

ঐক্যঃ নন্দীধরগিরিতটে স্কার পাম্বানবৃন্দৈ-
শ্চাত্ত্বকোনেহশুভৃতি গুরুভিনির্দিভা য়া বিনটৈঃ ।
হেমো কুলাঃ সর্ষপরিবৃত্তো যত্র রত্নাণি গুহ-
স্রাবানীঃ তাং হরিপদলসৎ সৌরভাক্ষ্যঃ প্রপত্তো ৪৬২৪

বিষয় অর্থাৎ সুপতিত শিলাচাখ্যের নন্দীধর গিরি পর্যাণ বিদ্যুত
পাশাণ সমূহ রাবা প্রীতি সন্তোষে চতুচ্চাণাকারে ব্যাহতক নিষ্ঠান
করিয়াছেন এরা প্রীতক রত্ন পরিবৃত্ত হইয়া যে স্থানে বিবিধ কৌতুক
কিত্তার করত কীড়া করেন, হরিপদাশ্রয় সৌরভ-বুদ্ধ অশ্বানী অর্থাৎ
বগ্নাগ প্রীতক সর্বদা আশ্রয় করি ৪ ৬২ ৥

বৈদম্বোজ্জলমজ্জরজ্জববধূবর্ণৈঃ নৃত্য-রাসৌ
বিদ্যা ভং মুরজিতসেন রহসি সীরাধিকাঃ মণ্ডয়নু ।
পুষ্পালঙ্কৃতি বক্ষয়েন রম্যে কত্র প্রোমোদোৎকটৈ
স্ত্রৈলোক্যাতুভমাধুরী পরিবৃত্তা য়া শাত্ত্ব রানসুলী ৪ ৬৩ ৬

মুরবিৎ প্রীতক অতি বিদম্ব অর্থাৎ হতমুর বহু বোপ-পটীশ্রাবণে মজিত
নৃত্য করিয়া উক্ত পরীবর্ণকে পরিভাষ্য করত পুষ্পালঙ্কার বহু ফল
প্রদায়িককে ভূরিভা করিয়া যে স্থানকে অতি প্রমোদে কীড়া করিতাছিলেম,

সেই ত্রৈলোক্যের অদ্ভুত মাধুর্য্য পরিবৃত্তা রাসস্থলীবাসের প্রতিকূল
হইতে আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬৩ ॥

গান্ধর্ব্বিকা মুরবিমর্দন নৌবিহার
লীলা বিনোদ রসনির্ভরভোগীয়ং ।
গোবর্দ্ধনোজ্জ্বল শিলাকুলমুন্নয়ন্তী
বীচীভরৈরবতুমানসজাহ্নবী মাং ॥৬৪॥

শ্রীরাধাক্ষের নৌকাবিহার লীলারূপ চিত্ত বিনোদন রসসমূহকে যিনি
ভোগ করেন এবং গোবর্দ্ধনের উজ্জ্বল শিলাকুলকে যিনি তরঙ্গ ভরে
উর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছেন সেই মানসগঙ্গা আমাকে প্রতিকূল হইতে
রক্ষা করুন ॥ ৬৪ ॥

যেমাং কাপিচ মাধবো বিহরতে স্নিকৈর্বরস্তোৎকরৈ
স্তদ্ধাতুদ্রব পুঞ্জ চিত্রিততরৈস্তৈস্তৈঃ স্বয়ং চিত্রিতঃ ।
খেলাভিঃ কিলপালনৈরপি গবাং কুত্রাপি নম্রোৎসবেঃ

শ্রীরাধা সহিতো গুহাসু রমতে তান্ শৈলবর্ষ্যান্ ভজে ॥৬৫॥

যাহার গৈরিকাদি ধাতুদ্রব্য সমূহে চিত্রিতাঙ্গ সুস্নিগ্ধ বয়স্তগণ কর্তৃক
উক্ত ধাতুদ্রবে নিজে চিত্রিত হইয়া বয়স্ত সঙ্গে খেলা করিতে করিতে
এবং গোচারণ করিতে করিতে শ্রীরাধার সহিত যাহার কোনও গহ্বর
প্রদেশে রমণ করেন সেই শৈলবর্ষ্যকে আমি ভজনা করি ॥ ৬৫ ॥

স্ব্ফীতে যত্র সরিৎ সরোবরকূলে গাঃ পালয়ন্নিবৃতে
গ্রীষ্মে বারি বিহারকেলি নিবহৈর্গোপেন্দ্রদিব্যাত্মজঃ ।

প্রীত্যা সিঞ্চনি মুঞ্চমিত্র নিকরান্ হর্ষেণ মুঞ্চস্বয়ং

কাজ্জন্ স্বীয়জয়ং জয়ার্থিন ইমান্নিত্যং তদেতদ্ভজে ॥৬৬॥

শ্রীকৃষ্ণ, বিস্তৃত যে সরিৎ সরোবর কূলে অর্থাৎ যমুনা এবং রাধাকুণ্ডে
(লক্ষণাশক্তি দ্বারা এ স্থলে সাধারণ সরিৎ সরোবর পদে বিশেষ যমুনা
ও রাধাকুণ্ড বুঝিতে হইবে) গোচারণ করত গ্রীষ্মকালে বিবিধ ক্রীড়ারসে
প্রেম বশতঃ মুঞ্চ মিত্রগণকে সহর্ষে নিজ জয়াজ্জম্বী হইয়া সেচন করিতেছে,
সেই জয়ার্থি বয়স্তগণ এবং সেই সরিৎ সরোবরকে আমি ভজনা করি ॥ ৬৬ ॥

(ক্রমশঃ)

বাস্তবসত্য অজ্ঞেয় নহে

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

১৮/৪৩, মল্ রোড্, কানপুর

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

১৮ই নভেম্বর, ১৯২৭

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৩/১১/২৭ ও ১৬/১১/২৭ তারিখের দুইখানি কার্ড পাইয়াছি। * * আমি প্রত্যহই পত্র লিখি। এই পত্রখানি ** বাবুকে দেখাইবেন। গতকল্য তাঁহার লিখিত কোন পত্র আমি পাই নাই। গতকল্য Harmonistএর প্রুফ দেখিয়া পাঠাইয়াছি। *** প্রভুর article মধ্যে ভক্তির যে definition দিয়াছেন, তাহা অসম্পূর্ণ। তারপর ‘deduction’ বা ‘অবরোহ’ বুঝাইতে unknown শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। **Absolute Truth** আপাত প্রতীতে **unknown** বলিয়া ধারণা হইলেও তাহাই **best known**. অবরোহ বা অবতার-বিচারে unknown তবতীর্ণ হন না। Inaccessible by sense descends down but is not unknown. He comes upon the material eyesight. যদি কিছু ঐ স্থানটা change করাইতে পারেন, ভাল হয়। রেজিস্ট্রী বুকপ্যাকেটে আপনার অভিলাষ-মতে লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্তের প্রথম দুই পৃষ্ঠা পাঠাইয়াছি, বাকী লিখিতেছি। আমি ক্রমশঃ স্ববির হইয়া পড়িতেছি, সেজন্ত শীঘ্র কার্য্য করিতে পারি না বলিয়া আপনার ও *** প্রভু প্রভৃতির agility activity কমিয়া না যায়। * * * ‘গৌড়ীয়ে’র প্রবন্ধ আমার নিকট এতদূরে পাঠান অসম্ভব। আপনারাই দেখিয়া দিবেন। “শ্রীচৈতন্যভাগবত” ও “শ্রীমদ্ভাগবত” দশম স্কন্দ প্রবলবেগে ছাপান আবশ্যক। “চৈতন্যমঙ্গল”ও শীঘ্র ছাপাইবার ব্যবস্থা কর্তব্য। উড়ুপীর পণ্ডিত মহাশয়-লিখিত “বিলাস ও বিরাগ”-শীর্ষক সংস্কৃত প্রবন্ধটি Harmonistএ প্রকাশ-জন্ত Regd-packetএ পাঠাইয়া দিতেছি।

নিত্যাশীর্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(যোষিৎসঙ্গ)

১। ‘যোষিৎসঙ্গ’ কাহাকে বলে ?

“স্ত্রীলোকে যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে স্ত্রীলোকের আসক্তি, তাহারই নাম ‘যোষিৎসঙ্গ’; সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ লোক শুদ্ধ কৃকনামের আলোচনায় পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন।”

—জৈঃ ধঃ ২৫শ অঃ

২। যোষিৎসঙ্গ কি ভক্তিবিরোধী ?

“যে-স্থলে বিবাহ-সম্বন্ধ হয় নাই, সে-স্থলে কোন দৃষ্ট বুদ্ধির সহিত স্ত্রীলোকের প্রতি সম্ভাষণাদি সমস্তই যোষিৎসঙ্গ; তাহা পাপময় ও ভক্তিবিরোধী।”

—‘জনসঙ্গ’, সঃ তোঃ ১০।১১

৩। শুদ্ধভক্তিতেচ্ছুর বর্জনীয় কি ?

“যাঁহারা শুদ্ধভক্তি পাইবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভক্তসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গরূপ সংসর্গদ্বয় একেবারেই বর্জনীয়।”

—‘সঙ্গত্যাগ’, সঃ তোঃ ১১।১১

৪। বিবাহ-বিধির উদ্দেশ্য কি ? কাহারো পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত ? অপ্রাকৃত-রতিযুক্ত ব্যক্তিগণের চিত্তবৃত্তি কিরূপ ?

“রক্তমাংশগঠিত শরীরে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ একপ্রকার নিসর্গজনিত ধর্ম্য হইয়া পড়িয়াছে। এই নিসর্গকে সঙ্কুচিত করিবার জন্যই বিবাহ-বিধি। বিবাহ-বিধি হইতে যাঁহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রায়ই পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত। তবে যাঁহারা সংসঙ্গ-জনিত ভজনবলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত-বিষয়ে রতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ।

—‘ধৈর্য্য’, সঃ তোঃ ১১।৫

৫। কাহারো ধার্মিক-পরিচয়ে স্ত্রীসঙ্গী ?

“স্ত্রীসঙ্গে যাঁহাদের প্রীতি, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী। কনক-কামিনী-মুগ্ধ সংসারী জীব, তথা ললনা-লোলুপ সহজিয়া, বাউল, সাঁই প্রভৃতি ছলধর্ম্মিগণ

একং বাহ্যাকাঙ্ক্ষী আত্মিকগণ—ইহাদিগে নবমত্রেই জীবনকীর উদাহরণ-কল।
 মূল কথা,—যে-সমস্ত পুরুষ জীতে প্রীতি করে এবং যে-সমস্ত স্ত্রী পুরুষে
 আশ্রয়; তাহারাষ্ট্র জীবনকীর বলিদান করিতে যাইবে। বৈজ্ঞানিকের সর্বপ্রযত্নে
 তাদৃশ জীবনকীর নব পরিচালনা করিবে, —ইহাই জীবনকীর প্রকৃত আশা।

—'সমসংসার', ১৭ ভাগ ১১৭

৬। বৈজ্ঞানিক-পুরুষ কি চৈতন্য বা যোদ্ধাংশ?

'পৃথিবী হইবে, তবে পুরুষাংশই হইবে, বৈজ্ঞানিক চিত্তপ্রবাহের অভিনায়ক।
 পুরুষ-বৈজ্ঞানিক সর্বদাই চিত্তপ্রবাহে লক্ষ্য করিয়া জীব পৃথিবীর সঙ্গে একত্রে
 সকল করিয়া করেন। পুরুষ কার্য্য করিয়াও তিনি চৈতন্য নব না। এইজন্য
 জীবনে যোদ্ধাংশেরই হইতে পারে না। অতএব জীব-সমস্তাংশ এবং বৈজ্ঞানিক
 জীবকে আশ্রয়ার্থিক চৈতন্য-ভাব তিনি একত্রেই পরিচালনা করেন।'

—'সমসংসার', ১৭ ভাগ ১১১

৭। চৈতন্য হইয়া কি ভাল?

'কেহ যেন চৈতন্য না হয়; চৈতন্য বইলে সর্বদাশ হয়।'

—চৈঃ শিঃ মঃ

৮। পুরুষের পক্ষে পৃথিবী নব কি জীবনের আশ?

'পুরুষের পক্ষে বিবাহিত-জীবনকে কেনে জীবনের আশ নয়। আত্মএব
 কেবল সাংসারবাহ্য-নির্জীবনের ক্ষুদ্র তাহা নিশ্চয় বলিয়া বীজন্ত হয়।'

—'সমসংসার-মতের হেতু', ১৭ ভাগ ১১৮

৯। জীবনকীরের পক্ষে জীবন 'নব'পে বসন্তী ন?

'জীবনকীরের পক্ষে বহির্জীব পতিসর পরিবর্তনমীত। বহির্জীব
 পুরুষের পতি হয়ে ওয়াই হইবে; কেবলমাত্র জীবনকীরের জীব লাভ হইবে;
 তাহা বিজ্ঞ-অন্যতঃ-পুরুষ-এব। সেই মান-পুরুষই পুরুষের জীব আচরণ
 করত পতিত অভিনয় করিতেছে।'

—'কলিপ্রতিস্থাপিকা', জীবনঃ ১৭৭৮ বঙ্গাব্দ

১০। বহির্জীবের জীবনকে বিদ্যুৎ প্রবেশ করিলে কি ফল হয়?

'অতএবমতে পুরুষসংসারের জীব-সংসার হইতে পুরুষ-সংসারী ইহা
 ভিন্ন করিবে এবং জীব-সংসারের পুরুষকে জীব-সংসারের জীব-সংসারীতে
 আনিতে বিবেচনা না। অতএব সম্পূর্ণ জীবন কার্য্য। একটু সজ্ঞার প্রবেশ
 করিলেই নই হয়।'

—'সংসার-মতের হেতু', ১৭ ভাগ ১১৮

১১। কাহাদের সঙ্গ নিতান্ত ভক্তিবাধক।

“যাহারা যোষিৎসঙ্গী, তাহাদের সঙ্গ নিতান্ত ভক্তিবাধক।”

—‘সাদুসঙ্গ’, হঃ চিঃ

১২। ইচ্ছাপূর্বকস্ত্রীলোক-দর্শনকারী বৈরাগীর প্রায়শ্চিত্ত কি?

“ভেকধারী বৈষ্ণব যদি ইচ্ছাপূর্বক স্ত্রীলোক দর্শন করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জন্মে নির্দোষ হইবার অভিপ্রায়ে ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ, অ ২।১৬৫

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

চাওয়া-পাওয়া *

যাহা চাহিয়াছি তোমার চরণে

দিয়াছে তা' কৃপা করে,

কভু তো চাওয়ার বেশীই নিয়েছি

প্রাণের কুস্ত ভরে।

তবু যেন চাওয়া হয় নাই শেষ,

পেতে চাহি আরও তব কৃপা-লেশ,

মোর চাওয়া-পাওয়া সদা নিবন্ধ

তোমার চরণ ঘিরে।

তুমিই আমার শেষ-পাওয়া হ'য়ে

তারিও গো শেষ বারে ॥

চেয়েছি নু নিতি হেরিতে ও পদ

সারাটি জীবন ভরে,

কিন্তু হায় গো নিষ্ঠুর নিয়তি

নিল তা' সহসা কেড়ে।

* নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমন্ত্ৰিপ্রজ্ঞান
কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথিপূজাপোলক্যে আতি।

এ জগৎ ত্যজি' চলে গেছ জানি ;
 তবু মোরে ছেড়ে যেতে তো পার নি'—
 আজো হৃদি মাঝে পূজি তব পদ
 ভকতির উপচারে ।
 বিরহের তাপে সাস্তুনা পেতে
 স্মরি তোমা' বারে বারে ॥

নদীয়া নগরে 'দেবানন্দ মঠে'
 আজো লীলা কর না'কি ?
 বিগ্রহ ধরি' আছো তুমি সেথা
 ভকতের সুখ লাগি'!

তোমার অভয় রাতুল চরণ
 করে ভকতের অভীষ্ট পূরণ,
 গুঞ্জরিছে মন-অলি হ'য়ে সেথা
 ঐ পাদ-পদ্ম-সুধা লাগি' ।

যুগ যুগ ধরি' তব পদ-ছায়ায়
 সদাই আশ্রয় মাগি ॥

—শ্রীচিন্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—৫৫)

(পূর্বপ্রকাশিত ২২ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৫ পৃষ্ঠার পর)

অনন্তর ভগবান্ নিজ ভক্তির সর্বোত্তমত্ব বলিতেছেন,—

মামেব সর্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্ ।

ঈক্ষেতান্নি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ ॥

ইতি সর্বাণি ভূতানি মন্তাবেন মহাদ্ব্যতে ।

সভাজয়ন্ মত্মমানো জ্ঞানং কেবলমাপ্রিতঃ ॥

ব্রাহ্মণে পুরুষে শুনে ব্রাহ্মণ্যেহর্কে ফুলিঙ্গকে ।

অক্রুরে ক্রুরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ ॥

(ভাঃ ১১।২৯।১২-১৪)

বিভুক্তচিত্ত ব্যক্তি সর্বভূতে এবং আত্মমধ্যে আকাশতুল্য অপাকৃত বাহ্য ও অভ্যন্তরে স্থিত আল্পবস্তুর দর্শন করিবেন অর্থাৎ ঈশ্বরস্বরূপ আমাকেই দর্শন করিবেন । ঈশ্বর কিরূপ ? বাহ্যভ্যন্তরে স্থিত অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপ । পূর্ণত্বের হেতু—অপাকৃত অর্থাৎ আচরণ শূন্য । তদ্বৎ—আকাশতুল্য । আকাশের স্থায় অসঙ্গত্ব ও বিভুক্ত হেতু আচরণ শূন্য । এস্থলে আমাকেই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে কেবল অন্তর্যামিরূপ নহেন । হে মহাত্ম্যতে ! যিনি কেবল-জ্ঞানাশ্রয় হইয়াও ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, চোর ও ব্রাহ্মণ্য, সূর্য্য ও ফুলিঙ্গ, অক্রুর ও ক্রুরচিত্ত ব্যক্তিতে সমদর্শী এবং সমস্ত ভূতগণকে মস্তাবে মনে করিয়া সম্মান করেন, তিনি পণ্ডিত রূপে সম্মত । মস্তাবে—শ্রীকৃষ্ণরূপী আমার যে অস্তিত্ব, তদ্বিশিষ্টরূপে মনে করিয়া সম্মান করেন—সমরূপে অবস্থানকারী আমার দর্শনকারী । যিনি নিরন্তর মস্তাবে ধ্যান করেন, তাঁদের স্পর্ধা অসূয়া তিরস্কার নষ্ট হইয়া যায় । তিনি উপহাসশীল নিজ বান্ধবগণ, উচ্চনীচদৃষ্টি এবং দৈহিকী লজ্জা ত্যাগ-পূর্ব্বক কুকুর, চণ্ডাল, গোগর্দভ প্রভৃতিকে পর্য্যন্ত ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবেন । তাদৃশ দৃষ্টিসর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বনমস্কারের উপদেশপূর্ব্বক—যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে মস্তাব উপজাত না হয় । উক্তকাল কায়মনোবাক্যে এইরূপ উপাসনা করিবেন ।—সর্ব্বত্র ঈশ্বর দৃষ্টিহেতু সজ্ঞাতজ্ঞাননিবন্ধন সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাত্মক হইয়া থাকে । অনন্তর তিনি যুক্তসংশয় ও সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী হইয়া সর্ব্বকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবেন । অতএব মৎকথাশ্রবণহেতু সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরস্বরূপ আমি ব্রহ্মবাদিগণকে দ্বারস্বরূপ করিয়া শ্রোতৃগণের হৃদয়ে প্রতিফলন নূতনরূপে প্রবেশ করিয়া থাকি—প্রবেতোগণের প্রতি এই উপদেশে প্রতিফলন নূতনত্ব সৃষ্টিই ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ যাহা উক্ত হইয়াছে তাদৃশ উপাসনাকে প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন,—

অয়ং হি সর্ব্বকল্লানাং সধীচীনো মতো মম ।

মস্তাবঃ সর্ব্বভূতেষু মনোবাক্যব্যবৃতিভিঃ ॥ (ভাঃ ১১।২৯।১৯)

সর্ব্বভূতে কায়মনোবাক্যব্যবৃতি দ্বারা মস্তাবই সর্ব্বকল্লের (উপায়ের) মধ্যে সমীচীন মস্তাব—কৃষ্ণরূপী আমার উপাসনা । অন্তর্য্যামী-ভজন হইতেও শ্রীকৃষ্ণভজনের আধিক্য গীতায় উপসংহার বচনেও উক্ত হইয়াছে,—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেইর্জুন তিষ্ঠতি ।
 ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়ায়া ॥
 তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।
 তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শান্ততম ॥
 ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহাদৃগুহতরং ময়া ।
 বিমৃশৌতদশেষেণ যথেষ্টসি তথা কুরু ॥
 সর্বগুহতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।
 ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম ॥
 মগ্ননা ভব মত্তকো মদ্যাজী মাং নমস্করু ।
 মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ।
 সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
 অহং তাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

হে অর্জুন! ঈশ্বর নিজ মায়াদ্বারা যন্তারূঢ় ভূতরণকে ভ্রমণ করাইয়া সর্বভূতের হৃদয়ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন। হে ভারত! তুমি সর্বভাবে তাঁহারই শরণাগত হও। তাহা হইলে তদনুগ্রহে পরমশান্তি ও নিত্যস্থান লাভ করিবে। আমি তোমার নিকট গুহ হইতে গুহতর জ্ঞান উপদেশ করিলাম। তুমি সর্বতোভাবে বিচারপূর্বক যাহা অভীষ্ট হয়, তাহাই কর। অতঃপর আমার সর্বগুহতম পরম বাক্য শ্রবণ কর। যেহেতু তুমি আমার অতি প্রিয়, সেজন্ম তোমার হিতার্থে বলিতেছি—আমাতে মন দিয়া আমার ভক্ত হও আমার ভজনে রত হও এবং আমাকে নমস্কার কর। তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। তুমি সর্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত করিব। অতএব তুমি শোক করিও না।

এস্থলে গুহজ্ঞান অর্থে পূর্বাধ্যায় বর্ণিত জ্ঞান গুহতর জ্ঞান—অন্তর্যামি জ্ঞান এবং সর্বগুহতর জ্ঞান—ভগবদগতিচিহ্নাদিরূপে জ্ঞান এবং একমাত্র তাঁহারই শরণাগতিরূপ জ্ঞান। অতএব সর্বান্তর্যামি ভজন হইতেও উত্তমত্ব নিবন্ধন এবং ‘সর্বগুহতম’ বাক্যে সর্বশব্দের গ্রহণহেতু সর্বাপেক্ষা উত্তমরূপে শ্রীকৃষ্ণভজন সিদ্ধ হওয়ায় অবতারান্তরের ভজন হইতেও তদীয় ভক্তনের উত্তমতা সিদ্ধ হইতেছে।

অতঃপর কৈমুখ্যে স্থানে বলিতেছেন—

যো যো ময়ি পরে ধর্মঃ কল্পাতে নিফলায় চেৎ ।

তদায়াসো নিরর্থঃ শ্রাদ্ভয়াদেদিব সন্তম ॥ (ভাঃ ১১।২৯।২১)

হে উত্তম ! পরম পুরুষ আমাতে যে যে ধর্ম, তাহা যদি নিফলের জন্ত (ফলাভাবের জন্ত) কল্পিত হয়, অর্থাৎ ফল কামনায় অপিত না হয় তাহা হইলে শ্রাদ্ভয়াদির স্থায় তদ্বিষয়ক আয়াস (পরিশ্রম) অনিরর্থক হয় অর্থাৎ ব্যর্থ হয় না। “নিফলের জন্ত” এই পদটী ফলভোগাদিরূপ তত্ত্বজ্ঞতির অন্তরায় সমূহের অভাবহেতু অনিরর্থকত্বের অতিশয় বিষয়ে তাৎপর্যযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীউদ্ধবও এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন—

নমোহস্ততে মহাযোগিন্ প্রপন্নমুশাধি মাম্ ।

যথা ত্বচ্চরণান্তোজে রতিঃ শ্রাদনপায়িনী ॥ (ভাঃ ১১।২৯।৪০)

হে মহাযোগিন্! আপনাকে প্রণাম করি। যেক্রমে ভবদীয় পাদপদ্মে অনপায়িনী ভক্তি হয়, এই শরণাগতি আমাকে তদ্রূপ অনুশাসন করুন। (অনুশিক্ষিত করুন)। অনপায়িনী—মুক্তিকালেও বর্তমান।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

আমি কি অত কথা বলতে পারি?

কোন এক গ্রামে জনৈক ধনী ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার জন্ম, ঐশ্বর্য, ক্ষত, শ্রী—এই চারিটিরই অভাব ছিল না। কিন্তু বাল্যকাল হইতে কুসঙ্গ প্রভাবে চিত্ত কুৎসিত হওয়ায়, সংসঙ্গ তাঁহার নিকট বিষবৎ মনে হইত। তিনি সর্বক্ষণ অসদ্বাস্তাতেই তাঁহার জীবনাতিপাত করিতেন। বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার কুলক্ষণও তাঁহার চরিত্রে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎপরে যৌবনকালে বিবাহাদি করিয়া যথেষ্ট পুত্র-কন্তা লাভ করিলেন। তখন উপরি-উক্ত চারিটি মদে মত্ত হইয়া, পঞ্চ-মকার-সাধনকে জীবনের চরম কর্তব্য-জ্ঞানে ভোগানলে স্বতাহতি প্রদান করতঃ কাষ্ঠকে ইন্ধুদণ্ড ভাবিয়া তাহার কুশাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে তাঁহার অমূল্য-জীবন বৃথা অতিবাহিত হইতেছিল। তাঁহার পুত্রগণের বয়োবৃদ্ধি হইলে, পিতার ঐপ্রকার আচরণ তাঁহাদের

নিকট মোটেই ভাল লাগিত না, তাঁহারা পিতাকে অনেক সময় ভগবৎ-সেবা ও সাধুসঙ্গ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের কথায় তিনি বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করিতেন না। বোধ হয় পূর্বজন্মের স্মৃতির ফলেই পুত্রগণের স্বভাব বাল্যকাল হইতেই ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতিই আকৃষ্ট ছিল, তাই একদিনের জন্যও দুঃসঙ্গে পড়েন নাই। পিতার ঐসকল ব্যবহার তাঁহাদিগকে অত্যন্ত দুঃখ প্রদান করিত। তাঁহারা পিতার মঙ্গলের নিমিত্ত সতত চিন্তা করিতেন। এইভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইবার পর, তাঁহাদের পিতার মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃত্যুকালে পার্শ্বস্থিত পুত্রগণ বলিতে লাগিলেন,—হে পিতাঃ! একবার ‘হরি’ বলুন ত’! কিন্তু তাঁহার জিহ্বা বাল্যকাল হইতে অসদ্বার্তায় অতিবাহিত হইয়াছে, আসন্ন মৃত্যুকালে তাহার জিহ্বায় কিপ্রকারে মঙ্গলময় শ্রীহরিনাম উচ্চারিত হইবে, তখন নিজ পুত্রগণকে কল্পিত ও জড়িত ভাষায় বলিতে লাগিলেন,—“আমি কি-অত-কথা-বলতে পারি ?”

এই আখ্যায়িকাটির মধ্যে কি শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমার গ্রন্থ সৰ্ব্বক্ষণ অসদ্বার্তায় রত ব্যক্তি মাত্রেরই আলোচ্য। ‘হরি’ এই কথাটি মাত্র দুইটি অক্ষর, আর “আমি কি অত কথা বলতে পারি” এই কথাগুলি বারটী অক্ষর, তিনি এক নিমিষের মধ্যে বারটী অক্ষর বলিয়া ফেলিলেন কিন্তু ‘হরি’ এই দুইটি অক্ষর তাঁহার জিহ্বায় উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

শাস্ত্র বলেন,—

“অসদ্বার্তা বেশ্যা বিমৃজ মতি সৰ্ব্বস্বহরিনীঃ”।

‘কৃষ্ণবর্তা বিনা আন,

অসদ্বার্তা বলি জান,

সেই বেশ্যা অতি ভয়ঙ্করী।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়া মতি,

জীবের দুর্লভ অতি,

সেই বেশ্যা মতি লয় হরি।”

কৃষ্ণবিষয় ছাড়া যে সমস্তবর্তা ব্যবহৃত হয় তাহাই অসদ্বার্তা, তাই শাস্ত্র অসদ্বার্তাকে বেশ্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন। বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া বেশ্যা যে প্রকার পর-পুরুষের মন হরণ করে, সেই প্রকার অসদ্বার্তারূপ ভয়ঙ্করী বেশ্যাও জীবের দুর্লভ কৃষ্ণ-বিষয়িনী মতি নিমিষের মধ্যে হরণ করিয়া লয়। তখন ‘হরি’ এই শব্দ-দ্বয় তাহার জিহ্বায় উচ্চারিত হয় না।

যিনি জীবমাত্রকে বিষয়বাসনা হইতে উদ্ধার করিয়া দেহ, গেহ যথা-
সর্বস্ব হরণ করেন, তিনিই হরি, এই প্রকার যথাসর্বস্ব হরণকারী হরি,
পাছে ঐ ব্যক্তির সর্বস্বহরণ করেন, এই নিমিত্ত কৃষ্ণবিমুখিনী মায়া তাহার
জিহ্বা-জড়িত করিয়া হরিনাম-গ্রহণে তাঁহাকে বিমুখ করিল।

অসদ্বার্তায় রত ব্যক্তি আসন্ন-মৃত্যুকালে শ্রীহরির নাম বিস্মৃত হইয়া
এই প্রকার চিন্তা করিতে থাকে,—

অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যা-বালাশ্রজাশ্রজাঃ।

অনাথা মামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ ॥

এবং গৃহাশ্রয়াক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ম্।

অতৃপ্তস্তানমুধ্যায়ন্ মৃতোহন্ধং বিশতে তমঃ।

(ভাঃ ১১।১৭।৫৭-৫৮)

হায় ! আমার বৃদ্ধ পিতা, মাতা, শিশু-সন্তানবিশিষ্টা ভার্য্যা এবং সন্তান-
গুলি আমা বিনা অনাথা ও দুঃখিতা হইয়া দীনভাবে কিরূপেই বা জীবন
ধারণ করিবে। এই প্রকার গৃহাভিলাষে আক্ষিপ্তচিত্ত, অসন্তুষ্ট ও মন্দ-বুদ্ধি
ব্যক্তি পুত্রকত্যাদিগকে সর্বদা ধ্যান করে এবং মৃত্যুর পর ‘অন্ধ’ নামক তামস
যোনিতে প্রবেশ করে।

মানবগণ বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, সর্বপ্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া যে গর্ব
করেন, একটু ধীরচিন্তে বিচার করিলে দেখা যায়, মানবের ঐপ্রকার
অভিমানের কানাকড়িও মূল্য নাই। কেননা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ
করিয়াও যদি হৃষীক দ্বারা হৃষীকেশের সেবা না হইল, তাহা হইলে মৃত
ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সমূহ স্তবর্ণ-কঙ্কণের দ্বারা ভূষিত করিলেও যে প্রকার শোভা
হয় না, হৃষীকপতির সেবাহীন ইন্দ্রিয়সকলও ঠিক সেই প্রকার।

“স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ, বিশ্বর্তব্যো ন জাতুচিং”

বিষ্ণুর কথা সর্বক্ষণ স্মরণ করিতে হইবে, তাঁহাকে কখনও বিস্মৃত
হইতে হইবে না। যখনই জীব বিষ্ণুর স্মরণ হইতে দূরে অবস্থান করিয়া
নিরন্তর মায়ার কীৰ্ত্তনে প্রমত্ত থাকেন, তখন মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া
অসদ্বার্তারূপ বেশ্য তাহার সর্বনাশ করে, ছদ্মবেশী মায়ার অসজ্জিত সংসার-
কারাগৃহে গৃহিনীর মুচ্ছিকিহাসিমাখা নির্জন আলাপ, বালকের স্তললিত

কোমল কণ্ঠে আধ, আধ বুলি, কনকের শ্রুতি-মধুকর শব্দ তাহার নিকট মধুবর্ষণ করিতে থাকে। তখন বাণীনাথের সেবা পরিত্যাগ করিয়া, জড়-বাণীর সেবাতেই মুগ্ধ হইয়া যায়।

বাণীনাথের স্মৃতিফল—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিপ্যোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি ।

সত্ত্বশ্চ শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥

(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অহুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ-কল্যাণ-বিস্তার করে। তাঁহার চরণ-স্মরণে অন্তঃকরণ শুদ্ধ এবং জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমভক্তি লাভ হয়।

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-যুগলকে অহুক্ষণ স্মরণ করিতে বলিয়াছেন। অহুক্ষণ অর্থাৎ “কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে। অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে” ॥ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবানের গুণকীর্তন ছাড়া ইতরবাক্যে যেন জীবন ব্যয়িত না হয়। যদি অহুক্ষণ ভগবৎ-স্মৃতি না হয় তাহা হইলে অমঙ্গল অর্থাৎ প্রজন্ম, অসদ্বার্তারূপ ঘোষণা হইয়া যাইবে। জ্ঞান, বিজ্ঞানবুদ্ধি যে প্রেমভক্তি তাহা লাভ হইবে না।

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্ত ।

জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব স্মৃত ন চোপগায়ত্বারুগায় গাথাঃ ॥

(ভাঃ ২।৩।২৪)

যে ব্যক্তির কর্ণ ভূরি-গুণ-সম্পন্ন শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করেন না, তাহার কর্ণদ্বয় বৃথা ছিদ্রমাত্র। যে জিহ্বা শ্রীভগবানের বিক্রম কীর্তন করে না, সে জিহ্বা ভেক-জিহ্বাসদৃশ, আবাচের বারিবর্ষণে যখন নদ, নদী, পুষ্করিণীসমূহ জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখন গহ্বরস্থিত অবোধ ভেক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ‘গেঁয়র’ ‘গেঁয়র’ শব্দে উচ্চৈঃস্বরে কলরব করিতে করিতে তাহার গমনরূপ কালসর্পকে তাহার সন্ধান জানাইয়া দেয়, তখন সর্প সেই শব্দকে লক্ষ্য করিয়া ভেকের গহ্বরে প্রবেশ করতঃ তাহাকে গ্রাস করিয়া নিজের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করে। সেই প্রকার ভেকের জ্ঞায়, যে-সকল ব্যক্তি বিষয় কোলাহলে মত্ত থাকেন তাহারা স্বেচ্ছায় কালরূপ মহানাগকে আহ্বান করিয়া বহুমূল্য জীবন বিসর্জন করেন।

“কৃষ্ণের অধরামৃত,

কৃষ্ণগুণ-চরিত,

সুধাসার স্বাদুবিনিন্দিত।

তার স্বাদ যেনা জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম ॥”

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণাবিন্দম্ ।

কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি তানানয়ধ্বমসতোহকৃতবিষ্কৃত্যান্ ॥

(ভাঃ ৬।৩।২৯)

যমরাজ যমদূতগণকে বলিলেন, যাঁহার জিহ্বা ভগবদ্গুণগান করে না, যে-ব্যক্তির চিত্ত ভগবানের পাদপদ্মদ্বয় চিন্তা করে না, যাঁহার মস্তক ভগবানের পাদপদ্মে নত হয় না, সেইপ্রকার অসং ব্যক্তিকে আমার নিকট আনয়ন করিবে—তাহারাই আমার দণ্ডা। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি ভগবানের বাণী-কীর্তনে সৰ্ব্বক্ষণ রত, তাঁহাকে স্বয়ং যমও ভয় করেন।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।

পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥

এই ইতর-ব্যোমের শব্দসমূহদ্বারা কোন প্রকারেই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। ইহ জগতের শব্দ আর শব্দীতে পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু পরব্যোমের যে-শব্দ, সে-শব্দ এপ্রকার সামান্ত শব্দ নহে, তাহা শব্দব্রহ্ম।

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশৈতন্তরসবিগ্রহঃ ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নামনামিনঃ ॥

পরব্যোমের শব্দ আর শব্দীতে কোন পার্থক্য নাই। “যেই নাম সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত ফিরেন আপনি শ্রীহরি ॥” ইহ জগতে শব্দের আদান প্রদানেতেই যাবতীয় কার্য নিষ্পন্ন হয়। সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টি, দ্বেষ, হিংসা, স্নেহ, সম্মান ইত্যাদি শব্দের সাহায্যে হইয়া থাকে। শব্দ মানুষকে বাতুল করিয়া তোলে। শব্দহীন ব্যক্তিকে মৃত বলে। অতএব শব্দই মূল। ‘রুদ্ধ-দ্বারগৃহের অভ্যন্তরস্থিত নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগ্রত করিতে হইলে যেমন ইঙ্গিত কোন কার্য করিতে পারে না; একমাত্র শব্দের সাহায্যেই তাহাকে জাগান যাইতে পারে তদ্রূপ বিষয়কলুষে কলুষিতচিত্ত অসদ্বার্তার ক্রোড়ে নিদ্রিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে হইলে একমাত্র মঙ্গলময় শ্রীহরির নামই সজ্জল। তাহা ব্যতীত আর কোন গতান্তর নাই। সেই মঙ্গলময় শ্রীহরির বার্তা বড়বেগজয়ী মুকুন্দপ্রেষ্ঠ ভগবানের নিজজন সাধুর নিকট হইতে শ্রবণ করিতে হইবে। সাধুর নিকট হইতে বাণীনাথের বীৰ্য্যবতী বাণী শ্রবণ

করিলে অসংসঙ্গ দূরীভূত হইয়া যায়। তখন অসদ্বার্তারূপ বেশা তাহাকে মোহন করিতে সমর্থ হয় না—লজ্জিতাবস্থায় অপাশ্রিতভাবে অবস্থান করে মাত্র। তখন নাম গ্রহণের জন্ত এই প্রকার আন্তি হয়।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলক্ৰয়ে।

কর্ণক্ৰোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণাদকুদেভ্যঃ স্পৃহাম্ ॥

চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্কেন্দ্রিয়ানাং কৃতিং।

নো জানে জনিতা কিরুদ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদয়ী ॥

(বিদগ্ধমাধব ১।১২)

‘কৃষ্ণ’ এই দুটি বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা জানি না, দেখ যখন (নটীর স্থায়) তাহা তুণ্ডে (জিহ্বায়) নৃত্য করে তখন বহু তুণ্ড পাইবার জন্ত রতি বিস্তার করে। যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তখন অকুদ কর্ণের জন্ত স্পৃহা জন্মায়। যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদ্ভিত হয় তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকেই বিফল করে। বহু কথার সেবা করা অর্থে বেশার সেবা করা। বেশার সেবাবর্জন করিয়া ‘এক কথা’ গ্রহণ করিলে অর্থাৎ অসংসঙ্গ ত্যাগ করিয়া হরির কথা সাধুসঙ্গে সর্কক্ষণ নাম উচ্চারণ করিলে কালরূপ সর্প গ্রাস করিতে পারেনা। কিন্তু হায়! কুকুরের লেজ যেমন সোজা করা যায়না, সেই প্রকার সাধুগণ আমাকে যতই উপদেশ করুন না কেন, আমি উপরি-উক্ত পঞ্চমকার সাধনে রত হইয়া বলিয়া বসি—

“আমি কি অত কথা বলিতে পারি?”

—ত্রিদিগ্ধিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

শ্রাদ্ধ

শ্রদ্ধাপূর্বক পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অন্নাদি দানকে ‘শ্রাদ্ধ’ কহে। গোভিল-স্থত্রে দেখা যায় “শ্রদ্ধাযিতঃ শ্রাদ্ধং কুবীত” অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। পুলস্ত্য-সংহিতায়ও শ্রাদ্ধের লক্ষণ বলা হইয়াছে—

“সংস্কৃতব্যাঞ্জনাত্যক্ষ পয়োদধিঘৃতাযিতম্।

শ্রদ্ধয়া দীয়তে যশ্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগততেক ॥”—

অসংস্কৃত ব্যঞ্জন এবং দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত-সংযুক্ত অন্ন যাহা শ্রদ্ধাপূর্বক প্রদত্ত হয় সেই অর্পণরূপ কণ্ঠ্যই ‘শ্রাদ্ধ’ নামে অভিহিত। অমরকোষ বলেন,

‘শাস্ত্রোক্তবিধানেন পিতৃ-কৰ্ম’ শাস্ত্রোক্ত বিধানানুযায়ী পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে যে কৰ্ম করা হয়, তাহাই শ্রাদ্ধ। বেদের কৰ্মকাণ্ডে—তত্ত্বদধিকারী ব্যক্তিগণের জন্ত এই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে। পুরাণাদিতে, ভার্গবীয় মনুসংহিতা-গ্রন্থে শ্রাদ্ধ-বিধি সম্বন্ধে অনেক কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বরাহপুরাণে শ্রাদ্ধোৎপত্তির বিষয়ে লিখিত আছে যে, মনুবংশোদ্ভূত ‘আত্রেয়’ নামক জনৈক মুনির ‘নিমি’ নামে এক ধার্মিক পুত্র ছিলেন। ঐ পুত্র সহস্র বৎসর তপস্শাচরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন। মুনি পুত্রশোকে কাতর হইয়া শোকসন্তাপ-নিবারণের জন্ত পুত্রের উদ্দেশ্যে ফলমূল প্রভৃতি নানাবিধ উত্তম দ্রব্য দ্বারা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন। তখন সেইস্থানে নারদ মুনি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, এই কার্যের নাম পিতৃযজ্ঞ, পূর্বে ব্রহ্মা এই কার্য নিৰ্দেশ করিয়াছেন।” তখন হইতে জগতে শ্রাদ্ধ নামক কৰ্মের প্রচলন হয়। বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়াংশ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রাদ্ধের প্রকার, শ্রাদ্ধের কাল অধিকারী প্রভৃতির সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধ-বিবেকধৃত বিশ্বামিত্রের বাক্যানুসারে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, বুদ্ধি, সপিণ্ডন, পার্কণ, গোষ্ঠী, শুদ্ধার্থ, কৰ্ম্মাজ, দৈবিক, যাত্রার্থ ও পুষ্ঠার্থ তেদে শ্রাদ্ধ দ্বাদশ-প্রকার। ভবিষ্যপুরাণে এই সব শ্রাদ্ধের লক্ষণ বর্ণিত আছে। (১) প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধই—নিত্যশ্রাদ্ধ; (২) কেবল এক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কৃত শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক; (৩) সঙ্কল্প করিয়া কাননাসিদ্ধির জন্ত শ্রাদ্ধ—কাম্য; (৪) বুদ্ধি বা অভ্যাসের কারণ উপস্থিত হইলে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহা—বুদ্ধিশ্রাদ্ধ (৫) মৃত ব্যক্তিকে প্রেতযোনি হইতে মুক্ত করিবার জন্ত মৃত্যুর এক বৎসর অন্তে পিতৃপিতৃণের সহিত প্রেতপিতৃণের মিশ্রণ করিয়া একত্র পিণ্ড-ভোজনের যে কার্য তাহাই সপিণ্ডকরণশ্রাদ্ধ; (৬) অমাবস্তা বা পূর্ণদিনে অনুষ্ঠানের শ্রাদ্ধই পার্কণশ্রাদ্ধ; (৭) পিতৃগণের উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীগণের (জাতিগণের) মধ্যে শুদ্ধি নিমিত্ত অনুষ্ঠিত যে শ্রাদ্ধ তাহাই গোষ্ঠী-শ্রাদ্ধ; (৮) শুদ্ধির জন্ত অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ—শুদ্ধার্থ; (৯) গর্ভধান, সীমন্তোন্নয়ন প্রভৃতি সংস্কারকার্যে যে শ্রাদ্ধ তাহাই কৰ্ম্মাজ; (১০) দেবতাগণের অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ—দৈবিক; (১১) তীর্থ বা দেশান্তরগমনকালে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধ—যাত্রার্থ (১২) শরীর ও অর্থাদি বুদ্ধির জন্ত যে শ্রাদ্ধ তাহা—পুষ্ঠার্থ।

কৰ্ম্মজড় ব্যক্তিগণের ধারণা এই যে, মানব মৃত্যুর পর প্রেততাবাপন্ন হয়, পরে পুত্রাদি আত্মীয় বা জাতিবর্গ তাহার (ঐ প্রেতের) উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি

কার্য্য করিলে প্রেতযোনি হইতে প্রেতের মুক্তি হয়। এই ধারণানুসারে মৃত ব্যক্তির দেহ-ত্যাগের দিন হইতে ব্রাহ্মণ একাদশ দিবসে, ক্ষত্রিয় ত্রয়োদশ দিবসে, বৈশ্য ষোড়শ দিবসে এবং শূদ্র একবিংশ দিবসে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন ও পরে প্রতিমাসে মৃত্যুর তিথিতে “একোদ্দিশ্ঠ শ্রাদ্ধ” এবং একবৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। দাহ হইতে বর্ণানুসারে জলশস্ত্র প্রভৃতির স্পর্শ পর্য্যন্ত যে ক্রিয়া তাহার নাম “আশু-ক্রিয়া” মাসিক একোদ্দিশ্ঠ শ্রাদ্ধকে মধ্যক্রিয়া ও প্রেত একবৎসর অন্তে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইলে সপিণ্ডীকরণের পর যে সকল শ্রাদ্ধক্রিয়া তাহাকে অন্ত্যক্রিয়া বলা হয় (বিষ্ণুপুরাণ ৩।১৩।৩৪-৩৫)। কৰ্ম্মকাণ্ডের শ্রাদ্ধবিধানমতে যে পর্য্যন্ত প্রেতের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধৈকোদ্দিশ্ঠ শ্রাদ্ধ বারমাসে কর্তব্য; বারটি মাসিক শ্রাদ্ধ, দুইটি ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ এবং সপিণ্ডীকরণ—সাক্ষ্যে এই ষোলটি শ্রাদ্ধ না করা হইবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত মৃত পিতৃগণ প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না। সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধ অমুষ্ঠিত হইলে মৃত পুরুষের স্মৃতি দেহ একবৎসর পরে প্রেত-দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়।

“কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্।

প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপত্ততে।”

শ্রাদ্ধতত্ত্বমৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচন ৬২ সংখ্যা এবং লঘুহারীত বাক্যানুসারে এই সপিণ্ডীকরণান্ত ষোলটি প্রেতশ্রাদ্ধ দ্বিজাতিগণের পক্ষাৎ দ্বারাই অমুষ্ঠান করা কর্তব্য।

শ্রাদ্ধাদিতে বিত্তশাঠ্য পরিহারপূর্ব্বক দান এবং বেদবিৎ ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার বিধি আছে। গ্রামবাজক বা বাহারী বেতনগ্রহণপূর্ব্বক পাঠ বা অধ্যাপনা করেন কিংবা দেবল অর্থাৎ অর্থগ্রহণ-পূর্ব্বক নানা দেবতার পূজাদি করিয়া উদর সংস্থান করেন এইরূপ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে অপাংক্ত্যেয় বলিয়া গণ্য হইবেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৩।৬।৬-৭)। গয়া গমন-পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত হন। প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বক পরলোকগত স্মার্ত্তপণ্ডিতবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মাতৃগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া মরণ পর্য্যন্ত কৰ্ম্মজড় দেহারামী ব্যক্তিগণের কৃত্যমূলক অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব নামে একখানি বৃহৎসংগ্রহগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কৰ্ম্মজড় সমাজে বিখ্যাত হন। বর্ত্তমান অধিকাংশ হিন্দু-নামধারী ব্যক্তিগণ মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের এই কৰ্ম্মপালনেই বদ্ধ।

স্মার্ত রঘুনন্দন ‘অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের’ অন্তর্গত শ্রাদ্ধতত্ত্বনামে একখানি স্মৃতিনিবন্ধগ্রন্থে কর্মকাণ্ডান্তর্গত শ্রাদ্ধবিধি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। একটু সদসদ্বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিই ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কর্মকাণ্ডের ছেলে ভুলান কথাগুলি বুঝিতে পারেন। ঐ গ্রন্থে নিত্য আত্মা বা পরমাত্মা শ্রীভগবানের সম্বন্ধে আলোচনা নাই—কেবল কি করিয়া বন্ধজীবের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের ভোগ ইহকালে ও পরকালে হইতে পারে, তাহারই আলোচনা বিশেষভাবে এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

মানবগণের অধিকারভেদে শাস্ত্রেরও ভেদ। সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট মানবগণের জন্ম সাত্ত্বিক শাস্ত্র, আর রজোগুণবিশিষ্ট মানবগণের জন্ম রাজসিক শাস্ত্র, এবং তমোগুণাবৃত ব্যক্তির জন্ম তামসিক শাস্ত্র, আর নিগুণ পুরুষগণের জন্ম শুদ্ধতত্ত্ব-প্রতিপাদক নিগুণ শাস্ত্র। অধিকারভেদে মানবের স্বভাব ও শ্রদ্ধাভেদ। অধিকারগত স্বভাব অনুসারে স্মৃতিফলে শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাকে ‘বিশ্বাস’ কহে। শ্রীমদ্ভাগবত—নিগুণশাস্ত্র। ভাগবতে নির্মূল ও অকৈতব ভগবন্ত্বক্তির কথার আলোচনা আছে। এই জন্ম ভাগবত শাস্ত্রশিরোমণি। ভাগবত বেদকল্পতরুর সুপক ফল। ভাগবত—বেদের সারনির্ঘ্যাস ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য, নিগুণতাবাহিত ব্যক্তিগণেরই শ্রীমদ্ভাগবতে নৈষ্ঠিকী ও ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা উদ্ভিত হয়। যাহাদের ভাগবতে শ্রদ্ধা উদ্ভিত হইয়াছে, তাহারা জানেন—

“শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে, সূদৃঢ় নিশ্চয়।

কৃষ্ণ ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয় ॥”

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (১১।৩।৩৪-৪৪)—

“কর্মা কৰ্ম বিকৰ্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ ।

বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহুন্তি সুরয়ঃ ॥

পরোক্ষবাদো বেদোহয়ং বালানাং নুশাসনম্ ।

কৰ্মমোক্ষায় কৰ্ম্মাণি বিধন্তে হৃগদং যথা ॥”

কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম বলিয়া যে বিভক্ত হয়—তাহাও বেদবাদ। বেদ ঈশ্বর স্বয়ং স্মৃতরাং যিনি যতই বুদ্ধি প্রকাশ করুন না কেন—পণ্ডিতাভিমাত্রী পুরুষেরাও তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন। বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ। ইহা, মূঢ়-লোকের পক্ষে অনুশাসন অর্থাৎ যাহাদের প্রবৃত্তি সর্বদা অসাধু পথে ধাবিত

তাহাদের উদ্যম প্রবৃত্তিকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সঙ্কোচিত করিবার জন্য এই সকল পুণ্য-কর্মাদির বিধি। পীড়িত লোককে রোগনিবারণের জন্য যেরূপ ঔষধ প্রদান করা হয়, সেইপ্রকার কর্মরূপ পীড়ার জন্যই কর্মবিধান। শ্রীমদ্ভাগবত (১২।২।৩৫) আরও বলিয়াছেন,—

“বেদা ব্রহ্মাণ্যবিষয়ান্ত্রিকান্ত্রিকবিষয়া ইমে।

পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্ ॥

সাধারণ মানুষের চক্ষে ঐসকল বেদ-মন্ত্র কর্ম, দেবতা ও যজ্ঞরূপ ত্রিকাণ্ড-ময়। বেদের সমস্ত মন্ত্রই পরোক্ষবাদ (পর অতীত অক্ষ ইন্দ্রিয়) অর্থাৎ মান্ববাদীর অপারোক্ষ—যাহা অর্থ বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই উহার তাৎপর্য্য নহে, পরমার্থই গূঢ়তাৎপর্য্য। ঐ মন্ত্রসকলের দ্রষ্টা ঋষিগণ পরোক্ষকে ভগবানের প্রিয় জানিয়া পরোক্ষবাদ অবলম্বন করিয়াছেন। এইজন্য মুণ্ডক-শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, কর্মধারা আত্মধর্ম লাভ হয় না জানিয়া ব্রাহ্মণ আত্মধর্মবিজ্ঞানের জন্য সমিৎপাণি হইয়া শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত নিপুণ কৃষ্ণ-তত্ত্ববিৎ গুরুর নিকট অভিগমন করিবেন। সেই প্রকার বিদ্বান্ গুরুদেব প্রপন্ন শিষ্যকে ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দিবেন।

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্জায় কর্ম হি।

ন রাতি রোগিনোহপথ্যং বাজ্ঞাতোহপি ভিষক্তমঃ ॥

(ভাঃ ৬।২।৫০)

যিনি স্বয়ং আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় অবগত আছেন এইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ কখনও অজ্ঞকে কর্মের বিষয় উপদেশ করেন না। রোগী কুপথ্য অভিলাষ করিলেও সাধুবৈষ্ণ কখনও তাহা প্রদান করেন না। যেসকল ছদ্মত ব্যক্তি এইরূপ নিক্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় নাই তাহারাই বেদের আড়ম্বরপূর্ণ কর্মপাশে বদ্ধ হইয়া সংসারচক্রে ঘুড়িয়া বেড়ান। কর্ম তাহাদিগকে—

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।

দণ্ডাজনে রাজা, যেন নদীতে চুবায়।”

শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিলোপাখ্যানে যমরাজ যমদূতগণকে বলিয়াছিলেন,—
(৬।৩।২৫) জৈমিষ্ঠাদি বা মহাদি ঋষিগণ—যাহারা জগতের লোকের নিকট মহাজন বলিয়া প্রচলিত, তাহারাও ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানেন না। তাহাদের মতি দৈবী মায়াতে বিমোহিত হওয়ায় তাহারা বেদের আপাত-

রমণীয় মধুপুষ্পিত বাক্যসমূহ মুক্ত। স্তূতরাং তাঁহারা দ্রব্যাহুষ্ঠান ও মন্তাদি
বিস্তারিত আরম্ভপূর্ণ ও লৌকিক প্রতিষ্ঠাদিযুক্ত কর্মে নিযুক্ত হইবার জন্য
লোকদিগকে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীগীতায় (১৬৬) ভগবান্ জগতে
দুই প্রকার ভূতসৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন—‘দৈব’ ও ‘আত্মর’। ঐকান্তিক
বিষ্ণুভক্তগণই দৈব এবং বাহারা তদ্বিপরীত, তাহারাই আত্মরস্বভাবযুক্ত।
ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তগণের লক্ষণ এই যে, তাঁহারা একমাত্র বিষ্ণুর পরমপদে
নিত্যকাল শরণাগত। তাঁহারা জানেন—একমাত্র বিষ্ণুসেবা দ্বারাই দেব,
ঋষি, পিতৃ, নৃ, ভূতদকলেরই সন্তোষবিধান হয়। তাঁহারা নামপরায়ণ
তাঁহারা নামাপরাধী নহেন। তাঁহারা কৃষ্ণে সম্বন্ধ-জ্ঞান-বিশিষ্ট। তাঁহারা
দেহ ও মনোধর্ম্মে আসক্ত নহেন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী

উদার ধর্ম্ম

বৈষ্ণবধর্ম্মের উদারতা সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার ধারণা পোষণ
করেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম শব্দদ্বয় কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই কেহ কেহ সাম্প্রদায়িকতা,
নীচতা, অসুদারতা, শিষ্টতার অভাব, অকর্ম্মণ্যতা প্রভৃতি দোষসমূহ ইহাতে
আরোপ করিতে উচ্চত হন।

অক্ষজ্ঞানের ধারণায় আমরা শব্দের অর্থ নিরূপণ করিয়া থাকি।
ইহাতে অনেক সময় আমরা ভ্রান্তিতে পতিত হই। যেমন ‘ইন্দ্র’ শব্দে
তিন শ্রেণীর লোকে তিন প্রকার ধারণা ক’রে থাকেন—অজ্ঞ লোকের
এক প্রকার ধারণা, সাধারণ লোকের এক প্রকার এবং বিজ্ঞ ব্যক্তির
অন্ত প্রকার। ‘ইন্দ্র’ শব্দটী ইন্দ্ + র নিপ্পন্ন। ‘ইন্দ্’ সৌন্দর্য্যার্থে ব্যবহৃত
হয়। প্রথম শ্রেণীর শিশুগণ, বাহারা শাস্ত্রবিদ নহে, তাহারা ‘ইন্দ্র’ শব্দটী
শ্রবণ করিয়া মনে করিবে, তাহার সহপাঠী ইন্দের কথা! তার ঐশ্বর্য্য
হয় ত’ মোটেই নাই। হয় ত’ সে এমন দরিদ্র যে, পরিধানে শত ছিদ্র-
যুক্ত বস্ত্র।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক, যিনি শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি মনে
করিবেন, ‘ইন্দ্র’ শব্দে দেবরাজ ইন্দ্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর যিনি
শাস্ত্রাদিতে অপ্রাণিত, তিনি মনে করবেন, দেবরাজ ইন্দের ঐশ্বর্য্য সাময়িক।

কিন্তু পরব্রহ্ম পরম-ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন সুতরাং তাঁহাকে ইন্দ্রশব্দে লক্ষ্য করা হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য সেই পরমপুরুষ ভগবানের ঐশ্বর্য্যের নিকট ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। সুতরাং অক্ষজ্ঞানের দ্বারা যাহা আলোচনা করি, তাহা ভ্রমাত্মক হইবার সম্ভাবনা।

শ্রৌতপথে আলোচনা করিলে ‘বৈষ্ণব’ শব্দের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে। ‘বিষ্ণু’—‘বিষ্+ত্বক্’। ‘বিষ্’ ‘ব্যাপ্তি’ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যার যতদূর ব্যাপ্তি, আমরা তা’র ঠিক ততদূর ধারণা করিতে পারি। ব্যাপ্তি ৩ প্রকার—(১) স্থানগত, (২) কালগত ও (৩) পাত্রগত। যেমন মনে করুন, একটি ঘড়ি বিনয়বাবুর টেবিলের উপর রহিয়াছে। ইহার স্থানগত ব্যাপ্তি এই যে, ঘড়িটি বিনয়বাবুর গৃহে, কালগত ব্যাপ্তি ইহাতে যতট বাজিয়াছে এবং পাত্রগত ব্যাপ্তি—ইহা টেবিলের উপর। ঘড়ির ব্যাপ্তি অনিত্য কারণ, ইহার ত্রিবিধ ব্যাপ্তিই অচিরে নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু ‘বিষ্ণু’-বস্তু তদ্রূপ নয়। বিষ্ণু—যিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। শ্রুতিতে দেখিতে পাই—“ওঁ তদ্বিক্রোঃ পরমং পদং সদা পশুন্তি সুরয়” সুরিগণ সর্বদাই বিষ্ণুপদ দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার স্থানগত, কালগত ও পাত্রগত ব্যাপ্তির নিত্যত্ব আছে। তিনি অখণ্ডকালে বিরাজমান এবং তিনি যে ধামে বিরাজিত সে ধামও নিত্য। সুতরাং ‘বিষ্ণু’ শব্দটি উদারতাবাচক ‘বিষ্ণু’র সহিত যাহার সম্বন্ধ তিনিই “বৈষ্ণব”! বিষ্ণু+ক করিয়াই ‘বৈষ্ণব’-পদ সাধিত হইয়াছে।

বু+মন্=ধর্ম। সোজা কথায় আমরাগিকে যে জিনিষ ধরিয়া রাখে সেটাই হইল আমাদের ধর্ম। যেমন জলের ধর্ম তরলতা। তরলতা বাদ দিলে জল থাকে না। যদি প্রশ্ন হয়—জল যদি বরফ হয়, তবে কাঠিগত তাহার ধর্ম হইবে না কেন? তাহার উত্তরে বলা যায় যে, জলের স্বাভাবিক ধর্ম তরলতা। কিন্তু কোন আগন্তুক কারণ বশতঃ উহা বরফ হইয়া যায়। বরফ জলের স্বাভাবিক অবস্থা নয়, ইহা কৃত্রিম স্বভাব নিত্যকাল কোন বস্তুকে ধরিয়া রাখে, তাহাই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম, যে জিনিষ নিত্যকাল আমরাগিকে ধরিয়া রাখিয়াছে সেটাই আমাদের নিত্যধর্ম। যখন দেহটাকে আমি বলিয়া মনে করি, তখন দেহের স্বভাবই (অর্থাৎ কর্ম করাই) আমার ধর্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার যখন মনকে কেন্দ্র করি তখন মনের ধর্মই আমার ধর্ম মনে হয়। মনের

পিপাসাই হইল জ্ঞান আহরণ। আবার যখন দেখি আত্মারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হই, তখন আত্মার যে ধর্ম পরমাত্মার কাছে ছুটিয়া যাওয়া এবং তাহার নিত্য সেবা, তাহাই আমার ধর্ম হয়।

এই সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, বড় ছোটকে আকর্ষণ করিতেছে। সেইরূপ পরমাত্মা আত্মাকে আকর্ষণ করিতেছে। মায়ার ব্যবধান না থাকিলে আত্মা পরমাত্মার সেবা করিতেই প্রভাবিত হয়। যখন জাহ্নবী কুলুকুলুনাদে সাগরের দিকে প্রভাবিত হয় তখন যেমন কেহ তাহার গতিরোধ করিতে পারে না, সেইরূপ মায়ার ব্যবধান যখন সাধুর কৃপায় কাটিয়া যায়, তখন আত্মা পরমেশ্বরের দিকে সেবার জ্ঞাত এমনই বেগে ছুটিয়া যায় যে, কেহই তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। অনন্ত বিশ্ব তাহার রিক্রদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হইলেও কিছু করিতে পারে না। বাহারা ঐপ্রকার অপ্রতিহতগতিতে বিষ্ণুর সেবা করেন সেই সকল মহাত্মাগণই বৈষ্ণব। স্থানগত, কালগত ও পাত্রগত ব্যাপ্ত ধর্মের ধর্মী সেই বিষ্ণুর উপাসক বাহারা, তাহাদের উদারতা স্বাভাবিক। তিনি উদার, তিনি বদান্ত, সহিষ্ণু, সুন্দর, মহান, সরল ও পরম সৌন্দর্য্যবান। বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম বিশেষরূপে প্রচারিত। দক্ষিণদেশে আচার্য্য-চতুষ্টয়—মধ্ব, রামানুজ, নিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামী—বৈষ্ণবগণের কথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমধ্ব গুরুদেব, শ্রীরামানুজ বিশিষ্টাদেব, শ্রীনিম্বার্ক দ্বৈতাদেব এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামী গুরুদেবত্ববাদের প্রচারক। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাদের দার্শনিক বিচারের অসম্পূর্ণতা দূর করিয়া অচিন্ত্যভেদাত্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্মের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রহিয়াছে। শ্রীল করিবাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দয়া সম্বন্ধে বলিতেছেন—
“চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।

বিচার করিলে চিন্তে পাবে চমৎকার ॥”

একদিন নীলাচলে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হ'য়ে শ্রীল স্বরূপ-দামোদর বলিতেছিলেন,—

হেলোক্কূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোক্ষীলদামোদয়া

শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তাপিতোন্মদয়া।

শশ্বন্তুক্তিবিদ্যাদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া

শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমনোদয়া ॥

—এই জগতের যত কিছু দয়া সমস্তই মন্দোদয়দয়া। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-দেবের দয়া অমন্দোদয়দয়া। যেমন আমি মিষ্টি খুব ভালবাসি, আল্লীর স্বজন আমাকে খুব মিষ্টি দিলেন। পরিশেষে আমি উদরাময়ে বা কুমিরোগে আক্রান্ত হইলাম। এই প্রকারে পরিশেষে মন্দের সৃষ্টি করে বলিয়াই এই জাগতিক দয়া মন্দোদয় দয়া। কিন্তু মহাপ্রভুর দয়ায় পরিণামে মন্দ উদয় করাইবার কিছুই নাই, পক্ষান্তরে নিরন্তর সেবা-সুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই দয়ার মূর্ত্যবিগ্রহ যে ধর্ম সেই ধর্মের আয় উদার ধর্মের কথা কেহ কল্পনায় আনিতে পারেন কি ?

—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর

মূর্ত্তেব ভক্তিঃ কিময়ং কিমেষ বৈরাগ্যসারসুহৃদান্ নৃলোকে ।

সংভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সর্দৈক তস্মৈ নমঃ শ্রীলনরোত্তমায় ॥

“এই মহাপুরুষ কি মূর্ত্তিমতী ভক্তি অথবা বৈরাগ্যের সার বিগ্রহ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।” —কৃতি পুরুষগণ যাহাকে দর্শন করিয়া সর্বদা এইরূপ বিচার করেন, সেই শ্রীল নরোত্তম প্রভুকে আমি প্রণাম করি।” —আচার্য্যবর্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইরূপে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়াছেন।

পদ্মাবতী নদী হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে, বোরালিয়া হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ উত্তরদিকে শীখেতুরী বা শীখেতরী অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দিতে আবির্ভূত হন। আধুনিক রাজসাহী-অঞ্চলে একজন রাজোপাধিক বড় জমিদার শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত ও তাঁহার ভাগ্যবতী সহধর্ম্মিণী শ্রীনারায়ণীকে পিতা ও মাতৃরূপে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগোরাঙ্গের পার্শ্বদেবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব-দিবস অথবা কোন কোন মতে মাঘী পূর্ণিমা-তিথিতে অবতীর্ণ হন।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীজাহ্নবাদেবীর নিয়ামকত্বে শ্রীশ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের স্থাপিত “শ্রীগোরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারমণ ॥” —এই ছয় শ্রীবিগ্রহ এখনও খেতুরী-গ্রামে শুদ্ধভক্তগণের

নয়নাভিরামরূপে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীগৌরাজের বামে লক্ষ্মীপ্রিয়া ও দক্ষিণে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বিরাজিতা। সর্বদক্ষিণে শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধারমণ ও শ্রীরাধাকান্ত। শ্রীব্রজমোহন শ্রীবিগ্রহের পরিবর্তে এখন শ্রীগোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। এই পঞ্চ শ্রীবিগ্রহই শ্রীমতী-সহ বিরাজিত। শ্রীমন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে প্রায় সার্ক দুইহস্ত পরিমিত দীর্ঘ একটা কৃষ্ণ প্রস্তর রহিয়াছে। কিংবদন্তী, এই স্থানে বসিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীহরিনাম করিতেন।

শ্রীনরোত্তমের আবির্ভাবে শ্রীখেতরীতে সর্বমঙ্গলের আবির্ভাব হইল। পুত্রের অনুরোধে উৎসবের দিবস এক পরম ভাগ্যবান দৈবজ্ঞ সেই অতিমর্ত্য শিশুর দর্শন লাভ করিয়া দিব্যজ্ঞানে বিভাবিত হইলেন এবং শিশুর নরোত্তম নাম রাখিলেন; কারণ ইনি মনুষ্য নহেন, মনুষ্যকুলের উদ্ধারকর্তা জগদগুরু মহাপুরুষ। মুখে অন্ন প্রদানকালে শিশুরূপী মহাভাগবতবর শ্রীকৃষ্ণানন্দের গৃহে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের প্রসাদ ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করিলেন না। এইভাবে শিশুর অনুরোধে উৎসব সম্পন্ন হইল।

বাল্যকাল হইতে রাজকুমার শ্রীনরোত্তমের বৈরাগ্যের ভাব এবং শ্রীকৃষ্ণভক্ত, শ্রীমহাপ্রসাদ, শ্রীহরিনাম ও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে স্বাভাবিকী প্রীতি দর্শন করিয়া খেতুরী-বাসিগণ চমৎকৃত হইলেন। রাজকুমারের বৈষয়িক কার্যে উদাসীনতা ও শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবে স্বাভাবিক আসক্তি লক্ষ্য করিয়া রাজা কৃষ্ণানন্দ ও পুত্রগতপ্রাণা নারায়ণী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পুত্রকে সর্বক্ষণ সন্নিকটে রাখিলেও তাঁহাদের হৃদয়ের আশঙ্কা দূর হইল না। মাতাপিতা পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীল নরোত্তম নির্জনে প্রেমাবিষ্ট-চিত্তে ব্যাকুল-অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের নিকট সেবা প্রার্থনা করিতে করিতে অশ্রুগঙ্গায় স্নাত হইতেন। কখনও বা তিনি বিষয়িগণদ্বারা পরিবৃত হইয়া বন্দি-প্রায় আছেন, এইরূপ মনে করিয়া—“হা গৌরাজ! হা নিতাই! হা অবৈত!” এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে করিতে তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিতেন।

শ্রীখেতরী-গ্রামবাসী শ্রীকৃষ্ণদাস-নামক কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ একজন বিপ্রে-র নিকট শ্রীনরোত্তম প্রত্যহই গমন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার পার্শ্বদ-বৃন্দের অদ্ভুত চরিতকথা শ্রবণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীনরোত্তমকে শ্রীগৌরসুন্দরের আদি, মধ্য ও অন্তলীলা, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅবৈতের

অদ্ভুত চরিত, শ্রীগদাধর-প্রমুখ পার্শ্বদগণের শ্রীচৈতন্যপ্রীতির কথা প্রভৃতি শ্রবণ করাইতেন ; প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর কথাও বলিতেন। “শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনাদিসহ ভুবনমঙ্গল কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গলাভ হইল না,” —এইভাবে খেদ করিতে করিতে অশ্রুগঙ্গায় স্নাত হইয়া শ্রীনরোত্তম আপনাকে শত-শত ধিক্কার প্রদান ও বিরহ-সন্তপ্তহৃদয়ে আত্ম-ক্লেশন করিতে করিতে অনাহারে, অনিদ্রায় দিবারাত্র অতিবাহিত করিতেন।

এমতাবস্থায় দয়ানিধি শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছাক্রমে একদিন শ্রীল নরোত্তম নিদ্রাবিষ্ট হইলেন। তখন শ্রীগৌররায় স্বপ্নচ্ছলে সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইলে শ্রীনরোত্তম নিজ মস্তকে শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদযুগল ধারণ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর বিস্তৃত বাহুযুগলের দ্বারা শ্রীনরোত্তমকে গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া স্নেহময় মধুর বাক্যে বলিলেন, —“নরোত্তম! তোমার আত্ম-ক্লেশনে আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। তুমি চিন্তা করিও না, অচিরেই তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত শ্রীত্রজে গমন করিতে পারিবে ও তথায় আমারই নিজজন, আমার অভিন্নবিগ্রহ, বিরক্তশিরোমণি শ্রীলোক-নাথের শিষ্যত্ব লাভ করিয়া তোমার অতিষ্ঠ-ফল লাভ করিতে পারিবে। তোমার দ্বারা আমার অনেক কার্য্য আছে। তুমি আমার অন্তর্দ্বানের পর জগতে উজ্জলরসময়ী ভক্তি প্রচার করিয়া আমার মনোহীষ্ট পূর্ণ করিবে। আমার অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ শ্রীসনাতন, শ্রীকৃষ্ণাদি গোষামিগণের অন্তর্দ্বানের পর তাঁহাদেরই প্রচারিত শুদ্ধভক্তি তোমার দ্বারা জগতে পুনরায় বিস্তারিত হইবে।

শ্রীগৌরসুন্দরের এইসকল বাণী শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীনরোত্তম স্বপ্নসমাধি হইতে উখিত হইলেন। প্রভুর অদর্শনে শ্রীনরোত্তমের বিরহ-সিকু আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; তিনি অধিকতর ব্যাকুল হইয়া ভূমিতে লুপ্তিত হইলেন এবং ‘শ্রীগৌর’, ‘শ্রীনিত্যানন্দ’, ‘শ্রীঅদ্বৈত’, ‘শ্রীগদাধর’ ‘শ্রীশ্রীবাস’ ‘শ্রীগোষামিবৃন্দ’— এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আৰ্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন।

ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি পুনরায় স্বপ্ন সমাধিতে আবিষ্ট নরোত্তমের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবার শ্রীনরোত্তম শ্রীমায়াপুরে শ্রীনবদ্বীপের গঙ্গাতটে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীশ্রীবাস, শ্রীহরিদাস, শ্রীস্বরূপ,

শ্রীনরহরি, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীমুরারি প্রভৃতি গোষ্ঠীর সহিত সংকীর্তন-রাসের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিলেন। এই অদ্ভুত রঙ্গ দর্শন করিয়া শ্রীনরোত্তমের নয়নযুগল হইতে গঙ্গাপ্রবাহের তায় প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। শ্রীগৌরহরি বাৎসল্যভরে শ্রীনরোত্তমকে ভূমি হইতে উঠাইয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-অষ্টৈতের শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন।

সপার্বদ শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছানুসারে শ্রীনরোত্তমের স্বপ্নসমাধি ভঙ্গ হইল। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। শ্রীনরোত্তম চতুর্দিকে নানাপ্রকার মঙ্গলের চিহ্নসমূহ দর্শন করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, সর্ব মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ সপার্বদ শ্রীগৌরসুন্দর যখন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তখন অচিরেই তিনি শ্রীব্রজধামে গমন করিয়া শ্রীগৌরপার্বদগণের কৃপা লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীব্রজমণ্ডলে গমন করিয়া শ্রীগৌরপার্বদগণের সঙ্গ ও তাঁহাদের শ্রীমুখ বিগলিত উপদেশামৃত পান করিবার জন্ত শ্রীল নরোত্তমের চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি কোশলে মাতা নারায়ণীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক শ্রীবন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীনরোত্তম আন্তিক্রন্দন করিয়া ব্রজের পথে চলিতে চলিতে বহু স্থান অতিক্রম ও বহু তীর্থ দর্শন করিয়া অল্প দিনের মধ্যে শ্রীমথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে শ্রীযমুনা-দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে আন্তি উদ্বেলিত হইল। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া “চিদানন্দভানোঃ সদানন্দস্থনোঃ পরপ্রেমপাত্রী দ্রবত্মগাত্রী। অঘানাং লবিত্রী জগৎ-ক্ষেমধাত্রী পবিত্রীক্রিয়ালো বপুমিত্রপুত্রী” অর্থাৎ চিদানন্দস্বরূপ নন্দনন্দনের সর্বদা প্রেমের পাত্রী, দ্রবত্ম-স্বরূপিণী পাপনাশিনী জগতের মঙ্গলকারিণী স্বরূপুত্রী যমুনা আমাদের শরীরকে পবিত্র করুন—এই স্তব উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীযমুনায় স্নান সমাপন করিয়া বিশ্রাম ঘাটে অবস্থানপূর্বক প্রেমাবেশে শ্রীনাম সংকীর্তন করিতে লাগিলেন। তখন অতি শুদ্ধাচারী এক পরম বৈষ্ণব মাথুর-বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদসহ শ্রীনরোত্তমের নিকট উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত বাৎসল্যের সহিত শ্রীনরোত্তমকে প্রসাদ গ্রহণ করাইলেন।

অনন্তর ঐ বৈষ্ণববিপ্রের মুখে শ্রীসনাতন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকানীশ্বর ও শ্রীরঘুনাথ ভট্টের লীলা-সঙ্গোপন-বার্তা শ্রবণমাত্র শ্রীল নরোত্তম শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-সনাতন-নাম উচ্চারণ করিয়া আপনাকে পুনঃ পুনঃ ধিকার প্রদানপূর্বক

ক্রন্দন করিতে করিতে অশ্রুগঙ্গায় অবগাহন করিলেন, কখনও বা শ্রীব্রজের ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনাদি গোপস্বামিগণের কৃপাভিক্ষা করিতে লাগিলেন, কখনও বা 'হায়! হায়! ইহাদের দর্শন ভাগ্যে ঘটিল না'—এই বলিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন, কখনও বা অতিশয় দৈন্ত্যাত্মক বিরহ-বিলাপ করিতে করিতে অচৈতন্যপ্রায় হইয়া রহিলেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে. এইরূপ সময় শ্রীনরোত্তম স্বপ্নময়াদিতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীকাশীধর পণ্ডিত—এই কয়েকজন শ্রীশ্রীগৌরপার্ষদের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে বিলুপ্তিত হইলেন। তাঁহারাও পরমস্নেহে শ্রীনরোত্তমের প্রতি কৃপা বর্ষণ করিয়া অকস্মাৎ অন্তহিত হইলেন।

তখন শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু শ্রীবিষ্মবৈষ্ণবরাজ-সভার পাত্ররাজরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব বিশ্ব পালন করিতেছিলেন। অস্থায়ী শ্রীজীবপ্রভু শ্রীনরোত্তম বিশ্রামঘাটে উপস্থিত হইয়াছেন, জানিয়া তথায় শ্রীনরোত্তমকে আনিবার জন্ত লোক প্রেরণ করিলেন। এইরূপে তৎকালে শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীমন্দিরে বিরাজিত শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীল নরোত্তমের মিলন হইল। শ্রীনরোত্তম শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলে শ্রীল শ্রীজীব প্রভুও নরোত্তমকে স্নেহ আলিঙ্গন করিলেন। এ দিকে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুও তখন শ্রীগোবিন্দজীর শ্রীমন্দিরে উপনীত হইলেন। শ্রীশ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের মিলনে অপূর্ব-প্রেমতরঙ্গ উদ্বেলিত হইল উভয়ের মধ্যে যে নিত্যসিদ্ধা স্বাভাবিক প্রীতি, তাহা পরস্পরের মিলনে বৈষ্ণবসমাজে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। শ্রীনরোত্তম শ্রীগোবিন্দদেবকে দেখিয়া প্রেমে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের 'গোবিন্দবিরুদাবলী'-স্তব করিলেন।

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু তখন শ্রীব্রজমণ্ডলের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতে করিতে সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধান করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থান-সমূহ দর্শন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন থাকিতেন। শ্রীনরোত্তম শ্রীলোকনাথ প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন এবং ব্যাকুল চিত্তে তাহার কৃপা প্রার্থনা সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীনরোত্তমের প্রতি শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর কৃপার কথা শ্রীভক্তিরত্নাকরে (প্রথম তরঙ্গ) এইরূপে বর্ণিত আছে,—

“হেনই সময়ে নরোত্তম তথায় গিয়া ।
 গুরুসেবা যথোচিত কৈলা হর্ষচিত হৈয়া ॥
 সেবায় প্রসন্ন হইয়া দীক্ষামস্ত্র দিল ।
 ররোত্তমে কুপার অবধি প্রকাশিল ॥
 “শ্রীগোপাল ভট্ট আদি যত বিজ্ঞবর ।
 নরোত্তমে জানে সবে প্রাণের দোসর ॥
 তথা ‘শ্রীঠাকুর মহাশয়’ নাম হৈল ।
 শ্রীজীবের স্নেহ যত বর্ণিতে নারিল ॥
 শ্রীনিবাসাচার্য্য মিলিলা সেই ঠাঞি ।
 তেঁহ যত সুখ পাইল তা’র অন্ত নাই ।
 শ্রামানন্দসহ তথা হৈল মিলন ।

ঠাকুর মহাশয় তাঁহার স্বরচিত “প্রার্থনা” ও “শ্রী শ্রী প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা”
 এই দুইখানি গীতিগ্রন্থে বেদ-বেদান্ত, ভাগবত, পুরাণ, গীতাदि-শাস্ত্রের
 সারকথা—সর্বজীবের আত্ম-মঙ্গলের চরম উপদেশসমূহ অতি সহজ পয়ার-
 ছন্দে-লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সমস্ত ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের আবাল-
 বৃদ্ধ-বনিতা ঠাকুর মহাশয়ের উক্ত দুইখানি গীতিগ্রন্থের কথা জানেন ও
 পাঠ করিয়া থাকেন; কিন্তু হৃৎকের বিষয়, সদগুরু বা স্তুতবৈষ্ণবগণের দুর্লভ
 সঙ্গ তাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ লাভ না করায় উক্ত গীতি-গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত
 আত্মমঙ্গলের কথাগুলি উপলব্ধি ও নিজ নিজ জীবনে তাহা আচরণ
 করিতে নাপারায় পরম মঙ্গললাভে অসমর্থ হন।

শ্রীগৌরনিজজন শ্রীকৃষ্ণাঙ্গবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের ভুবনমঙ্গলময়
 অতিমর্ত্য অগাধ চরিত্র ও শিক্ষার কথা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সামান্যমাত্রও
 প্রকাশিত হইল না, একটুকু দিগ্‌দর্শন-মাত্র করা হইল। “শ্রীভক্তিরত্নাকর”
 গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গে—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীলোকনাথ প্রভুর জীবন-
 চরিত, শ্রীনরোত্তমের খেতরীতে ছয়বিগ্রহ প্রকাশ; পঞ্চম তরঙ্গে—শ্রীনিবাস-
 নরোত্তমের শ্রীমাথুরমণ্ডল দর্শন; শ্রীরাঘব গোস্বামীর শ্রীনিবাস ও ঠাকুর
 নরোত্তমকে বিভিন্ন স্থান প্রদর্শন ও মহিমা বর্ণন; ষষ্ঠ তরঙ্গে—শ্রীল জীব-
 গোস্বামী প্রভুর আদেশে গ্রহ লইয়া শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম
 ঠাকুর ও শ্রীল শ্রামানন্দ প্রভুর গোড়দেশ-যাত্রা; অষ্টম তরঙ্গে—শ্রীল ঠাকুর
 মহাশয়ের গোড়দেশ ও উৎকল দেশ ভ্রমণ; দশম তরঙ্গে—ঠাকুর
 শ্রীনরোত্তমের সংকীর্তনে মহাপ্রভুর সগণে প্রকটাপ্রকট-বিলাস ও চতুর্দশ
 তরঙ্গে—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের গুণের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর বিশেষ কৃপা ও স্নেহভাজন হইয়া তাঁহাদের একান্ত আনুগত্যে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু-সহ উৎকল প্রদেশ ও গোড়মণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণাচার্য্য, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বিদ্বান ব্যক্তি শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক

অমায়ী

বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা অনেক স্থলে ‘অমায়ী’ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই পদটী মায়ায় অপেক্ষা রহিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে পরম সত্য এবং নিত্য সত্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। কোন চিকিৎসক কোন আময়-নিবারণ-কল্পে বিষাদযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহা রোগীর ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত উৎপন্ন করে। একরূপ আপাত সুখহানিকর, পরিশেষে সফলপ্রসূ চেষ্টা সফল উৎপন্ন করে, কিন্তু জীব অপ্রিয়সত্য ও নিজের শুভকর বিচারে অনিপুণতাপ্রযুক্ত কোন কোন ক্ষেত্রে আপাত সুখের ভিক্ষুক হইয়া সত্বপদেশের সংস্কারক হয়। বালক পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী হইয়া ক্রীড়াপর থাকিলে ভবিষ্যতে জগতের শিক্ষা-বিষয়ে উন্নত হইতে পারে না। এই প্রকার মায়ায় দ্বারা আপাত সুখসমূহ লাভ করিয়া জীবগণ পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হয়। পরমার্থ-বস্তুকে স্থায়ী অধিকারে পরিণত করিতে গিয়া জীব পরচর্চাক্রমে স্ব-স্বার্থহানিকর মায়িক আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু তাহা দ্বারা কোন যথার্থ মঙ্গল পায় না। মায়িক জগতে প্রভু হইবার আশা ন্যূনাধিক অভক্ত সকলের মধ্যেই আছে। ধর্ম্মপ্রচারক, নীতিপ্রচারক, দয়াবান্—সকলের মধ্যেই মায়া দৃঢ়ভাবে পরমার্থকে আচ্ছাদন করে। সূতরাং মায়ায় আবরণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হয়। কেহ যেন আপাতসুখের প্রার্থনায় কৃষ্ণপাদপদ্মকে মায়ামণ্ডিত না করেন। মায়ামুক্ত জীব কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তকে ও নিজানুভূতিকে মায়ায় আবদ্ধ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণদাস্ত হইতে বঞ্চিত হন। আমরা শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি হইতে জানিয়াছি যে, যে-কালপর্য্যন্ত জীব মায়ামুক্ত কৃষ্ণপাদসেবারত মহীয়ান্ তগবদ্-ভক্তের পদরেণুকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান না করেন, তৎকালাবধি তাঁহার

বুদ্ধি কখনই শ্রীহরি-পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন—হে জীব, তোমার অস্মিতা জগতে ত্বং অপেক্ষাও নিম্নে অবস্থিত তুমি সহৃদয় দৈন্ত্র্য সহকারে আপনাকে পক্ষপাতশূন্য, পরদুঃখকাতর ও সম্পূর্ণ-ভাবে অপ্রাকৃত জানিয়া কপট দৈন্ত্র্য ত্যাগপূর্বক প্রকৃতবুদ্ধি-নিরসনকল্পে নিরপেক্ষ চেষ্টাময় হও, কপট যুক্তিময় দৈন্ত্র্য দেখাইয়া তোমাকে যেন কেহ “প্রাকৃত-সহজিয়া” করিয়া না ফেলে, তাদৃশ কাপট্যকে যে তুমি পরমার্থ বলিয়া ভ্রম না কর, তোমার মমত্ব-বোধে যেন সহিষ্ণুতা পরাজিত না হয়, মায়ামুক্ত জীবকে মায়িক বিচারে সম্মান কর এবং নিজের মায়িক উচ্চতা বিস্মৃত হইবে। তাহা হইলে নিত্যকাল তোমার মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হইতে পারিবে। মায়ামুক্ত হইয়া সর্বদা হরিনাম করিবে, ইহাই গৌর-সুন্দরের আজ্ঞা। যাহারা মায়ার রাজ্যকে বহুমানন করিয়া হরিপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে ব্যস্ত হন, তাহারা মায়াकर्तৃক মুহমান হন। মায়াकर्তৃক পরাজিত হইলে জীবের অহমিকার উদয় হয়; সেকালে তিনি আপনাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর জ্ঞান করিয়া এবং নিজের প্রাকৃত মমত্ব সম্বর্জন করিয়া পরদ্রোহিতাকের হরিসেবা মনে করেন। পক্ষান্তরে আপনাকে প্রাকৃত জড়বদ্ধ হীনজ্ঞানে হরিসেবায় অসমর্থ জানিয়া আদর্শচরিত্র ভক্তের আচরণের বিদ্যেব প্রকাশ করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার মনে হয়, শ্রীগৌরসুন্দর দয়াহীন জীবকে সংসারস্থ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। শ্রীদামোদর-স্বরূপ মায়াবাদীকে গৌরবিমুখ জানিয়াছেন, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী অতুল ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যবিমুখজনকে অসুর-সংজ্ঞা দিয়াছেন, শ্রীবন্দাবন দাস শ্রীনিত্যানন্দ-নিম্মুককে পদাঘাত করিতে বলিয়াছেন, শ্রীনরেন্দ্র ঠাকুর মিছা ভক্তকে প্রশংসা দেন নাই, শ্রীচক্রবর্ত্তি ঠাকুর কোমল-শ্রদ্ধাকে জ্ঞাতরতি বলেন নাই, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর অশুদ্ধ পথ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। আমাদের নিত্যকল্যাণ-প্রদাতার এই সকল আচরণে তখন তিনি অনুদারতা লক্ষ্য করেন!! বস্তুতঃপক্ষে ভগবান্ ও ভক্তগণের এই সকল আচরণ শুদ্ধা ভক্তির বিরোধী নহে; যেকাল পর্য্যন্ত আমাদের চিন্তা মায়াकर्তৃক আচ্ছন্ন থাকে, তৎকাল পর্য্যন্ত আমরা ভগবান্ ও ভক্তের দয়া বুঝিতে পারি না। বৈষ্ণবগণ আমাদেরকে অমায়ায় কৃপা করিলে আমাদের ঐ প্রকার বিচার-মূঢ়তা দূরীভূত হইতে পারে। মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিতে হইলে আমরা প্রাকৃত বিষয়ের স্পৃহায় বঞ্চিত না হইয়া ‘অমায়ায় কৃপা’ই বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা করিব।

—শ্রীনিকুঞ্জবিহারীদাস ব্রহ্মচারী

অর্থ

অর্থ দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য। ‘অনিত্য’ অর্থ—বিষয়বৈভবে ‘আমিত্ববুদ্ধি।’ তাহা যদি কৃষ্ণসেবার উপকরণ না হয়, তবে তাহা অনর্থে পর্য্যবসিত হয়, আবার তাহাই যদি কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হয়, তবে তাহা দ্বারা আমরা গুণাতীত সাধ্যস্বরূপ পরম অর্থ বা শ্রেষ্ঠ অর্থ ‘কৃষ্ণপ্রেম’ লাভ করিতে পারি। শাস্ত্র বলিয়াছেন, নিত্য অর্থ পাঁচ প্রকার,—

তাপাদি পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ।

অর্থপঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পঞ্চসংস্কার। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্ত্যঙ্গ কার্য্য এবং পঞ্চপ্রকার অর্থজ্ঞ ব্যক্তিই মহাভাগবত। সদগুরুচরণাশ্রয় ব্যতিরেকে আমরা এসমস্ত কথা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি না। শ্রীল রামানুজ স্বামী প্রণিষ্য শ্রীলোকাচার্য্য সংসারী জীবের তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির জন্ম নিত্য অর্থকে পাঁচপ্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। যথা—জীবের স্বরূপ, ঈশ্বরের পরস্বরূপ, পরমার্থস্বরূপ, উপায়স্বরূপ ও বিরোধিস্বরূপ। জীবের স্বরূপ আবার নিত্য, মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুমুক্ষুভেদে পাঁচপ্রকার। ঈশ্বরের পরস্বরূপ—পর, বৃহ, বিভব, অন্তর্য্যামী এবং অর্চ্চাবতারভেদে পাঁচপ্রকার। পুরুষার্থস্বরূপ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আত্মাহুভব ও ভগবদহুভব—এই পাঁচপ্রকার। বিরোধিস্বরূপ—স্বরূপ, পরতত্ত্ব, পুরুষার্থ, উপায় ও প্রাপ্যবিরোধী—এই পাঁচপ্রকার।

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গীতাশাস্ত্র হইতে নিত্য অর্থপঞ্চকের লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, ১। পূর্ণচৈতন্য ঈশ্বর, ২। অণুচৈতন্য জীব, ৩। সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয়ের আশ্রয় প্রকৃতি বা মায়া, ৪। ত্রিগুণের প্রভাবশূন্য জড় দ্রব্যকাল, ৫। পুংপ্রযত্ননিষ্পাত্ত অদৃষ্টাদি-শব্দবাচ্য—কর্ম্ম। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি কাল—এই চারিটি তত্ত্ব নিত্য। কর্ম্ম অনাদি হইলেও নশ্বর। জীব, প্রকৃতি, কাল—ঈশ্বরের অধীন। ঈশ্বর—গুণময়ী প্রকৃতি বা মায়ার অতীত তত্ত্ব। জীব স্বরূপতঃ মায়াযুক্ত হইলেও অণুতা-প্রযুক্ত মায়াবশযোগ্য। শ্রীমন্নহাপ্রভু বলিয়াছেন,—“মায়াধীশ, মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।” জীব ও ঈশ্বরে নিত্য অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ তাঁহার রচিত ভক্তিসন্দর্ভে হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র হইতে অর্থ-পঞ্চকের বিস্তৃত ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম এইরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা,—ভগবান্, তাঁহার ধাম, তাঁহার দ্রব্য, তাঁহার মন্ত্র এবং জীবাত্মা। ১। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্ত। ২। তাঁহার ধাম প্রকৃতির

পরপারে শুকতরুয়, সর্বভূতের আধার ; সর্ব-প্রলয়বজ্জিত কোটিস্থ্যচন্দ্রসম
জ্যোতির্ময় এবং সচ্চিদানন্দলক্ষণাবিশিষ্ট । ৩ । সেই স্থানে কল্পতরুসমূহ
সর্বভোগপ্রদ, তদুৎপন্ন দ্রব্যও সেইরূপ এবং তাহাতে হেয়াংশের অধিষ্ঠান
না থাকায় তাহা অপ্রাকৃত রসস্বরূপ । ৪ । তাহার মস্ত্র বাচ্য ও বাচক
রূপে ভিন্ন দেখা গেলেও তত্ত্ববিদগণ উভয়ের অভেদই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।
৫ । সাগর-জলে বায়ুর সংযোগে তরঙ্গ হইতে যেরূপ কণিকা উথিত হয়,
অথবা বৃহৎ বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে যেরূপ ফুলিঙ্গ উথিত হয়, সেইরূপ সেব্য
ভগবানের লীলাপুষ্টি-বৈচিত্র্য-জ্ঞাত জীবস্বরূপবৈশিষ্ট্য প্রকটিত হয় ভগবানের
সহিত স্থায়ী স্বতন্ত্র সেবকপরিচয়জ্ঞানবিশিষ্ট নিত্য চৈতন্যসত্তাকে জীবশক্তি
কহে ; ঐ জীব ভগবানের সহিত অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বে বর্তমান ।

শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তির অন্ততম তটস্থা শক্তি হইতে চিজ্জগৎ ও জড়-
জগতের মধ্যবর্তী উভয় জগতের সঙ্গযোগ্য একটি তত্ত্ব নিঃসৃত হইয়াছে,
উহার নাম জীবতত্ত্ব । জীবের গঠন চিৎপরমাণু, তবে অণুতা-প্রযুক্ত মায়াবশ-
যোগ্য । চিন্ময়ধর্ম সন্মুখে জীব কৃষ্ণের অভেদপ্রকাশই এবং অণুচৈতন্য-
ধর্মবশতঃ বৃহচ্চৈতন্যরূপ কৃষ্ণের ভেদপ্রকাশ, কৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদাভেদ-
প্রকাশরূপ উভয়বিধ সম্বন্ধ নিত্য বর্তমান । ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সিদ্ধ ।
কৃষ্ণ—পূর্ণ স্বতন্ত্র, জীব—অণুস্বতন্ত্র । এই জীব তটস্থধর্মক্রমে স্থায়ী স্বতন্ত্রতার
অপব্যবহারফলে গুণাস্তর্গত হইয়া জড়ভোগে প্রমত্ত অবস্থায় মায়াবদ্ধ হয় ।

“মায়াধীশ মায়াবশ, দৈশ্বরে জীবে ভেদ”, আমি চিন্ময় সমুদ্রের চিন্ময়
তরঙ্গ হইয়াও নিজ স্বতন্ত্রতাকে অবৈধভাবে নিয়োগ করার দরুণ মন রাজা
হইয়া তাহার দ্বিতীয় সন্তোদর বুদ্ধিকে মন্ত্রীহুে নিযুক্ত করত তৃতীয় ভ্রাতা
অহঙ্কারকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া আমাকে মায়ার অনর্থসমুদ্রের বৈমুখ্য-
তরঙ্গে পরিণত করিয়াছে । মন দ্বারাই আমরা বদ্ধ হই, আবার সেবোন্মুখ
হইলেই মুক্ত হইতে পারি ।

মায়াগ্রস্ত জীব নিজে রাজা সাজিয়া মোহহংবাদী হইয়া কামভোগের
প্রধান উপকরণ অর্থে প্রবলভাবে আসক্ত হইয়া পড়ে ; অর্থাৎসক্তি এত
প্রবল হয় যে, বৈষ্ণব বা প্রকৃত সাধু আমাদের আসক্তির বস্ত্ত যে-অর্থ,
তাহা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া আমাদেরকে বিষয়-বিষ্ঠাগর্ভ হইতে উদ্ধার
করিতে চাহিলে সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিপতি সেই কৃষ্ণাভিন্ন বস্ত্তকে আমরা
সামান্য ধনের ভিক্ষুক মনে করি । অনেক সময় বলি, সাধুর আবার অর্থের
দরকার কি ? কিন্তু সাধু যে আমাদের কৃপা করিতে আসিলেন—আমার
অর্থাৎসক্তির কিয়দংশ পরমার্থ নিয়োজিত করিতে আসিলেন তাহা অতি
বদ্ধতার দরুণ মায়া আমাকে বুদ্ধিতে দেয় না ।

যাহার অর্থ তাহার সেবার উপকরণস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেই আমার ভোগবুদ্ধি দূর হইতে পারে, এতদ্ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। আবার এই অর্থ ত্যাগ করিবার অধিকারও আমার নাই, ভোগ করিবার অধিকার ত' আমার নাইই। কৃষ্ণের ভোগ্য বস্তুতে ভোগবুদ্ধি করিলে অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া জন্মমরণ-মালার জ্বালা গ্রহণ করিতে হয়, যেহেতু শ্রীভগবান্ অৰ্জুনকে বলিয়াছেন,—“অহং হি সৰ্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।” এখানে ‘হি’ এবং ‘এব’ শব্দের দ্বারা বাক্যের নিশ্চয়তা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ভগবান্ পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর অনাদির আদি সৰ্ব্বকারণ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত বস্তুর ভোক্তা এবং প্রভু। হরিসম্বন্ধী বস্তুকে ত্যাগ করিলে তাহা শুষ্কবৈরাগ্যে পরিণত হইবে এবং উহা ভোগেরই প্রকারভেদ মাত্র। অতএব যুক্তভাবে সমস্ত বস্তুকে কৃষ্ণ-সেবার উপকরণ-রূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে সমর্পণপূর্বক তদপিত বস্তুকে সেব্যভাবে যথাযোগ্য গ্রহণ করিতে হইবে। তজ্জন্তু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুবর জীবের কর্তব্য নির্দেশ দিয়াছেন,—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।

মুমুক্শুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্তু কথ্যতে ॥

অনাসক্তস্ত বিষয়ান্ যথার্থমুপসযুঞ্জতঃ।

নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

আমার মত অনাদিবহির্নুগ জীব মাধাগ্রস্ত হওয়ায় ইহা তাহার স্মৃতিতে উদয় হয় না এবং ইহার অর্থও তাহার বোধগম্য হয় না। কিন্তু ইহাই একমাত্র সনাতন পন্থা। ‘অর্থ’ শব্দে ধন, কনক, সারবস্তু, সুবিধা ইত্যাদি বুঝায়। কিন্তু, আমরা যাহা অর্থ নহে অর্থাৎ অনর্থকে ‘অর্থ’ বলিয়া গ্রহণ-পূর্বক নরকের প্রশস্ত পথে দ্রুতবেগে প্রধাবিত হইতেছি।

কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া আমরা পুত্রধন, স্ত্রী-ধন—এইরূপ বলি; কিন্তু কৃষ্ণবিমুখ ভজনহীন পুত্র বা স্ত্রী কি প্রকৃত ধন? তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

গোরা পঁহ না ভজিয়া মৈমু।

প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইমু ॥

অধনে যতন করি’ ধন তেয়াগিমু।

আপন করমদোষে আপনি ডুবিমু ॥

সংসঙ্গ ছাড়ি কৈমু অসতে বিলাস।

তেকারণে লাগিল যে কৰ্ম্মবন্ধ-কাঁস ॥

বিষয় বিষম বিষ সতত খাইমু।

গৌর-কীর্ত্তনরসে মগন না হৈমু ॥

কেন বা আছয়ে প্রাণ কি মুখ লাগিয়া।

নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া ॥

—শ্রীরসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি.এ.

সমিতির সংবাদ-সমীক্ষা

নেপাল দর্শন

দীর্ঘকাল হইতে প্রতিবৎসরেই শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে ভারত তথা বহিভারতস্থ বিভিন্ন হিন্দুতীর্থস্থানসকল দর্শন ও পরিক্রমণের উদ্যোগ হইয়া থাকে। এই বৎসর উত্তরখণ্ড পরিক্রমণের উপরিও নেপালের রাজধানী কাটমাণ্ডু সহরে পশুপতিনাথ, গুজ্জেশ্বরী, বিশ্বরূপ-মন্দির, বাগমতিস্নান (গঙ্গা) ও জনকপুরস্থ জনকরাজপ্রাসাদ-মন্দির, জনককুণ্ড, রামসীতা-বিহারসাগর প্রভৃতি বহু তত্ত্ব দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন করা হয়। এতব্যতীত সীতাপুর দর্শনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল।

উক্ত পরিক্রমণে সমিতির পরিক্রমা-সজ্জের প্রবীনতম ও স্মরণীয় সম্পাদক ত্রিদিগুিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত হরিজন মহারাজ পরিক্রমা-পাটী পরিচালনা করিয়াছেন। তৎসহ শ্রীপাদ হরিসাধন ব্রহ্মচারীজীর সেবা-কুশলতাও বিশেষ প্রশংসনীয়।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীমন্মধ্বাচার্যের আবির্ভাবোৎসব

বিগত ১৫ পদ্বনাভ, ২৩ আশ্বিন, শনিবার শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আদি সংরক্ষক তথা প্রবর্তক আচার্য্য-কুলতিলক শ্রীমন্মধ্বাচার্যের আবির্ভাব-মহোৎসব যথারীতি সূসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিন মঙ্গলারতি সমাপ্ত হইলে উষঃকীর্তন ও বৈষ্ণব-মহিমাশ্লোক মহাজন-পদাবলী কীর্তনান্তে বিভিন্ন গ্রন্থাদি হইতে শ্রীমন্ মধ্বমুনির অলৌকিক জীবনী আলোচনা করা হয়। দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রী গুরু-গোরাঙ্গ-গান্ধার্বিকা-গিরিধারীজীউর বিশেষ সমারোহের সহিত পূজার্চন, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পন্ন হয়।

সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে শুভবিজয়োৎসব উপলক্ষে এক সভার আয়োজন হয়। এই সভায় সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বিভিন্ন বক্তাগণ তাঁহার অবদান ও শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অনুসৃত সম্প্রদায়কে শ্রীমাদ্ব-সম্প্রদায় বলিয়া কেন স্বীকার করিয়াছেন সেই তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতঃ আলোচনামুখে বক্তৃতা করেন। প্রকাশ যে, বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী-কীর্তন হয়।

—নিজস্ব সংবাদ

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলচূড়ামণি অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের
২য় বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

আধুনিক বৈষ্ণব-জগতের আচার্য্যকুল-তিলক-মুকুটমণি বিশ্ববিশ্রুত
শ্রীচৈতন্যমঠ তথা শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু নিত্যলীলা-
প্রবিষ্ট পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
ঠাকুরের অন্ততম পরমপ্রিয়পার্ষদ শ্রীস্বরূপরূপানুগপ্রবর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত
সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যভাষ্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস



শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-
নিয়ামক তদীয় ভজন-সদনের
অলিন্দে উপদেশরত ।

১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের দ্বিতীয় বার্ষিক
বিরহ-তিথিপূজা-মহামহোৎসব বিগত ১ দামোদর, ২৮ আশ্বিন, ১৫ অক্টোবর
বৃহস্পতিবার দিবসে মহাসমারোহের সহিত সমিতির মূল কেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ
গৌড়ীয় মঠ তথা তৎঅধিনস্থ অত্রাণ্ড মঠসমূহে সূসম্পন্ন হইয়াছে ।

ভক্তজন-হৃদয়ে বিরহসেবা উদ্দীপ্ত করতঃ এই তিথি সমাগত। হইলে বিরহবেদনাতুর হৃদয়ে সেবকগণ নানা বর্ণের বিবিধ পত্র, পুষ্প ও বস্ত্রসম্ভারে যথা কদলীবৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি দ্বারা শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের সমাধিমন্দিরকে স্তমজ্জিত করিতে থাকেন। কেহ বা শ্রীসমাধি মন্দিরের চূড়াগুলি বিচিত্র রং-এর পতাকা দ্বারা, কেহ বা শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-গান্ধারিকা-গিরিধারী-রাধাবিনোদবিহারীজীউর শ্রীমন্দির ও কীর্ত্তন-মন্দির প্রভৃতিও কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লবযুক্ত ঘট, পত্র, পুষ্প ও বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সম্ভারে ভক্তজন-চিন্তহারী মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করিতে থাকেন।

উক্ত দিবসেও যথারীতি ব্রাহ্মমূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিক সমাপ্ত হইলে উষঃ-কীর্ত্তন আরম্ভ হয় ও শ্রীগুরুষ্টক, গুরুপরম্পরা, গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, যে আনিল প্রেমধন' প্রভৃতি—যথাক্রমে এবং শ্রীগুরু-মহিমাশ্লোক বিভিন্ন কীর্ত্তনসমূহ কীৰ্ত্তিত হয়। অতপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তি-বেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ পাঠমুখে শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরে শ্রীল গুরুপাদপদ্মের জীবনী পড়াকারে রচিত পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন সেবকগণ যথাক্রমে পারাঘণ করিতে থাকেন।

পূর্বাঙ্ক অতিক্রান্ত হইতে চলিলে বিভিন্ন মঠ হইতে শ্রীবৈষ্ণবগণ, আমন্ত্রিত সজ্জন ভদ্ৰমহোদয়গণ উপস্থিত হইলে এক বিরহ-সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় শ্রীল প্রভুপাদের অঙ্গুহীত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীশ্রীমন্তুক্তিঅমৃত অবধূত মহারাজ এবং বিশিষ্ট ব্রহ্মচারীবৃন্দ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত ও অতিমর্ত্ত চরিত্র বিশ্লেষণ করতঃ ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অশ্রুতম স্নেহদ সতীর্থ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবারিধী পুরী মহারাজ কৃপা-পূর্ব্বক আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে উপস্থিত হইলে সকলেই তাঁহাকে স্বাগত নিবেদন করেন এবং শ্রীল গুরুপাদপদ্মের বিবিধ মহিমা সম্বন্ধে ভাষণ দান করে। তৎপর মধ্যাহ্নে বিভিন্ন অন্ন, ব্যঞ্জন, চর্ক, চোষ্য, লোহ, পেয় প্রভৃতি সভার নিবেদিত হইলে কীর্ত্তনমুখে আরাত্রিকান্তে উপস্থিত বৈষ্ণবগণ তথা আমন্ত্রিত সজ্জনমণ্ডলীকে বিশেষ আপ্যায়নের দ্বারা মহাপ্রসাদ সেবন করা হয়। তদন্তর অনাহত, রবাহত ও আগত প্রত্যেকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যারতি সমাপ্তান্তে দ্বিতীয়বার শ্রীবিরহ-সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, সমিতির অন্ততম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বিষ্ণুদেবত মহারাজ এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রহ্মচারীবৃন্দ বিভিন্ন ভাষায় শ্রীল গুরুপাদপদ্মের চরিতাবলী বর্ণনা করতঃ তাঁহার নিকট রূপাভিক্ষা করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণে শ্রীল সভাপতি মহারাজ উক্ত মহাপুরুষের ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠা ও নির্ভিকতার সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারক হিসাবে অধিতীয় ছিলেন এবং তাঁহার অভাবে শ্রীগৌড়ীয়-সমাজ এক অমূল্য রত্ন হারাষ্টয়াছেন প্রভৃতি ভাবাবেগে তাঁহার অলৌকিক জীবনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন এবং তাঁহার নিকট রূপাভিক্ষা করিয়া কীৰ্ত্তন-মুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত করেন।

বলা বাহুল্য যে সমিতির প্রত্যেক মঠে তথা অনেক গৃহস্থ ভক্তের গৃহেও তাঁহার বিরহ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

—প্রকাশক

স্বধামে শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের নবাচার্য্য শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিঅর্ণব পরমার্থী মহারাজ

অত্যন্ত বেদনার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য পরম পূজ্যপাদ নিত্যলীলা প্রবিষ্টে পরমহংস শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের অন্ততম প্রিয়পার্বদপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিঅর্ণব পরমার্থী মহারাজ বিগত ১৬ই ভাদ্র (ইং ২৯/৭০) বুধবার শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ সঙ্ঘের মূল মঠ শ্রীনন্দনাচার্য্য-ভবনে শ্রীহরিনাম স্মরণ করতঃ নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

ইনি দীর্ঘকাল সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদকের (General Secretary) পদে নিয়োজিত থাকিয়া প্রায় দুই বৎস পূর্বে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ সার মহারাজের (ইনি শ্রীল প্রভূপাদের অনুগৃহীত ও পূজ্যপাদ গোস্বামী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসপ্রাপ্ত) নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ আশ্রয় করেন ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিঅর্ণব পরমার্থী মহারাজ নামে পরিচিত হন এবং পরবর্ত্তিকালে সঙ্ঘের সেবকগণের ঐকান্তিক ইচ্ছায়

তিনি উক্ত সঙ্ঘের সভাপতি-আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হন। সম্পাদকপদে যথাকালে তিনি মহামহোপদেশক শ্রীপাদ রামানন্দ ভক্তিসিকু, বি-এ, ভক্তিশাস্ত্রী নামে বৈষ্ণবগণের নিকট পরিচিত ছিলেন।

শ্রীল পরমার্থী মহারাজ এখন হইতে প্রায় ৭৬ বৎসর পূর্বে ত্রিপুরা জেলার (বর্তমানে পূর্বপাকিস্থান) অন্তর্গত চাতলপাড়া গ্রামে এক বিশিষ্ট বৈষ্ণব-পরিবারে তাঁহার আত্মপ্রকাশ হয়। তিনি বাল্যকাল হইতেই খুব শান্ত ও ধীরস্থির ও সরল প্রকৃতির ছিলেন। পরবর্ত্তিকালে অর্থাৎ মঠজীবনে ইহা আরও যেন সুদৃঢ়রূপে প্রকাশিত হয়। কারণ তাঁহার দৃঢ়পূর্ণ মধুর ব্যবহার সঙ্ঘের প্রত্যেক সেবকেরই মন-প্রাণ জয় করিয়াছিল যার জন্ত সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। আমরা শুনিতে পাই তিনি কোন দিন কাহারও প্রতি কখন ক্রূতভাষা ব্যবহার করেন নাই।


তিনি প্রায় ২৪ বৎসরাধিককাল নিকুপটে ও কায়মনোবাক্যে শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-গান্ধারিকা-গিরিধারীজীউর সেবাধিকার লাভ করিয়া পরিশেষে তদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের পরমপ্রিয় ভজনস্থলী শ্রীনন্দনাচার্য্য-ভবনে শ্রীধামরজঃ প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করেন।

শ্রীল মহারাজের গুরুভক্তিও ছিল আদর্শস্থানীয়। তাঁহার শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় অত্যন্ত অনুরাগ দর্শন করিয়া তদীয় পরমারাধ্য গুরুপাদপদু তাঁহাকে 'ভক্তিসিকু' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি শুধু দৃষ্ট্যেরই প্রতিফলিতবিগ্রহরূপী ছিলেন না—সঙ্ঘ-পরিচালন ব্যাপারে সেবাকুশলতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তাঁহার আর একটি বিশেষ অবদান এই যে, তিনি বিভিন্ন প্রবন্ধাদি লিখিতেও পটু ছিলেন। তাঁহার লেখা বহু প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য খুবই প্রীত হইতেন।

তাঁহার তিরোধান-লীলায় আর একটি লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, রোগাদি যন্ত্রণার জন্ত অধিককাল তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হয় নাই বা নিজের সেবার জন্ত কোন সেবককে উদ্বেগ দিতে হয় নাই। তিনি ইচ্ছা-এভাবে তিরোহিত হইবেন ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। তাঁহার জায় নিকুপট সেবাপ্রাণ বৈষ্ণবের অপ্রকটে শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘই শুধু এক অমূল্য রত্ন হারাইলেন ইহা নহে—পরন্তু শ্রীগৌড়ীয় সমাজেরও অপূরণীয় ক্ষতি হইল ইহা সুনিশ্চিত।

—বিশেষ সংবাদদাতা

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্ষা স্প্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর । অল্প ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
 অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিয়স্কৃত । হরি-কথার দ্বিতী নৈলে পণ্ড সেই প্রশ্ন ॥

২২শ বর্ষ } সঙ্কর্ষণ, ৩ কেশব, ৪৮৪ গোরাঙ্গ
 } সোমবার, ৩০ কার্তিক, ১৩৭৭; ইং ১৭১১।১৯৭০ } ৯ম সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

শ্রীব্রজবিলাস-স্তবম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

যেষাং কচ্ছপিকা লসন্মুরলিকানাদেন হর্ষোৎকরৈঃ

অস্তার্কস্বর্ণগুচ্ছ এষ নিতরাং বক্ত্রেষু সংস্তুভতে ।

সখ্যেনাপি তয়োঃ পরং পরিবৃতা রাধাবকদ্বেষিণো স্তে

হৃতা মৃগযুথপাঃ প্রতিদিনং মাং তোষয়ন্তু ফুটং ॥৬৭॥

কচ্ছপী নামক শ্রীরাধিকার বীণা এবং মনোহর শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর শব্দে
 শ্রবণে অতিহৃষ্ট যে মৃগগণের মুখের তৃণগুচ্ছ ভূগিতে অর্দ্ধ পতিত হইয়া
 স্তব্ধ অর্থাৎ নিশ্চল হইয়াই থাকে এবং সেই রাধাকৃষ্ণের সখ্যতাবের বশব্দ
 হইয়া যাহারা নিয়ত চতুর্দিক্ বেষ্টিতা হইয়া থাকে, সেই মনোহর মৃগ-
 যুথপতি অর্থাৎ মৃগপতিগণ নিতাই আমাকে সন্তুষ্ট করুন ॥৬৭॥

গুণ্ডুঙ্গ কুলেন জুষ্টকুম্মৈঃ সংলব্ধ মঞ্জুশ্রিয়াং

কুঞ্জানাং নিকরেষু যেষু রমতে সৌরভ্যবিস্তারিণাং ।

উদ্ভাংকামতরঙ্গ রঞ্জিত মনস্তম্ব্যযুনোযুগং

তেষাং বিস্তৃত কেশপাশনিকরৈঃ কুর্ধ্যামহোমার্জনং ॥৬৮॥

সমুজ্জিত ভঙ্গকুল সেবিত কুম্ম দ্বারা যাহার মনোহর শোভা হইয়াছে, তাদৃশ সৌরভ যুক্ত যে কুঞ্জ সমূহে নব্য-যুবক শ্রীরাধাকৃষ্ণ, সমুদিত কাম-তরঙ্গে রঞ্জিত চিত্ত হইয়া রমণ করেন, হে কৃষ্ণভক্তগণ! আমি সুদীর্ঘ কেশপাশ দ্বারা সেই কুঞ্জের মার্জন করিব ॥৬৮॥

যেষাং চারু তলেষু শীত নিবিড়চ্ছায়েষু রাত্রিন্দিবং

পুষ্পাণাং বিগলং পরাগ বিলসন্তল্লেষু ক্লেপ্তাশ্রয়ং ।

প্রীত্যা স্নিগ্ধমধুরতৈ মুধুকর্ণৈঃ সংসেবিতং তন্নবং

যুনোযুগ্মতরং মুদা বিহরতে তে পাস্ত মাং ভুরুহাঃ ॥৬৯॥

যাহাদের শীতল নিবিড় ছায়াযুক্ত মনোহর তল প্রদেশে পুষ্প বিগলিত পরাগ দ্বারা শোভিত পুষ্প শয্যায় আশ্রিত এবং মধুকণা হেতু চঞ্চল মধুকরগণ কতৃক হর্ষে সংসেবিত হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ নবযুবদ্বয় দিবা রাত্রি দুই চিত্তে বিহার করিতেছেন সেই সকল বৃক্ষ আমাকে রক্ষা করুন ॥৬৯॥

গান্ধর্বী মুরবৈরিণোঃ প্রণয়িণোঃ পুষ্পাণি সংচিবতোঃ

স্বৈরং স্মেরসখীকুলেন বৃত্তয়োরীষৎস্মিতেন ধ্বয়োঃ ।

দৃষ্ট্বা কেলিকলিং তয়োর্মবনবং হ্যস্ত্যেন পুষ্পাচ্ছলৈঃ

কামং যা বিলসন্তি তাঃ কিল লতাঃ সেব্যাঃ পরং প্রেমভিঃ ॥৭০॥

মধুরহাসিনী সখীগণে পরিবৃত্ত হইয়া যিনি ঈষৎ হাস্য করিতেছেন এবং মন্দ মন্দ গমনে যিনি পুষ্প চয়ন করিতেছেন সেই সপ্রণয় রাধাকৃষ্ণের নুতন নুতন কেলিকলাপ অবলোকন করিয়া যাহারা পুষ্পাচ্ছলে যথেষ্ট বিলাস করেন সেই লতাগণকে আমি অতি প্রেমে সেবা করি ॥৭০॥

পরিচয় রসমগ্নাঃ কামমারাত্তয়োর্থে

মধুরতরুরূতেনোল্লাসমুল্লাসয়ন্তি ।

ভ্রজভূবি নবযুনোঃ সুপ্রিয়াঃ পক্ষিগন্তে

বিদধতু মম সৌখ্যং স্ফারমালোকনেন ॥৭১॥

পরিচয় রস মগ্ন অর্থাৎ সর্বদা নৈকট্যবাসে পরিচিত ভাবে রসমগ্ন যে পক্ষিগণ শ্রীরাধাগোবিন্দের সমীপে স্নমধুর শব্দ দ্বারা যথেষ্ট উল্লাস বিস্তার করেন. সেই রাধাক্ষণের অতিপ্রিয় এজস্ব পক্ষিগণ আমাকে অবলোকনকরিত আমার সুখাতিশয় সম্পাদন করুন ॥৭২॥

চূতেষ্যে কদম্বকেষু বকুলেষু বৃক্ষেষু
শ্রীত্যা মাধবিকাদি বল্লিষু তথা ভাস্করনাদৈর্দ্রব্যোঃ ।
যে ভৃঙ্গাঃ পরিতস্তয়ৈঃ সুখভরং বিস্তরয়ন্তি স্মৃটং
গুঞ্জন্তো বত বিভ্রমেণ নিতরাং তানেব বন্দামহে ॥৭২॥

আম্র বকুল কদম্ব ও অশ্রু বৃক্ষে এবং মাধবী প্রভৃতি লতাকে উপদিষ্ট হইয়া যে ভ্রমরগণ সঙ্গাতীয় বাস্করধ্বনিতে ভ্রান্ত হইয়া গুঞ্জন করত রাধাগোবিন্দের অত্যন্ত সুখাতিশয় বিস্তার করেন আমি অতি যত্নে তাঁহাদিগকে বন্দনা করি ॥৭২॥

পুষ্পৈর্ঘস্ম মুদা স্বয়ং গিরিধরঃ সৈবরং নিকুঞ্জেশ্বরীং
ফুল্লাং ফুল্লতরৈরমণ্ডয়দলং ফুল্লো নিকুঞ্জেশ্বরঃ
ঈষনেত্র বিঘূর্ণনেন কলিত স্বাধীন উচ্চৈস্তয়া
শ্রীমান্ স প্রথয়ত্বহো মম দৃশোং সৌখ্যং কদম্বেশ্বরঃ ॥৭৩॥

নিকুঞ্জেশ্বর গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ, প্রফুল্ল চিত্তে যাহার প্রফুল্ল কুসুমদ্বারা অতি হর্ষে স্বয়ং প্রফুল্লচিত্তা নিকুঞ্জেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে ভূষিতা করিয়াছিলেন এবং সেই শ্রীরাধা ঈষৎ নেত্র বিঘূর্ণন করিয়া যাহাকে স্বাধীন সেই শ্রীমান্ কদম্বেশ্বর আমার নেত্র সুখ বিস্তার করুন ॥৭৩॥

নীচৈঃ প্রৌঢ়ভয়াং স্বয়ং সুরপতিঃ পাদৌ বিধৃত্যেহ যৈঃ
স্বর্গাঙ্গাসলিলৈশ্চকার সুরভিদ্বারাভিষেকোৎসবং ।
গোবিন্দস্য নবং গবামধিপতা রাজ্যে স্মৃটং কৌতুকা-
তৈর্ষং প্রাচুর্ভূত সদা সুরতু তৎদেগোবিন্দকুণ্ডং দৃশোঃ ॥৭৪॥

“শ্রীকৃষ্ণের নিকট আমার গর্ভ কিঞ্চিংকর” এই ভয়ে স্বয়ং ইন্দ্র পাদগ্রহণ-পূর্বক এই স্থানে মন্দাকিনীর জলে সুরভি দ্বারা গোবিন্দের গোপালক স্বর্গাঙ্গ অতি কৌতুকে নূতন অভিষেক করিয়াছিলেন সেই অভিষেক জলে প্রাচুর্ভূত গোবিন্দকুণ্ড আমার নেত্র গোচর হউন ॥৭৪॥

ব্রজেন্দ্র বর্ষাপিত ভোগমুচৈ-

ধৃষ্টা বৃহৎকায়মঘারিকুংকঃ ।

বরেণ রাধাং ছলয়ন্ বিভুঙ্তে

যত্রানুকূটং তদহং প্রপত্তে ॥৭৫॥

ব্রজেন্দ্রবর্ষ্য নন্দরাজ ষাঁহাকে ভোগ অর্পণ করিয়াছেন তাদৃশ একটি
সুবৃহৎকায় ধারণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ “আমি পর্কত, বর গ্রহণ কর” এই বরে
শ্রীরাধাকে ছলনা করিয়া যথায় অনুকূট ভোজন করিয়াছিলেন সেই স্থানকে
আমি আশ্রয় করি ॥৭৫॥

গিরিন্দ্রবর্ষ্যোপরিহাররূপী

হরিঃ স্বয়ং যত্র বিহারকারী ।

সদা মুদা রাজতি রাজভোগৈ-

ইরিস্থলং তত্তু ভজেহুহুরাগৈঃ । ৭৬॥

গোবর্দ্ধনের উপরি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মনোহর রূপে যে স্থানে বিহার করতঃ
অতি হর্ষে সুশোভিত হইয়া রাজভোগ ভোজন করিয়াছিলেন আমি সেই
বিহারাস্থলকে অতি অহুরাগে ভজনা করি ॥৭৬॥ (ক্রমশঃ)

সাংসারিক ক্লেশ ও ভগবানের দয়া

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীপুরষোত্তম-মঠ, পোড়াকুটী, পুরী

২৪শে বৈশাখ, ১৩৩৬ ; ৭ই মে, ১৯২৯

১৪ই মধুসূদন, ৪৪৩ গোরাঙ্গ ।

কল্যাণীয়াবরাস্ত্র—

আপনার ২২শে বৈশাখ তারিখের পত্রে তথাকার সংবাদ জানিলাম ।
এই সংসার অনিত্য, এখানে কেহই চিরদিন বাস করিতে আসেন নাই ।
ভগবান্ ষাঁহাকে যখন যেখানে রাখেন, তিনি তখন অম্লান বদনে সেখানে
থাকিয়া ভগবানের পুরস্কার বা তিরস্কার গ্রহণ করিবেন । ভগবানের যাবতীয়
পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জন্তই বিহিত হয় । ভগবানের মায়াশক্তির
পুরস্কারকে আমরা আদর করি, আর তাঁহার তিরস্কারগুলি আমাদিগকে

নানাপ্রকারে যাতনা দেয়। মাযার এই দণ্ড ভগবানের কৃপা-প্রসাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই বিহিত হয় বলিয়া তাহাও ভক্তগণ অনাদর করেন না, তাহা অগ্নানবদনে সহিষ্ণুতার সহিত ভগবৎকৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন। যাহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন; তাহারা পুনরায় জগতের উন্নতি, সুখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।

আগামী শনিবার ২০শে বৈশাখ শ্রীচন্দনযাত্রা-মহোৎসব। এই গরমের সময় নরেন্দ্র-সরোবরে শ্রীরাধামদনমোহনদেবের জল-ভ্রমণাদি লীলা হইয়া থাকে। এই সময় শ্রীক্ষেত্রে বহু যাত্রীর সমাগম হয় ও নানা উত্তাপ হইতে জীবগণ অবসর লাভ করে।

আপনি শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে আগমন করিয়া হরিকথা-শ্রবণপূর্বক সাংসারিক অভাব হইতে নিৰ্ম্মুক্ত হউন। যাহারা ভগবানের সেবা করেন তাহাদিগকে লইয়া মহোৎসবাদি সেবায় যোগদান করিলে আমাদের সাংসারিক অভাব কিছুই থাকিতে পারে না। সৰ্ব্বদা ভগবানের কথায় নিযুক্ত থাকাই সাধু, শাস্ত্র ও ভগবানের উপদেশ।

আমরা শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় ভাল আছি। সৰ্ব্বদা শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবার বিশেষ সুযোগ পাইতেছি। আপনিও যতশীঘ্র পারেন, শ্রীপুরুষোত্তম-মঠে আগমন করিয়া সাংসারিক ক্লেশের হস্ত হইতে মুক্ত হউন।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর (প্রতিষ্ঠাশা)

১। কাপড়ের সহিত অশ্রু-পুলকাদি ভাববিকার প্রদর্শনের মূল উদ্দেশ্য কি?

“অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত,

লক্ষ-বাক্ষ অকস্মাৎ

মূর্ছা প্রায় থাকহ পড়িয়া।

এ লোক বঞ্চিত রঙ্গ,

প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ,

কামিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া ॥”

—কঃ কঃ ‘উপদেশ’ ১৮

২। সৰ্বত্যাগ করিয়াও কি ত্যাগ করা যায় না ?

“সৰ্বত্যাগ করিলেও ছাড়া সুকঠিন।

প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগে যত্ন পাইবে প্রবীণ ॥”

—ভঃ রঃ ‘২য় বামসাধন’

৩। শঠগণ যে মহতের স্বভাব অনুকরণ করে, উহার উদ্দেশ্য কি ?

অনুকরণিক চেষ্টা স্থায়ী হয় ?

“যাহারা শঠ, তাহারা নিজ-স্বভাবকে গোপন করিয়া মহতের স্বভাব অনুকরণ করত প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেরূপ অনুকরণ স্থায়ী হয় না, দুই চারি দিবসের মধ্যে তাহাদের নিজ স্বভাবের পরিচয় দিতে অবশ্যই বাধ্য হয়।”

—‘বৈষ্ণব-স্বভাব’, সঃ তোঃ ৪।১১

৪। মৌখিক দৈন্ত্যই কি প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগের প্রমাণ ?

“যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পারি, ততদিন ‘বৈষ্ণব’ হইরাছি—এরূপ মনে করিতে পারি না। কেবল কথায় দৈন্ত্য করিলে হয় না। আমি বলিয়া থাকি,—‘আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার যোগ্য নই’; কিন্তু মনে মনে করি ‘শ্রোতৃগণ এই শুনিয়া আমাকে কৃষ্ণবৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা দান করিবেন!’ হায় প্রতিষ্ঠার আশা আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না।

—‘প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জন’, সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৩

৫। শাস্তিকামী ব্যক্তিগণ সংসার ত্যাগ করিয়া কোন্ অনর্থে পতিত হয় ?

“প্রতিষ্ঠার আশা গৃহস্থলোকের অধিক হইবে বলিয়া শাস্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সংসার ছাড়িয়া ভেক গ্রহণ করে; কিন্তু সেই অবস্থায় আবার প্রতিষ্ঠাশা অধিক বলবতী হইয়া উঠে।”

—‘প্রতিষ্ঠাশা পরিবর্জন’, সসঙ্গিনী সঃ তোঃ ৮।৩

৬। প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস সৰ্বাপেক্ষা হেয় কেন ?

“প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস সমস্ত অপেক্ষা হেয়। হেয় হইলেও অনেকের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।”

—‘প্রয়াস’, সঃ তোঃ ১০।২

৭। কপট লোক প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্ত কি কি উপায় অবলম্বন করেন ?

“আচার্য্যের প্রিয়তা ও সাধুগণুলীর প্রতিষ্ঠা, সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা এবং কালনেমির ত্রায় কার্য্যোদ্ধারের আশায় ও মহোৎসবে সম্মান পাইবার জন্তই অনেকেই কাপট্য স্বীকার করত ভাগবতী রতির অনুকরণে নৃত্য, খেদ,

পুলকাশ্রু, গড়াগড়ি কম্প এবং কখনও কখনও ভাব পর্য্যন্ত লক্ষণ প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে সাত্ত্বিক বিকার নাই।” —চৈঃ শিঃ ৫।৪

৮। নিজেকে ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া অভিমান দুষণীয় কেন?

“‘আমি ত’ বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ’ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আমি’ হৃদয়ে দূষবে,
হইব নিরয়গামী।”

—কঃ কঃ ‘প্রার্থনা’ (লালসাময়)—৮

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগোপালদেবাষ্টক

[শ্রীল বিশ্বনাথ ঠাকুর-বিরচিত-পত্ন্যানুবাদ]

মধুর মৃহল চিত্ত প্রেমই যাঁহার বিত্ত,
সজ্জনে রচিত বেশ অতি শোভাময়।
বিবিধ মণি অলঙ্কারে শোভাময় সংসারে,
হৃদে জাগো হে গোপাল ! ওগো প্রেমময় ॥

নিরুপম গুণরূপ সর্ব মাধুর্য্য ভূপ,
অঙ্গের লাবণি হেরি কোটি চন্দ্র মুরছয়।
শ্রীহীন অমৃত হাস্যে যাঁর হাসির বিকাশে,
হৃদয়ে জাগো হে শ্রীগোপাল প্রেমময় ॥

শ্রীহন্তে ধরিয়া গিরি সজনেদের রক্ষা করি,
মহিমা প্রকাশ করহ সুলাবণ্যময়।

হে ভকৎ বৎসল ! হে প্রেমিক সুন্দর !

জাগো হৃদয়ে শ্রীগোপাল, জাগো প্রেমময় ॥

তব অনুরাগী ব্রজাঙ্গনা যোগী,

তব রসে রসময় সদা হাস্যময়।

প্রীতিহংসির তড়াগ সতত অনঙ্গ যাগ,

স্মরিতা—হে গোপাল ? জাগো প্রেমময় ॥

মধুময় কটিদেশে ত্রিবলি লক্ষিতালশ্রে,
জিনিয়া কন্দর্প রেখা অতি শোভাময় ।
সেই ত্রিবলি ওপারে জিনিয়া কন্দর্পরেখা
শোভে য়াঁর, হে গোপাল ? জাগো প্রেমময় ॥

বরষায় অভিভূত আপনার অনুগত,
সজনে করিলে রক্ষা ওহে কুপাময় ।
বান্ধব শ্রীদাম সম হৈল শ্রীগোবর্দ্ধন,
হে গোপাল ! হৃদে সদা জাগো! প্রেমময় ॥

বিকাশিয়া স্বীয়শক্তি বল্লভাচার্য্যের ভক্তি,
মাধবেন্দ্রের অনুরাগ প্রেম কিশলয় ।
প্রকাশি হৃদয়ে মোর সদা হই বিভোর,
জাগো হে হৃদয়ে শ্রীগোপাল প্রেমময় ॥

নিয়ত ভকতবৃন্দ য়াঁহার প্রণয় রসে,
অভিভূত হয়ে সদা তদগত তন্ময় ।
অসমর্থ কৃতিজন নির্ধারিতে তবগুণ,
জাগো হে হৃদয়ে শ্রীগোপাল প্রেমময় ॥

দিবা রাত্রি গৃহে বনে ভকতি অন্তর মনে,
স্মরে সেই শ্রীকৃষ্ণের অষ্টক ভাবময় ।
সে সরল ভক্ত প্রাণে প্রেম ভক্তি অনুক্ষণে,
জাগো হে শ্রীগোপাল ! জাগো প্রেমময় ॥

—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শাওতালডি ; পুরুলিয়া ।

গ্রাহক নং ৫০৮১

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-১)

প্রীতিবিষয়ে শ্রীদত্তাগবতের যে-সকল নিগূঢ়োক্তি আছে, এই সন্দর্ভে সেই সকল সংগৃহীত হইয়াছে। প্রেমের পরম পুরুষার্থরূপতা এই গ্রন্থে ব্যক্ত হওয়ায় বিবিধযুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রীতিরহস্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তির এই সন্দর্ভ অবশ্য আলোচ্য।

ভাগবত সন্দর্ভের চারিটী সন্দর্ভে শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য পরমতত্ত্ব শ্রীভগবানের বিষয় বিচার দ্বারা স্থির করা হইয়াছে। ভক্তিসন্দর্ভে তাহার উপাসনা বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে প্রয়োজন বিচার হইতেছে।

উপাস্ত, উপাসনা ও তাহার ফল নিরূপণই শাস্ত্রের অভিপ্রেত। উপাস্ত ও উপাসনা নিষ্ফলের পর উপাসনার ফল নির্ণয় বাঞ্ছনীয়।

সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি জীবের প্রয়োজন। শ্রীভগবৎ প্রেম লাভে অত্যন্তিক সুখপ্রাপ্তি ও অত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়। অত্র উপায়ে সুখলাভ হইলেও তাহাতে অত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না এবং তাহা অকুরন্ত নহে। কিন্তু ভগবৎপ্রীতিতেই তাহা সম্ভব।

শাস্ত্র যে পরমতত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা অনন্ত পরমানন্দস্বরূপে বিরাজমান। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও “সৈবা আনন্দস্ত মীমাংসা ভবতি” অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দের সেই মীমাংসা হইয়া থাকে” হইতে আরম্ভ করিয়া মাহুবানন্দঃ হইতে পর্য্যন্ত ক্রমশঃ শতগুণ উৎকর্ষ বর্ণন করিয়াছেন অর্থাৎ—

সৈবানন্দস্ত মীমাংসা ভবতি। যুবা স্তাৎ সাধুযুবাঃধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দৃষ্টিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তন্ত্বেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্ত পূর্ণা স্তাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ। তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ। স একো মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতং মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একো দেবগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতং দেবগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। স একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ। স এক আজানজানাং দেবানামানন্দঃ। শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতমাজানজানাং দেবানামানন্দাঃ। স একঃ কস্মদেবানাং দেবানামানন্দঃ।

যে কৰ্ম্মণা দেবানপিষন্তি । শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্ত । তে যে শতং কৰ্ম্ম-
দেবানাং দেবানামানন্দাঃ । স একো দেবানামানন্দঃ । শ্রোত্রিয়স্ত চাকার-
হতস্ত । তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ । স এক ইন্দ্রস্মানন্দঃ । (২।৮।১-৩)

ব্রহ্মানন্দ লৌকিক আনন্দ হইতে ভিন্ন । লৌকিক আনন্দ ক্ষণিক,
ঐন্দ্রীক এবং তাহার পরিমাণও অতি সামান্য । ব্রহ্মানন্দ নিত্য ও অনন্ত ।
ইহা দেখাইবার জন্ত শ্রুতিতে বলিতেছেন,—ব্রাহ্মণদের মীমাংসা এইপ্রকার
হইয়া থাকে—যে যুবা সাধু, অধীতবেদ, ক্ষিপ্ৰকৰ্ম্মী, দৃঢ়কায় ও বলবান,
সৰ্ব্ব সম্পৎ পরিপূর্ণা পৃথিবী তাহার অধিকৃত হইয়াছে । সে ব্যক্তি বিবিধ বিষয়
ভোগ দ্বারা মনুষ্য লোকের শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করে ; তাহা মানুষানন্দ ।
এই মানুষানন্দকে পরিমাণ করিয়া অজ্ঞাত আনন্দের পরিমাণ করা হইতেছে ।
মানুষানন্দের শতগুণ মানুষগন্ধৰ্ব্বের আনন্দ (কৰ্ম্মবিচারবিশেষ দ্বারা যে মানুষ
গন্ধৰ্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে সে মানুষগন্ধৰ্ব্ব) । আর এই মানুষগন্ধৰ্ব্বের শতগুণ
আনন্দ দেবগন্ধৰ্ব্বের (যাহার জন্ম হইতেই গন্ধৰ্ব্ব) আর যে ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ
বিষয় কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি দেবগন্ধৰ্ব্বতুল্য আনন্দ ভোগ
করেন। এই দেবগন্ধৰ্ব্বের শতগুণ আনন্দ চিরলোকালোক পিতৃগণের আনন্দ ।
চিরস্থায়ী লোক অর্থাৎ স্থান যাহাদের তাহারা চিরলোকালোক, আর যে
ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা ত্যাগ করিয়াছেন তিনি এই চিরলোকালোক
পিতৃগণের তুল্য আনন্দ ভোগ করেন । এই পিতৃগণের যে আনন্দ তাহার
শতগুণ আনন্দ আজ্ঞানজ দেবগণের (স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্মপ্রভাবে যাহারা
দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন) । আর যে ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ বিষয় কামনা
পরিত্যাগ করিয়াছেন তিনিও এই দেবগণের তুল্য আনন্দ ভোগ করেন ।
আজ্ঞানজ দেবগণের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ আনন্দ কৰ্ম্মদেবগণের আনন্দ
(যাহারা অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কৰ্ম্মদ্বারা দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন) ।
আর যে ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা ত্যাগ করিয়াছেন তিনিও এই দেব-
গণের তুল্য আনন্দ ভোগ করেন । কৰ্ম্ম দেবগণের শতগুণ আনন্দ ইন্দ্রাদি
দেবগণের আনন্দ । আর যে ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ বিষয়-কামনা ত্যাগ করিয়াছেন,
তিনিও এই দেবগণের তুল্য আনন্দ ভোগ করেন । ইন্দ্রের যে আনন্দ
তাহার শতগুণ আনন্দ বৃহস্পতির আনন্দ । আর যে ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ বিষয়-
কামনা ত্যাগ করিয়াছেন তিনিও বৃহস্পতি তুল্য আনন্দ ভোগ করেন ।
বৃহস্পতির শতগুণ আনন্দ প্রজাপতিগণের আনন্দ এবং বিষয়-কামনাত্যাগী

ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণও তত্ত্বল্য আনন্দ ভোগ করেন। প্রজাপতিগণের শতশৃণু আনন্দ ব্রহ্মানন্দ এবং তদ্রূপ আনন্দ বিষয় কামনাত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের। এই মান তুলনার ব্রাহ্মণদের যথার্থ পরিমাণ হয় না, তাহা অপরিমিত। সেজন্য শ্রুতি বলিলেন,—“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” পরিমাণ না পাওয়ার বাহা হইতে মনের সহিত বেদলক্ষণবাক্যসকল নিবৃত্ত হয়। বেদ ও ব্রহ্মণাদের পরিমাণ নির্ণয়ে অসমর্থ। মনও তাহাতে অসমর্থ।

এস্থলে কামনারহিত ব্রহ্মবিদ ব্যক্তি মানুষানন্দ ছাড়া অন্য দশ প্রকার আনন্দ ভোগ করিতে পারেন—ইহা বলিবার তাৎপর্য—তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি মুক্তিলাভের অধিকারী। মুক্তি দুইপ্রকার—সত্ত্বোমুক্তি ও ক্রমমুক্তি। সত্ত্বোমুক্তিতে বাঁহাদের অভিশাষ, তাঁহারা দেহভজের পর ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ করেন। আর ক্রমমুক্তিকামী ক্রমশঃ গন্ধর্ব্বলোকাতির আনন্দ ভোগ করিয়া সত্যলোক প্রাপ্ত হন। মহাপ্রলয়ে সত্যলোক ধ্বংস হইলে ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ করেন। অনাসক্তভাবে বিভিন্ন লোকের সুখভোগ করেন বলিয়া তাঁহাদের কৰ্ম্মবন্ধন হয় না। মুক্তির অন্তরায়ও ঘটে না। পাখির সুখভোগে বিরক্ত বলিয়া তাঁহাদের মানুষানন্দ প্রাপ্তির কথা বলা হয় নাই।”

“কো হেবাশ্রাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন শ্রাৎ।” (তৈত্তিরীয় ২।৭) যদি পরমাত্মা আনন্দস্বরূপ না হইতেন, তবে কে অপান-বায়ুর চেষ্টা করিত, কেই বা প্রাণবায়ুর চেষ্টা করিত! এই শ্রুতিবাক্যে কেবল তাঁহার আনন্দরূপত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন অষ্টাঙ্গযুক্ত রথ, সারথি ও সূর্য্যদেবসমন্বিত সূর্য্যমণ্ডল এবং বিবিধ জীবাবাস, গিরি নদীসমন্বিত তরল বায়বীয় নানাবস্থাপন্ন গ্রহ-নক্ষত্র কেবল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থরূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ বিবিধস্বরূপ ঋক্ষবিশিষ্ট শ্রীভবান্কে শ্রুতি কেবল আনন্দস্বরূপ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতি দ্বারা তন্মধ্যস্থিত অল্প বস্তুসকল অভিভব প্রাপ্ত বলিয়া তৎসমুদয়ের উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ শ্রীভগবানের আনন্দ প্রাচুর্য্যহেতু অত্যাশ্রয় স্বরূপধর্ম্মসকল অভিভব প্রাপ্ত হয় বলিয়া তিনি সচ্চিদানন্দরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

জীব শ্রীভগবানের অংশ ও নিত্যসেবক হইলেও শ্রীভগবজ্জ্ঞানের সংসর্গাভাবযুক্ত বলিয়া তদীয় মায়াদ্বারা পরাভূত হইয়া স্বরূপ জ্ঞানের লোপ হেতু মায়াকলিত দেহাদিতে আবেশজনিত অনাদি সংসার দুঃখে বদ্ধ হইয়াছে।

দর্শন-শাস্ত্রমতে অভাব দুইপ্রকার—সংসর্গাভাব ও অন্তোক্তাভাব। সাংসর্গাভাব আবার তিন প্রকার—প্রাগভাব, ধ্বংসভাব ও অত্যন্তাভাব। এখানে ঘট নাই। ইহা প্রাগভাব। প্রাগভাব বিনাশী। ঘট সেখানে রাখিলে ঘটাব্য দূর হয়। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে সেই ঘটেরই ধ্বংস হইল, সেই ঘটেরই ধ্বংসভাব। ধ্বংসভাব নিত্য। যে ঘট ভাঙ্গিল তাহা আর হইবে না। অত্যন্তাভাব শশবিষাণ শশকের শৃঙ্গ নাই কখনও শৃঙ্গ উদ্গম হয় না।

জীবের ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞানের প্রাগভাব অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে জীবে ভগবজ্জ্ঞানের অভাব আছে। শ্রীভগবৎকৃপায় সেই অভাব দূর হইতে পারে। জীব ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতে পারে; যদি এই জ্ঞানের ধ্বংসভাব বা অত্যন্তাভাব থাকিত তবে কখনও সে জ্ঞান লাভ হইত না। কোন কোন দার্শনিকের মতে—পূর্বে জীবের সে জ্ঞান ছিল, কিন্তু মায়ায় কুহকে পড়িয়া জ্ঞান হারাইয়াছে। তাহা যদি সম্ভব হয়, তবে জীবের অজ্ঞান ধ্বংসভাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। তাহাতে কোন কালে তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা থাকে না। এজন্ত সংসর্গাভাবের অন্তর্ভুক্ত প্রাগভাব স্বীকার করা গেল।

অন্তোক্তাভাব—ঘটে পট নাই, পটে ঘট নাই। এই অভাব কখনও ঘুচে না। অতএব ইহাই জ্ঞান। যাইতেছে যে, পরমতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার লক্ষণ শ্রীভগবজ্জ্ঞানই পরমানন্দ প্রাপ্তি। তাহাই পরম পুরুষার্থ। নিজস্বরূপে অজ্ঞান ও সংসার দুঃখ প্রাপ্তির কারণ পরতত্ত্বজ্ঞানাভাব। রোগের নিদান অর্থাৎ মূলকারণ দূরীভূত হইলে যেমন রোগ নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ পরতত্ত্ব জ্ঞানাভাব ঘুচিলে বিনাপ্রযত্নে নিজ স্বরূপগত অজ্ঞাননিবৃত্তি ও সংসার দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি ঘটে। জীব শ্রীভগবানকে জানে না বলিয়া নিজকেও জানিতে পারে না। শ্রীভগবান্ স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ সূর্য যেমন নিজে প্রকাশ পাইয়া জাগতিক বস্তুসকলকে প্রকাশ করেন, শ্রীভগবানও তদ্রূপ নিজ মহিমায় প্রকাশ পাইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠকে প্রকাশ করিতেছেন। যে সূর্য দেখে না, সে নিজকেও দেখিতে পায় না; অন্ধকেও দেখে না পরন্তু অন্ধকারে মগ্ন থাকে। এইপ্রকার যে ব্যক্তি ভগবান্কে দেখে না, সে নিজকেও দেখে না এবং অন্ধের স্বরূপও দেখিতে পায় না। মায়ায় কুহকে ডুবিয়া বিবিধ দুঃখভোগ করে। সূর্যকে দেখিতে পাইলে নিজকে দেখার জন্ত বা অন্ধকার দূর করার জন্ত কোন চেষ্টা করিতে হয় না। শ্রীভগবান্কে

দেখিতে পাইলে সঙ্গে সঙ্গে নিজ স্বরূপগত অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, তখন সাংসারিক দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। আর কখনও সেই অজ্ঞান বা দুঃখ আসিতে পারে না।

বদ্ধজীবের স্বভাবসিদ্ধ বিমুখতা দোষে ভগবতস্ত জ্ঞান হয় না। শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতা ধর্মের কখনও ব্যভিচার হয় না কিন্তু জীবের স্বভাবসিদ্ধ বিমুখতাদোষে তাহা অনভিব্যক্ত আছে, উহা দূর হইলেই ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে নিজ স্বরূপ সাক্ষাৎকার লাভ হয়। উহাই স্বরূপগত অজ্ঞান নিবৃত্তি। একবার পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে আর কখনও তাহার অন্তরায় ঘটিবে না। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা আর উৎপন্ন হইতে পারে না। দুঃখ নিবৃত্তিও সেই জাতীয় বলিয়া পরমতত্ত্ব সাক্ষাৎকার দ্বারা উহা চলিয়া গেলে আর দুঃখ থাকিতে পারে না। শ্রীভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোক-সকল স্বরূপগত অজ্ঞান নিবৃত্তিকে পরম পুরুষার্থরূপে বর্ণন করিয়াছেন—

ধর্মশ্চ হ্যপবর্গশ্চ নার্থোহর্থায়োপকল্পতে ।

নার্থশ্চ ধর্মৈকান্তশ্চ কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ।

কামশ্চ নেন্দ্রিয়প্ৰীতিলভো জীবতে যাবতা ।

জীবশ্চ তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্বেহ কশ্মভিঃ ।

বদন্তি তত্ত্ববিদ্বন্তং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।

ব্রহ্মৈতি পরমাত্মৈতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

তচ্ছুদ্ধধান্য মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া ।

পশুন্ত্যায়নি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥ (ভাঃ ১।২।২-১২)

যে ধর্ম হইতে অপবর্গ সিদ্ধ হয় তাহার ফল অর্থ (জাগতিকবস্তু প্রাপ্তি) কখনও সম্ভাব হয় না। আর ধর্ম যাহার একমাত্র ফল সেই অর্থের ফল কাম নহে। কাম অর্থাৎ বিষয় ভোগের ফল ইন্দ্রিয় প্রীতি নহে। জীবন যতদিন আছে ততদিন কাম সেব্য হয়, কিন্তু তাহা পুরুষার্থ নহে অর্থাৎ বিষয়ভোগ বাসনা জীবের কাম্যবস্তু নহে, তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই একমাত্র পরমফল বা প্রয়োজন।

সেই তত্ত্ব কি, তাহাই বলিতেছেন—তত্ত্ববিদগণ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। সেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ শব্দে অভিহিত হন। অত্যাশ্র দেবতা-উপাসনা তত্ত্ববস্তু নহে।

অতএব শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ সাধুমুখে ভগবৎকথা শ্রবণপূর্বক তাহা গ্রহণ করিয়া ভক্তির স্বরূপ অবগত হইলে সেই ভক্তিপ্রভাবে তুচ্ছচিত্তে আত্মাকে দর্শন করেন।

তাহার ফল বলিতেছেন,—

ভিত্তে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিত্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥ (ভাঃ ১২।২১)

ভগবৎতত্ত্ব ব্যক্তির আত্মায় ঈশ্বর দৃষ্ট হইলেই অহংকাররূপ হৃদয়গ্রন্থি ভাঙ্গিয়া যায়। সর্বসংশয় ছিন্ন হয় এবং সমস্ত কর্ম্মফল হইয়া যায় আর কর্ম্মফল ভোগের জন্ত জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীসার্বভৌম-সংলাপ

মেধাবী জনগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন, শ্রুতি ভগবানের নির্বিশেষতত্ত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, শ্রুতি বিশেষত্ব স্থাপন করিয়াছেন। অনেক সময় আমরা সাধারণ ব্যাপারেও দেখিতে পাই কোনও ব্যক্তির উক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া ঐ উক্তির একদেশের উপর বিশেষ ভোর দিয়া তাহার উক্তির বিরুদ্ধার্থ গ্রহণপূর্বক বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া থাকি। শ্রুতি সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে। মেধা যতই সমৃদ্ধই হউক না কেন, তাহা অধোক্ষজ বাণী শ্রুতির মর্ম্ম অবধারণে অসমর্থ। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ভগবানের কৃপার শ্রুতি আমাদের দৃষ্টি পতিত না হয়, সে-পর্য্যন্ত আমরা আমাদের জ্ঞান-গরিমা-প্রদর্শনে উঠিয়া পড়িয়া লাগি। তাহা অক্ষজ জ্ঞানিগণ স্বকপোল-কল্পিত ধারণায় শ্রুতির অর্থ করিতে যাইয়া বিশেষ অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐপ্রকার অসুবিধা দূরীকরণার্থ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগোরাঙ্গদেব নীলাচলে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ পণ্ডিতগণকে বেদান্তবিচারে পরাজিত করিয়া শ্রুতির মুখ্যার্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্নে আমরা সার্বভৌমের সহিত মহাপ্রভুর বিচারের কিয়দংশ আলোচনা করিতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জীব-বিশেষ জ্ঞান করিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাহার সন্মাস সংরক্ষণার্থ বেদান্ত-শ্রবণ করাইবার ইচ্ছা স্বীয় ভগ্নীপতি

গোপীনাথ আচার্যের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। গোপীনাথ সার্বভৌমের ঐ ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং সার্বভৌমের ঐ প্রকার উক্তির কথা মহাপ্রভুকেও বলিয়াছিলেন। কিন্তু ‘তৃণাদপি সুনীচ’ শ্লোকের আচার্য্যলীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই। পক্ষান্তরে বলিয়াছেন, সার্বভৌমের সঙ্গে তোমাদের ঐ প্রকার বিতণ্ডা করা উচিত হয় নাই। তাঁহার উক্তিতে আমার প্রতি যে তাঁহার স্নেহ আছে, তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। ইহার পরে একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে বেদান্ত-শ্রবণের জন্ত বলিলেন। মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিলেন,—আপনি যাহা বলিবেন, তাহা আমার শিরোধার্য্য। সার্বভৌম বেদান্ত পাঠ করিয়া মায়াবাদ-ভাষ্যের আলোকে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সাতদিন বেদান্ত ব্যাখ্যা হইল। মহাপ্রভু মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন, একটি কথাও বলিলেন না। অষ্টম দিবস মহাপ্রভুকে মৌন থাকিবার কারণ সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাপ্রভু উত্তরে বলিলেন,—“আপনি বলিয়াছেন, বেদান্ত-শ্রবণ সম্যাসীর ধর্ম্ম, তাই শ্রবণ করিতেছি। কিন্তু আপনি যে ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া মৌন হইয়া রহিয়াছি। বেদান্তের সূত্রসমূহ বুঝিতে কোনও কষ্ট হইতেছে না, কিন্তু আপনি যে ভাষ্য করিতেছেন তাহা, আমার মনে হয়, সূত্রের অর্থ প্রকাশ না করিয়া আচ্ছাদনই করিতেছে। উপনিষদ্ বাক্যসমূহের যে মুখ্যার্থ, তাহাই বেদব্যাঙ্গ সর্ব্বসাধারণের উপকারের জন্ত নিষ্কলিত সূত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং সেই মুখ্যার্থই জ্ঞাতব্য। সেই মুখ্যার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ কল্পনা করিলে শব্দের ‘অভিধা-বৃত্তি ছাড়িয়া ‘লক্ষণা’ করা হয়, উহা অমঙ্গলজনক। বস্তুতঃ পক্ষে ক্রতি-প্রমাণই অমল-প্রমাণ। দেখুন, পশুদিগের অস্তি ও বিষ্ঠা নিতান্ত অপবিত্র, কিন্তু শজ্ঞা ও গোময় তন্মধ্যে গণিত হইয়াও ক্রতিবাক্যবলে মহাপবিত্র হইয়াছে। বৈদিক-বাক্যের লক্ষণা করিতে হইলে তাহাকে অনুমানের অধীন করিয়া তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়।

ব্যাঙ্গসূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণের জ্বালা দেদীপ্যমান। কিন্তু মায়াবাদী-গণ স্বকল্পিত-ভাষ্যরূপ মেঘ দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়াছেন। বেদ এবং তদনুগত পুরাণসমূহ একমাত্র ব্রহ্মকেই নিরূপণ করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম স্বীয় বৃহত্ত্ব ধর্ম্মবশতঃ ঈশ্বরধর্মে লক্ষিত হন। আবার সেই ঈশ্বরকে

তঁাহার সর্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণতার সহিত দেখিলে সেই বৃহৎ ব্রহ্ম-বস্তুই স্বয়ং ভগবান্ হইয়া পড়েন। অতএব ব্রহ্ম ও ঈশ্বর—ইঁহারা ভগবত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপার-বিশেষ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ সর্বদা পরিপূর্ণ শ্রী-সংযুক্ত। স্মৃতরাং ত্তিনি নিত্য সর্বিশেষ। তঁাহাকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া পড়ে। যে-সকল শ্রুতি তঁাহাকে নির্বিশেষ বলিয়া বলেন, তঁাহারা কেবল প্রাকৃত বিশেষ নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষই স্থাপন করিয়াছেন। এই বিষয়ে হৃদয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র বলিতেছেন,—

“বা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষঃ সা সাতিধত্তে সর্বিশেষমেব।

বিচারযোগে সতি হস্ত তাসাং প্রায়োবলীয়ঃ সর্বিশেষমেব ॥”

স্বৈতান্বতর উপনিষদে বলিয়াছেন—

“অপানিপাদো অবনো গ্রহীতা পশুরাচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

স বেত্তি বেদ্যং ন চ ভস্মান্তি বেত্তা তমাহরগ্র্যং পুরুষং মহাস্তম্ ॥”

এই শ্লোকে ভগবান্ যে চলিতে পারেন, গ্রহণ করিতে পারেন, দেখিতে পারেন, বুঝিতে পারেন এবং তিনি যে সকলের বেত্তা তঁাহার বেত্তা যে আর কেহ নাই তাহা স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে। তঁাহার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ প্রাকৃত হইবার পরিবর্তে ঐ সকল ইন্দ্রিয় যে অপ্রাকৃত এবং তঁাহার যে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, তাহাও এই শ্লোকে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” বাক্য এবং অমৃত্যু শ্রুতির ঐ প্রকার আরো অনেক বাক্যে জানা যায় যে, এই চরাচর বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে জন্মে। ব্রহ্ম দ্বারা জীবিত থাকে এবং ব্রহ্মেই লয় প্রাপ্ত হয়। স্মৃতরাং এই সকল শ্রুতি-প্রমাণে পরব্রহ্মের অপাদান, করণ ও অধিকরণ কারকত্ব সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে ব্রহ্ম কি-প্রকারে নিরাকার, নির্বিশেষ ও নিঃশক্তিক হইতে পারেন? তৈত্তিরীয় উপনিষদের “বহুশ্যাম্” বাক্যে ভগবান্ যখন বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন “স ঐক্ষত” এই শ্রুতি-বাক্যমতে তিনি প্রাকৃত শক্তিতে ঐক্ষণ করিলেন। সে সময়ে প্রাকৃত মন ও নয়নের সৃষ্টি হয় নাই। ভগবান্ যে মন দ্বারা চিন্তা করিলেন ও যে নয়ন দ্বারা প্রকৃতির প্রতি ঐক্ষণ করিলেন, তাহা প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্বেই যে ছিল, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। স্মৃতরাং পরব্রহ্মের যে স্বরূপগত অপ্রাকৃত নত্রে ও মন আছে, ইহা সর্ববেদসম্মত। উপনিষদের প্রায় সর্বত্রই ‘ব্রহ্ম’

শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সেই ব্রহ্মই পূর্ণ অবস্থায় স্বয়ং ভগবান্ ; ইহাই বেদের মুখ্যার্থ। বেদের মুখ্যার্থ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। অমল-প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সেই পরিপূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

ঐতরীয় উপনিষদের “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্দ্রং কিঞ্চনমিষৎ। স ইমান্ লোকানসৃজত” খেতাস্থতর উপনিষদের “অপানি-পাদো অবনো গ্রহীতা পশ্যতাচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেত্তং ন চ ভস্মান্তি বেত্তা তমাহরগ্রাং পুরুষং মহাস্তম্ ॥” “হৃদ্যাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি। অস্মান্ময়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চাত্তো মাযয়া সন্নিরুজ্জঃ ॥” তৈত্তিরীয় উপনিষদের “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ-প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বি-জিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রজ্জ্যেতি।” প্রভৃতি বাক্যে ব্রহ্মের সবিশেষত্ব স্পষ্টরূপেই উক্ত হইতেছে। বেদের সার্বদেশিক বিচার না করিয়া একদেশীয় বিচারক্রমে “তত্ত্বমসি খেতৌকেতো” প্রভৃতি বাক্যসমূহকে মহাবাক্যজ্ঞানে অপর বাক্যের অনাদর দ্বারা যে ভ্রান্তির উদয় মায়াবাদিগণের বিচারে দৃষ্ট হয় তাহা অপসারিত হওয়া কর্তব্য। ‘তত্ত্বমসি’ বলিতে ব্রহ্মবস্তুর অভিসাকারস্বরূপ নির্ধিক্ত হইয়াছে; কিন্তু অপ্রাকৃত স্বরূপের নিষেধ তাহাতে নাই। জীব যে ব্রহ্মজাতীয় বস্তু অর্থাৎ স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু ও অচিদ্ হইতে বিলক্ষণ তাহাই উহাতে পরিদৃষ্ট হইতেছে। চিত্তবস্তুর অণুত্ব ও বিভূত্ব ভেদে ঈশ্বরের ও জীবের ভেদ। আবার ‘শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ’। এই বাক্য অহুসারে উভয়ের মধ্যে অভেদ-তত্ত্ব রহিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে ব্রহ্মের সহিত জীবের অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ না জানিয়া ব্রহ্মকে নিরাকার বলা অজ্ঞতারই পরিচয়।

বস্তুতঃ ব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণানন্দবিগ্রহ-বিশিষ্ট ভগবৎস্বরূপে নিত্য বিরাজমান। মায়াবাদিগণ ব্রহ্মকে নিঃশক্তিক বলিয়াছেন। খেতাস্থতর উপনিষদের “পরাস্ত শক্তিরিবিধৈব ক্ষয়তে” বাক্যে তাঁহাদের ঐ উক্তি খণ্ডিত হইয়াছে। ক্রতির ঐ উক্তিটী আরও বিশ্লেষণ করিয়া বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

“বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজাখ্যা তথা পরা।

অবিদ্যা কৰ্ম্মসংজ্ঞাস্তা ভূতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

যয়া ক্ষেত্রজশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা ।
 সংসারতাপানখিলানবাগ্নোত্যত্র-সন্ততান্ ॥
 তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজসংজিতা ।
 সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে ॥
 হ্লাদিনী সন্ধিনী সন্ধিং ত্রয়োকা সর্বসংশ্রয়ে ।
 হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবজ্জিতে ॥”

বস্তুতঃপক্ষে ক্ষেত্রজ শক্তি জীবশক্তি। জীবের অবস্থিতি মায়িকশক্তি ও চিচ্ছক্তির মধ্যস্থানে। কিন্তু জীব চিদ্বস্তু হইয়াও অণুত্বপ্রযুক্ত মায়া বা অবিজ্ঞা দ্বারা আবৃত হইবার যোগ্য। ঐভাবে আবৃত হইলে অমৃতের সম্ভাবন হইয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সংসারতাপ ভোগ হইয়া থাকে। জীবগবানের যে তিনটি শক্তির কথা বিষ্ণুপুরাণে উক্ত শ্লোকসমূহে বলিতেছেন তন্মধ্যে চিৎ শক্তি সর্বোত্তমা, জীবশক্তি মধ্যমা-ও অচিৎ-শক্তি বা মায়া-শক্তি অধমা।

বেদান্তমতে ঈশ্বর, জীব ও মায়া এই তিন তত্ত্বের স্বরূপ জানা আবশ্যক। প্রথমে ঈশ্বরস্বরূপ জানা প্রয়োজনীয়। সচ্চিদানন্দ-মাহাত্ম্যই ঈশ্বরের স্বরূপ। সেই সচ্চিদানন্দময় ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠা শক্তি সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিন অংশে তিন রূপে প্রকাশমান। আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী ও চিদংশে সন্ধিং সেই সন্ধিদই শ্রীকৃষ্ণ-স্বকীয় জ্ঞান। চিৎশক্তি স্বীয় হ্লাদিনী ও সন্ধিংদ্বারা জীবকে রূপা করিলে জীব শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়া পরাৎপর বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারেন, এবং বুঝিতে পারেন যে, ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণেরই ঐশ্বর্য্যাবিলাস-লীলার প্রকাশক। মুণ্ডকোপনিষদ্ “দ্বা অপর্ণা সবুজা সখায়া” প্রভৃতি শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে চিৎ-সবিশেষবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মানকারী জনগণের বিচার বিশেষভাবে লক্ষিত হইয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদের ঐ বাণীতে ইহা জান যায় যে, জীব ঈশ্বরকে ভুলিলে দণ্ডনীয় হয়।

শ্রীব্যাসদেব শক্তিপরিণামবাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কিন্তু ঐ পরিণামবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্ম বিকারী হন, এই বিতণ্ডা উঠাইয়া মায়াবাদিগণ শ্রীব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলিবার দুঃসাহস প্রদর্শন করিয়াছেন।

বস্তুতঃপক্ষে নিত্যমুক্তশিরোরত্ন শ্রীব্যাসদেবের বাক্যে কখনও ভ্রান্তি থাকিতে পারে না। ব্রহ্ম তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে অবিকৃত্য থাকিয়াও

জগদ্রূপে পরিণত হইতে পারেন। ইহজগতে আমরা ‘মরকধ্বজ’ প্রস্তুত প্রণালীতে দেখিতে পাই, সুবর্ণ সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকিয়াও মরকধ্বজে এমন একটা রাসায়নিক ক্রিয়া প্রদান করিয়া থাকে, বাহার রহস্য মানব-মনীষা আজ পর্যন্ত নির্ণয় করিতে পারে নাই। প্রাকৃত বস্তুতে যদি এই প্রকার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে সৰ্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে অবিকৃত থাকিবেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে?

এই রহস্য বুঝিতে না পারিয়া মায়াবাদী মুখ্যার্থ আবরণপূর্বক গোণার্থ দ্বারা যে বিবর্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সজ্জনগণের আদরের বস্তু হইতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে জগৎ মিথ্যা নয়। বিবর্তবাদিগণ যে সর্প ও রজ্জুর উদাহরণ দিবে থাকেন, তাহাতে সহজেই সর্প ও রজ্জু দুইটা বস্তুর অস্তিত্বের বিষয় জানা যায়। “একমেব দ্বিতীয়ম্”— এই বিচার গ্রহণ করিয়া তাঁহারা ঐ উদাহরণ কি-প্রকারে দিতে পারেন? দুইটা বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলে একটীর সহিত অপরটীর ভ্রম কি-প্রকারে হইতে পারে? সুতরাং সহজেই দেখা যাইতেছে যে, জগৎ মিথ্যা বলিয়া বিবর্তবাদ-স্থাপনের যে প্রয়াস, তাহা নিতান্ত হাস্যাত্মক। পাঞ্চভৌতিক স্কুলদেহে বা মন বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্ম দেহে যদি আত্মবুদ্ধি করা হয় তাহা হইলে বিবর্ত স্থাপিত হয়।

বেদকল্পতরুর বীজ মহাবাক্য প্রণব! তাহাই ঈশ্বরের ত্রীবিগ্রহ, প্রণব হইতেই যাবতীয় বেদের উৎপত্তি। প্রণবের স্বপ্রকাশিত বিগ্রহই শ্রীমসুন্দর।

মহাপ্রভু পূর্বোক্ত প্রকারে বহুবুক্তিদ্বারা মায়াবাদিগণের গোণার্থ খণ্ডন করিয়া মুখ্যার্থ বর্ণন করিলেন। সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য মায়াবাদ বিদ্যালয়ের একজন প্রধান পণ্ডিত। সুতরাং তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। মহাপ্রভুর যুক্তিখণ্ডনের জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন—বহু বিতণ্ডা, ছল, নিগ্রহ প্রভৃতি উঠাইয়াছিলেন; কিন্তু মহাপ্রভু তৎসমস্তই খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ‘পরিণামবাদ’ স্থাপন করিয়া সৰ্বশেষে বলিলেন, সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ, তাঁহার সেবা বা ভক্তিই অভিধেয় এবং তাঁহার আনন্দবিধান বা প্রেমই প্রয়োজন। ভগবান্ নিত্য, ভক্তি নিত্যা, ভক্ত নিত্যা। সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য তখন নির্বাক ও বিস্মিত হইলেন। পরিশেষে মহাপ্রভু শ্রীভগবানের অচিন্ত্য গুণসমূহের কথা কীর্ত্তন করিয়া আত্মাতেই যাহাদের রতি একরূপ

বাসনা গ্রহীণী মুনিসকলও যে কক্ষের-গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, তাহা বলিলেন। সার্কভৌম পাণ্ডিত্য-প্রতিভার শ্রীমদ্ ভাগবতের “আত্মারামশ্চ মুনয়ঃ” শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ করিলেন কিন্তু মহাপ্রভু ঐ অর্থের একটিও স্পর্শ না করিয়া ঐ শ্লোকের যে একাদশটি পদ আছে তাহার প্রধান ৭টি পদে আত্মারাম যোগ করিয়া ৭টি অর্থ এবং ১১টি পদের ১১টি অর্থ এই প্রকারে অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন। প্রত্যেকটি অর্থেই শুদ্ধভক্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সার্কভৌম এইবার বিস্মিত হইয়া নিজের মূঢ়তাকে ধিকার দিতে দিতে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে শরণাগত হইলেন। শরণাগতজনকে মহাপ্রভু সর্বদা কৃপা করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু সর্বপ্রথমে শরণাগত সার্কভৌমকে নিজের চতুর্ভুজ ঐশ্বর্য-প্রকাশ বিগ্রহ দেখাইলেন। তৎপরে মাধুর্য্যপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্যামসুন্দর বংশীবদন দ্বিভুজরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ

চাঁদকাজী-উদ্ধার

(নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬২ পৃষ্ঠার পর)

প্রথম অঙ্ক

২য় দৃশ্য

শ্রীবাস-অঙ্গন

(কীর্তন-মণ্ডপ)

[শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাস প্রভুর কীর্তন গাহিতে গাহিতে প্রবেশ]

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাস—“এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন

ইথে কি আছে পরতীতি রে।

কমল দল জল জীবন টলমল

ভজহঁ হরিপদ নিতি রে ॥” (গীত)

(মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবাবেশে নাচিতে নাচিতে প্রবেশ)

মহাপ্রভু—(কিয়ৎক্ষণ কীর্তনের পর কীর্তন ভঙ্গ হইলে) আজ আমার কীর্তনে কোন আনন্দ লাগছে না, ...মন যেন বড় চঞ্চল হয়ে উঠছে! আচ্ছা, এ বাড়ীতে কি কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে?

শ্রীনিত্যানন্দ—প্রভো, শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র চারিদণ্ড রাত্রি থাক্তে দেহত্যাগ করেছে। ওরা আজ বড় বিপদগ্রস্ত ও শোকাচ্ছন্ন।

মহাপ্রভু—হায়, হায়! এমন কথা তো আমায় বল নি! কৈ, শ্রীবাসের মুখে তো কোন শোকের ছায়া দেখছি না! কই, শ্রীবাসের দেহ-মনের কোন বিকার বা বিকৃতি তো নেই? শ্রীবাস, তুমি কি শোকাভূর নও? পুত্র হারা হয়ে তোমার প্রাণ কি একটুকুও কাঁদে নি?

(মালিনদেবীর কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ)

মালিনীদেবী—না—না, প্রভু! উনার প্রাণ এতটুকুও কাঁদে নি!

উনি কি পাষণ! (প্রভুর পাদদেশে লুটাইয়া পড়িয়া) যখন আমার খুকুমণি জ্বরে বিভোর হয়ে অচেতন হয়ে পড়ে রইল, তবুও উনি তা'র চিকিৎসার জন্য বৈষ্ণব ডাক্তারে ইতঃসুতঃ কর্ণেচন,—আর বল্লেচেন সবই শ্রীহরির মায়া, তারই খেলা! আমি অল্পরোধ করায় শেষে বৈষ্ণবে ডেকে আনলেন, বৈষ্ণব দেখলো, ঔষধ দিল, কিন্তু কই! বাছা তো ফিরলো না, বাছা আমায় ছেড়ে চলে গেলো! (ক্রন্দন) ওগো প্রভু, তখনও উনি বল্লেচেন তোমাদের কারণে মহাপ্রভুর কীর্তন ভঙ্গ হ'লে আমি গঙ্গায় প্রবেশ করবো। আচ্ছা প্রভু, উনার হৃদয়ে কি স্নেহ-মায়া-মমতা এতটুকুও নেই!

আমি আজ অভাগী পুত্রহারা জননী; আমি এখন কি করি প্রভু, উপায় ব'লে দাও, আমার খুকুমণিকে ফিরিয়ে দাও!

মহাপ্রভু—এখন আর কি করবে দেবী? মৃত্যুর পর মানুষ বা জীব মাঝেই দেহ ত্যাগ ক'রে নূতন বস্ত্র পরিধানের মত কৰ্ম্মানুসারে অল্প দেহ আশ্রয় করে। কাজেই মৃত্যুর পর সেই দেহের পুনর্জীবন লাভ কেমন ক'রে সম্ভব? তুমি তো ধর্ম্মপ্রাণা বুদ্ধিমতী—সবই জানো। শ্রীহরির ভজনে মন প্রাণ নিবেদন কর,.. শান্তি পাবে।

মালিনীদেবী—উনি আমায় বলেছেন,—সবই শ্রীহরির মায়া,...তারই খেলা! তা' যদি সত্য হয় আমি জানি তুই স্বয়ং শ্রীহরির! এ তোমারই খেলা। কৃপা ক'রে আমার খুকুমণিকে বাঁচিয়ে দাও প্রভু!
(মহাপ্রভুর শ্রীচরণসরোজে পতিত হইল)

মহাপ্রভু—নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, তোমরা শুন্ছো তো! দেখ-দেখ এ অভাগীর কাণ্ডখানা! আমার উপর কিরকম চাপ সৃষ্টি করছে দেখ।

নিত্যানন্দ—ওতো যথাস্থানেই দুঃখ জানিয়েছে প্রভু ! ওর নিষ্ঠায় তোমার মহিমা কিছুটা দেখবার আশা রাখি ।

মহাপ্রভু—(নিরুত্তর ও নীরব রহিলেন)

মালিনীদেবী—(ক্রন্দনরত অবস্থায় করযোড়ে) প্রভু, আমায় ছলনা ক'রো না । আমি জানি তুমি কে ? আমার কাছে কি তুমি লুকাতে পার ? দাও,—দাও আমার খুকুমণিকে ফিরিয়ে দাও । আমি তা'কে এই শিশু বয়সে আমায় ছেড়ে যেতে দেবো না ।

মহাপ্রভু—ভেবে দেখ দেবী ঐ শিশু আর তোমার আছে কি না !

মালিনীদেবী—সে কি প্রভু ! খুকুমণি সে আমারই সন্তান ! আমায় ছেড়ে সে কা'র কাছে যাবে ? সে যে মা ছাড়া এক ভিলও থাকে না ! (ক্রন্দন)

শ্রীবাস—আঃ, প্রভুকে বিরক্ত করছ কেন ? তুমি এখন অন্তঃপুরে যাও ।

মালিনীদেবী—ওগো আমায় দূর ক'রে দিও না । আমার খুকুমণির জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি না নিয়ে আমি এখান থেকে কেমন করে শূন্য মনে ফিরে যাবো !

(প্রভুর চরণে প্রণতিপূর্বক) প্রভো, আমি আবার বাছার হাসিমুখ দেখতে পাবো তো ? সে আবার আমাকে মা ব'লে ডাকবে তো ? (ক্রন্দন)

মহাপ্রভু—তুমি বড় উতলা হয়েছো দেবী । প্রকৃতিস্থ হও,—শোক পরিত্যাগ কর । ভেবে দেখ এ সংসারে প্রত্যেক মানুষ তথা জীবমাত্রেরই মরণশীল । কেউ তা'র মাংসের জীবদশায়, আবার কেউ মাতৃ-বিয়োগের পর দেহত্যাগ করে । এজগতে কোন আগতিক বস্তুই স্থায়ী নয় । 'জাতস্ত হি ক্রব মৃত্যুঃ'...; অতএব প্রাণীগণের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মিছা বাৎসল্য স্নেহে মৃত পুত্রের জন্ত শোকাবুলা হওয়া উচিত নয় । চল' অন্তঃপুরে গিয়ে তোমার পুত্রকে একবার দেখে আসি । (প্রস্থানোত্তত)

[ইত্যবসরে মৃত শিশুপুত্রকে মৃত-শয্যায় ধারণপূর্বক

দুইজন বৈষ্ণবের প্রবেশ]

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

নগর পথ

(১ম নাগরিক ও ২য় নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগরিক—নদীয়ায় নিমাই পণ্ডিত কত অলৌকিক ঘটনা দেখাচ্ছে
তুনেছিস্ ?

২য় নাগরিক—না, শুনি নি তো ! কি অলৌকিক ঘটনা বল্ দেখি !

১ম নাগরিক—জানিস্ নে ? ঐ নিমাই পণ্ডিত একটা মরা ছেলের মুখ
দিয়ে কথা কইয়ে দিলে ! কি আশ্চর্য্য, নিমাই পণ্ডিতের কথায় একটা
মরাছেলে শবাধার থেকে তরাঙ্ করে উঠে তাঁকে প্রণাম ক'রে
শুদ্ধ বাংলায় পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগল আবার শেষে
ঐ শিশু-মুখে সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তিও শোনা গেল।

২য় নাগরিক—তারপর...তারপর !

১ম নাগরিক—তারপর তা'র উত্তর দেওয়া শেষ হ'লে আবার সেই যে
মরা সেই মরা ! ছেলেটা মরে গেল, ...তার শবদাহ হ'ল।

২য় নাগরিক—এ ঘটনা তুই প্রত্যক্ষ দেখেছিস্ ?

১ম নাগরিক—হ্যাঁরে ভাই, আমি স্ব-চক্ষে দেখেছি।

২য় নাগরিক—দূর তো'র চোখকে বিশ্বাস নেই ; কি দেখ্ভে কি দেখেছিস্
তার ঠিক নেই।

১ম নাগরিক—কি বল্ছিস্ ? আমি কি কানা না অন্ধ যে দেখ্ভে পাবো
না ? তুই বিশ্বাস কর্ আর নাই কর এ ঘটনা সত্য জেনে রাখিস্।

২য় নাগরিক—এইবার নিমাইয়ের সব বুজরুকি ভেঙ্গে যাবে দেখ্বি।
কাজীজী সংকীর্তন বন্ধ করে দিচ্ছে। সংকীর্তনের জোরেই ওর
এত বড় স্পর্দ্ধা ! এতো একটা ঐন্দ্রজালিক শক্তি !

১ম নাগরিক—তুই ভুল বুঝ্ছিস্ ভাই ! আমার মনে হয় যে ব্যক্তি একটা
মরা শিশুকে কথা কওয়াতে পারে, সে কখনই সাধারণ শক্তিধর
পুরুষ নয়। দেখিস্-সংকীর্তন বন্ধ কর্ভে গিয়ে কাজীর আবার না
দশায় ধসা ধরে।

২য় নাগরিক—তো'র কোন ধারণা নেই। একটা রাজশক্তির কাছে
সামান্য সাধারণ মানুষের শক্তি কতটুকু ?

১ম নাগরিক—আরে মূর্খ, প্রজাদের শক্তির জোরেই রাজার শক্তি ;
রাজার শক্তির জোড়ে প্রজার শক্তি নয় । প্রজাগণ একমতাবলম্বী
হ'লে যে কোন রাজশক্তিই পরাভূত হবে ।

২য় নাগরিক—তুই একটা মহামূর্খ । বঙ্গেশ্বর হোসেন শাহ'র গুরু এই চাঁদ-
কাজী কি না ঐ একটা তুচ্ছ বামুন নিম্নাই পণ্ডিতের কাছে পরাজয়
স্বীকার করবে...ঐ বামুনের না আছে দৈন্ত, না আছে অর্থ, না আছে
রাজবুদ্ধি ! তুই আমায় বডড হাসা'লি ভাই !...হা-হা-হা-হা... !

১ম নাগরিক—কি, আমায় ব্যঙ্গ করছিস্ ? দেখতেই পা'বি আর বেশী
দেবী নেই । ফলেন পরিচীযতে ।

২য় নাগরিক—যদি বাঁচতে চাস্, আড়ালে-আব্দালে বেড়াবি । খবরদার,
—প্রকাশে কোথাও বেড়াস্ নে ।

১ম নাগরিক—কেন, কি হয়েছে ? পাপ করলে তা'র সাজা পা'ব এতে
আর কি আছে ? তা'বলে ভয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে থাকবো না কি ?

২য় নাগরিক—আরে তা' বলি নি । পাপের সাজাকে আমিও ভয় করি
না । তবে কিনা যুদ্ধে মরে গেলে ঘটনা দেখ'বি কি করে ?

১ম নাগরিক—তা' বটে । চল্ দেখি গে ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় ।
(উভয়ের প্রস্থান)

বৈষ্ণবদ্বন্দ্ব—(মৃত শিশুকে নামাইয়া রাখিয়া মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম
করতঃ বিনম্র ভক্তিযুতচিত্তে দণ্ডায়মান রহিল)

মহাপ্রভু—এই তো দেবী...তোমার পুত্রের মরদেহ এসে গেছে । (মৃত-
শিশুটির প্রতি) কি হে, তুমি এই অল্প বয়সে শ্রীবাসের গৃহ ছেড়ে
যাচ্ছ কেন ?

খুকুমণি—(শ্রীবাসের মৃতপুত্র)—(শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক মহা-
প্রভুকে (সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক) প্রভু, আপনি কৃপা করে এই অধমের
জন্ম-জন্মান্তরের সর্ববিধ অপরাধ ক্ষমা করুন । আমি নিজ কৰ্ম্ম-
ফলে বহু উচ্চ-নীচ লোক ও লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে এবার
সৌভাগ্যফলে আপনার পরম প্রিয় ভক্তের গৃহে জন্ম লাভ করেছি ।
এবার আপনার অহৈতুকী কৃপায় আমার ত্রিতাপ দুঃখ জ্বালা স্পর্শ
করিতে পারে নাই ।

বহুকালে আলনার কীর্ত্ত প্রচারের বৌদ্ধাধ্য স্যাত্ত কঠোরি। ফলে
আপনার কলুষের আচার দ্বিধাজ্ঞান হইবেহো। এ দেশের নিরীক্স
যুগ্মিল আর কি এ পৃথিবীতে থাকে বাত এতু। এখন আনার কল
কল্পন যেন আমি বকনক আপনাকে বা কুলি। এতু, তে কীর্ত্ত বাণ,
কে কীর্ত্ত বকন [...দকলেই বিল সিন কল্লি কুলর কারে বকনিক
ঐরসে ঠাঁকুরর আর বাণী তাপো বিল, কুলকির এখানে ছিলার।
এখন অক পূরে চলার। এতু আপনি বকনক, পরমেশ্বর। আপনএক
অন্য কি জানাণো। আপনার নিরীক্স অতরা কল্লার শক্তি কীর্ত্ত
আর। লীলারত, আপনান মহামুক্তর লীলার আপনার দাক্ষ্য বর্ধন
পোর আমি কল্লার ক বক কটিলার। আমার এ কল্ল সার্বক হ'ল।
বকনিক আপনার লিখলখে উপার।

"ননো মহাবদ্যজ্ঞান কুল প্রেব-প্রচার সে।

কল্লার-কল্লিকৈবর-লার পৌর-বিশেষ বর

লকল্ল-বক কল্লার কল্লজ্ঞান বকল্লার

কল্লারতারা অকল্লার বরানি কল্ল-বকল্লার।"

(বাটক গ্রন্থে কছিল)

[অবকর সিগ্গী লীর বইকে পুকের ভরে কুল বরণ করিবা শব্দার
কটিলার কুল। কল পূরে কুল ঐকল অপুরি কল্ল কল্লি কল্লল
নিরীক্স নটর কল্লার-বাকরে মর বটিলার। আলিমীদরী এই কুল
বকরে কুল্লার কল্লার। মহাপ্রক্স আলিমীদরীর সের সার্ব করা
বাকরে বেরী সখি কল্লিবা লাইল। কটিলার কল্লার]

অজ্ঞাপ্রক্স—(আলিমীদরীর প্রতি) বেরী, এরার প্রকৃতিক হক। কুলি ক
ঐরাস ভোমরা বকনক কল্লার অকল্লার ঐর। (কুলের কিলে অকুলী
নির্দেশপুল্লিক) কল্লারার এই অকিলেহে কলে বোক। এবন আমি
এ নিরামক কল্লারকে বিতাপুল্লকণে কলিলার। বেরী, কুলি লক
কল্লার-আ আলসের নিবেরর কর, আলরা ভোমরে পুত্ৰজ্ঞান সকল
আল-প্রাক্সা পূরণ কর। এবন অজ্ঞাপ্রক্সিবে বোক পরিভাণ
করে আলদিবকে ভোমর পুত্ৰক বিস্তা করে ব্রহ্মবরে নই হক' গো
এবো ঐরার, আল। নিরামক, এইপিগ্গীর অকল্লি-কিলে কল
কল্লারীবে বট।

সকলে—কল মহাপ্রক্স। কর বেরী বরি। (বকলের প্রচার ক প্রকাশ)

(ক্রমশঃ)

—ঐতিহ্যরত্ন মণ্ডল, কবিকুলধর

যেখনিহু তাত্ত্বপদে লিখিয়া ন কিংবা মাতৃদ্বী চ বাহনু
নকীয়াসনা হঃ লবণঃ শবণাঃ পতোঃ সুকৃৎঃ লবিজাতা কপ্তম্য ন
যনোক্তঃ দীতারাঃ—

১৮৭১বৌদ্ধ শ্রদ্ধাভিযান, বর্ধা নৌয়া বনজান ট
 নকশাক্রমে বর্ধা টিউ অফিসেরা আক সুলেভা
 ক্রমে রেখা খসে—

ସଂକଳନ: ସା. ଉପାଧୀ ନାମିନି, ଲିଂଗୁଡ଼େନା ଚିକିତ୍ସାକରୁ
 ବିଭୁବନେଶ୍ୱରସିଟିକେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ
 ସମ୍ପାଦନା: ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ—

निर्देश: देखिएकिया साया: ७८५: बकिया नय न।

தேவதாசன் கவி. தொகுப்பு: ம. சுவாமிநாதன். பக்கம்: 1

অতএব ঐশান্যায় পুস্তিক হইলে তখনই সমস্ত দেবদায়ন, ও প্রাচীন
এবং বিবিধ পিঙ্গুলাক পুস্তিক শুদ্ধ করিয়া জ্ঞাত্যে লভিতব্য হয়। ঐবিহীনাল-
লংহিকার ঠিক হইয়াইবে যে, লাবিপুস্তকের পুস্তা দ্বারা দেবদায়ন, পিতৃবচন,
জীবনমুখ, লেখোপালভন, স্বর্গ, চন্দ্র, বললাহি বহুপ্রকার ললন সহিত পুস্তিক,
মহুই ও পবিভূত হব, সেই আদিপুস্তক খোবিলানবাক আনি তজনা করি।
ঐদেবদায়নকেও ঠিক হইয়াইবে, যেহেতু পুস্তক বুলানায় কলসেও করিলে
লাখায়েলাবা পত্র-পুস্তক বল সকালই বজ্রবিত থাকে, যেহেতু পাকস্থলীকে
আবার ঐহেতু করিলে বসক হইবে লাবিপুস্তক ও বাজর থাকে তজ্জন একবার
অনুভবের (অর্থাৎ কোটি কোটি মহাশয়গণের বিবিধ বিভাব্য) আদ্যমহে
করিলে দেবদায়ন, পিতৃবচন সকালই হাকিনের পুস্তিক হয়।

ঔকবদীতাবল ঔক বইবারে দে, অর্জুন । দিব্যভালপেব এবং বসিগবেব
এবে অর্জুনি বসি। বারো । অমোহ পুতাব মাঝে তাকাকব সকলেই
পুত। হু, ও বিবাবাকাবল বালক বারো । অর্জব বেবাবাক হু হইয়েছে,
বাবব বিজুবরেপেণিট হু। ল ঔকত বর্জবক বাজিলপেব কবে লাব সকল
হাব, গিগুববাকিবাি বা কুগবাব কবিবেব বা । ঔ। ল কোণালতট ঔক
বলেব, অর্জববিবঃবা ঔককপখাি বর্জবে এবং পণেশানি । ধবজাব পুত।
। বব হইবারে । ববি বল, অর্জবে বর্জবজোত বচলএবাব হইতে তাবা
লাব দে বাহিণ বজোতট ইহবসাবে আগব কবিলে ববটি ঔপে, অর্জব
হইতে হু । ঔককব ঔ। । ব, কব সকলেব পাফ হই। লও ধাবব। বৃককক
নিবটি হইতে ঔ। ঔপববেব ববেবে ঔ। বিট বহুভাবে, দেই অবকপব

পুষ্পাচারি নরমায়েতাই এই কন প্রকাণ্ড কর কন লা। যেকন্তু রাজ্যমোহমি
 নিরুজ্জ্বলমাত্রে প্রমথ হইতে পারা। তার দ্য, নগীপ্রমে অবস্থিত হুগুন। প্রের
 লসকেই গুণসকল নিগট করিতে লক্ষনভার। রাজপুত্রের অপধর্মিলসেই উদ্বিষ্ট
 নটে। করকরগুণ লাভ করেন অর্থাৎ এনদায় রণী হুগুন। নৈন রতন
 প্রদ্য করেব, জিবি লেন, রমি, কুত, অশ্বার, নগুন। এমং পিতৃপুত্র
 নিকট দ্বী বা উদ্যোক্তল নিজন কন লা।

যদি বলঃ কৃত্যবান না হইয়া আশাশি জীবনযাত্রা—বিশেষতঃ বৈষ্ণবের সহস্র
অন্য-কর্মের বিবেচন, কিছুকালের জিহ্বাক্রান্তন চম্পোনক জিহ্বের নাতীত
অন্যকালের প্রতি বিমুখতাবশতঃ কবিবিশেষের জীব ওর্ণব-প্রাক-বিত্তিয়ারস-
সংরতিকত্ব-জিনার ৫২ আশা। ইহাকে তিনি শুদ্ধ নবুৎসে অবিচ্ছিন্ন
নিজলোকে সমন করেন। কিছু কালবানের কনক সেরক চক্ৰময় নিজঃপ্রাণের
জিহ্বাক্রান্ত অগ্নির পরমারমণ্যারন পরমাম-জীবনযাত্রা পুঙ্খবোধের জিহ্বাক
কাল্য কারণ। মেহেতু জগৎবাহ অনন্তপরমেশ্বরের একমাত্র রেখা, তিনি
জিহ্বাক্রান্তের রেখাক্রমের জিনা প্রবর্ত করেন না। শুভ্রাৎ জগৎবাহের অনন্ত
সেরবধন নিজা জগৎবাহের সমন করিয়া জগৎবাহের জাতীতি-সেবারলে কিছুক
বইবা থাকেন। বারিতি-বৈষ্ণবের উক্ত বইবাতে। কিছু উপাসক গুরু নিজা
বৈষ্ণবিক, বাবা, বাস, বন্ধ, বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব কণ্ঠ কথনক বিবিরের না।

(2007)

— **सिद्धान्तोदयार्थक व्याख्या**

ଭବିଃ ଓ ଭାବି

[illegible]

অসমাপ্রিতের আবার করা কাবার ? যিনি অতঃপরপক্ষ আশ্রয় করেন
নাহি, তাঁরাবই বসত কর । ওর, ঠৈরকব, ভগবান্দু—রওলেট অতর । “অরয়ের
আহি” কি কখনও ভরকে তব কার ? ভর ভ’ বেবাধে খাটাতই লাগে না ।
খাটাতই অতর-বাদ্দু আশ্রয় ভারত, অ’রর রেখারে এনেলাদিবার রাই ।
ভররানে কাল রা মুক্তা । হরিমারর অধীমার’র খালর হস্তাভ্যাক রাই ।
ঐরাম অতর ও লম্বত । সেট ঐমারর আশ্রয়ে রা হরিম’দের রা রাম-
করের ভর রা মুক্ত রাই । হুদর্শন তাঁরাবের বক্তক । তাপা-বর্ণাভই ভর ।
বেবাধে সেরাবর্শন রা কুস্তবর্শন, সেরাব ভর রাই । ভীত ভক্ত শর ।
লরীরে অতি অত্যন্ত বধতা বাধিলেই মুক্তা ভর আলিরা উপ’কত ভর ।
হরিম’দেরই মুক্তার থাকে । বহুভক্ত বৈক্য, ভাবেই ভিত্তি কিছুই কপ-
ভিখারী বা আশ্রয়-প্রার্থীও নিকট ভরাহ হারন । দ্বিতীবাভিরিবেশ রাইতেই
ভর ভর । ঐহরিম’দের লক্ষ্মীলর রাটীত নিজ ভোবের ঠিকার আরা চিত্তা
করা বার, ভায়েতেই দ্বিতীরাভিরিবেশ উপ’কিত ভর । ভুক্তভর এক রা
রাই দ্বিতীর বক্ত । শ্রীক অধীতীও অররভারবক্ত । ভক্তাভিরিবেশই
ভোদবুধি । ভোদে অতিরিবেশ থাকিল ভেবে অতিরিবেশ দাক্ত বইতে
গাভর বইতে থাকিরা । ঐভক্তভিত্ত্যাক ও হিন্দুসিরেনেবের কপার এই
দ্বিতীরাভিরিবেশ রা লেখাবুধি হুত হুত । ভর ধার’র ভর করে, সেই
লম্বিকর ঐভগবান্দুকে আশ্রয় রা হইলে ভয়ের রাও বইতে নিষ্ঠুর রাই ।
যে’কার একারে একেব প্রতি—একেব প্রতি অভিনিরশ রওরা চাই ।
একাভিরিবেশ রা বইলে দ্বিতীরাভিরিবেশ কি কতিরা রাইবে ? অরতে
অভিরিবেশই দ্বিতীবাভিরিবেশ । অভিরিবেশই লম্বত । দ্বিতীর রা ভক্তের
প্রতি অভিরিবেশই অসংসদ । অসংসংগে রাই এই অসংসারর কবল
বইতে নিষ্ঠুর পাশরা রাইরা । দা’ভাতিমার দ্বিতীকতা, আর প্রকৃ অভিরাসে
ভর । বেবাধে লজা লইখারই ভর । ভক্তবৈক্যবক্তা মুক্তভোত—লীর দ্বীত
কাহ্নালের ভর রাই । ভগবান্দু ভক্তকে লস্কবণ বক্ত ভয়ের জাট প্রণয়
র্যকিত ভর রাই । প্রজ্ঞাদের লহ ছিল কি ? তাঁহার প্রতি এত অত্যাচার
লঙ্ঘন তিসি কি অসমাপ্রিত কুসিরাগিলেত ? হুদর্শন লক্ষীরা বক্তক একা
কবিবোহর । নহাভেজদী ভক্তবি কুর্কাকর যোগতলভাতা কলরভিত্ত্য
অবিহুত । কৃত্যা বখন কালানের ভক্ত ভক্তপ্রয় ঐহবরীবেশ প্রতি বা’নিত
রাইল, তবর কলরভিত্ত্য ঐহবরীভ ভীত হরীরাগিঅন কি ? অসংসংগে

সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নির্ভীক সৌন্দর্যবোধ বহন'র স্টেডে একতুল্য বিদ্যুত হব বাই :
 মাঝাঝাঝী সীল পরিহার ঐক্যের প্র'তি যখন বসবসনের জীবন সত্যাতার
 হুঁসাড়িল বলাব কিম্বি জু'ত স্টেয়ারিালব কি ? মুকুদবলদেশ জাণ্ড হইবার
 কি 'তি'ব অল-অটল থাকি'ত স্ফুগজীবন'র এ'ত কথা বলে'ব বাই ?—

बुद्धिमानों ने कहा कि यह एक बहुत ही अच्छा विचार है।

[illegible]

২-কবচচূড়ারবি কবচগুপ্ত প্রিথিৰ মলিনাঃমম বে. মাংসাত্ম-পশ্যন্তম কাম
 মাতাঃকেন্দ্ৰ তব কদমম মা । অ'মল মণী তু উদাহাটি—কেন্দ্র বিগ্ৰহ । কাম
 উদাহাটোবট লালক একমাত্র কবচগুপ্ত ।

ଯୁକ୍ତମାନେ ତର କରିବାକୁ ନି ଆସନ୍ତେ । ଏକଟା ଦେହ ଜାତିଆଁ ଆଉ ଏକଟା
 ଦେହ-ଶରୀର ହେ । ଏକଟି ମାନବ ହା ଏକାଧିକ ଜାତିଆଁ ଆଉ ଏକଟି, ମୋହକ
 ଶ୍ରବଣ — ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରବଣ ବିହୀନ । ନି ଆସ । ନାମାକାଶ୍ମେଟି ଅନ୍ତ-ସ୍ତରମାନା ବିସ୍ତାର
 ହେ । ସାମାନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଉ ଗର୍ଭେ ବାସ କରିବୁ ବସ ନା । ଆଉ ସାମାନ୍ୟ
 କଲ ମାତ୍ରାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠକର୍ମାଗତ୍ୟାତ ହେବାକୁ ଦୃଢ଼ାବା ଶିବାବଦେ ଆଶ୍ରୟ
 କରିବାରେ, ଶିବାବଦେ ଆସାର ତର କୋଷାବ । ବିସ୍ତାର କରିବାର କରିବେ
 କରାନ୍ତ ମତ ଅବସ୍ଥିତି ମାଟିର ଦାଶିତ । ବିସ୍ତାରରେ ବୃଦ୍ଧତାରେ ଆଶ୍ରୟ
 କରିବେ ଶ୍ରବଣ ତର ମାଟିର ଦାଶିତ ମାନବ କରାନ୍ତ—ଏବଂ ଜୀବନ, ଶ୍ରବଣ, ମତି,
 ବ୍ୟାଧି—ସବୁ ମାନ ଶିବାବଦେ କରାନ୍ତ କରାନ୍ତ ଦୃଢ଼ାବିତ ହେବ, ବିସ୍ତାର । ଦେହାନ୍ତର
 ହେବ । ଯୁକ୍ତମାନେ କରିବ କରାନ୍ତ କରିବେ ।

বর্তমান সংখ্যায় সম্পূর্ণ অর্থবছরের ৪ আউট ইট্রোপ উদ্যোগ সম্বন্ধে খবর
 প্রদত্ত হইবে,—

अथैकं कृत्वा दशमोऽङ्कः समाप्तः ॥

ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନସଭା ସଭା ନିର୍ବାହୀ ଓ କର୍ମୀ : (ଭା: ୧୩/୧୦୦)

এই অমর্যবৃত্ত অমর্য সংঘেব্রীহির ভবনবসনেন্দো অর্থাৎ তাঁহার
যেহাবুদ্ধিতে বিহিত বস্তুভূটানন্ত প্রীতির বর্জনা অস্তর্যব । অনিত্যাদ্যব-
হিতের "অ" অর্থাৎ বোঝ বইয়া সত্য-বস্তু অর্থাৎ উত্তমভিত্তি ভীষণ
এ অমর্যবৃত্ত-পেয়া বইতেই বস্তুপূর্ণ ভবনুর বস্তুতা পাইবে । কোম বিহি বা ভব
অস্তের পশ্চিমাপথে বাধা ভবাইতে তা তাঁহায়ে বস্তুভূত কথিতক আদে নী ।
সকল কল বিহি আদে কিছুই চাই না, সারি কিছুই আদে নী, সারি । বা
বিহিৎকো আদে আদে দেন না । তাঁহার অস্তর আ"হর ভবনয় । যে পশ্চিম
অমর্য চিত্তাক হক, তাঁহার ভব থাকিবে কি প্রকারে ?

আমরা শুনিলাম,—নিষ্ঠানাতিমিহনেল নষ্টেতে ভবত্বম । 'যই বিদীয়া-
চিনিবপসি কি।' 'সোবোয় প্রতি স্বতিনিবেশই নিষ্ঠানাতিমিবেশ । 'ভাকু-
অভিহান বা পুত্ৰবাকিহানে দ্বিতীয়াতিমিহন হন, আন 'পবনাতিহান' পব-
কনবানেন প্রতি অভিহান হইয়া থাকে। 'অতি কুজনস, আমান দাবা
কিছু ননষ্টই 'অধেশবার লগ, কলই আমান একষাও নেনা প্রানলকি, তি'নই
অবহার প্রহন, শালক ক প্রিহজন'—এইরূপ স্বতিনিবোশব অজ্ঞান নিষ্ঠানা-
চিনিবেশ। 'যেখানে কলমিহুতি 'যইখানেই চিত্তা বা ভব। 'লল কখনক
কনবান্য ক কুলে বা, শবদ কলমেবান্না হইয়া ললকল ভবনখলেশবন হুত
হাউক বসিনা স্তানা বা সমস্ত ভন ও হুগেনে অসীত ।

জীব মন ও দেহ নষ্টাত সম্পূর্ণ পুত্ৰক ক চিত্তলগ্ণতীম নষ্ট। 'জৈনবর্ষ বা
আশ্বিনবর্ষ পুত্রিবর্জনীয় কলিত্ত অবিহা নবোনবর্ষ আন। 'জীব চেতন—নষ্ট-
মননতীম, বংশাক, অজন । 'তিনি কলকলকলকল কলকলকল নষ্ট, লক,
লকী, নীট, লকলকি 'মিহিন পুত্রিবর্জনীয় বোহ প্রমেন কলিলক কোন
ঐক্যাদ পনিবর্জন নন না, মিহা অগ্গার আকনা ইবান কন, পুতি,
লকিহান আ-বাকান ইনি অকন, অগব, অলকিহাণী বা লক কিছু নেন অকন
ঐক ইবাহ বিলগীত-লকিহাণী; হুগবার আ-লক ।

নষ্টক বর্ষ এবা আকন নষ্ট এক হইতে পারে না । 'হাটানা নেন অ
নবে অমিহিহিট, 'হাটানেন কব পুত্ৰ দেবী । 'কিছু বাহাট দেহ ও ননে
অ'কলিহিট ননেন, অকল, 'হাটীক-লক'লনেন না ক'কল বাহাট মিহা বীম
অজ্ঞান অশিহ, 'হাটানা ভলকল দেব, হা অকল ও এই সম্পর্কে সম্পর্কিত
হানতীম কল ঐক-পুত্ৰ-কল, 'হুত, নবানি নষ্ট ঐকলনেন ঐকলনে অর্জন
কলিনাকেন, 'হুগবার 'হাটাবের 'আকল' বলিতে অবে কিছুই নাই । 'আমান
হুত না 'হাটা হুত নাল হইবে বলিহাই লোক কল পায । 'মিহু 'হাটা হুত
'হাটাব নাই, 'মিহি 'মিহক কলকন এল কলকল 'মিহক বলিহা জানেন,
'স্টানান কল হাটাবা কন ? 'তিনি 'ক' কনকল নই নষ্টাব না । 'হুগবার
'ননানে লল লক, 'যেখানে ভবক নাই । 'কলকল 'মিহেন কোন চিত্তা নাই ।
'তিনি ললকল কলকিহা কলন । 'তিনি কলবানেন অশিহ বলিহা
'ঐকলনাই স্টাটাব চিত্তা কলিনা বা কন । 'লগলগলেন কন নাই । 'অলকল-
'আকনই কব । 'যেখানে 'কিহি, 'লেন'নে ললললি নাই ; 'যেখানে ললললি
নাই, 'যেখানে লকিও লক । 'নইকলই ললকল, 'লকি ও 'কিহি 'হুগল
একলকল হাউক না ।

—ঐচিয়গানকদাস প্রমোদারী

महाराजा विजयशक्ति

[illegible]

লাগিয়াছিল তখনও। তখনো বঙ্গ বাঙালি যে অসুবিধার পতিত বহু, তাহা বহু
 বিদ্যাবান কণা করে। কিন্তু নিখুঁতরূপে জগদন্তর্য্যাপ্ত আশ্রয়ের অধিকার
 কতিয়াকাল বঙ্গ জাতি হান্ধবের মোটে যা ভারতীয় জাতি অকলাপ করণ
 হতে ইচ্ছা করতই হুঁশেব কণা। লিখিত দ্বিত্ব ত্রিগুণাক তাৎপর্য্য—অনির্ঘূণ-
 জাত বহুজাতকে যে অনন্ত নিম্নতম নিম্নে জনিত। যাঁহাদের অংগ্রসি
 নিখুঁতচিত্রিত নতুন জাতিগণ। তখন বঙ্গোত্তরবঙ্গে লব্ধবিশ। লব্ধবিশী নতুন
 কুম্ভা নবীক করিব্যবে কর রে লব্ধবিশ বঙ্গজাতি। তাহাও কী জীবন
 পরিচয়, অংগ্রসি আচারেও কুই আঙি সিং বঙ্গবিশ। লব্ধবিশের
 অসংখ্যচিত্রিত জাতিগণ বহু বহু জনিত। ঐক্যবিশিষ্ট যে ঐ ঐক্যবিশীকে গ্রাম
 কান জাতি অসংখ্যক অসংখ্য বহু জাতি লব্ধ করিব্যবে। এই বহু
 জীবনপরাভব লব্ধ।—“লব্ধবিশবিশীকি ন প্রবোধে বহু বহু” যে জাতি
 আচার প্রবোধে বহু, তাহাও প্রবোধে বহু বহু—বিশাক করিব্যবে
 বহু বহু। কান জাতি বহু বহু তাহাও বহু বহু আচার আচার

“সংসর্গজা দোষাঃ গুণাঃ ভবন্তি।” এখন সন্দেহের বশবর্তী হইয়া যদি পরনিন্দা, পরচর্চায় পঞ্চমুখ হই, তাহা হইলে ঐ কার্যের জন্য ত’ ভীষণ অসুবিধায় পতিত হইতে হইলই, তদতিরিক্ত যাহার প্রতি সন্দেহ কবিতেছি তিনি যদি প্রকৃত সাধু হন তাহা হইলে সেই সাধুও চরণে যে অমার্জ্জবীয় অপরাধ হইল তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাটবার বিন্দুমাত্রও উপায় নাই। তাহাতে বিনাশ বা ত্রিতাপের লোহ শৃঙ্খলে দৃঢ়াবদ্ধাবস্থা লাভ অবশ্যজ্ঞাবী।

বাহ্যদৃষ্টিতে সাধু চেনা যায় না। এই জন্যই ঐশৈবন্তসম্প্রদায়ের বালেন, “বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝায়” আর শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর সাবধানবাণী— “দৃষ্টেঃ স্বভাবজনৈত্বপূমচ্চ দে সৈ র্ন প্রাকন্তুমিহ ভক্ত-জনস্ত পশ্যেৎ।” কিন্তু মঙ্গলকামী এইসকল আচার্যগণের বাণী আমাদের কর্ণকুহরে প্রদ্রষ্ট হয় না, কর্ণ অগ্রসর করি অন্তের নিন্দা-শ্রবণের জন্য অন্ত্রায়ভাবে কেন, ত্রায়ভাবেও যদি কেহ আমার নিন্দা করে, তাহা হইলে আমি ‘তেলে বেগুনে’ জলিয়া উঠি, অথবা অপরকে অন্ত্রায়ভাবে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করি না।

নির্ণয়সর ভাগবতধর্মের অনুলীলনকাবিগণ বাস্তব-বস্তুরই উপাসক— সন্দেহের নহে। সুতরাং সন্ধিগুচিস্তুজনগণ ভাগবতধর্ম বা বৈষ্ণবধর্ম অবস্থিত নহে একথা মুকুটধে বলা যাইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয় ব্যতীত নিত্যমঙ্গল লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। সন্ধিগুচিস্তু হইয়া অপরের বশ স্নান করিবার জন্য—সাধুগণকে অসাধু প্রতিপন্ন করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগি আর গৃহাসক্তির অঞ্চলতলে অবস্থানপূর্বক ভাগবত আলোচনার ছলনা করি! ভাগবতের শিক্ষার বিরুদ্ধে এই যে, অভিযান, ইহা কি ভাগবত আলোচনা, না ভাগবতের সঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ? আবার বাবাজীর বেশ পরিধান করিয়া স্ত্রীলোকদের সতিত সৌখ্য স্থাপন-পূর্বক তাহাদের সন্দেহ হইতে উদ্ধৃত মধুর-বাণীতে ভরপুর হইয়া চতুর্দিকে তাহা ছড়ানোর যে হীন-চেষ্টা, তাহার সতিত ভাগবত শিক্ষার কি সম্বন্ধ, অথবা ভাগবত এইসকল ব্যক্তির গতি কি নির্ণয় করিয়াছেন তাহারও আলোচনা হওয়া দরকার। বয়স হইয়াছে, চুল পাকিয়াছে, যমের দ্বারে এক পা দিয়াছি কিন্তু তথাপি ভিত্তিহীন কুংসা রটনাদ্বারা অপরকে হীন প্রতিপন্ন করিবার বা আমি যে-বিষে জর্জরিত হইতেছি সেই বিষে অপরকেও দগ্ধ

महाराष्ट्र विधानसभा

[illegible]

সাহিত্য-বিষয়ক কথা-বার্তা হইতে যে অহরিরাম পণ্ডিত হইল, তাহা পুঁর
 রিস্মাৎ কথ্য হইবে। কিন্তু বিপ্লবের ভাষ্যকম্পর্কিত আশঙ্কের অধিকার
 করিবার যে এক ব্যক্তি সংস্কারের জোরে বা জামাইবাঁধিমা অনুশাসন করণ
 করে টকা খাই গুপ্ত কথ্য। বিজ্ঞের বিদ্রোহদুর্ভাগ্য বা রেবিকা—রতিপুঁক-
 জাত পরঃপ্রোক্তার অসম্পূর্ণ বিবরণের বিবেচনা সাহিত্যেই তৎপ্রতি
 নিশ্চয়াক্রান্ত লক্ষ্য বা বাসনা। তদুপাধোভবশে লব্ধিকা পরঃপ্রোক্তার
 কৃৎসন করণ করিবার ক্ষমতা যে সন্তুষ্ট হইতেছে। জ্ঞানার কী জীবন
 দিহায়া, তৎপ্রতি আশঙ্কিত হইয়া আছে। বিদ্রোহ পরঃপ্রোক্তার
 অসম্পূর্ণ লিখিত কাণ্ডের সঙ্গ হইল বসিয়া। ঐক্যবোধের যে ঐক্যবোধীকে প্রাস
 ক্তার জ্ঞান অধিকারের আশঙ্কিত হইল। লক্ষ্য করিবে। এই এক
 দ্বিগুণবোধের লিখিত — “পরঃপ্রোক্তার লিখিত কাণ্ডের লিখিত হইবে” যে লিখিত
 জ্ঞানার প্রাসকত করি। জ্ঞানার প্রাসকত করিবে হইবে—লিখিত করিবে
 হইবে। জ্ঞানার প্রাসকত করিবে হইবে হইবে হইবে হইবে হইবে হইবে হইবে

[illegible]

कावायः ४५ : १३५। अर्वाचिनामः १३६-१३७।

कृष्णविवा विद्युदेवा भान । श्रीकृष्णाय नमः ।

[illegible]

[illegible]

*सूचक: आचार्य व कुमार

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

गणेशजी गणेश गुरुजी का हस्त लिखित

॥ ऐतद्विष्णुः सर्वभूतहिते रतः ॥

ବିଶାଳବିତ୍ତ (ସ୍ଥାପକ) ଡି.ପି.ମୋହନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ—

— ३३३ —

मन्त्रः अथापुनरपि नास्ति सूत्रादुत्पन्नः ।

ସମସ୍ତ କର୍ମେ ସଫଳତାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ।

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাক্ষং সাদ্রোপাঙ্গাস্ত্রপার্শ্বদম্ ।

যজ্ঞৈঃ সংকীৰ্ত্তন প্রারৈষ্যজন্তি হি স্ত্রমেধসঃ ॥

মহাভারতে—

সম্মাসকং সমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণঃ ।

সুবর্ণবর্ণহেমাদ্রো বরাস্কন্দনাঙ্গদৌ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়—

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ হৃষ্টতাম্ ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে ॥

পদ্মপুরাণে—

কলেঃ প্রথমসঙ্ক্যায়াং গৌরাদ্রোহং মহীতলে ।

ভাগীরথীতটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥

গরুড় পুরাণে—

কলিনা দহমানানাং পরিভ্রাণায় তনুভুতাম্ ।

জন্ম প্রথমসঙ্ক্যায়াং করিষ্যামি দ্বিজাতযু ॥

অহং পূর্ণো ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ ।

মায়াপুরে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥

কলৌ প্রথমসঙ্ক্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি ।

দারুভ্রম্সমীপস্থঃ সম্মাসৌ গৌরাবগ্রহঃ ॥

বায়ুপুরাণে—

ভুক্কো গৌরঃ সুনীর্ঘাঙ্গস্ত্রিপ্রাতস্তীরসন্তাঃ ।

দয়ালুঃ কীৰ্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌযুগে ॥

নারদীয় পুরাণে—

দ্বিবিজা ভুবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তকপিণঃ ।

কলৌ সংকীৰ্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ ।

ভগবন্তুভূরূপেণ লোকং রক্ষামি সর্বদা ॥

কঙ্কপুরাণে—

অস্তঃকক্ষো বহির্গৌরঃ সাদ্রোপাঙ্গাস্ত্রপার্শ্বদঃ ।

শচীগর্ভে সমাপ্নুয়াং মায়ামানুষকশ্মুকং ॥

ভবিষ্যপুরাণে—

আনন্দাশ্রুতলাবোমহর্ষপূর্ণং তপোধন

সর্বৈ মাংসেব দ্রুতস্তি কলৌ সন্ন্যাসিকৃপিণম্ ।

উপপুরাণে—

অহমেব কচ্ছদব্রহ্মসন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ ।

হরিভক্তিং গ্রাহরামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ।

বস্তুতপক্ষে ঔদার্য্যলীলাময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তায় যাহাদের সন্দেহ তাঁহারা মুখে যাহাই বলুন, মাধুর্য্য-লীলাময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ভগবত্তার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম । “মনুষ্যে ভগবত্তারোপ” ও “ভগবানে মনুষ্যভারোপ” প্রভৃতি হইতে নিকৃতি লাভ করিয়া যাহারা আত্মকল্যাণ লাভে যত্নবীল আমরা তাঁহাদিগের নিকট শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের নিম্নলিখিত সাবধান-বাণী কীৰ্ত্তন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি ।

ভ্রাতঃ কার্ত্তিক নাম গোকুলপতে রুদ্রাম নামাবলীং ।

যদা ভাবয় তত্ত্ব দিব্যমধুরং রূপং জগন্মঙ্গলম্ ।

হস্ত প্রেমমহারসোজ্জ্বলপদে নাশাপি তে সম্ভবেৎ ।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ যদি কৃপাদৃষ্টিঃ পতেন্ন তস্মি ॥

হে ভ্রাতঃ, তুমি গোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণের মহাশক্তিশালী নামাবলীই উচ্চৈশ্বরে কীৰ্ত্তন কর, অথবা তাঁহার জগন্মঙ্গল দিব্যমধুর রূপই ধ্যান কর,— যদি তোমার প্রতি শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি পতিত না হয়, তবে তোমার সেই পরমোৎকৃষ্ট উন্নতোজ্জ্বল প্রেমরস-বিষয়ে আশাও সম্ভব হইতে পারে না ।

নিবেদন

“শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা”র বর্তমান বর্ষ প্রায় পূর্ণ হইতে চলিল,— সুহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট সান্ন্যয় নিবেদন যাহাদের আনুকূল্য এখনও প্রদত্ত হয় নাই তাঁহারা যেন অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করেন ।

বিনীত নিবেদক,—

কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

কয়েকটি জ্ঞাতব্য-বিষয়

কাকুতি করিয়া যদি কৃষ্ণে ডাকে একবার ।

কৃপা করি কৃষ্ণ তার ছাড়ান সংসার ॥

মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায় ।

ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় ॥

কৃষ্ণ আমায় পালে, রাখে' জান সর্বকাল ।

আত্মনিবেদন-দৈন্তে ঘুচাও জঞ্জাল ॥

কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল ।

মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল ॥

পরস্পর বিপরীত

কাম ও প্রেম । দৈবী ও আত্মরী সৃষ্টি । অনুকরণ ও অনুসরণ । শুদ্ধ
ভক্তি ও বিদ্বা ভক্তি । যুক্তবৈরাগ্য ও ফলবৈরাগ্য । বন্ধ ও মুক্ত । ভক্তিগত
ও ভক্তিশুভ্র । অপ্রাকৃত-সহজিয়া ও প্রাকৃত-সহজিয়া । চিত্তস ও জড়রস ।
বিলাস ও বিরাগ, শ্রীধাম ও গ্রাম । শ্রীকৃষ্ণ ও মায়া । সেবা ও ভোগ ।
সেব্য ও ভোগ্য । নাম ও নামাপরাধ । পুতুল ও শ্রীবিগ্রহ । জল ও গঙ্গা ।

ক্লেশ ও তাপ

পাপ, পাপবীজ ও অবিশ্বাস—ইহাই ক্লেশ । অধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক ও
আদিভৌতিক—ইহাই ত্রিতাপ ।

দশা

প্রবণ-দশা, বরণ-দশা, স্রবণ-দশা আপন-দশা ও সম্পত্তিদশা ।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম

গদ, হস্ত, জানু, বক্ষ, বুদ্ধি, মস্তক, বাক্য ও দৃষ্টি দ্বারা অষ্টাঙ্গ প্রণাম ।

মবেচ্ছা

অর্চন, মন্ত্রপাঠ, যোগ, যাগ, বন্দন, নামকীর্তন, সেবা, চিহ্নধারণ
অর্চন ও বৈষ্ণব-আরাধন ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



গৌড়ীয়-পট্টিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা স্বাস্থ্য স্বপ্রসীদতি ॥

সেই বর্ষ শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিংশত ।

অত্র বর্ষ অষ্টরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় ঘটি নৈলে পও সেই শ্রব ।

২২শ বর্ষ { অনিরুদ্ধ, ৪ নারায়ণ, ৪৮৪ গৌরাক
বুধবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭ ; ইং ১৬/১২/১৯৭০ } ১০ম সংখ্যা

সান্ন্যাসাদং

শ্রী ব্রজবিনাস-স্তবম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

ঘটক্রীড়াকুতুকিঅমনা নাগরেন্দ্রানবীনো

দানী ভূত্বা মদননৃপতের্গব্যাদানচ্ছলেন ।

যত্র প্রাতঃ সখিভিরভিতো বেষ্টিতঃ সংকুরোধ

শ্রীগান্ধর্ব্বাং নিজগণবৃত্তাং নোমি তাং কৃষ্ণবেদীং ॥৭৭॥

ঘটক্রীড়ার কুতুকিতমনা নবীন নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, প্রাতঃকালে বয়স্কগণ
পরিবৃত্ত হইয়া দানী ভাবে যে স্থানে মদন নৃপতির গব্যাদানচ্ছলে সখী-
বেষ্টিতা শ্রীরাধিকাকে অবরোধ করিয়াছিলে, সেই কৃষ্ণবেদিকাকে আমি
নমস্কার করি ॥৭৭॥

নিভৃতমজনি যস্মাদাননিবৃত্তিরস্মি-

ম্নত ইদমভিধানং প্রাপয়ন্তং সভায়াং ।

রসবিমুখ নিগূঢ়ে তত্র তজ্জৈকবেত্তে

সরসি ভবতু বাসো দাননির্বর্তনেন ॥ ৭৮ ॥

যেহেতু এই সরোবরে অতি নিৰ্জনে দানলীলা নিৰ্বর্তন হইয়াছিল
এই হেতু সেই সভাতে যে সরোবর দানসরোবর এই নাম লাভ করিয়াছেন
আর যিনি দানলীলানভিজ্ঞজন সকল কর্তৃক এক মাত্র বেত্ত হইয়াছেন,
সেই দানসরোবরে দানলীলা প্রবর্তন দ্বারা আমার বাস হউক ॥ ৭৮ ॥

সীরি ব্রহ্মকদম্বখণ্ড সূমনোরুদ্রাপ্সরোগৌরিকা

জ্যোৎস্নামোক্ষণ মাল্যহার বিবুধারীন্দ্রধ্বজাঢ্যাখ্যা ।

যানি শ্রেষ্ঠসরাংসি ভাস্তি পরিতোগোবর্দ্ধনাদ্রে রমু

নীড়ে চক্রকতীর্থ দৈবতগিরি শ্রীরত্নপীঠানুপি ॥ ৭৯ ॥

সীরি সরোবর অর্থাৎ বলদেবের কুণ্ড, কদম্বখণ্ড সরোবর, পুষ্প
সরোবর, রুদ্র সরোবর, অম্বর সরোবর, গৌরী সরোবর, জ্যোৎস্নামোক্ষণ
সরোবর, মাল্যহার সরোবর, বিবুধারী সরোবর, এবং ইন্দ্রধ্বজ প্রভৃতি যে
সমস্ত সরোবর গোবর্দ্ধনের চতুর্দিকে শোভা পাইতেছে, ইহাদিগকে এবং
চক্রকতীর্থে দৈবত গিরিস্থিত শ্রীরত্নপীঠ সমূহকে আমি স্তব করি ॥ ৭৯ ॥

অহো দোলাক্রীড়ারসবরভরোংফুল্লবদনৌ

মুহঃ শ্রীগান্ধর্বগিরিবরধরৌ তৌ প্রতি মধু ।

সখীবৃন্দং যত্র প্রকটিত মুদান্দোলয়তি তং

প্রসিদ্ধং গোবিন্দস্থলমিদমুদারং বত ভজে ॥ ৮০ ॥

দোলা ক্রীড়ার রসভরে উৎফুল্ল বদন শ্রীরাধাগোবিন্দকে সখীগণ প্রত্যেক
বসন্তকালে যে স্থানে অতি হর্ষে বারম্বার আন্দোলিত করেন, সেই প্রসিদ্ধ
মহৎ গোবিন্দস্থলকে আমি ভজনা করি ॥ ৮০ ॥

প্রিয়া প্রিয়প্রাণবয়স্তুবর্গে ধৃতপরাধং কিল কালিয়ং তং ।

যত্রাদ্বয়ং পাদতলেন নৃত্যন্ হরিভূজে তং কিল কালিয়ং হৃদং ॥ ৮১ ॥

প্রিয়তম প্রাণাধিক বয়স্তুবর্গের নিকট কৃতাপরাধ কালিয়কে শ্রীকৃষ্ণ
নৃত্য করিতে করিতে যে স্থানে অর্দিত করিয়াছিলেন সেই কালিয়হৃদকে
আমি ভজনা করি ॥ ৮১ ॥

সূর্যোদ্যাদশতিঃ পরং মুররিপুঃ শীতার্ভ উগ্রাতপৈ-
ভক্তিপ্রেমভরৈ রুদারচরিতঃ শ্রীমানুদা সেবিতঃ ।

যত্র স্ত্রীপুরুষৈঃ কণৎ পশুকুলৈরাবেষ্টিতো রাজতে

স্নেহৈর্দ্বাদশসূর্য্য নাম তদিদং তীর্থং সদা সংশ্রয়ে ॥ ৮২ ॥

স্ত্রী পুরুষগণে এবং শকাঘমান পশুগণে বেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উদার
চরিত্রে অর্থাৎ মানবলীলা বশতঃ অত্যন্ত শীতার্ভ হইয়া যে স্থলে প্রেমভক্তি
সহকারে দ্বাদশ সূর্য্য কর্তৃক উগ্র আতপ দ্বারা অতি হর্ষে সেবিত হইয়া
শোভা পাইয়াছিলেন, সেই দ্বাদশসূর্য্য নামক তীর্থকে আমি সর্বদা
আশ্রয় করি ॥ ৮২ ॥

অত্যন্তাতপসেবনে পরিতঃ সংজাতঘর্ম্মোৎকরৈ-

গোবিন্দস্য শরীরতোনিপতিতৈ যতীর্থ মুচ্চৈরভূৎ।

ততৎ কোমলসান্দ্র সুন্দরতর শ্রীমৎসদঙ্গোচ্ছল-

দগন্ধৈর্হারি সুবারি সুদ্যাতি ভজে প্রস্কন্দনং বন্দনৈঃ ॥ ৮৩ ॥

অত্যন্ত আতপ সেবনে গোবিন্দের অঙ্গ হইতে পতিত সঞ্জাত ঘর্ম্মবিন্দু
দ্বারা যে তীর্থ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল এবং অতি সুন্দর শোভাশালী
শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক গন্ধ দ্বারা বাহার জল অতি মনোহর ও দ্যাতিশালী
হইয়াছে সেই প্রস্কন্দন নামক কুণ্ডকে বন্দনাপূর্ব্বক আশ্রয় করি ॥ ৮৩ ॥

কাত্যায়ন্যতুলার্চিনার্থমমলে কৃষ্ণাজলে মজ্জতঃ

কন্যানাং প্রকরন্ত্য চীরনিকরং সংরক্ষিত তীরতঃ ।

হৃদ্যাকৃহু কদম্বমুজ্জল পরীহাসেন তং লজ্জয়ন্

স্মেরংস্তং প্রদদৌ সুভঙ্গিমুরজিতং চীরঘট্টং শ্রয়ে ॥ ৮৪ ॥

কাত্যায়নীদেবীর নিরুপম পূজনার্থ যমুনা জল মগ্ন গোপকন্যাগণের
তীর সংরক্ষিত চীরনিকর অর্থাৎ বস্ত্র সমূহ যে স্থলে অপহরণ করিয়া
কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করত সমুজ্জল পরিহাসে উক্ত কন্যাগণকে সমধিক
লজ্জিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহাস্তে পুনরায় সেই বস্ত্রগুলি দান করিয়াছিলেন,
আমি সেই চীর ঘাটকে আশ্রয় করি ॥ ৮৪ ॥

হেষাভির্জগতীত্রয়ং মদভরৈরুৎকম্পয়ন্তং পরৈঃ

ফুল্লমৈত্রিবিঘূর্ণনে পরিত পূর্ণং দহন্তং জগৎ ।

ভং তাবত্গবদ্বিদীর্ঘ্য বকভিদ্ধিষেণং কেশিনং যত্র
ক্ষালিতবান্ করৌ সরুধিরৌ তৎ কেশিতীর্থং ভজে ॥ ৮৫ ॥

সমধিক অহঙ্কারে হেযাবর দ্বারা “হে লাভিঃ” এই পাঠে হেলা অর্থাৎ অবলীলাক্রমে যে ত্রিজগৎকে কল্পিত করে এবং প্রফুল্ল নেত্র ঘূর্ণনে সমগ্র জগৎকে দখল করে সেই পরম শত্রু কেশীকে অর্থাৎ অশ্বরূপধারী কংস প্রেরিত কেশী নামক চরকে শ্রীকৃষ্ণ তৃণতুল্য নিঃশেষ রূপে বিদারিত করিয়া কৃধির ক্লিন্ন স্বীয় হস্তদ্বয়কে যে স্থানে ধোত করিয়াছিলেন সেই কেশীতীর্থ অর্থাৎ কেশীঘাটকে আমি ভজনা করি ॥ ৮৫ ॥

অনৈর্ঘ্যত্র চতুর্বিধৈঃ পৃথুগণৈঃ সৈরং সুধানিন্দিভিঃ
কামং রামসমেতমচ্যুতে মহোসিকৈর্বয়শ্চৈবৃতং ।
শ্রীমান্ যাজ্ঞিকবিজ্ঞ সুন্দরবধুবর্গঃ স্বয়ং যো মুদা ভক্ত্যা
ভোজিতবান্ স্থলং চ তদিদং তঞ্চাপি বন্দামহে ॥ ৮৬ ॥

সুবিজ্ঞ যাজ্ঞিক মুনিগণের পরমাসুন্দরী স্ত্রীগণ স্বয়ং অতি ভক্তি ও হর্ষের সহিত বিবিধ স্নিগ্ধ বয়স্গণে বেষ্টিত এবং বলরাম সহিত খেচ্ছা বিহারী শ্রীকৃষ্ণকে চর্য্য-চোষ্য-লেখ্য-পেষ্য-ভেদে চতুর্বিধ অমৃত নিন্দ্রি এবং শাস্ত্যাदि গুণযুক্ত অন্ন যে স্থলে ভোজন করাইয়াছিলেন আমি সেই স্থানকে এবং যাজ্ঞিক বধুবর্গকে বন্দনা করি ॥ ৮৬ ॥

মুদা গোপেন্দ্রস্তাত্ত্বজ ভুজপরিষঙ্গ নিধয়ে
স্মুরদেগোপীবৃন্দৈর্ঘমিহ ভগবন্তং প্রণায়ভিঃ ।
ভজন্তিস্তৈর্ভক্ত্যা স্বমভিলষিতং প্রাপ্তুমচিরা-
দয়মীতিরে গোপীশ্বরমনুদিনং তং কিল ভজে ॥ ৮৭ ॥

গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভুজালিঙ্গরূপ রত্ন লাভের নিমিত্ত যমুনাতীরে কৃষ্ণপ্রণয়ি গোপীগণ, স্মৃতি সহকারে ভক্তিপূর্বক যে ভগবান্ সদাশিবের ভজন করতঃ অতিনীঘ্র স্বীয় অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই গোপেশ্বর সদাশিবকে আমি প্রতিদিন ভজন করি ॥ ৮৭ ॥

(ক্রমশঃ)

জাগতিক উচ্চাভিজাতিত্ব পারমাণিক-বিচার

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

Harjee Sorabjee Building.

c/o Messrs Kissen Chand Chelaram

New Queen's Road, Chaupatty, Bombay.

২৯ ফাল্গুন, ১৩৩৯, ১৩ই মার্চ, ১৯৩০

১লা বিষ্ণু, ৪৪৭ গোরাঙ্গ

স্নেহবিব্রহেবু—

ভূনিয়া অত্যন্ত মৰ্ম্মাহত হইলাম,—রায়সাহেব * * * আর ইহজগতে নাই। তিনি বেশ ভাল লোক ছিলেন। আমার সহিত এবারই তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তাঁহার মধুর ব্যবহার ও বাক্য আমার বহুই মনে পড়িতেছে, ততই দুঃখ হইতেছে।

ভূনিতেনি যে, * * নামক এক ব্যক্তি নানাপ্রকার অবিচার আরম্ভ করিয়াছে। আমরা অকিঞ্চন ত্রিদণ্ডী। সুতরাং আমাদের উপর কোন ধর্মী ব্যক্তি বা জাতিবিশেষ যদি অত্যাচার করেন, তবে শ্রীনৃসিংহদেব তাহার প্রতিবিধান করিবেন। আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে কোন জাতিবিশেষ আঘাত দিতে পারে না। সামাজিক উচ্চাভিজাতিসমূহের মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি ভগবন্তকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের পারমাণিক সম্মান ও পূজার পাত্র। কিন্তু তত্ত্বং সামাজিক জাতির মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি ভক্তি-বিধেয়ী, তাহাদিগকে সাধারণ হিন্দু-জাতিগণ যে চক্ষে দেখেন, তাহা অপেক্ষাও ভাল চক্ষেই আমরা দেখিয়া থাকি। তবে তাহাদের সামাজিক পদ কোন জাগতিক সামাজিক উচ্চ-জাতি-বিশেষের জায় উচ্চ নহে,—ইহা জাগতিক সমাজই বলিয়া থাকেন।

কোন ধর্ম্মধ্বজ ব্যক্তি ধর্ম্মের উপদেশ দিবেন, ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবেন, আর আমরা বৈষ্ণবদাস হইয়া তাহার সেই স্বকপোল-কল্পিত প্রাকৃত-সাহাজিক ব্যাখ্যা স্বীকার করব,—ইহা কখনই হইতে পারে না। কোন নগর-বিশেষের কেন, পৃথিবীর সকল গ্রাম্যবার্ত্তাবহও যদি একযোগে ধর্ম্মধ্বজীর মত সমর্থন করে, তাহা আমরা কোন দিনই স্বীকার করিতে বা প্রশ্রয় দিতে পারি না। মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত * * বিজ্ঞানভূষণ “গৌড়ীয়-সমাজ” নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, উহা আপনার পত্রিকাস্থ করিয়া দুইখণ্ড আমাদের উপরি-লিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে ভাল হয়।

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীমহাপ্রভু

(কুটীনাটী)

১। ‘কুটীনাটী’ কাহাকে বলে এবং তাহার ফল কি ?

“‘কুটীনাটী’ শব্দে—‘কু-টী’ ও ‘না-টী’ এই দুইটি কথা বলা আছে শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সকল বিষয়েই ‘কু-টী’ দৃষ্টি করেন অর্থাৎ একটী জলাশয়ে স্নান করিলেন, কিন্তু তন্নিকটে কোন মল-ক্ষেত্র থাকায় সেই জলাশয়ের ‘কু-টী’ মনে করিয়া সমস্ত দিন সেই আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন, কোন ভাল বিষয় আলোচনা করিতে পান না। ‘শুচিবায়ু’ একপ্রকার কুটী-নাটীর স্থল। বাহাদের ঐ প্রকার বায়ু আছে, তাহারা পৃথিবীর কোন স্থলকেই পবিত্র মনে করিতে পারেন না, কোন সময়কেই শুদ্ধ মনে করিতে পারেন না এবং কোন ব্যক্তিকেই শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। শুদ্ধভক্তের স্মার্ত্তবিরুদ্ধ কোন আচার দেখিলে তাহারা আর বৈষ্ণব মনে করিয়া সঙ্গ করেন না। এইস্থলে ‘কু’-টীর উপরে ‘না’-টী উপস্থিত হইল। নীচবর্ণের সাধুলোকের প্রতিষ্ঠিত ভগবান্মুক্তির প্রসাদ না পাওয়া একটী কুটী-নাটী। কুটী-নাটী প্রবল থাকিলে মনে স্বাভাবিক সুখ-লাভ হয় না। কুটীনাটী একপ্রকার মানসিক পীড়া; সেই পীড়া থাকিলে কৃষ্ণ-ভক্তি হওয়া অকঠিন। বৈষ্ণব-সেবা ও বৈষ্ণব সঙ্গ কুটীনাটী-গ্রস্তের পক্ষে বড়ই কঠিন।”

—‘কুটীনাটী’, সঃ তোঃ ৬।৩

২। শ্রীমহাপ্রভু কোন্ কোন্ ভক্তিপ্রতিবন্ধকে কুটীনাটীর মধ্যে ধরিয়াছেন ?

“শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশে যে কুটীনাটী পরিত্যাগের বিশেষ পরামর্শ আছে, তাহাতে কোনস্থলে নিষিদ্ধাচার, জীবহিংসা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি ভক্তিবাদক বস্তুর মধ্যেই কুটীনাটীকে ধরিয়াছেন।”

—‘কুটীনাটী’, সঃ তোঃ ৬।৩

৩। মহাপ্রভু ‘কুটীনাটী’ শব্দের কি ব্যাখ্যা করিয়াছেন ?

“‘কুটীনাটী’ শব্দের অর্থ মহাপ্রভু ‘এই ভাল এই মন্দ’ শব্দের দ্বারা করিয়া দিয়াছেন।”

—‘কুটীনাটী’, সঃ তোঃ ৬।৭

৪। ‘কুটীনাটী’-গ্রস্ত ব্যক্তি কিরূপে নামাপরাধী ও বৈষ্ণবাপরাধী হয় ?

“কুটীনাটীগ্রস্ত ব্যক্তির বর্ণাভিমান ও সৌন্দর্য্যভিমান প্রযুক্ত মহামহা প্রসাদে, ভক্তপদধূলিতে ও ভক্তপদজলে দৃঢ়বিশ্বাস হয় না। তিনি সর্বদা বৈষ্ণবাপরাধ ও নামাপরাধে দোষী; অতএব তাহার মুখে হরিনাম হওয়া কঠিন। কতকগুলি লোক আছেন, তাহারা শুদ্ধবৈষ্ণবের পীড়া-সময়ে ঘৃণা

প্রকাশ করেন ; কিন্তু মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—হে সনাতন ! তোমার দেহে যে কণ্ডুরসা হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণবের ঘৃণা হয় না ।”

—‘কুটীনাটী’, স: তো: ৬।৩

৫। কিরূপ ‘তাপ’কে তণ্ডুলা বলা যায় ?

“যে-স্থলে তাপের কেবলমাত্র শরীরোদ্রেক-লক্ষণ, সে-স্থলে তণ্ডুলাই ধর্ম ।”

—‘পঞ্চসংস্কার’, স: তো: ২।১

৬। কপটীদিগের দেবদেবীপূজায় আগ্রহ কেন ?

“নৈবেদ্য খাদ্যসামগ্রী, বিশেষতঃ চাগ-মাংসাদি পাইবার আশায় কল্পিত দেবদেবীর নিকট বহুতর ধূর্তলোক রতিলক্ষণ প্রকাশ করিয়া কপটরতির উদাহরণস্থল হইয়া উঠে ।”

—চৈ: শি: ৫।৪

৭। শাস্ত্রের ভারবাহিগণ কি কুটীল নহে ?

“পরমার্থবিচারেহ্মিন্ বাহ্যদোষবিচারতঃ ।

ন কদাচিদ্ধতশ্রদ্ধঃ সারগ্রাহিজনো ভবেৎ ।

এই গ্রন্থে (কৃষ্ণসংহিতা) পরমার্থেরই বিচার হইয়াছে, ইহার ব্যাকরণ অলঙ্কারাদি-সম্বন্ধে দোষ-সমুদায় গ্রাহ্য নয় । তাহা লইয়া সারগ্রাহী জনেরা বুখালোচনা করেন না । এই গ্রন্থের আলোচনা-সময়ে ষাঁহারাই ঐ বাহ্য দোষ সকলকে বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়া এই গ্রন্থের পরমার্থসার সংগ্রহরূপ প্রধান উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করিবেন, তাঁহারাই ইহার অধিকারী নহেন । বালবিদ্যাগত তর্কসমুদায় গম্ভীর বিষয়ে নিতান্ত হেয় ।”

কৃ: স:, ১০।১২, অনুবাদ

৮। কপট প্রেমের অভিনয় কিরূপ ?

“নাটকান্ডিনয়-প্রায়,

সকপট প্রেম ভায়,

তাছে মাত্র ইন্দ্রিয়-সন্তোষ ।

ইন্দ্রিয়-তোষণ ছার,

সদা কর পরিহার,

ছাড় তাই অপরাধ-দোষ । —ক: ক: ‘উপদেশ’, ১২

৯। ভক্তিতে শিথিলতা-দোষ কখন আসে ?

“ধন-শিষ্যাদির উদ্দেশ্যে যে ভক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহা শুদ্ধভক্তি হইতে সূদূরবর্তী, অতএব তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে ।”

—জৈ: ধ: ২০শ অ:

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীনামমহিমা

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫১ পৃষ্ঠার পর)

এ ঘোর সংসারে বলে বিবশে হরে হরে ।

সদমুক্ত হয়, ভয় তারে ভয় করে ॥

যেন তেন প্রকারেতে লয় কৃষ্ণনাম ।

তাকে প্রীতি করে কৃষ্ণ করুণানিদান ॥

কৃষ্ণনাম লয় যেই শ্রদ্ধা বা হেলায় ।

নরমাত্র ত্রাণ পায় সর্ববেদে গায় ॥

এরূপ মাহাত্ম্য নামের শুনিহু শ্রবণে ।

সর্বত্র সমান ফল নাহি হয় কেনে ॥

প্রভু বলে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সকলের মূল ।

বিশ্বাস অভাবে কেহ নাহি লভে ফল ॥

প্রভু বলে অন্তর্যামী নাম-ভগবান্ ।

বিশ্বাসাত্মসারে ফল করেন প্রদান ॥

নামের মহিমা পূর্ণ বিশ্বাস না করে ।

নামের ফল নাহি পায় নামাপরাধে মরে ॥

নামেতে শরণাগতি সুদৃঢ় করিবে ।

অনুক্ষণ নামবলে অপরাধ যাবে ॥

নামেই নামাপরাধ হইবেক ক্ষয় ।

• অপরাধ নাশিতে আর কারো শক্তি নয় ॥

বুগধর্ম হরিনাম অনন্ত শ্রদ্ধায় ।

যে করে আশ্রয় তার সর্বলাভ হয় ॥

যার শ্রদ্ধা হয় নামে সেই অধিকারী ।

যার মুখে কৃষ্ণনাম সেই সে আচারী ॥

কৃষ্ণনাম ভক্তসেবা সতত করিবে ।

কৃষ্ণপ্রেম লাভ তার অবশ্য হইবে ॥

পরি খসি ভগ্ন দষ্ট দন্ধ বা আহত ।

ইএণ বিবশে বলে আমি হৈনু হত ॥

কৃষ্ণ হরি নারায়ণ নাম মুখে ডাকে ।

ষাতিনা কখন আশ্রয় না করে তাঁহাকে ॥

মহাপাতকীও অহর্নিশ হরিনামে ।
 শুদ্ধ হঞা গয়া হয় সুপংক্তিপাবনে ॥
 আর্ত বা বিষয় শিথিলমনা ভিত ।
 ঘোরব্যাধি-ক্লেশে আর নাহি দেখে হিত ॥
 নারায়ণ হরি বলি' করে সংকীর্তন ।
 নিশ্চয়ই বিমুক্তদুঃখ সুখী সেই জন ॥
 সর্ব-অর্থ-নাশী হরিনামসংকীর্তন ।
 ক্ষুধাতৃষ্ণাস্থলিতাদি বিপদনাশন ॥
 ইহাতে সংশয় যথা, নিশ্চয় তথায় ।
 নামের বিক্রম কভু না হয় উদয় ॥
 বিশ্বাসে নামের কৃপা, অবিশ্বাসে নয় ।
 এ এক রহস্য, ভক্ত জানহ নিশ্চয় ॥
 স্বপচ হইলেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলি তাঁরে ।
 যাঁহার জিহ্বাগ্রে কৃষ্ণনাম নৃত্য করে ॥
 সর্ব-অর্থদাতা হরিনাম-মহামন্ত্র ।
 ফুকরিয়া কহে যত বেদাগমতন্ত্র ॥
 হরিনামবলে সর্ব ষড়্-বর্গদমন ।
 রিপুনিগ্রহণ আর অধ্যাত্মসাধন ॥
 মুক্তি ও সামান্য ফল নামের নিকটে ।
 হেলায় করিলে নাম জীবের মুক্তি ঘটে ॥
 নিরন্তর নাম কর তুলসী-সেবন ।
 অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥
 মুক্তিহেতু তারকত্রয় হয় রামনাম ।
 কৃষ্ণনাম পারক হঞা করে প্রেমদান ॥
 কেহ বলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয় ।
 কেহ বলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥
 হরিদাস কহেন, নামের এই দুই ফল নয় ।
 নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥

(প্রাপ্ত)

সন্দর্ভ-সার

(প্রীতিসন্দর্ভ-২)

পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারই মুক্তি। ইহার পূর্বেই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয়।
সূর্যোদয়ের প্র কালে অরুণোদয়েই যেমন অন্ধকার দূর হয়, মুক্তিও তদ্রূপ।
শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।৪।৩৪) উহাকে আতাত্তিক বলি হইয়াছে,—

যদৈবমেতেন বিবেকহেতিনা মায়ামযাহঙ্করণাত্মবন্ধনম্।

চিদ্ব্যচ্যুতাত্মানুভবোহিবতিষ্ঠতে তমাহবাতাত্তিকমজ্জ সংপ্রবম্ ॥

যখন বিবেকান্ত দ্বারা মায়াময অহঙ্কাররূপ আত্মবন্ধন ছেঁদনপূর্বক
অচ্যুতাত্মানুভব উপস্থিত হয় তাহাই আতাত্তিক প্রলয়।

সংসারাবস্থায় জীবের মায়াময অহঙ্কার—আমি অমুক বাক্তি, অমূকের
পুত্র, অমুক জাতি, বিদ্বান্, সুন্দর ইত্যাদি অভিমান থাকে। বিবেক বলে
এই অভিমান তিরোহিত হইলে যে ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয়—তাহাই
আতাত্তিক প্রলয়। ভগবদ্ বহির্গুণতা জন্ত যে সংসারভর হইয়াছিল
তাহা সম্যকধ্বংস হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ২।১০।৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে—‘মুক্তির্হিতাত্তথাক্রুপং
স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।’ অস্ত্রধারূপ অর্থাৎ বহির্গুণ স্বাবস্থিতি হইয়া
স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি। স্বরূপে ব্যবস্থিতির অর্থ স্বরূপ-সাক্ষাৎকার।
জীব যখন মায়াপরবশ হইয়া সংসারে যাতনা ভোগ করে—দৈহিক মমতা-
পাশবদ্ধ মনুষ্য পশ্বাদি অভিমান থাকে তাহা স্বরূপজ্ঞানের অভাবে। সেই
অজ্ঞান তিরোহিত হইলে নিজ চিং স্বরূপতা বোধগম্য হয়।

এতলে যে স্বরূপে অবস্থিতর কথা বলা হইয়াছে, তাহা পরমাত্ম-লক্ষণ
মূখ্যস্বরূপ। বশ্মি পরমাণু সকলের সূর্য্য যেমন পরমাত্মের তদ্রূপ পরমাত্মাও
জীবসমূহের পরম অংশস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।২।৩৩ শ্লোকে বলিয়াছেন
(ব্রহ্মার প্রতি ভগবদুক্তি)—

যদা বহিতমাত্মানং ভতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ।

স্বরূপেণ ময়োপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমুচ্ছতি।

শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—আত্মানং জীবং গুরুং যং
পদার্থং স্বরূপেণ স্বস্তাত্মভূতেন বরা তৎপদার্থেন উপেতং অর্থাৎ আত্মাকে গুরু-
জীব স্বরূপং-পদার্থকে স্বরূপ—নিজাত্মভূত আমার—তৎপদার্থের সহিত
যুক্তদর্শন করিলে মোক্ষ লাভ হয়। পরমাত্ম স্বরূপের সত্তার জীবাত্ম স্বরূপ
সত্তাবান্। এইজন্য পরমাত্ম স্বরূপকে মূখ্যস্বরূপ বলা হয়।

অবুঝ জীব যতনে অশুণ্যবিধান আনন্দ আনয়। সেই যতন অবশুশ
হইলে লবণবন্ধ প্রাক্তি বধ না, তৎকৃত ভববৎসল্যেণ অশেষা কবিশে বধ ।
ভগবৎকৃপার জীব পরমেশ্বর কাক ভবতে পারে ।

ভগবৎ প্রবন্ধঃ কাকঃ রাজমারপি বেদিনাম্ ।

ভবম্বেব লজ্জা ভবনেভ্যবাবাস ।

ককাজনবর্জেন ককাস্থানে অশিষ্যমানাম্ ।

ভগবদ্বিধা যোহনাত্ত সচ্যবাক্যান্তি যাবদাধ ।

বেদিনামের মাজ্জাই কবিত্তম । অশুভান নিমিত্তই বহান্ন সমল ভবৎ
স্ত্রিয় জন । ইত্যুৎ অধিল নৌবর আত্মব্রজ । তিনি নবভেদ বিস্তার
যোগ্যতা ব'রা বেদীত তার প্রকাশিত নটনাধে ।

উল্লিখ্যাত ইচ্ছা ভট্টনাথে — বংশে বৈ নঃ । বৎসে হেমাংসে লক্ষ্মীমণী
মণীত । (ভবিষ্যৎ ৭২) অর্থাৎ লবণবন্ধ রবৎসল্য । সেই বন লাভ
কহিল নৌব তুদী বধ ।

বাস্যব মাধী "অজ্ঞান" দ্বারা জীব আবৃত হইয়া বিভিন্ন লংসার দাক্ষনা
জ্ঞেয় মাধ । সেই অজ্ঞানি জীবাবিত্ত হইলই লবণবন্ধ জ্ঞান আবির্ভূত
হয় । কাকান্তে লবণবন্ধে মণি বধ । ভবনরে প্রবন্ধল জ্ঞানোদয়েই
ব্রহ্মপ্রাপ্তি । আধা ব্রহ্মপ্রাপ্ত—ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও ভবৎপ্রাপ্তি । বানার বৃত্তিকল
অধিষ্ঠা কালের অধাবিত্ত লাব যে ব্রহ্মজ্ঞান তাচার আবির্ভাব । ব্রহ্ম-
জ্ঞানোদয়েই ব্রহ্মপ্রাপ্তি । অজ্ঞানোদয়নিবৃত্ত ব্রহ্মজ্ঞান বধে । যেহেতু স্থণী
ব্রহ্মক ব্রহ্মব্রহ্মল পৃথিবীতে আনিয়া লাঘববন্ধ ও সূর্য্যানে প্রকাশ করে,
তৎকালে তৎকালিক মাধনজীবে আবির্ভূত হইয়া নিম ব্রহ্মলীলনব ও ব্রহ্মলীলন
উল্লিখ্যাত মাধ ।

সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি উপাসনা ভাবভব্যাক্ষর্যর হইয়া আছে । যদ্যন নিম
লক্ষ্যনার শু বর্জীচরণ জতিজ্ঞাবর লব যে লমল ব্যক্তি ব্রহ্মপ্রাপ্তিও ভক্ত
লক্ষ্যাব্যবহিত্ত হই, আধারা স্বর্গনে অংসার কবিতা তরাবই ব্রহ্ম ব্রহ্ম
লাভ কারণ ।

যে দ্বিধ বৃথে ভবন বেদি গৃহতে বোলোন আ ।

(ঈশ্বর ঈশ্বর ক'কবিনোদা)

আব যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন লক্ষ্য বৈভব বা মানসিক মনো উচ্চাব
বিভিন্ন লোকের (দুয়াদি) বৈভব উপলব্ধি ক'কব । প্রকৃতির এই অববধে

বৈভব উপভোগ করেন। তৎপরে পুনরুৎপত্তি আচরণ ভেদ করিয়া প্রকৃতির পরপারে গিয়া ব্রহ্মানুভব লাভ করেন।

ভগবৎ প্রাপ্তিও দুইপ্রকার—ভক্তন স্থানে ভগবৎ প্রাপ্তি এবং বৈকুণ্ঠে ভগবৎ প্রাপ্তি। তাহা দেহত্যাগের পরে হয় এবং জীবদশায়েও সম্ভব হয়।

জীব পরতত্ত্ব বৈমুখ্য দোষে মায়াদ্বারা অভিভূত হওয়ায় স্বরূপ বিস্মৃতি ও অস্বরূপ দেহাদিতে আবেশ ঘটয়ছে। তজ্জন্ম বিভিন্ন সংসার দুঃখ ভোগ। ধর্ম্মার্থ কামের সেবায় কিঞ্চিং সুখানুভব হইলে উচ্চ বাস্তবিক সুখ নহে। তাহাও আবার ক্ষণস্থায়ী। মুক্তিতে অনন্তস্থির সুখানুভব হয়। এজন্য তাহাকে চরম পুরুষার্থ বলে।

পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারই মুক্তি। মুক্তিতে স্বরূপ স্মৃতি উদ্ভিত। অস্বরূপ আবেশ তিরোহিত এবং পরতত্ত্বানুভব হয়। এজন্য মুক্ত জীব নিরতিশয় সুখ লাভ করেন।

সেই পরতত্ত্ব কি বস্তু? তিনি স্বপ্রকাশ বস্তু—নিজ প্রভাবে প্রকাশমান আছেন। মন্তোত যেমন সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারে না। তদ্রূপ জীবও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। জীব নিজ দোষে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। পরতত্ত্বের স্বপ্রকাশ লক্ষণধর্ম্ম হইতে জীব দূরে অবস্থান করে বলিয়া ভগবৎ সাক্ষাৎকারে বঞ্চিত আছে। সংসার দশায় মায়িক উপাধি (আবরণ) দ্বারা পরতত্ত্বের স্বপ্রকাশ লক্ষণধর্ম্মের ব্যবধান ঘটয়ছে। সেই ব্যবধান তিরোহিত হইলেই পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়। বিমুখতাদোষ উপাধির উদ্ভব। উন্মুখতা হইলেই মায়িক উপাধি ক্ষয় এবং স্বপ্রকাশ লক্ষণধর্ম্মের সহিত জীবের সংযোগ হয়।

জীব যে-দেহদ্বারা পার্থিব সুখদুঃখ ভোগ করে, উহা স্থূল দেহ। স্বভূতে তাহা ধ্বংস হইলেও সূক্ষ্মদেহাবলম্বন করিয়া পরলোকে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। উভয় দেহ ধ্বংস হইলে মায়িক সুখদুঃখ নাশ হয়। পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকারেই তাহা সম্ভব।

জীবমুক্তিতে পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকার দ্বারা দেহ দৈহিকাভিমানের মিথ্যা প্রতীতিহেতু দুঃখ বোধ থাকে না। আর পরতত্ত্ব সর্বদা বর্তমান থাকায় তাহাতেও পরমানন্দ লাভ হয়।

সেই পরতত্ত্ব দুইপ্রকারে আবির্ভূত হয়—অস্পষ্ট বিশেষরূপে ও স্পষ্ট স্বরূপভূত বিশেষরূপে। ব্রহ্ম অস্পষ্টবিশেষ আর পরমাত্মা ও ভগবান্ স্পষ্ট-

নিম্নের বস্তু। তুমি নামক জলটুকিটুকিই বস্তু। এতে পানি ও তরল।
এতে ৬-৭ টুকিটুকিই নামক। এতে ৬-৭ টুকিটুকিই নামক।

निष्कर्ष—प्रयोगों से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रयोग में लगे हुए सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के बाद ही प्रयोग करने का अवसर मिला।

कर्मकाण्ड प्रमाणव्याख्यासहित कार्ये विमल आचार्य ।

[illegible][illegible]

কীৰ্ণ যবন অস্ত্ৰে কোনে কৃষে নাই তাহা অণু অৰিক নহল। বিজ্ঞ
হেৰে অভিযন্তেৰে মেৰু দাক্তীৰ কৃষে ঘৰ টানখিত।

[illegible]

—विहंगिनामी श्रीमन्मन्त्रि कुम्भार थोकी महाराज

“রক্তপাতা পড়িতাক্য হায়েকং পরণং ত্রয় ।

পত্রং ত্রয়ঃ রক্তপাতেকো মোক্ষবিভাগি মা ভয়তঃ”

যাহা-যেই বর্ণ ও আশ্রয়স্থ পড়িতাক্য করিয়া একরাক আরাধ্য পরমেশ্বর
হইল। এইরূপ আশ্রয়স্থ বা রক্তপাত করিতে হোয়ার প্রত্যাহার
হইল, এইরূপ ভাবনা শোক করিত মী। আবার ভক্তের কোনও পাত্র
নাহি আশ্রয় প্রাপ্তি করিয়া হার হইতে হোয় করিয়া থাকি। যদি
কহা দেখাওঁতে হয়, তবে আবার দেখাওঁ, যদি সমস্তের কথিতে হয়,
তবে আবার করবৎসরণে প্রণিপাত কর—“যদ্যপি সব রক্তকো মৃত্যুশী
মায় মনস্কর ।”

ভগবানের কার্যের গুরুত্ব একরাক ভক্তমানে রক্তপাতভাবে পরমেশ্বর
তকই উপলব্ধি করিতে পারেন; অন্যের মোক্ষিত হইল পড়ে। এই
প্রসঙ্গে বিষ্ণুর অরূপ-বোধনরূপ একটি নিম্নকার্য আছে। মোক্ষি অরূপ-
বুদ্ধিবশে মোক্ষের পৌরহুতের অস্টম প্রাচ্যাদি কার্যের গুরুত্বপূর্ণ
বুদ্ধিতে বা পারিয়া “স্বীয়মাত্র প্রত্যক্ষক করিবারিলেন—সুতরাং আরা-
ধিতব্যও ঈশ্বর আরাধন করা রক্তপাত” এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন।
বিষ্ণু-বিশোধী মোক্ষের রক্তপাত এই যে, আরাধা যে কাহাটি আরাধ্যের
মনের রক্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণের লক্ষ্য। ইন্দ্রিয়-ভূষ্টকর হইলে যেই কাহাটি
কখনো বা মোক্ষ প্রাপ্তির হোয়ার মা করিয়া থাকে—কিন্তু রক্ত পাত্রের
ইন্দ্রিয়ভোষণের রক্তপাত হইলে তা, যে বিষয়টি প্রথম করিতে আরাধা
হইল। যিনি অরূপের সন্ধিমানকরিত্ব প্রাপ্তরাক, বৈরাগ্য শিতঃপ্রাণ,
আত্মীয়ত্ব আদির মন-প্রলোভন রক্তের পড়িতাক্যরূপ প্রাপ্তবৎ কি প্রাপ্ত
মোক্ষের মন কণা কণা পাত্রভোষণে লাক হয়?

অরূপবক্তা মোক্ষের ভগবানের ঈশ্বরীয়তার বিবোধিত হইয়া
কত্রাক্ত প্রবাহনের রক্তপাত প্রাপ্ত মনস্করক প্রাপ্ত বিরাগ অবলম্বন
করিয়া থাকে। পাত্রবাক-অন্যে ঈশ্বরপুত্রী সন্তিত বিবোধিতার মোক্ষ-
বিবোধ কি বলিবারিলেন, পাঠকরণ এবং করণ,—

“প্রাকুলে পরাশ্রয় লক্ষণ আরাধা।

যতকং দেহিলার রক্ত পাত্রেরে হ

ভীর্বে লিত রিলে সে মিতরে লিতপদা।

যেই যানে লিত মের করে দেইলহর

তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।

সেইক্ষণে সর্ববন্ধ হয় বিমোচন।

অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।

তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান।

কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত-রস-পান।

আমারে করাও তুমি—এই চাই দান।

ইহা দ্বারা জগদগুরু শ্রীগৌরসুন্দর দেখাইলেন যে, সদগুরু-প্রপত্তি ও বৈষ্ণব-সেবাই জীবের একমাত্র কর্তব্য। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের চরম প্রয়োজন। পাঠকগণ! যদি অুবুদ্ধি, বিচারহীন ও সারগ্রাহী হন তবে এই শিক্ষা গ্রহণ করুন। ভগবদ্ভক্তিদ্বারাই আমাদের নিত্য মঙ্গল লাভ হইবে। শ্রীগৌর-সুন্দরের শিক্ষা গ্রহণ করুন, যিনি হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দকে ধারণ করিয়াছেন সেইরূপ নিক্কিঞ্চন বৈষ্ণবের নিকট মহাপ্রভুর শিক্ষার মন্থার্য বুঝিয়া লউন। শ্রীমদ্ব্যাহা প্রভু বলিয়াছেন,—

“কাম ভ্যজি’ কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি’।

দেব-ঋষি-পিত্রাদির কভু নহে ঋণী।

শ্রীমদ্ভাগবতে নারদঋষি ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন যে, যে-দ্রব্য ভোজনে প্রাণিগণের যে যে রোগ জন্মে কেবল সেই সব রোগোৎপাদক দ্রব্য সেবন করিলে কখনও সেই সেই রোগের উপশম হয় না, কিন্তু ঐসব রোগজনক ঘৃতাঙ্গি দ্রব্য অমৃতদ্রব্য বা ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তৎ-সেবনফলেই সেই রোগ নিবৃত্ত হয়। সেইরূপ মানবগণের নৈমিত্তিক কাম্যকর্মসমূহ সংসার বন্ধন বা যোনিভ্রমণের কারণ কিন্তু সেই সকল কর্মই ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে ভগবদ্ বিমুখ ‘অহংবুদ্ধি’-বিনাশে সমর্থ হয়। এই জন্ত ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণ পিত্রাদির তর্পণ না করিলেও কনিষ্ঠ বা মধ্যমা-ধিকারী গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ বর্ণ ও আশ্রমধর্মের অবস্থিত বলিয়া মহাপ্রসাদ-নিষ্ঠালাভ দ্বারা পূর্বপুরুষগণের আত্মার তৃপ্তিবিধান করিয়া থাকেন। দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট। তাঁহারা জানেন, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় জীবের উপাধি মাত্র। জীব স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিলেও মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বাসনাময় সূক্ষ্মদেহ পরিত্যাগ করে না—সূক্ষ্মদেহ নানাবিধ ভোগপর অসদ্বস্ত কামনা করিয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মা একমাত্র ভগবৎসম্বন্ধি বস্তু ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এইজন্ত ভগবদ্ভক্তিগণ

[illegible]

*सिद्ध एवम् । सत्यमेव । त्रिवर्ग-सौख्यम् ।

॥३॥ अथ च पञ्च गान्धर्व आचार्य उवाच ॥

কঠোরতাচাৰ্য্যপণ্ডিত উক্তকালে আবিষ্কৃত বটিকাৰ বিক্ৰমস্থানৰ বাবে প্ৰাক-
কাৰ্য্য সম্পন্ন কৰিবাহিলাৰ এৱং সেই প্ৰাক-কাৰ্য্য আৰ্হেৰ প্ৰত্যেক-আৱৰ্ত-
স্থিতিৰ বৰনকুলোদ্ধৃত শীল ঠাকুৰ হৰিমাংসকে লক্ষ্যপেই প্ৰাৰম্ভপ্ৰাৰ্হে প্ৰাৰম্ভ
কৰিয়াছিলেব। কিন্তু আৱৰ্তৰ লগে অৱৈৰ প্ৰকৃৰ লগে বৰনকুলেৰ লক্ষ্য
লক্ষ্যমানেৰ গুণ ৰাৱৰণৰ অৱৈৰাৰ্য্য বসুধাৰনেৰ পুতিব আৱৰ্তৰ অৱলম্বন
কৃষ্ণলক্ষ্যৰি বিৰ্ণাণপুৰীৰ প্ৰত্যেক অৱৰ্তৰ কৰিয়া অৱৈৰাৰ্য্য-প্ৰত্যেক
পৰমাৰ্থিক ধৰ্মেৰ উল্লেখৰ কৰিয়াৰ পোঁৱ কৰিয়াছিলেব। এইঅৱৰ্ত
শীল কৰিয়াৰ পোঁৱাৰ্য্যপাৰ 'উঃ চঃ আদি ১৭৭ পৰিঃ'ৰ লিখাৰেব,—

*"समस्त ए" आदिदिर्घाः आत्मना न्यस्य क' कस्युः ।

ਸੁਰਜੀਤ ਕੜਾਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ

आशा है कि यह सब सही है, हमें 5 मिनट

“ସଂସାର ଶାନ୍ତିର ମୂଳ ହେଉଛି ‘ସତ୍ୟ’ ।”

সত্যযুগে উপবিহত হইয়া গিয়াছে পুষ্ক-বাসীরা একজন বৈষ্ণবদাজ জিহ্ম ।
জিহ্মি যথা প্রত্যেক-বির্জালা বাণী পিতৃপুত্রবৎসের আশ্রয় পরিভূক্তি হইল
জানব । স্বর্গপ্রাপ্তিক বিধুপ উপাসকগণের মাধ্য এইজন্য যথাক্রমে
ব'ধা বৈষ্ণবপ্রাচ-বিধিবর্ষ' প্রচলিত আছে । পুষ্কবাসীরা ২২ বছরিত অত
স্বর্গপ্রাপ্তিক্রিয়াসের প্রাচ্যবিনি প্রচলনের বিরুদ্ধে উদ্ভূত হইল—

“ସାମନ୍ତ ସାଧୁସାଧବମି ଶାନ୍ତ କୁମାରଦେବମେ ।

[illegible]

2007 年 12 月

निष्कान्ति विविधाह्वयः सर्वैवाहः एव यथाकामम् ।

ବିଷୟ: ଶାନ୍ତିନଗର ଉପାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶାନ୍ତିନଗର ଉପାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

समाप्त

विः तरेकस्यविः विदुर्भवा। अद्यापि विदुर्भव ।

टैक्सिडेटा, क्विडलुड, निजर्षक विम विम ।

सुप्रसिद्ध एवम् गुणवत् विद्वत् ब्रह्मचर्य

कै. ७५ नवकाशमहाः नाके, अमरा गहन ।

एषां समर्थानां कारणः चान्न निवृत्तुश्चित्य भावित ।

कर्मभार हि मित्रभार बल्य कष्ट एव न भवेति विदुः ।

କ୍ରମେ ୧—ଏକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦ୍ୟେ ଏ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଶବ୍ଦାନ୍ତରାଜ୍ୟ
 ଶବ୍ଦେ ଶେଷାଃ ଶାନ୍ତି ଶିବ୍ୟାଃ ଶରଣେ ବହୁବ୍ୟାଃ ବିଦୁରାଃ ଅସିହ୍ୟାଃ ବିଦୁରାଃ
 ବିଦୁରାଃ ବିଦୁରାଃ ଶିବ୍ୟାଃ ଶିବ୍ୟାଃ ଅନ୍ୟାନ୍ୟାଃ ବିଦୁରାଃ ଶବ୍ଦେ ଶାନ୍ତି ଶିବ୍ୟାଃ

का.उ.अ. : रा.अ. : प्रि.क.न.क. : वि.सू.व.सं.—

* अथः । अथः कालः सुदृक्किन्निदिदेवताः। अथः अथः ।

॥ वेदः शिक्षावर्धनकः ॥ श्रीवन्द्यो नमः ॥

(23)

—सुखनौदनाहन सक्छाही

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীরথযাত্রা-প্রচলন কি শ্রীকৃপানুগত্যের বিরুদ্ধ?

[২]

“শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহীষ্ট-সংস্থাপক শ্রীকৃপের পাদপদ্মধূলি আমাদের জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু।” জগতে ইহা অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ সম্পদের কল্পনাও হইতে পারে না। শ্রীকৃপানুগ হওয়া সর্ব শ্রেষ্ঠতম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমি কৃপানুগ মহাভাগবত—এত বড় দার্শনিকতা কোনদিন পোষণ করিনা। শ্রীকৃপানুগ বৈষ্ণবের পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু। তাই শ্রীকৃপের অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীল প্রভুপাদের ‘স্নেহবিগ্রহ’— শ্রীকৃপানুগবর মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলিকণার অহেতুক কৃপা স্মরণ করিয়া উপরিউক্ত বিষয়ে কিছু নিবেদন করিতেছি। ইহাতে অজ্ঞাতসারে কোন ‘ধুষ্টতা’ প্রকাশ পাইলে অদোষদর্শী বৈষ্ণবগণ ক্ষমা করিবেন—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীরথযাত্রা-প্রচলন শ্রীকৃপানুগ-সিদ্ধান্তের ও ভক্তদের সর্বথা অনুকূল—ইহা আমরা পূর্বে একটি প্রবন্ধে সর্বশাস্ত্রচূড়ামনি শ্রীমদ-ভাগবত এবং শ্রীকৃপানুগাচার্য্যবর্গের রচিত শ্রীগোপালচম্পু, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদি প্রামাণিক গ্রন্থ-সমূহ হইতে প্রমাণসমূহ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। সেইসকল অকাট্য প্রমাণাবলী এবং অভেদ যুক্তিসমূহের কোন প্রকার উত্তর দিতে না পারিয়া কতকগুলি অসংবদ্ধ প্রলাপ, অযথা গালাগালি, ঈর্ষামূলে কটাক্ষ এবং অবশেষে অযথা বৈষ্ণবাপরাধের ভয় দেখাইয়া ‘শ্রীগৌড়ীয়-দর্শনে’ শ্রীপাদ দামোদর মহারাজের নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিলাম। তাহাতে লেখক মহাশয়ের স্বরূপ নিজেই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

অস্থিরমতি লোকের কোনদিনই স্থির-সিদ্ধান্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যে শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের ‘স্নেহবিগ্রহ’ মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকটকালে তাঁহারই আনুগত্যে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চুঁচুড়ায় ও শ্রীধাম নবদ্বীপে তাঁহারই প্রবর্তিত শ্রীরথ-যাত্রায় বিপুল ভাব প্রদর্শনপূর্বক কয়েক বৎসর ধরিয়া শ্রীরথের দড়ি টানিয়াছেন, চাকা ঠেলিয়াছেন, তহুপরি পরিশ্রান্ত হইয়া রথোৎসবে বা হেরা-পঞ্চমীদিনে উদর পুষ্টি করিয়া চতুর্বিধ মহাপ্রসাদ সেবন করিয়াছেন, সেই দামোদর

স্বাধীনতা আন্দোলন-সিঁহের অঙ্গকাটের পাশে। সেই স্বাধীনতাকে সিঁহকে
ছিন্নকার, হস্তবিহীন ও হস্তহীন বশিষ্ঠের অশ্রুচক্ষুর মুখে। জগৎ
কলিতকর। এসবেরই প্রতি একবৎসর পূর্বে পর্যন্ত বিশ্বাস
ছিল, যা পৃথক ছিল না, যা অথবা একবৎসর হতেই কখনো কখনো
অথবা পূর্বেই ছিল না, এখনও হব বাই ? হোন্ট ট্রি ?
একটিকে ট্রি হাংলি অথবা শাক প্রতি বিজেট হাংলি সিঁহাশ্রু
অথবা অশ্রু-সিঁহাশ্রু বা সিঁহাশ্রু-বিহীন সিঁহাশ্রু হাংলি হাংলি
বাংলা ?

[illegible]

ଅଗ୍ରଦୂତ ଶ୍ରୀମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିହାରରେ—“ବିଷୟର ସମସ୍ତାସର ଅନନ୍ୟାସନା
 ଦେଖିବା ‘ମୋକ୍ଷର’ ବ୍ୟାପକ, ‘ସମୀକ୍ଷା-ପ୍ରକାଶ’-ସମ୍ପାଦକର ପଦ୍ମି ମୁଖ
 ବସିବା ସମିତିର ପାଦେଇ, କବିରାଜର କବିତାବଳୀର ବିଶେଷ-ସମ୍ପାଦକଙ୍କର
 ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଉପରେ । ବିଷୟର ସମସ୍ତାସର ଅନନ୍ୟାସନା ବାହୁ ଅଗ୍ର
 ଦୂତଙ୍କର ମାତ୍ର ନାମ—ଆଜ୍ଞାତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ଅନନ୍ୟାସନା,—ହେ ।

আমরা জানি। ইচ্ছাতে সমগ্রজগৎ আমাদের বিধেখী হইয়া
 বাউক, তাহার আমরা লহ করিতে প্রস্তুত আছি।”

[illegible][illegible]

৯
ক

ঐ অজিতা গৌরালী কবিতাঃ
শ্রীম। বসন্ত ঐকান্ত্যপ্রদ,
শোভা— শ্রীমান। পূর্ব (বন্দীত)।

[illegible]

আশাকরি ভরন-বৃপণে আছে। পুত্ৰ্যপতি শ্রীমত মহারাজের
নিমেষ অঙ্গুরোধে রথযাত্রা সম্বন্ধে কিছু লিখিতে বাধ্য হইলাম।
তিনি আমাকে হাত বারিমা আশুতোষ করিলাছেন, তাঁহার মৰ্য্যাদা
আমকে নঃ। যেইকর তাঁহার... বিলের কহুতোম কিছু লিখিতে বাধ্য
হইলাম। আমার স্বাক্ষরকে কোন নার লইবন না। আমান বল
আপনার রে সস্তার কাগা বিবকালই আছ কাবিবেব। আমার প্রত্যাহরণ
জামিবেব। বিবেবন ঠিকি—

सिद्धिचिन्तामणि चारुचंद्र (१९४४)

“পূর্বসং কৈল এক লঞা ভক্তগণ ।

পরম আনন্দে করেন নর্তন-কীর্তন ॥”

এখানে “পূর্বসং” “পরম আনন্দে” “লঞা ভক্তগণ” এবং “নর্তন-কীর্তন” —একে কি ‘সামান্য লোক-সংগ্ৰহ’ বোঝায় ? এখানে স্পষ্টই “পরম আনন্দে”—“ভক্ত লঞা বাই কক” এবং “সেইক পরাদনাথ পাইলু”—এই সুদীর্ঘ ভাবেরই অভিযুক্তি হইয়াছে। অতএব শ্রীমন্তপ্রভুর অন্তরঙ্গ ঈশ্বরসংস্পর্গ-স্বাক্ষরার্থের উচ্যত-ব্যাক্ত্যত উল্লেখই নহে। বাক্যটি সত্য। ইতিবা “পরম আনন্দে” এবং “পূর্বসং” নামে যেমন “লোক-সংগ্ৰহ” কখন, তাঁহাদের পারস্পরী বিনোদনিক লক্ষ্যকটি বিষ্ণু ॥

গৌড়ীয় কৃত্তকেষে ‘স্বতন্ত্রের স্বতন্ত্র বিলিত হইল—’সেইক পরাদ-নাথ পাইলু’—অর্থাৎ পরম-নন্দিতনয় হইবার ভক্ত বা হইয়া শ্রীমন্তের কাছে—

‘বুঝাইলে উহা বড়াক আপন ভরণ ;

আজ লঞা পুণ্য লীলা কব বুদ্ধাবলেন ।

কবে আবার জানাবার সময় পুনি ॥’ —শ্রীঃ ১৩৬/১৩৬

—একদা বার্ষিক তরিত প্রদত্তক্রে বধে আবেশন করাইয়া স্নেহে লইয়া নিমাতিলেন। সপে “এক লঞা তাই কক” এই পরাদনাথ অহুতর করেন। অতএবে বুদ্ধবালেন পৌত্রাইলে মহাপ্রভুর ভাব—

বুঝাবেন আইলা কক—এই প্রভুর ভাব ।

ককের বিরক্ত-দৃষ্টি হইল অসমান ।

জান-কবে কক-লীলা—এই হইল আশ ।

এই কবে যব প্রভু হইলা আপন ।

—শ্রীঃ ১৩৬/১৩৬

আবার উচ্যত-ব্যাক্ত—

অন্য দিনে ভক্তদের ভিতর-বিভর ।

কবে চড়ি’ পরদ্রাঘ রূপে নিমাতব ।

পূর্বসং কৈল এক লঞা ভক্তগণ ।

পরম আনন্দে করেন নর্তন-কীর্তন ॥

—শ্রীঃ ১৩৬/১৩৬

“ঐক্যলীলা ও শ্রীমদলীলায় কোন ভেদ নাই। দুই লীলাই এক। কৃষ্ণশূন্য মৌর-উপাসনা একটি মূঢ়ন প্রথা হয়, তাহা শ্রীমদলীলাকে অনুমোদিত নহে। শ্রীমদলীলাকে পরিকরণ বলিয়া উপাসনা করিয়াছেন, শ্রীমদলীলাকে আদেশের জামিনা। শ্রীকৃষ্ণ-সংস্কৃতির দ্বারা শ্রীমদলীলাকে পরিকরণ করিয়াছেন। শ্রীমদলীলায় আর শ্রীকৃষ্ণ শূন্য করিব না, একথা একটি মৌর-উপাসনায় পরিণত। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি, মৌরকে শূন্য করিব না—ইহাও দুইভাষ্য বলিতে হইবে। শ্রীমদলীলা ও ঐক্যলীলা—এই দুইভাষ্যের কলিযুগের পরমায়ুত-রূপে উদ্ভূত হইয়াছে।”

[illegible]

आशाहं विहीनानां नयः कुर्याद् विमोक्षतः ।

আবোত্রেইকাদাঈ কল-হোম-মহেইমদান।

सुधनिष्ठः, लघुसूत्रः, छः, यक्षः, नेमीयः, होऽनन्तरः ।

ଏ ମନ୍ତ୍ରାଦି ସୁଧା ଶୁକ୍ଳା ନାମଃଶ୍ରୀଃ ପଦ୍ମଃ ଅମ୍ବ ।

महान् महान् गुणः महान् अतिशयः विद्वान्महान्

नाकः श्रेष्ठः सुष्ठु निःकृत्य दत्तः सर्वज्ञः ॥

সিদ্ধান্তবিরোধ, রসবিরোধ, রসাত্ম্য ও রসতত্ত্বের জ্ঞান রূপানুগ গুরুর নিষ্কপটে সেবা ও সঙ্গছাড়া সম্ভবপর হইতে পারে না। দীর্ঘ বিপ্রলভটী কোন্ রস, জানাইলে ভাল হয়। প্রাকৃত সহজিয়ার বৃত্তি অবলম্বনে কতকগুলি আক্ষে-বাক্ষে বুলি কপ্‌চার্চলেট রূপানুগসিদ্ধান্তবিৎ হওয়া যায় না। মনঃস্থির করিয়া “কৃষ্ণভক্তি, রসভাবিতা মতিঃ”—এই শ্লোকের তাৎপর্য্য অজুধাবন করিলেই প্রকৃত মঙ্গলের সম্ভাবনা। নচেৎ সিদ্ধান্তবিরোধ রস-বিরোধ ও রসাত্ম্য-পক্ষে নিমগ্ন হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী।

নিজ গুরুদেবের অথবা শ্রীল প্রভুপাদের অত্যাশ্রিত অন্তরঙ্গ সেনকগণের সঙ্গ করিলে বৈষ্ণবসঙ্গ হয় না, আমিই একমাত্র ভূঁইফোড় মহাভাগবত, আমার সঙ্গ না করিলে বৈষ্ণব সঙ্গ হইবে না—একথা কখনও রূপানুগজন বলেন না। “ভূনাদপি সুনীচ”—শ্লোকই বৈষ্ণবগণের ভূষণ। এই ভূষণে ভূষিত বৈষ্ণবগণই পৃথিবীকে শাসন করিতে সমর্থ। অন্তের তাহাতে অধিকার নাই। এস্থলে শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য ২৮।১২ঃ পয়ারের শ্রীল প্রভুপাদের গোড়ীয়ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

কতিপয় সংখ্যক-শিষ্যের গুরু বা এক ব্যক্তির গুরু স্ব-স্ব অনুরূপ যোগ্যতা দেখিয়া শিষ্যকে স্বীকার করেন এবং আমাদের ত্রায় সর্ব্বতোভাবে পতিত-দিগকে বাদ দেন। কিন্তু যিনি সর্ব্বপ্রাণীতে ভগবদ্ভাব দর্শন করিয়া আপনাকে সকলের শিষ্যজ্ঞান করেন, তিনি জগদগুরু হইতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় ভজন-প্রণালীর মধ্যে ভূনাদপি সুনীচ, তরুর ত্রায় কহিষু, অমানী ও মানদ হইয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-ভজন করিতে হইবে—এই বাহ্যাত্মক নিষ্কপট ভজন-শিক্ষা দেওয়ায় তিনিই সর্ব্বোপাশ্রিত ব্রজেন্দ্রনন্দন ও প্রকৃত জগদগুরু। ষাঁহার। শ্রীচৈতন্যের সেবক, তাঁহার। জগদগুরু; কেননা, আমার ত্রায় সর্ব্বাধীন পতিত পাবণ্ডীকেও তিনি দাসরূপে গ্রহণ করিয়া স্বীয় সেবক অধিকার দান করিতে পারেন—আমি জগতের বাহিরে নহি। বৈষ্ণবোচিত প্রকৃত দৈন্য না থাকিলে কখনও কেহ গুরুর কার্য্য করিতে পারে না।”

ব্রজে বা রাধাকুণ্ডে রথযাত্রার নজীর আমাদের প্রয়োজন নহে। কোবিদ মহোদয়ই নজীর সম্বন্ধে দেখাইয়াছিলেন যে, বর্ত্তমানে ব্রজে কোথাও রথযাত্রার প্রচলন নাই। কিন্তু প্রচলন প্রমাণিত হইলে সুর পার্টাইয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, রূপানুগ জন (৭) সেই রথযাত্রা-প্রচলন দর্শন

କଲେ ନା । ଶ୍ରୀରାମ ଆସନ୍ତ ଡାକାଉଁସାହେନ, “ଏହି ଶ୍ରୀରାମ-କର୍ତ୍ତାମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବା-
ଏବଂ ଶ୍ରୀମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦିଙ୍କ ଦେବଦିବ୍ୟ ଶ୍ରୀମୁଖାଦେବ ଶ୍ରୀମୁଖ ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରକାଶନେକମଧ୍ୟ
ସହାୟକ ଡାକାଉଁସାହେନ ବିଚାରୁଣି ମଧ୍ୟମର କାରଣ ବାଟ ।” ଶ୍ରୀରାମ ଆସନ୍ତ ହେ
ଶ୍ରୀମାତ୍ର ଦାବେଦେବ ସହାୟକ ସଦୃଶ ଉତ୍ତମାବସ୍ଥାତ ଶ୍ରୀମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ‘ହେହିମିତ୍ର’
ଓ ‘ସିଦ୍ଧାନ୍ତବିନ’ ଆସ କଲେ । କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ବିଷୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ଦେବଦେବ
ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣୀୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପସାହାସେ ନିକାଶିତମାନ ଆସି ଡାକାଉଁସାହେନ କହନ୍ତେ
ଶ୍ରୀରାମ ନାହାନ୍ତେ ସହାୟକର ଉପସାହାସ ବିଚାରୁଣି ହେ ଆସି ବ ଦେବଦାସମାତ୍ରାଦେବ ଆସ
ଡାକାଉଁସାହେନ ହେତେ ଲେଖନୀ ପରିଚାଳନା ପଡ଼େ ବାଟ । ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶ୍ରୀମୁଖାଦେବ ମାତ୍ର
ପାଠକେ ପଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ।

ମହାଶୟର ଶ୍ରୀମଦ୍ଦେବଦେବ କର୍ତ୍ତାକାହିତେ ବାସ୍ତବିକା ଶ୍ରୀରାମ ବା କବିତା
ଶ୍ରୀରାମାଦେବର ଉପସାହାସ ବିଚାରୁଣି ମାତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମାତ୍ରାଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ-
ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ରୀରାମ ବାସାମାତ୍ରାଦେବ ବିଚାରୁଣି କରିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ
ରାତ୍ରି ଶ୍ରୀରାମ ରାମାମାତ୍ରାଦେବ ଶ୍ରୀରାମାଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ବିଚାରୁଣି ବିଚାରୁଣି ମାତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ
ହେତୁ ଏବଂ ମହାଶୟର ଶ୍ରୀରାମ ବୁଦ୍ଧି ମାତ୍ରୀ । ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ବିଚାରୁଣି, ବସ
ଓ ଶ୍ରୀରାମ ବୁଦ୍ଧିମାତ୍ରାଦେବ ଦେବଦେବ କବିତା ଶ୍ରୀରାମବଦ୍ଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ମହାଶୟ
କହା ହେବ । ଶ୍ରୀମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ମହାଶୟ ବିଚାରୁଣି
ବିଚାରୁଣି ଏକତାଦେବଦେବ ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରୀମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ
ଆମାତ୍ରାଦେବ ଦେବଦେବ ମହା । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ବୁଦ୍ଧିମାତ୍ରାଦେବ । ଅତଏବ
ଏହି ବାସାମାତ୍ରାଦେବ ଶ୍ରୀରାମ—

ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ମହାଶୟମାତ୍ରାଦେବ

କହା ଓ କାହାଣୀମାତ୍ରାଦେବ ଶ୍ରୀରାମ ।

ହେ ମାତ୍ରାଦେବ ମହାଶୟର ବିଚାରୁଣି ବୁଦ୍ଧି

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ —

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଦେବ

পত্রোত্তরে শ্রীরথ-যাত্রার সিদ্ধান্ত *

ঐতিহাসিকগণসভা সভাপতি:

ঐশ্বর্য-সাহসক বট,

বাকশ্রাব (যেদিনীপুর): ১লা নভেম্বর '৭৮

শ্রীমান বারবেণ বর্ধাসাধ,

আপনার পত্র পাইয়া পরামর্শ অবশ্যক হইল। আপনি তৎক্ষণাতঃ
সহঃ যাত্রা আওতে কাছিয়াতের সেরিষরে আসার রকরা এবারে লিখিব
কহিল। বার্ত্তা আপিয়া সকল ককারে আওতে তুর্জল করিচাহে
পরামর্শে শ্রীল জতিবিন্দ্য ঠাকুরের বানী—

বুদ্ধকাল আওল, লক্ষ্যস্থল কারল, বীড়বশে হইতু কাওর।

সর্কেত্রি তুর্জল, স্ট্রীণ আলবর, তেংখা তাং হুংখিত অকর।

আস-বল-বীন, জতিবিন্দ্য বজিত, আর যোর কি ছাং উপার।

এই আশ্বাস পত্রিা লক্ষ্যবিন্দ্যে বিজ্ঞানমান হইয়া পত্রিা হি এতদ্বি
বুঝার কাটাইয়াছি, এমন অস্থিরবশার কি হইবে এটি চিত্রবট অর্থাৎ।

পরামর্শে শ্রীল প্রজ্ঞাপার বিভিন্ন আবার বৈদিক, সামাজিক, পার্থক্য,
ক মাত্রিক-বক প্রকা, কবিয়া হিহিল দেশের বহুতরপেন অকতি সাক্ষর
চেষ্টা করিয়াছেন। হিহি বুঝারবক "বুদ্ধবুদ্ধ" ও স্ত্রীদিগকে
"জীৱন্ত-বুদ্ধ" বলিতেম। বুঝ-সংখ্যায় কীর্জন বজিাল অল্প কিছু মহতের
হরিকীর্জর অংগের সুযোগ হয়। কিন্তু বুঝার-সাক্ষর্যে লুবিবীও একপ্রকার
হইতে অপর প্রকার হইত। কীর্জর প্রকারের সুযোগ সব মলিয়া
বুঝারবকের বান "বুদ্ধবুদ্ধ"। আর বজ্যাসিরং দেশে দেশে পর্থাটন করিয়া
হরিকণা প্রকার আরব বলিয়া তাহা হিহিল "জীৱন্ত-বুদ্ধ" বলিতেম।
প্রকার উদ্দেশ্য ছিল—বুদ্ধ প্রকারের কল্যায় সাধন করা, এতক ছিহি ভিহি
আবার হিহিল প্রকারে পত্রিকা পাঠার বটক। এতক প্রকারের অক
উপার অবিচার কহিহিহিল।

আমি বীড়কল্যায় অপ্রকারে বক হইতে আর জন তৎপরকাল
সম্পাদকীর বিকাশে রেখা করিয়া আওতেছি। এক সহর বৈদিক ববীত-
প্রকারের সম্পাদকী একটি প্রকার লিখিয়া শ্রীল প্রজ্ঞাপা ও কেরাইয়াহিল।

* ["বুদ্ধ" ইতিহাসিকগণসভার সম্পাদক—বুদ্ধকাল ঐতিহাসিক শ্রীমৎ জতিবিন্দ্য
সাহসিক পরামর্শের একটি অংশের উপর সম্পাদক সিদ্ধান্তবিশিষ্ট পরামর্শকর্তার
সিদ্ধান্তবিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণসভা সভাপতি বর্ধাসাধ একটি পরামর্শের অংশটির
একটি অংশ।] — সম্পাদক

তাছাড়া কোথাকারিওকে কটাকট করিয়া কিছু দেখা হইয়াছিল।
 ঐহিক কিছু দ্বিধা-বিচলিত প্রণয় করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিবাদ-
 রূপে আমি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, যাহা প্রচুলায় বসিয়াছিলেন—প্রতিবাদ-
 বুলক প্রবন্ধটি ভাল হইয়াছে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি যাহাছিরি বাবল করত
 তাহা বলায় অপেক্ষাকৃত দাঁড়ত যাহা করিতে হইত। প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে
 লিখা যদি কোথাকারিও, হিন্দী সংস্কৃত প্রভৃতির উদাহরণ, তবে তাহা না
 করাই শ্রেয়ঃ। প্রবন্ধ প্রকাশ্যে লিখিতে হইবে বাহ্যতে কোনরূপ আক্রমণ
 বা থাকে, কার সেই ব্যক্তিরই বাক্যের অপরে প্রত্যাহত উদ্দেশ্য যের
 বুঝিতে না পারে। কারণ তাহারই প্রেক্ষণ ঐ বিচার প্রতিষ্ঠা।

স্বধর্ম-প্রবন্ধে দু-একটি কথা আলোচনা করিয়াছি। বিষয়ে শু উত্তর
 প্রদেশে হোলি বৈশাখ বসন্ত বসন্তের স্বধর্ম-প্রবন্ধে উত্তর পরিচয়
 দেখা যায়। বসন্তের বিচিত্র স্বাভাবিক-বালিকাগণ হোলি ছোট্ট স্বধর্ম
 লইয়া জীবা প্রবন্ধে তারা টানিয়া থাকে।

কিছুদিন পূর্বে ঐগৌড়ীক-পত্রিকার স্বধর্ম-প্রবন্ধ একটি প্রবন্ধ লাই
 করিয়াছিলেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে উহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিবরণটি
 আমার অজ্ঞাত থাকায় প্রবন্ধটির প্রতি বিশেষণ বিধি থাকে।

উল্লিখিত স্বধর্ম-প্রবন্ধে ঐহিক-বিচার-প্রবন্ধ দাঁড় করিয়া প্রকাশ
 উদ্ভাব করিয়া। তাহা উহাতে আশ্রয় অর্জিত বিবরণে উত্তর
 হইতে কৈবা।

স্বধর্ম-প্রবন্ধে স্বধর্ম-বিচার-প্রবন্ধে বোধন-বিচারে স্বধর্ম-প্রবন্ধ
 প্রকাশ হইয়াছে। তাহা ঐহিক-বিচার-প্রবন্ধের পরে এখা স্বধর্ম-প্রবন্ধে
 স্বধর্ম-প্রবন্ধে বিচার লানিতে কৈবা—

স্বধর্ম-প্রবন্ধে স্বধর্ম-বিচার-প্রবন্ধে বোধন-বিচারে স্বধর্ম-প্রবন্ধ

স্বধর্ম-প্রবন্ধে স্বধর্ম-বিচার-প্রবন্ধে বোধন-বিচারে স্বধর্ম-প্রবন্ধ

স্বধর্ম-প্রবন্ধে স্বধর্ম-বিচার-প্রবন্ধে বোধন-বিচারে স্বধর্ম-প্রবন্ধ

স্বধর্ম-প্রবন্ধে স্বধর্ম-বিচার-প্রবন্ধে বোধন-বিচারে স্বধর্ম-প্রবন্ধ

স্বধর্ম-প্রবন্ধে স্বধর্ম-বিচার-প্রবন্ধে বোধন-বিচারে স্বধর্ম-প্রবন্ধ

স্বধর্ম-প্রবন্ধে স্বধর্ম-বিচার-প্রবন্ধে বোধন-বিচারে স্বধর্ম-প্রবন্ধ

স্বধর্ম-প্রবন্ধে স্বধর্ম-বিচার-প্রবন্ধে বোধন-বিচারে স্বধর্ম-প্রবন্ধ

স্বধর্ম-প্রবন্ধে স্বধর্ম-বিচার-প্রবন্ধে বোধন-বিচারে স্বধর্ম-প্রবন্ধ

স্বধর্ম-প্রবন্ধে স্বধর্ম-বিচার-প্রবন্ধে বোধন-বিচারে স্বধর্ম-প্রবন্ধ

স্বধর্ম-প্রবন্ধে স্বধর্ম-বিচার-প্রবন্ধে বোধন-বিচারে স্বধর্ম-প্রবন্ধ

গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে ।
 বারাণসাদি-তীর্থেষু দেবানামৈব দর্শনে ॥
 যং ফলং কবিভিঃ প্রাক্তং কাংক্ষ্যো ন চ নরেশ্বর ।
 জয়শব্দে কৃতে বিক্ষৌ রথস্থে তং ফলং স্মৃতম্ ॥
 রথস্থিতো নরৈর্যৈস্ত পূজিতো ধরণীধরঃ ।
 যথালভোপপন্নৈশ্চ পুষ্পৈর্ভক্ত্যা সমর্চিতঃ ।
 দদাতি বাঞ্ছিতান্ কামানন্তে চ পরমং পদম্ ॥১৮৪॥
 রথস্থাকর্ষণং পূর্বং কুরুতে দৈত্যনাযকঃ ।
 ততঃ সুরাঃ সিদ্ধসজ্জা যক্ষগন্ধর্ব্ব-মানবাঃ ॥১৮৫॥
 ইথঞ্চ রথযাত্রায়্য বিধির্ব্যক্তঃ স্বভোহুভবৎ ।
 তথাপি কশ্চিত্তত্রাত্নো বিশেষো হপি বিতন্মতে ॥১৮৬॥
 মোদন্তাং সৃজনা হনিদিতধিয়ঃ প্রস্তাখিলোপদ্রবাঃ,
 স্বস্থাঃ স্থস্থিবুদ্ধয়ঃ প্রতিহতামিত্রা রমন্তাং সুখং ।
 রে দৈত্যা গিরিগহ্বরানি গহনাত্মান্তু ব্রজধ্বং ভয়া-
 দৈত্যারিভগবানয়ং যদুপতির্ধানং সমারোহতি ।
 পলায়ধ্বং পলায়ধ্বং রে রে দিতিজ-দানবাঃ ।
 সংরক্ষণায় লোকানাং রথাক্রটো নৃকেশরী ॥১৮৭॥

অনুবাদ— যাহারা রথাক্রট সর্বেশ্বরদেবকে ভজন করেন, সেই সকল যাত্রাকারী মনুষ্যাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন ॥১৮৩॥

যে ব্যক্তি স্থায়ী শক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের রথ সংশোভিত করেন, সূর্য্যাদি গ্রহগণ তাহার বাঞ্ছিত প্রদান করিয়া থাকেন ॥

হে পুত্র! যে-সকল ব্যক্তি অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের রথশোভা করেন, তাঁহাদিগের পদে পদে প্রয়াগ গমনজনিত পুণ্য হয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ রথযাত্রাস্থিত হইলে যে-সকল ব্যক্তি জয় জয় শব্দ প্রয়োগ করেন, তাঁহাদিগের যে পুণ্য হয়, আমি তাহা বলি শ্রবণ কর ॥

গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে, বারাণসী প্রভৃতি তীর্থ এবং দেবগণের দর্শনে, পণ্ডিতগণ সাফল্যরূপে যে পুণ্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, হে নরেশ্বর! শ্রীকৃষ্ণের রথাবস্থানের পর জয়-শব্দ কৃত হইলে সমগ্ররূপে ঐ সমুদয় পুণ্য লাভ হয় ॥

মানবগণ কর্তৃক যথালব্ধ পুষ্পসমূহ দ্বারা ভক্তি সহকারে পরম পদ প্রদান করেন ॥১৮৪॥

অন্তে দৈত্যসামক ঈশ্বরজ্ঞান, জগৎকে দেবতা, পিতা, মাতা, বন্ধু, বন্ধুতা ও
মুণ্ড বনল ভবেন আতর্কণ করিয়া থাকেন ১৮৮৮

এই প্রকার ভ্রমভাজন বিধিযুক্তই ব্যক্ত হইয়াছে, তথাপি
ঐ যশস্বতীর অল্প কোম নিম্নেষ বিধি অর্থাৎ আশীর্বাদ্য
কীর্তনাদি বিধি বিস্তার করিতেছে ১৮৮৯

যে অবিলম্বে নুষ্টি সম্পদে সম্বন্ধপণ । যোগ্যবিধে উপস্থাপন করল কিউ
হইয়াছে, তোমরা আশীর্বাদ কর । যে যশস্বতীর । যোগ্য বিধি নুষ্টি,
তোমরা বিধে পক্ষকুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তুমে কীর্তন বৌদ্ধ কর, তবে দৈত্য
বনল । ভীত হিমে শীত বিবিস্তার এবং নির্ভর যমে প্রবল স্বয়, দৈত্যবিধি
জগৎপু মনুশক্তি করে আরোহণ করিতেছেন ।

অন্তে দৈত্য দাববধ । পলায়ন স্বয় পলায়ন কর, সোত বনল বনল-
বিস্তার নুষ্টিঃস্বয় বনল আরোহণ করিলে ১৮৯০

পুনরু আদ্যট মানে যশস্বতীর প্রকার—

আদ্যট দিগ্বিদ্যাং বনঃ সূর্য্যং বিশেষতঃ ।

আদ্যট জৈত্রীকান্ডে ককাদেন-বনোৎসবঃ ।

অধস্তিতং প্রকল্পং তং মহাবৈদ্যোহোৎসবঃ ।

যে পক্ষি মূল ককাদা দাববধা বনঃ পুনঃ ব

সত্যং সত্যং পুণঃ সত্যং প্রতিষ্ঠাং বিদ্যোত্তমাং ।

নাভ্যঃ প্রোক্তা পক্ষা বিদ্যোত্তমঃ পাক্সসম্পদঃ ১৮৯১

অর্থাৎ আদ্যটের জৈত্রীকান্ডে বনোৎসব দাবি। বিশেষতঃ সূর্য্যোৎসব
হিন পুণ্যজ্ঞা করিতে বইবে । এইসি জল ও কোমাদি বনোৎসব দিবস ।
এই বনোৎসবে ঐহায়া প্রমাণ আনয়ন সহকারে বিজ্ঞান বনোৎসব
বর্ষন করেন, ঐহায়েন বিজ্ঞানকে বাব হইয়া থাকে । অতএব যে
বিদ্যোত্তম । আদি পুণ্য পুণ্য সত্য করিত্তা প্রতিষ্ঠা করিতেছি
যে, এই জৈত্রীকান্ডে উৎসব পাক্সসম্পদ এবং ইহা অপেক্ষা পক্ষ
জলজ্ঞান আদি কিছুই নাই ।

এইজন বহু প্রমাণ করিত্তপুণ্য, পক্ষপুণ্য, অক্ষপুণ্যাদি প্রমাণ বনোৎসব ।
অতএব বনোৎসব যেকোন স্বয়ং যেকোন স্থানে জগৎ সেবার উৎসব
করিলে কোম সোম হই না, ইহাই পাক্সবিদ্যা । ইতি—

শি—ঐতিহ্যকুৎসব প্রোক্ত

চাঁদকাণ্ডী-উদ্ধার *

(নাটিকা)

(পুণ্ড্রক কালিত ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ওরফে পুণ্ড্রক বক)

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

ঐবাক-অঙ্গন

[বাব দাকৌর্তব থাকিতে নাতিতে ঐবাকের ও ঐবাক উদ্ধারের প্রবেশ]

উদ্ধার— হরে তুমি হরে তুমি তুমি তুমি হরে হরে ।

বাবে বাব হবে মার মার মার হরে হরে ।

(বেলাল কনভাল মতোদি স্বযোনে উচ্ছ্বাসেরে কীর্ষণে বক হইলেন)

[এতদ্রব্য বখিত করিতে ইতানবরে চাঁদকাণ্ডী ও লিপাহশালার

ঐবাক-অঙ্গনের সাধবেণে উপস্থিত হইলেন)

চাঁদকাণ্ডী—(স্বগতঃ শব্দে) লিপাহশালার, এই ঐবাক-অঙ্গনের নবো
বাগ্যসমি শুদ্ধে পাছ ।

লিপাহশালার—হুজুর, এখানে হিঁহুবা যখন নাতিবে তামের দেখতে
হতমান খাটবে ।

কাণ্ডী—হটে, আবার এত উদ্গারী হাতে হিঁহুবা । হা-বা, হিঁহুদের
ফেরতের নাম দিতে বেলে না । এবে আমি এবেই দাকৌর্তব
লত ত'রে আবার আদেশ করিয়ে বটে ।

(ত্রুত গতিতে কাণ্ডী ও লিপাহশালার ঐবাক-অঙ্গনের
দাকৌর্তব-মঞ্চেরে প্রবেশ করিল)

কাণ্ডী—বায়ে, মার-মার খাতাও ! (হোমনকথ্যিত সেতে)

(তরুণ্য কীর্ষণ বন্ধ করতঃ বক্তৃতকিত হইয়া বীথন রহিলেন)

কাণ্ডী—নেবায়ন, বক্ত লন তাকের হিঁহুবা আবার এই পুন্দর নদীবা হাওয়া
তারমার ক'রে মিল । বেদানেই রাই...কালি সাতা হাব ম...
বেদনেই কুনি ঐ কাকেরদের মার-লান,—আব ঐ হিঁহুদের
বেদনা সম্পট্টার পুণা । আমি আদেশ আতী কবুছি ঐ লম্পট
বেদনট্টার পুণা ও অদর্শন এই অলীকায় কেউ কবুতে লাবুবে না ।

* বর্তমান কালের ১ম অঙ্কটি ১৯২২ পুণ্ড্রক পক্ষে ১৯৪৪ পৃষ্ঠায় ১৮ লাইনের 'বৈকল্য' বহির্ভূত
এবং পুণ্ড্রক সম্পূর্ণানি সংশোধিত করিয়া ১৯৪৩ পৃষ্ঠায় ১৯৪৪ পৃষ্ঠায় ১৮ লাইনের
এখানে পুণ্ড্রক সম্পূর্ণানি সংশোধিত করিয়া ১৯৪৩ পৃষ্ঠায় ১৯৪৪ পৃষ্ঠায় ১৮ লাইনের
এখানে পুণ্ড্রক সম্পূর্ণানি সংশোধিত করিয়া ১৯৪৩ পৃষ্ঠায় ১৯৪৪ পৃষ্ঠায় ১৮ লাইনের

কাজী—তুমি সত্য খবর বলছ তো ? কিন্তু আমি তদন্ত করে দেখব যদি তোমার এ কথা অসত্য হয়, তা'হলে তোমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করব।

[শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাস প্রভুর প্রতি] শোন, ঐ মালা-তিলকের ভণ্ডামিটুকু এবার তোমাদের ছাড়তে হবে। আজ থেকে নদীয়ার সংকীৰ্ত্তন বন্ধের আদেশ জারী করেছি। সমস্ত পাইকদের মারফৎ হিন্দুদের ঘরে ঘরে এ খবর পাঠিয়েছি। আজ আর তোমাদেরকে বেশী কিছু শাসন করলাম না। ভবিষ্যতে আমার আদেশ অমান্য করে তোমরা যদি উচ্চৈঃস্বরে সংকীৰ্ত্তন কর তা'হলে তোমাদের জাতি নেব, ... আর সর্বস্ব লুণ্ঠন করব।

[কাজীসাহেব, সিপাহশালার ও দূতের প্রস্থান]

শ্রীবাস—[শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে দেখিয়া] কি ভাবছো প্রভু, সমস্ত ঘটনা মহাপ্রভুকে জানাইগে চল। তিনি নিশ্চয় এর একটা প্রতি-বিধান করবেন !

শ্রীঅদ্বৈত—প্রভুর কাছে যাবে ? আমি তো প্রভু ছাড়া এক দণ্ডও থাকি না ও থাকতেও পারি না ভাই ! আমার হৃদয়স্বৰ্গীয় প্রভু গৌর-হরি তো সবই দেখেছেন ও দেখছেন। হা গৌর, তোমার লীলাভূমি এই নদীয়ার গোলোকের হরিনামমুখা আপনার জনসাধারণের কাছে কেমন করে বিকাবে ! এই মহাপাপী অত্যাচারী মোশ্লেম কাজী কেমন করে উদ্ধার পাবে !

মহাপ্রভু—[অলক্ষ্যে থাকিয়া] নাড়া, আমায় ডাকছো ! তোমার ব্যথা আমি সমস্তই শুনেছি ও জানি। শ্রীহরিনাম সংকীৰ্ত্তন বন্ধ করার মত ক্ষমতা ঐ কাজীর নেই। মাঠে, তুমি ও শ্রীবাস কেউই কোন ভয় ক'রো না। আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গেই আছি। নাড়া, তোমার ইচ্ছা কোনদিনই অপূরণ থাকে না।

শ্রীঅদ্বৈত—[সানন্দে] তুমি এসেছো প্রভু ; আমার ডাকে সাড়া দিয়েছো !

শ্রীবাস—প্রভো ! যদি এখানেই এলে তো অলক্ষ্যে না থেকে কাছে এসে প্রত্যক্ষভাবে দেখা দাও। আমরা একবার তোমার দেবদুর্লভ শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে কৃতার্থ হই।

মহাপ্রভু—ভক্তগণ ! তোমাদের ভক্তির ডোরে আমি সর্বদাই বাঁধা আছি।

আমি আজ সন্ধ্যায় গঙ্গাতীরে তোমাদের সাথে মিলিত হব।

এখন অলক্ষ্য থেকেই তোমাদের দেখা দিচ্ছি ! তোমরা দিব্য-

চক্ষে আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষ কর। [মহাপ্রভু অলক্ষ্যে দেখা

দিলেন ও ভক্তবৃন্দ তাহা দেখিয়া পুলকিত হইলেন]

শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীবাস—প্রভো ! প্রসন্ন হউন ! প্রণাম গ্রহণ করুন।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

চাঁদকাজীর বাড়ীর বাহির্ভাগ

[কাজী ও সিপাহশালারের প্রবেশ]

কাজী—সিপাহশালার, আর তো নদীয়ায় খোল-করতালের বাতধ্বনি

শুনতে পাচ্ছি না ! মনে হয় এইবার হিঁদুদের সংকীর্ণন নিশ্চয়ই

বন্ধ হয়ে গেছে। আর কালবিলম্ব না করে আমাদের মোশ্লেম

ধর্মের বাণী নদীয়ার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে। হিঁদুদের

মোশ্লেম ধর্ম গ্রহণ করুতে বাধ্য করুতে হবে। তুমি পারবে

সিপাহশালার !

সিপাহশালার—হুজুর, আমিও ইসলাম। পবিত্র ইসলাম ধর্মের বিস্তার

আমিও চাই ! আপনার আদেশ পেলে আমি এই নদীয়ার

সকলকে রাতারাতি মোশ্লেম বানিয়ে দিতে পারি।

কাজী—আচ্ছা, তোমার কাজের বাহাদুরীটা এইবার পরীক্ষা করে দেখতে

হবে। [উভয়ের প্রস্থান]

* * * * *

কাজী—[বাটীর অভ্যন্তরে] হা খোদা, কৃপা করে আমায় রক্ষা কর। পবিত্র

ইসলাম ধর্মের সুপ্রতিষ্ঠার জন্তই আমি সব কিছু করিতেছি।

[স্বগৃহে শয়নকক্ষে পালঙ্কে শয়নপূর্বক নিদ্রামগ্ন হইলে

পর গভীর রাত্রে ভগবান্ গৌরহরি তাহাকে শিক্ষা

দিবার জন্ত নৃসিংহ মূর্তিতে আবিভূত হইয়া ঘুমন্ত

কাজীর বক্ষে বসিয়া তারম্বরে হৃৎকার করিতে লাগিলন,

কাজী সতয়ে বিম্বিত নয়নে তাহা দেখিতে লাগিল]

মহাপ্রভু—মুনিহুে যুক্তিতে হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ...। এইবার তাকাও বাও কাকী।
[কাকীর গলা টিপিয়া বহিঃ] যেমনি নার আহার খোলা
কোষেখো, যেমনি কহে আত তাকার চূর্ণবিচূর্ণ নার নেনা।
তোমার ঘন কেনে কেহুণে --তমনি তানার রে মল্য কান।

[নিঃস্ব-স্ব ঘানা কাকীর গলা ন বুক হিত্তিতে উত্তক]

কাকী—[অত্যন্ত ভীত নইবা কীশিক কীশিতে] আহার করা তক। আর
নখনও কীর্তনে বিবেক করু না।

মহাপ্রভু—[মুনিহুে যুক্তিতে] নাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ...। এক ভীত নার অত্যাচার
নাঃ-হাঃ-হাঃ...। ভীত কামরায় মহাবন তাকাও। মাক,
আত তোমার করা মজুদ। আর যদি নখনও তরুণ রীতিনে
মানা করুণে তা'হালা তানার তাক নকশে কোতল করুণে,
আন তান নকে বনন কুলকেও বিদ্যাপ হুয়। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ।
[কীর্তন হইলেন]

কাকী—[দীর্ঘ দীর্ঘে নখন মেসিরা চুড়িতে দেখিঃ শইরা] ন' আত,
বুঝে গেঁকি। অ'হ নখনও এর কাক করু না।

[উঠিয়া কেনারায় কীর্তনকশুর্কক চীৎকার কেশিক
ফেলিতে বিকৃত কথা শুনা বহিঃ লাগিয়াত]

[বিহবকন পরে কাকীও বাটীর বহিঃভাগের বানবেশে মহাপ্রভু
ও আরও আকঃ কীর্তন বহিঃে কীর্তন উদ্যত]

মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমিতাকন ও শ্রীনাথ—

'হয়ে নক হাঃ কক কক কক নান হার।

হার হার হার নার হাঃ হার হাঃ হার। [কীর্তন]

[নীর্জন আন কুহিঃ কাকী নকক লান অত্যন্ত ভীত নইবা
তাহার নানাকান উনচিত হইলেন]

কাকী—[বিনত্রিতে মহাপ্রভু ও বৈকুণ্ঠাকর প্রতি সত্যং জানাইবা]
আতন। আতন।

মহাপ্রভু—নাথ, একটা কথা জিজ্ঞাস্য কহি,—সেদিন শ্রীমাদ্ধন খাল ভোক
দ্বিঃ আদন কাকী করুণেন যে, এই নগর পুত্রাক নকীর্জন
হান শাকীর্জন-কাকীরের কাজ নোন, তাগের কাঠার পাখি
কোন। কিন্তু অতঃক তো এই নগরের আবাসবুদ্ধ-বিন্তাক
আহবা নকীর্জনে মজুতগারা তার ফুলেছি, এখন নকীর্জনে
নকীর্জন হাঃ; কই, আত মেসিরা, পাখি বহুনা তাক নুনে
নকা, তার নকাক নিঃস্ব না। নহ এখন আনাই আদ্যাকন
আপ্যাকিত নকন—এর ম ম কি।

চাঁদী—আমি, তুমি লক্ষ্য । তোমাকে আমি কি বল্ ।

[কুঁচিৎসে এবং মক-হিচ্ছ জাহার বক্তব্য যাঁর রিগ হইয়াছে, কাহা দেবাইয়া] এই দেখে, লজ্জায় এক ভয়ঙ্কর মুষ্টি—
আর্জুক লজ্জাকার, অর্জুক বিবোকার হয়ে আমার মুক্তক উপর
হলে আমার কি লাগিই দিয়ারে ; আমি কোনক্রমে আমার
মরণে এসে বেরি । [হঠক কল আশিল]

এই ভয়ঙ্কর মুষ্টি আমার আমার মুক্তক হয়ে ললা টান করে মর্জুক
কল্পে কল্পে হালরে এবার খানি জাহাল আমার মনসে
কাজল করুয়ে, আক ইলবার করুয়ে কণ্ঠ থেকে নিশ্বাস
করে দেখে ।

মহাশয়—[মুষ্টি হারিরা] এই মর্জুক শাখবর্জী হবে আপনি ঐ মুষ্টি
যেবে এক ভীত রাগ লজ্জা লন ।

চাঁদী—[কাঁদিত কাঁদিত] বাবা ভাবলে, আমি মতাই মক ঐক বেরি ।
[কহা করে] আমি তোমার প্রতিজ্ঞা হয়ে মের্ আমার
মর্জুক বর্ণীজান তারা মেহো না । আমি কের যাঁরা দেব
আমি কাহাক ভালক মেহো । তোমাদের ঐ মর্জুক
আমি কিবা নিশি পাউয়ে—

তার কঁক হয়ে কক কক কক হয়ে করে ।

হয়ে কাম হয়ে কাম কাম কাম হয়ে করে ন

মহাশয়—মেহো মেহো কি আশ্রয় । কাঁদীর মুখে কহিলাম । মাক তোমার
কক-কহায়ে এর পাল নষ্ট হ'ল । [কাঁদিকে আশিল]

[মহাশয়ের পথ্যল পতিক হইয়া প্রণীর করিলে মহাশয়
কাঁদিকে উঠাইয়া আশ্রয় করিলেন]

মহাশয়—[বকলে একি] আজ থেকে চাঁদী তোমাদের নিজের হ'ল ।

ঐকইক—প্রাক, দুইই তোমাদের কলা ও মীলা ।

ভক্তগণ বকলে—আমি মহাশয় । কক টাং-চাঁদী-প্রাক কোলা প্রাক কক-মহাশয় ।
[গৌর গরি কোলা] গৌর বতি কোলা ।

[সমাপ্ত]

—শ্রীচিবরঞ্জন মণ্ডল, কলিকাতা

সম্পাদকীয়

শ্রীগৌড়ীয়-দর্শন, ২য় সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রাপণ দামোদর মহারাজের প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া বুঝিলাম, তিনি “কুপ-মণ্ডুক-শ্রায়” অবলম্বনে শ্রীরথযাত্রা-প্রসঙ্গ উপলক্ষ করিয়া যে-সকল বুলি আওড়াইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আসল স্বরূপটি স্বতঃ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যদি হরিভক্তিবিলাস অথবা পদ্মপুরাণাদি-গ্রন্থ আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে একরূপ বাণী প্রকাশ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। যদিও হরিভক্তিবিলাসাদিতে রথযাত্রার বিষয় সর্বসাধারণের জ্ঞাত উপদিষ্ট হইয়াছে, তথাপি সে-সকল অগ্রাহ্য করিয়া নূতন পন্থা আবিষ্কার দ্বারা তিনি কোন্ শ্রেণীর মহাভাগবতের আসনে দাঁড়াইয়া এই সব বুলি কপ্‌চাইতেছেন, তাহা বুঝা গেলনা। টেঁড়িয়ে বড় হইলে বেনীক্ষণ থাকা যায় না। সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ-দায়িত্ব যিনি পাঠিয়াছেন এবং শক্তি-সঞ্চারিত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে গৌড়ীয়-সমাজে বিচিত্র লীলার অভিনয় কি কনিষ্ঠাধিকারীকে ভোগা দেওয়া মাত্র? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মার আচরণে উপহাস করিতে গিয়া ব্রহ্মার পৌত্রগণের শ্রায় কনিষ্ঠাধিকারিগণ অধঃপতিত হইবে সন্দেহ নাই। সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ-দায়িত্ব ধাহাদের উপর ন্যস্ত, তাঁহারা স্নেহবিগ্রহকে বাস্তবীকৃত হইবার অথবা প্রাকৃত-সহজিয়া পথে বিচরণের যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহার দ্বারা সম্প্রদায়-সংরক্ষণের কার্য্য কিভাবে চলিতেছে, তাহা কনিষ্ঠাধিকারীর যোগ্যতায় বুঝিবার ক্ষমতা হয় না।

প্রাকৃতরস-শতদূষণীর মধ্যে লিখিত যথা,—

জড়ীয় বিষয়-ভোগ ভক্ত কভু করে না।

জড়ভোগ কৃষ্ণ-সেবা কভু সম হয় না।

নামকে জানিলে জড়, কাম দূর হয় না।

রূপকে মানিলে জড়, কাম দূর হয় না।

গুণকে বুঝিলে জড়, কাম দূর হয় না।

লীলাকে পূরিলে জড়, কাম দূর হয় না।

পয়ারগুলির বিষয় অনুধাবন না করিয়া প্রবন্ধলেখক মহাশয় কি বৃথা আকোশমূলে শতদূষণীর উল্লেখ করিয়াছেন?

সন্মিলন—ইহাতে মহাভাগবত মহাশয়ের প্রচ্ছন্ন মংসরতা বা নিরানন্দের উৎসব দেখিতে পাওয়া যায়। নিরঙ্কুশ ভোগ একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রেরই একচেটিয়া, জীবের পক্ষে সম্ভব নহে।

“ব্যাঙ ফাটা” অবস্থা কি বেশীক্ষণ থাকে ? দীর্ঘকাল যদি অবস্থান হয়, তবে তাহা প্রকৃতই উন্নতাদিকার।

অধিক লেখা বাহুল্য। লেখক মহাশয় নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন—
“বৈধ মর্যাদায় অল্প সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেক কিছুই অনুষ্ঠান থাকিতে পারে, তাহাতে রূপানুগগণের (?) কিছু নাই।” সুতরাং এই কথার প্রকৃত মর্যাদা সংরক্ষণ করিয়া তিনি কৃষ্ণচিন্তায় বিভোর থাকিলেই বাস্তব মঙ্গল সাধিত হইবে এবং মংসরতাও দূরে পলায়ন করিবে। তখন পত্রিকামাধ্যমে অথবা অসংবদ্ধ প্রলাপ প্রকাশিত হইবে না।

সাধু সাবধান ! ফের কহি !! কর অবধান !!!

শ্রীগৌরভজনে অধিকার

যদি ভজিবে গৌরা সরল কর মন।

কুটীনাটি ছাড়ি ভজ গোরার চরণ ॥

মনের কথা গৌরা জানে ফাঁকি কেমনে দিবে।

সরল হলে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে ॥

গোরার আমি গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে।

গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥

লোক দেখান গৌরা-ভজা তিলক মাত্র ধরি।

গোপনেতে অত্যাচার গৌরা ধরে চুরি ॥


যদি প্রণয় রাখিতে চাহ গৌরাসঙ্গের সনে।

ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে ॥

—[গোস্বামিপাদ-বচন ; সাধন-পথ হইতে]

জ বৈ পুংসাং পরো বন্ধো যতো ভক্তিরযোজ্যে ।

ধর্ম: সমুজ্জিত: পুংসাং বিশ্বকসেন-কথাসু য:



নোংপাদয়েদ্যদি মতিঃ শ্রমএষ হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্ষা স্তুত্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতো আত্ম-পরদর ।
অ-বাক্যে অহৈতুকী ভক্তি বিবর্ত্ত ।

অন্ত ধর্ম হুইরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় বতি নৈলে পশু সেই জ্ঞান ॥

২২শ বর্ষ { কারনোদশায়ী, ৩ মাঘ, ৪৮৪ গৌরাক
বৃহস্পতিবার, ২২ পৌষ ১৩৭৭; ইং ১৪১১/১২৭১ } ১১শ সংখ্যা

সান্নাৎ

শ্রী ব্রজবিলাস-স্তবম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্থামি-বিরচিতম্]

ভয়াং কংসস্তারাং সদয়মচিরাচ্ছত্নুপদে
বিনিষ্কিপ্তা রাধা রহসি কিল পিত্রা প্রকৃতিতঃ ।
স্কুরন্তং ত্বং দৃষ্ট্বা কমপি ঘনপুঞ্জাকৃতিবরং
তমেবাণ্ডং যত্নাদযমভজত সুর্য্যোহবতু স নঃ ॥৮৮॥

কংশভয়ে পিতা বৃষভানু রাজা সদয় হইয়া মঙ্গলার্থ বিরল স্থানে
যাহাকে স্থাপিতা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরাধিকা নৈসর্গিক সুন্দর ঘন-
পুঞ্জাকৃতি লাভের নিমিত্ত অতি যত্নে বাহার অর্চন করিয়াছিলেন সেই
সূর্য্যদেব আমাদিগকে কৃষ্ণলাভের বিঘ্নকারিগণ হইতে রক্ষা করুন ॥৮৮॥

আবির্ভাব মহোৎসবে মুররিপোঃ স্বর্ণোরুমুক্তাফল
শ্রেণীবিভ্রমমণ্ডিতে নবগবীলক্ষে দদৌ ধ্ব মুদা।

দিব্যালঙ্কৃতিরত্ পর্বত তিল প্রস্থাদিকঞ্চাদরা

দ্বিপ্রেভ্যঃ কিল যত্র স ব্রজপতিবন্দে বৃহৎ কাননম্ ॥৮৯॥

সেই ব্রজপতি নন্দরাজ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-মহোৎসবকালে অতি হর্ষে স্বর্ণ
এবং উৎকৃষ্ট মুক্তাফল সমূহের বেষ্টন দ্বারা ভূষিত দ্বিলক্ষ নূতন গোবৎস
এবং দিব্য অলঙ্কার-রত্নপর্বত অর্থাৎ রত্নরাশি এবং তিল প্রস্থ, অতি
আদরে যেস্থলে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন সেই সুবৃহৎ কাননকে
বন্দনা করি ॥৮৯॥

গান্ধর্ববায়ু জনিমণিরভূদযত্র সঙ্কীর্ণিতায়া

মানন্দোৎকৈঃ সুরমুনিরৈঃ কীর্তিদাগর্ভুখন্যাম্।

গোপীগোপৈঃ সুরভীনিকরৈঃ সংপরীতেহত্র মুখ্যে

রাবল্যাখ্যে বৃষরবিপুর্নে প্রীতি পুরোমমাস্তাম্ ॥৯০॥

গোপ-গোপী ও সুরভিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত এবং মুখ্যোরাবলি নামক
যে বৃষভানুপুর্নে সুরগণ ও মুনিগণ কর্তৃক আনন্দসহকারে সঙ্কীর্ণিত এমন
কীর্তিদার গর্ভরূপ আকরে শ্রীরাধার জন্মরূপমণি উদ্ভূত হইয়াছিল সেই
বৃষভানুপুর্নে আমার প্রচুর প্রীতি থাকুক ॥৯০॥

যস্য শ্রীমচরণকমলে কোমলে কোমলাপি

শ্রীরাধোচ্চৈর্নিজসুখকৃতে সন্নয়ন্তী কুচাগ্রে।

ভীতাপ্যারাদধ নহি দধাত্যস্য কার্কশ্য দোষাৎ

স শ্রীগোষ্ঠে প্রথয়তু সদা শেষশায়ী স্থিতিং নঃ ॥৯১॥

কোমলাঙ্গী শ্রীরাধিকাও যাহার সুকোমল চরণকমলদ্বয় নিজ সুখার্থে
স্বীয় উন্নত কুচোপরি আনয়ন করত “আমার স্তন অতি কর্কশ” এই বিবেচনায়
ভীতা হইয়া স্তন সমীপেও ধারণ করেন না, সেই শেষশায়ী শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে
অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে আমাদিগকে নিত্যস্থিতি বিধান করুন ॥৯১॥

যত্র কামসরঃ সাক্ষাদগোপিকারমণং সরঃ।

রাধামাধবয়োঃ প্রেষ্ঠং তদ্বনং কাম্যকং ভজে ॥৯২॥

যে-স্থলে গোপীকাদিগের রমণ অর্থাৎ বিলাসের নিমিত্তই কাম সরোবর
হইয়াছিল সেই রাধামাধবের প্রিয়তম কামাবনকে ভজনা করি ॥২২॥

মল্লীকৃত্য নিজাঃ সখীঃ প্রিয়তমা গর্বেণ সন্তাবিতা

মল্লীভূয় মদস্বরী রসময়ী মল্লত্বমুৎকণ্ঠয়া ।

যস্মিন্ সম্যগুপেযুষা বকতিদা রাধা নিযুক্তং মুদা

কুর্বাণা মদনশ্চ তোষমতনোদ্ভাগীরকং তং ভজে ॥২৩॥

রসময়ী মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা প্রিয়তম স্বীয় সখীগণকে মল্লী অর্থাৎ মল্ল
স্ত্রী করিয়া এবং নিজেও অতি গর্বে মল্লী হইয়া, অত্যাৎকণ্ঠ্য সমাকৃ মল্লত্ব
প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া যে স্থানে মদনরাজের তুষ্টি সাধন
করিয়াছিলেন সেই ভাগীর বনকে আমি ভজনা করি ॥২৩॥

আকৃষ্টা যা কুপিত হলিনা লাজলাগ্নেণ কৃষ্ণা

ধীরা যান্তী লবণ জলধৌ কৃষ্ণসম্বন্ধহীনা ।

অতাপীথং সকল মনুজৈর্দৃশ্যতে সৈব যস্মিন্

ভক্ত্যা বন্দেহদ্রুতমিদমহোরামঘটপ্রদেশম্ ॥২৪॥

সেই যমুনা কুপিত বলদেব কতৃক লাজলাগ্ন দ্বারা আকৃষ্টা হইয়াছিলেন
এবং অতি মন্দ গতিতে যে কৃষ্ণ-সম্বন্ধহীনা হইয়া লবণ সমুদ্রে গমন
করিতেছেন, সেই যমুনাঘাটে অতাপিও লোক সকল লাজলাকৃষ্টার ছায়
দেখিতেছে, সেই যমুনাতীরস্থ রামঘাটকে আমি ভক্তিসহকারে বন্দনা
করি ॥২৪॥

প্রাণপ্রেষ্ট বয়শ্চবর্গমুদরে পাপীয়সোহঘাসুর

স্মারণ্যোদ্ভটপাবকোংকট বিষৈর্দৃষ্টে প্রবিষ্টং পুরঃ ।

ব্যগ্রঃপ্রেক্ষ্য রুষা প্রবিশ্য সহসা হত্বা খলং তং বলী

যত্রৈনং নিজমাররক্ষ মুর্জিৎ সা পাতু সর্পস্থলী ॥২৫॥

শ্রীকৃষ্ণ, পাপীষ্ঠ অঘাসুরের উদরে পূর্ক প্রবিষ্টে প্রাণাধিক প্রিয়তম
বয়শ্চবর্গকে অবলোকন করত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া অতিশয় ক্রোধে সেই
সর্কারণ্য ব্যাপক বনাগ্নির ছায় অত্যাৎকট বিষ দৃষ্ট উদর মধ্যে প্রবেশ
করিয়া বলপূর্বক সহসা সেই খলকে বিনষ্ট করত নিজ বয়শ্চগণকে যেস্থলে
রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সর্পস্থলী আমাদিগকে কৃষ্ণবয়শ্চগণের ছায়
রক্ষা করুন ॥২৫॥

দ্রষ্টুং সাক্ষাৎ স্বপতি মহিমোদ্রেকমুৎকেন ধাত্রা

বৎসব্রাতে দ্রুতমপহ্নতে বৎসপালোৎকরেচ ।

ততদ্রপো হরিরথ ভবন্ যত্র তত্তৎ প্রসূনাং

মোদং চক্রেহশনমপি ভজে বৎসহারস্থলীং তাঃ ॥১৬॥

নিজপতি শ্রীকৃষ্ণের মহিমোদ্রেক সাক্ষাৎ দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা উৎসুক হইয়া বৎসগণ ও বৎসরক্ষক বালকগণকে অপহরণ করিয়াছিলেন, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ যেখানে সেই সেই বৎসপালগণের রূপ ধারণ করত তৎ বৎসপাল গোপবালক সকলের মাতৃগণের হর্ষ ও তাহাদিগের ভোজ্যবস্তু ভোজন করাইয়াছিলেন, সেই বৎসহরণস্থলীকে আমি ভক্তনা করি ॥১৬॥

বাঢ়ং বৎসক বৎসপালহতিতোজাতাপরাধাদু্যৈ-

ব্রহ্মা সাত্ত্বমপূর্বপদ্য নিবহৈর্ঘস্মিগ্নিপত্যাবনো ।

তুষ্ঠাবাদুত বৎসপং ব্রজপতেঃ পুত্রং মুকুন্দং মনাক্

স্মেরং ভীকু চতুর্মুখাখ্যমনিশং সেশং প্রদেশং নুমঃ ॥১৭॥

ব্রহ্মা বৎস ও বৎসপাল হরণজন্য অপরাধ হেতু অশ্রুদ্বয়ে ভূমিতে নিপতিত হইয়া যে স্থানে আশ্চর্য্য বৎসপালক, স্মের বদন, ব্রজপতিনন্দন মুকুন্দকে অপূর্ব পদ্য সকল দ্বারা অতিশয় শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই দেশ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভীকু চতুর্মুখ নামক স্থানকে আমরা নিরন্তর নমস্কার করি ॥১৭॥

গন্ধব্যাকুল ভৃঙ্গ সঞ্চয়চমু সংঘৃষ্টপুষ্পোৎকরৈর্ভাজাং

কল্ললতা পলাশি নিকরৈর্বিভ্রাজিতানি স্মৃটং ।

যানি স্ফার তড়াগ পর্বত নদীবৃন্দেন রাজন্ত্যহো

কৃষ্ণপ্রের্ণবনানি তানি নিতরাং বন্দে মুহূর্দাদশ ॥১৮॥

গন্ধোন্মত্ত ভৃঙ্গকুল রূপসেনা সমূহ দ্বারা যাহার পুষ্পকুল সংঘৃষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ শোভমান কল্ললতা ও পলাশগণ দ্বারা যাহাদিগকে অত্যন্ত শোভা হইতেছে, বিস্তৃত পদ্মাকর পর্বত ও নদীগণে যাহারা সুশোভিত সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম দ্বাদশ বনকে আমি বারবার বন্দনা করি ॥১৮॥

(ক্রমশঃ)

অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থের নিদর্শন

श्री ३३ अक्षरों से मिलने का मतः

सुटेडक डॉ. जे.राय-सावित्रीभूष.

References

— १८५ —

আগমনের পক্ষে পাণ্ডুরয়েলাওরও বর্ণনা করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম।
এই সকল কথা চিঠি জ্ঞান করিয়া আনন্দে ভরা কলিকাতার আশ্রমে পৌঁছিয়া
যে, অনেক হইতে কাত এইভাবে লাক্ষ্মী-বুড়ি একত্রে প্রায়শঃ কলকাতায়
অলসভাবে। আহা! কত মীর, বিবিধের পথিক : তবে তাহার নিয়ম
নহি। তাহের কথা বড়, তবে আশ্রমের মুখে উঠা শাক্য, তাহ মা। হোয়
কুণ্ডে বড় কথা। প্রিন্সে অভয়াসুখানিগণ হস্তে করিও শুভাইয়া গিরের।

কক কি শব্দ, তাহা বাক্যের উপলব্ধি হয় নাই, তাহার অর্থবাচ্য-পক্ষে উপলব্ধিভার প্রাপ্তির সঙ্গে—ব্যক্তিগতগত, বৈজ্ঞানিক-মহাজন-পক্ষে পক্ষে ব্যক্তিগতগত ।

ঐক্যবন্ধন একতরফা একই পন্থে বাহ্যিকের চিত্রের রূপবিচারে সাদৃশ্যবোধে কোন বুঝি আছে, বাহ্যিকের অন্তর্-নিহিত রূপ কল্পনামূলকভাৱে বোঝা করা বিভ্রান্ত আশঙ্ক্য। বহু বৈখান্যিক ভিত্তি উপলব্ধির পরে পাইব-
 একতরফা ভাবে ভাব করিলে। সত্যতাপাথীর জ্ঞান আমরা যদি ঐহা আভ্যন্তরীণ
 বোধে, জ্ঞান করিলে। পাইব আভ্যন্তরীণকে 'প্রাক-সংজ্ঞিত' বলিয়া নির্দেশ-
 পূর্ণক কারণের আভ্যন্তরীণতা বোধিত। বিবে। জ্ঞাতত লক্ষণবিশেষ এইজন্য
 বুদ্ধিবৃত্তিতে দুইটি পি'ছে চলিয়া যেরূপ শব্দ "সত্য বোধের সীমিত" রূপে
 রূপাংগণা ভিত্তি রূপিত। বোধের করিতে হইলে 'অন্তঃ-অভ্যন্তরীণ' রূপ
 হইকা অপেক্ষক মঙ্গল বিশেষ করিতে হয়। ইত্যং নির্ণিত
 কথাকি আশঙ্ক্য ভাব করিয়া বুঝিবার হয় করিলে। "অন্তঃ-
 বাহ্যিকের বা লোক লোকবিশেষ বাস্তব নহে। উভয়ঃ
 বুঝিবার করিলে, তাহা হইলে আভ্যন্তরীণ ভোগ আভ্যন্তরীণকে জ্ঞান করিতে
 পারিলে না।

— 120 —

2. मिहिरा कुमरावती

— ମନସିଂହା ଓ ମହା. ସା. ପୃଷ୍ଠା: ୫୮

৪। কোন কর্ম সমিতি অনুষ্ঠান ও কোন প্রতিদ্বন্দ্ব।

“বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা আছে, সেই কর্তব্যই কৃষি-বহুত এবং বৈ-বহুত
পরিকল্পনা আছে, তাইবাই উক্তিবিবৃতি।” —‘সবুজিঙ্গা কনক’, সা. ডোঃ ১৯৮০

ସା. ବିଭାଗ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ? ସାମାଜିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ ।

‘ବିଦ୍ୟା ହିମ ଫଳାସ, ସଦା—ବରହିତ୍ୟା, ପର୍ବହୁମା ଓ ସେବହିତ୍ୟା । ସେମାନେ ହିମରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । କୋବ ହୋମା ଦିବ୍ୟେ ଆମକ୍ତି କରାଏ ବାହୁ—ବାବ ଓବ । କୋବ ବିଦ୍ୟା ଦିବ୍ୟକ୍ତି କରାଏ ବାହୁ—ସେବ । ଉଚିତ୍ତ ବାମ ଲୁଗା-ଘରୋ ବାମା ହୁମାରେ । ଅପ୍ପଚିତ୍ତ ବାମାକେ ଲାଲ୍‌ଟା ବଳେ । ସେବ—ବାମେର ବିଦ୍ୟାବିତ୍ତ ବାମା । ଉଚିତ୍ତ ସେବ ଲୁଗା-ଘରୋ ପରିବଦିକ । କିନ୍ତୁ ଅପ୍ପଚିତ୍ତ ସେବ ହିମା ଓ ବିଦ୍ୟା ଦିବ୍ୟ ଲୁଗା ।

—ଡଃ ଶ୍ରୀ: ୨୫

५। असुहिष्णुः हि न वेत्स्यति ।

[illegible]

— 18 —

જા. નિઃશ્વરતા સહાયકતાનાં બે સ્તરોનાં સ્વરૂપો

‘ସୈନ୍ଦୂରୀ’ ବା ‘ନିର୍ଦ୍ଦେଶୀ’ ହୃଦୟକାବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସରାଂଶାଦି ଏକ-ପଦ୍ୟ-ପ୍ରାଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶୀ ।
 ଲକ୍ଷ୍ୟ-ନାଟ୍ୟର ଆଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କଲେ କଲେ ବିଷୟ ଉପନୀତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ,
 କହା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟାଂଶ କରେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ-ରାଜ୍ୟ ଅବସର ଗଣ୍ୟେ ଶେଷ କରେ ।’

—26— Fine Art

୨୧ । ଏକାଂଶିକାଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥନାମ କି ?

‘আধুনিক কুস্তি কুস্তি বন্ধে পটভিত্তিক প্রতি বিদ্বত্তা বাবস্থানিত হইবাকৈ ।
 তহো! বহুপদভিত্তিক অধঃ নীচীক করিতেছে । সাম্যক বিবদ-পোশু
 লোকেরা গাভীর সৰু ও ঘোড়াকে হে-একাত্রে কষ্ট দেয়, তাহা দেখিলে
 কখনও ব্যক্তিরা হৃদয় বিবীৰ্য হব । সেই বহু পটভিত্তিক প্রতি বিদ্বত্তা
 পরিভাষে করিবে ।’ —ঐঃ শিঃ দাঃ

—अभ्युक्त जील सकिरिदभाष डीरुम

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদে ও সাধুগণসমীপে

দীনহীনের নিবেদন

জাগরে জীব, গাহ শ্রীকেশব, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত নাম ।
শ্রীগৌরকিশোর, ভক্তরূপধর, দিবানিশি কর গান ॥
শ্রীভক্তিবিনোদ, নয়ন আমোদ, যে দেখে নয়নভরি ।
শ্রীকৃষ্ণরতন, লভে সেই জন, রাখয়ে কোটরা পুরি ॥
শ্রীজগন্নাথ, বলদেবসাথ, নীলাচল নদীয়ায় ।
জগত্ৰাণতরে, নগরে নগরে, হরে কৃষ্ণ বলি গায় ॥
জয় শ্রীবামন, জয় নারায়ণ, বল জয় ত্রিবিক্রম ।
পর্যটক সহ, রহি অহরহ, কর হরি-সংকীৰ্ত্তন ॥
শ্রীবিষ্ণুদৈবত, সদা কীর্ত্তয়ন্তু, জয় জয় হরিজন ।
উদ্ধমস্থী বটে, সদা নাম রটে, তৌহার চরণে প্রণাম ॥
জয় পূর্ণপ্রজ্ঞ, স্থিতধীঃমনোজ্ঞ, (জয়) অনবদ্য গোরাচাঁদ ।
আসি মর্ত্যভূমে, শ্রীনাম-কীর্ত্তনে, জগতে দানিছে প্রসাদ ॥
শ্রীনবযোগেন্দ্র, বৃহৎমুদঙ্গ, অশেষ-বিশেষে ভাই ।
আসিয়া মরতে, শ্রীভাগবতে, ভক্তি-শিক্ষা দিল তাই ॥
গৃহমেধী মুঁড়ি, তাঁদের জানাই, কোটী দণ্ডপরণাম ।
কৃপা পাই কবে, শুদ্ধ ভক্তিভাবে, লইব গোবিন্দ নাম ॥
কৃষ্ণকৃপা ভাবি, শুদ্ধভক্ত সেবি, বৃষভানুপুরে যাব ।
স্বাধিকারানন্দে, নাম-মকরন্দে, নিরন্তর মাতি রব ॥
সত্যগৌরদাস, গলে মায়াফাঁস, কাঁদিয়া কাতর অতি ।
সাধুপদ চুমি, শ্রীগুরুপ্রণমি, তরে যাবে ভবনদী ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদরজঃপ্রার্থী—

শ্রীসত্যগৌরদাস অধিকারী

গ্রাম—বাটনান (মেদিনীপুর) ।

গ্রাহক নং—৫০৭৪

জালালাখান 'অত্মবলি' বাক্যও নীচের চরম গুরুত্বার্থ নির্ধন করিান। এই
নাকো সৌর্যক সিননকরেন পমিতন আবারোতছে। 'অত' শব্দে পরোক্ষনির্দেশ,
'বলি' শব্দ বাক্যের নির্ধন আর আরি জিহা অত্মতান অমন (যোগ) প্রকীতি
করাইতেন। এইখতবাবিশগ নলেন—উক্ত জিহা উক্তের ঐক্য হুনা
করিতছে।

একমেবাদ্বিতীয়ং যৎ নামরূপবিবজ্জিতম্ ।

স্বষ্টেঃ পুরাধুনাত্মস্ত তাদৃক্ভূং তদিতীৰ্য্যতে ॥

স্বষ্টির পূর্বে নামরূপ বিবজ্জিত একমাত্র অদ্বিতীয় সংস্করূপ পরমব্রহ্ম ছিলেন। স্বষ্টির পরে প্রথমও তিনি তদ্রূপ অবস্থান করিতেছেন। তিনি ‘তৎ’ শব্দের বাচ্য।

শ্রোত্বাদেহান্দ্ৰিয়াতীতং বস্তুত্বং তৎ পদৈরিতম্ ।

একতা গৃহ্যতেহসীতি তদৈক্যমভূত্বতাম্ ॥ (পঞ্চদশী ৫পঃ ৫-৬)

শ্রবণাদিদ্বারা বাক্যার্থ বোধ করিতেছে যে, দেহেন্দ্রিয় হইতে ভিন্নবস্তু জীবাত্মা ‘তৎ’ পদের বাচ্য। ‘অসি’ পদ তৎ ও ত্বং পদের বাচ্যের একতা প্রতিপাদন করিতেছে। শ্রীমদ্ভাষ্যে ইহার অর্থ করিয়াছেন—তস্মৈ ত্বং অসি অর্থাৎ তাঁহার তুমি। এই অর্থে জীবৈশ্বরের প্রীতিময় সম্বন্ধ সূচনা করিতেছে। কিন্তু দৈতবাদীগণের মতে ইহাই বুঝায়—জীবৈশ্বরে অণু-বিভু, আশ্রিত-আশ্রয়, নিয়মা-নিয়ামক, শক্তি-শক্তিমানরূপ ভেদ বিद्यমান। এই ভেদ নিত্য। অতরাং জীবৈশ্বরে ঐক্য সম্ভব নহে। জীব ও ঈশ্বর উভয়েই চিৎস্বরূপ। দুইটী চেতনবস্তু কেবল প্রীতির বন্ধনে—সম্বন্ধের বন্ধনে যুক্ত হইতে পারে। ‘তত্ত্বমসি’ জীবৈশ্বর উভয়ের সংযোগব্যঞ্জক বলিয়া তাহা প্রীতিপর—প্রেম-তাৎপর্য্যব্যঞ্জক। “তুমিই আমি”—একথা বলিলে তুমি পদের বাচ্যের সহিত যেমন কোন সম্বন্ধ সূচনা করে, তদ্রূপ তত্ত্বমসি বাক্যের তৎপদের বাচ্যের সহিত ত্বং-পদের বাচ্যের সম্বন্ধ জানা যাইতেছে। এজন্ত উহা ভগবৎ প্রীতিপর।

লোক ব্যবহারেও প্রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। যেখানে প্রীতি সেখানেই দুইয়ের সম্বন্ধ—প্রীতি ভিন্ন অন্য কিছুতেই প্রগাঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। সমস্ত প্রাণীই প্রীতিতাৎপর্য্যবিশিষ্ট। যে যাহা করে, তাহা প্রীতির বশেই করিয়া থাকে। যাহার জন্ত প্রীতি নাই তাহার জন্ত কিছুই করে না। ভালবাসার জন্ত প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে দেখা যায়।

জীবগণ পরস্পরকে প্রীতি করে সত্য, কিন্তু কেহই কাহারও প্রীতির যোগ্য বিষয় হইতে পারে না। কারণ প্রীতি সুখস্বরূপ। সমস্ত সুখাত্মক বস্তু সে চায়। জীব স্বরূপতঃ আনন্দ বস্তু হইলেও অণু-আনন্দ মাত্র। তাহাও আবার ভূমিজলাদি অষ্ট আবরণে অবস্থিত। সেই আবরণ ত্রিতাপময়ী

যাচাৰ বিকাৰহেতু তৎপৰত আনন্দৰ সিকটে ১৬২ উপহৃত হৈছে সাধা-
ৰণ। কুপ্ৰেণস আৱৰণে সেটিত অধু আনন্দ ঘৌৰণ কালমাগিৰা কোম জীন
হুখী নহোত পদব না। ঐতি চাস অমানুত আনন্দ। জীৱৰ আনন্দে
আন কসিনা বহুত বহিষ্ঠ পাতিসেক ভালবাসিৰা তুপ্ত হৈছে সাধাৰণ,
আনন্দ তাহা পৰিমাণ অহ। এই তত জীৱ ক্ৰমল; ঐতিহ্য বিসৰ লকাল
ঐতি নকিন কহিহা মুক্ত ঐতিহ্য বহুত পদবন কাকুল বহা ঐশ্বৰ্য
অননী, ন্যাসা সধা, বোমাস পদবনী, অশ্বৰ আশাস মুক্তবত্ৰ শ্ৰিষ্ট
সজ্ঞান মুক্তিৰ বাণ। অতএব লকালই যমস ঐতিহ্য বিসৰ অশ্বৰ্য্য
কহিহোহা, অধন বোমাস বোমাসাত ১৬২ ঐতিহ্য বোমাস বহু নাহা
সনকহে জীনস ঐতিহ্য অশ্বৰ্য্য আনন্দ পদবৰ্ত্তনশীল। তাহা বহিষ্ঠ একজন
ঐতিহ্য বহু আশেন, জীৱ বাহ্যক সৰ্বত পাৱ সা—সেই অশ্বৰ্য্যই ঐশ্বৰ্য্য ত
মহাৰ্ঘ ঐতিহ্য বিসৰ। তিনি অমানুত অশ্বৰ্য্য ঐতিহ্য আশাস সলিৰা
কহা + ১৬২ ঐতিহ্য চাস স'মান জীন পীড়িত পাৰা। বাহ্যৰ
ঐশ্বৰ্য্যে স'মানশীল পাৰিহাৰে, ঐশ্বৰ্য্য আৰ কহাৰ ঐতিহ্য কহে
১৬২। ব'ক পৰাৰ তাহাৰে সিকটে মুক্ত সাধনী হৈছে সাধ।

এনে ঐশ্বৰ্য্যে অশ্বৰ্য্য ঐতিহ্য পদব পুৰুষাৰ্থতা প্রতিপাদিত হওব ঐতিহ্য
জীৱৰ অশ্বৰ্য্য-অশ্বৰ্য্য ঐশ্বৰ্য্য হৈছে।

তা: ১৬২১৬২ গোৱ কবিত হৈছে—

সকলোৰোৰোৰ অশ্বৰ্য্য ঐশ্বৰ্য্য পদব।

বদাৰ্জীত: তহিষ্ঠ ঐশ্বৰ্য্য ঐশ্বৰ্য্য পদব।

অশ্বৰ্য্য-অশ্বৰ্য্য সজ্ঞান সজ্ঞান সজ্ঞান যে মুক্তিৰ লকাল ঐশ্বৰ্য্য
ইক চকলহে, সেই লকালত স'বাপ মুক্তিৰ আশাৰীত। ইহক
কাসাই-অশ্বৰ্য্য, অশ্বৰ্য্য পদবীত অশ্বৰ্য্য—অশ্বৰ্য্য অশ্বৰ্য্য, সজ্ঞান-অশ্বৰ্য্য
অশ্বৰ্য্য বহু, এই পুৰাণ (অশ্বৰ্য্য) অশ্বৰ্য্য। ঐশ্বৰ্য্য ঐশ্বৰ্য্য অশ্বৰ্য্য
অশ্বৰ্য্য। অশ্বৰ্য্য—অশ্বৰ্য্য, তাহাৰ কবি ঐশ্বৰ্য্য। সেই ঐশ্বৰ্য্য একজন
অশ্বৰ্য্য—অশ্বৰ্য্য পুৰুষাৰ্থতা প্রতিপাদিত হওব, তাহা এই ঐশ্বৰ্য্য।
এই ঐশ্বৰ্য্য তাহাৰ লকাল ঐশ্বৰ্য্য সা কাকাল ১৬২১৬২ মোকলিত
ঐশ্বৰ্য্য পদব সজ্ঞান অশ্বৰ্য্য। জীৱ বহুত: অশ্বৰ্য্য সা, পদব
কান্যকাবে জীৱ সাধাৰে অশ্বৰ্য্য অশ্বৰ্য্য কহা। ইনা বিসৰ্য্য
উপাধাৰ বহিষ্ঠ হৈছে—

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକ ମନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟାବଳୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଶିକ୍ଷାକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଉଛି
(ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରତି) ଜ୍ଞାନ ସାଗର—

॥ सा सांख्यस्य यदुच्यते तद्व्याख्यायते ॥

आदर्श: सर्वे सुखा ददातु ३५ महादेवकर्मयोग ।

যেখানে নিপুণ ব্যক্তিগত ক্ষমতার (মননাত্মক) আধার) দর্শন পড়াইতে-
দর্শন। এক ক্ষমতা অর্থ আভিধানে 'কেনল' পাওয়া ন'ত। সেই ক্ষমতা
শ্রীমন্তীরযোযাযী গণিতেরজন, কেনল পড়ানোজন দর্শনকে পুস্তকীয় রচনা
হইয়াছে। জিতের আধিনে, নলে মননে শ্রীমন্তীরকে দেখ। অত কিছু না
কিন'ই মনন পুস্তক'। মনন' জিতের না'চলে মানন'য়ের অমৃত'িতেই
পড়ান'ক লাভ।

—प्रियकिशोरी श्रीमच्छिबुद्धदेव ज्योती महाशय

ସଂସ୍କୃତ ଶାସ୍ତ୍ର



2013年12月15日 星期日

● 考 點 點 評

होमिनामः कथं च विदुः

संज्ञिक-१००

DATE 9/22/90

विश्वेन्द्रदेवमठसदस्य एवं अध्यापकशिखरिन्द कश्यप—

ନିମ୍ନ ଆମରାଜ କୃପାଳିନିମାତ୍ର: ଲାଟିନ, ଇଂରାଜୀ ଆକାଶିକ ହୁଏ। ତିନି
ହେ-ମିସର ଲହରୀ ଆକାଶିକା କରେନ, ତାଙ୍କ ଲାଟି ରିସର ସହାୟକ ଏକ ଲିଖିତ
ବା ଆକାଶିକା କରିବା ତିନି ମିନିଟ୍ ହେଉଁ କଥାଟା। ଏହା ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ
ନିମ୍ନ: ନ୍ୟାସନାଲିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ କୋଷ ବା ବିଶେଷ କଥା।

ধারানটক, একনে আপনায় প্রণয় গইয়া আলোচনা করা বাউক।
 আশ্রয় দিকমই অত্যন্তিক রেহবাৎনকহেতু আমায় প্রাণনা কবিয়ায়েন।
 আমি দেহতু অধিকারী নাই, আর অধিক দিখিয়া আপনান ঐক্যবতাই
 "অত্যাশ্রয় গছয়ানে"—এই বোধিত প্রাণ কহিনা আপন পদূল অবজ্ঞা
 কহ-অভির্ভার কানানদুল পুষ্পলিত করিগেন না,—এই প্রার্থনাই অচরণে
 বিবেচন করিঅই।

ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ "ଯେ କହେ କେହି ହୁଏ, ଯେ ହୁଏ କେହି ହୁଏ" ଓ ଏହି ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ । ଯଦିଓ ଏହି ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ । ଯଦିଓ ଏହି ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ । ଯଦିଓ ଏହି ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ ।

ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆମ୍ଭଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ପ୍ରକାର ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ । ଯଦିଓ ଏହି ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ । ଯଦିଓ ଏହି ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ । ଯଦିଓ ଏହି ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ ।

ଆମ୍ଭଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ "ଯେ କହେ କେହି ହୁଏ, ଯେ ହୁଏ କେହି ହୁଏ" ଓ ଏହି ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ । ଯଦିଓ ଏହି ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ । ଯଦିଓ ଏହି ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ । ଯଦିଓ ଏହି ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ—କେହି କେହି ହୁଏ, କେହି କେହି ହୁଏ । ଯଦିଓ ଏହି ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ । ଯଦିଓ ଏହି ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ । ଯଦିଓ ଏହି ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ । ଯଦିଓ ଏହି ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ—କେହି କେହି ହୁଏ, କେହି କେହି ହୁଏ । ଯଦିଓ ଏହି ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ । ଯଦିଓ ଏହି ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ । ଯଦିଓ ଏହି ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ । ଯଦିଓ ଏହି ହୁଏତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ ।

কিছু যায় আসে না। সবই' ত এক, সব ধর্মই সমান ইত্যাদি বাক্য বালোচিত মনোধর্মী ব্যক্তিদিগের মনোরঞ্জন হইলেও সারগ্রাহী ব্যক্তিগণ উহাকে কুসিদ্ধান্ত বলিয়া থাকেন।

আধিকারীক দেবতার পূজা করিলে, ভগবৎবিমুখিনী মায়াশক্তি সেই দেবতার প্রতি শ্রদ্ধারূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। গীতাশাস্ত্রে এবিষয়ে প্রচুর আলোচনা আছে। গীতা বলেন—

‘যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্বাদ্বিনোহপি মাম্ ॥ (৯২৫)

মায়াশক্তির কার্য্য—তিনি আত্যন্তিক মঙ্গল হইতে বঞ্চিত করিয়া “কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্যে, নরকে বা কভু। কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু ॥” প্রভৃতি জন্মমরণমালার কক্ষচক্রে ভাসাইয়া থাকেন। অর্থাৎ যিনি যে যে ভাবে ভজ্ঞন করিবেন, তিনি ভজ্ঞনাত্মক ফল প্রাপ্ত হইবেন। একটু লক্ষ্য করিলেই জ্ঞানী যাইবে যে, সকল ফল সমান নহে। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-কামীর এবং নিত্য অষ্টৈতুক-কৃষ্ণসেবা-প্রার্থীর ফল এক নহে। ইহাতে ‘আকাশ-পাতাল’ ভেদ বিद्यমান।

আপনার লেখাতেই পার্থক্য বিद्यমান। আপনি একস্থানে দুর্গা এবং অল্পস্থানে যোগমায়া কাত্যায়নী দেবীর উল্লেখ করিয়াছেন। আপনি যে দুর্গার উল্লেখ করিয়াছেন—ইনি জড়জগৎ অধিষ্ঠাত্রী জগজ্জননী “মহামায়া” শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। অজ্ঞাত আধিকারীক দেবতাগণও শ্রীভগবানের আধিকারীক শক্তি বা বিরূপ বৈভব। তাঁহারা ভগবানের আদেশে জগৎ-সৃষ্টিকার্য্যের পরিচালনা করেন। ইহা শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা-শক্তির কোন কার্য্য নহে। চিদ্রামে যে-সকল কার্য্য হইয়াছে, তাহাই অন্তরঙ্গা শক্তির কার্য্য। উহা “যোগমায়া” দ্বারা সাধিত হয়। এসম্বন্ধে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের “অনুভাষ্য” হইতে আপনার অবগতির জন্ত নিম্নে কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতেছি,—

“যোগমায়া ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, বা চিচ্ছক্তি, যাঁহারা চিদ্রামে ভগবানের সেবাপ্রার্থী হন, তাঁহারা যোগমায়ার নিকট কৃষ্ণ-দেবোন্মুখী কৃপালাভ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা জড়ব্রহ্মাণ্ডে অভ্যুদয়মূলে ধর্ম-অর্থ-কাম প্রভৃতি অথ অভিলাষ বাঞ্ছা করেন বা ভগবৎসেবা বিমুখিনী নির্বিশেষ গতি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মহামায়া বা রুদ্রাদিদেবতার উপাসনা

কবিরা ধাক্কা দেন। আই মেথিও পাকড়া আস—তুস্ত-পলদাপল কবদ্যোপ-
 কুয়াইকে শক্তিরে পাক্ত কবিরাম তক্ত চিক্কিত বোপদাবার জাবাবরা কবিরাম
 ছিলেন। আর বস্ত্রশক্তিরে মেথিকে বাই মে, বাজা জুবদা এবং সমাধি
 বাহক ইবদু মিহদিগবে পশিয়ারাউরুত মোর আফাংক্রাউ জীব জাব কবিরা
 জড়াবিঠাওী কবানাতার জাবাববার তৎপদ বইতাজিলেন। জাউরাং যেখানে
 'বোবদাবা' ও 'বইতাবদা'কে এক কবিরাম প্রচাৰ করা তদ, সেখানে অজব-তা,
 কবিতা শু ভগবৎ বক্তাপোলসজির জড়াবই জাবিও হওবে।

অতি সম্বন্ধে 'দুঃখসাধনা' ও 'বহনোচ্চা' পার্থক্য উপস্থাপন করা বইল।
অন্তঃসাদনঃ খাইতেছে যে দুর্গা এই কতকগুলির অবিষ্টাণী দেবী। অর্থাৎ
এই লংগানগুলি স্থানীয় অধিকারী। বাবামুখ জীবকে ল্যাগিন 'ক্টে কানার
কাবা'। যথিক এই কাবা'র দু'ল পুরুষ ত্রিকাক খসঃ। জীবনই নির্দেশে
এই স্থানীয় লংগান কাবা' চলাতেছে।

তদুপাত্ত বিবাহ আশ্রয় কামিতে পানি কৃত যুক্ত ভগবতঃ পূজন।
 ত্রিবিধি বিদ্যুৎচৌক্য নক্ষিতানন্দবহু, জীব অমৃতোত্তম এবং দুর্গা কল্পানি
 আশ্রয়িত সেবাধরী কৃষ্ণেন অংশ, কলা, স্বাদশ, বাহ্যশিল্প। গুণগণনী
 আত্মবিক্রি জীবন্তী জ্ঞানবাহিনী অংশ। হঠাতঃ পানিবাছিত—“উবাচ
 সত্য। পরী কৃতঃ কল্পিণী। বাহ্য-অন্তঃস্বয়ং সত্য আত্মব-বাহিনী” প্রতি
 বাসব—যজ্ঞি ক নক্ষিতানন্দ অঃকৃতত্ব। পূর্ণ বস্ত্র কৃত স্বয়ং ভগবতঃ। তিনি
 সত্য “কিছুই চাইতে পারেন না” কর্তব্য, অকর্তব্য, অকৃত্য কর্তব্যঃ সত্য
 ইত্যং।” কিন্তু তাঁর সত্য বা অমিত কেহ নহে। পাঠ্য বাসব—“ন তৎ-
 বস্তুত্বাবিভক্ত দৃষ্টে” অংশ বা কলা পূর্ণ বস্ত্র সত্য হইতে পারেন না।
 কৃষ্ণেন পাক বাহ্য বস্ত্র দুর্গা বা কালীবা নক্ষিতানন্দ বস্ত্র বস্তু।
 “Geometrically prove—Part is not equal to the whole। একটি
 টাকার ভাঙ্গাটুকু পয়সা বিক্রি আদুলা ইত্যাদি পাঠ্য বাহ্য। কিন্তু পয়সা
 সিকি আদুলা বা টাকার সমান হইতে পারে না। টাকার টাকার অংশ মাত্র।

অতঃপূর্ব, পূর্ণ সন্তা বিধারা ততন বহুত, আত্মগোষ্ঠী স্থিতিতানে গুণ
 সেনসেবীর ততন কবিত্তে বব ব। ঐনত্বগেবতা বসেন—

* यथा कटवाम्भे निविद्यत्यनसृष्टमात्रं तद्वत्कृष्णं तद्वत्कृष्णं तद्वत्कृष्णं ।

[illegible]

(2003)

মহাজনগণের গীতিতেও পাই—“মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা পল্লবের বল। শিরে বারি নহে কার্য্যকর। হরিভক্তি আছে ঝাঁর, সর্বদেব বন্ধু তার, ভক্তে সবে করেন আদর।”

অচ্যুত ভগবানের সেবক যাহারা, তাঁহাদের প্রার্থনার মধ্যেই তাঁহাদের আরাধনার বিষয়বস্তু প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। যথা—

ন ধনং ন জনং ন স্তন্দরী কবিতাং বা জগদীশকাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ (শিক্ষাষ্টকম্)

আর যাহারা অল্প কামী হইয়া দেবীর উপাসনা করেন, তাহাদের প্রার্থনা “ক্লপং দেহী ধনং দেহী যশো দেহি দ্বিষো জহি” ইত্যাদি। এই প্রার্থনাই মায়ামুক্ত জীবের সংসার-কারাগারের পথ সুগম করিয়া দেয়। ভগবানের দেয় স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি, অপব্যবহারে “কর্ত্তাহমিতি মন্ততে” ভাবদ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় তাহারা কৃষ্ণ-ভক্তনের স্মৃতিটুকু ভুলিয়া, অনাদি বহির্মুখ হইয়া নানা দেবীর ভজন করিয়া ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য জরামণের ফাঁদে পা দিয়া অনিত্য সুখের লালসায় ডুবিয়া থাকেন। অল্প দেবতার ভজন সম্বন্ধে শ্রীগীতা বলেন—“যেহ্যন্তদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াংস্থিতাঃ। তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূৰ্ব্বকম্। (৯২৩) এই অবিধিপূৰ্ব্বক পূজাই আমাদের ভক্তনের কাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য না বুঝিয়া তত্ত্বগত বিচারকে উপেক্ষা করিয়া অনীশ্বরকে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া পাপের ভার বুদ্ধি করিয়া শ্রীভগবৎচরণে আমরা অহরহ অপরাধ করিতেছি। এই সব স্পন্দদর্শন যাহাদের জানা নাই তাহারাই বৈষ্ণবগণকে গোঁড়া, বৈষ্ণব ধর্ম্মকে গোঁড়ামীর ধর্ম্ম বলিয়া আখ্যা দেন।

সুতরাং, আপনিই বিচার করুন—বৈষ্ণবীশক্তি যোগমায়ার পূজা করিয়া গোপীগণ যে আনন্দসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সুরথ রাজা ও সমাধি বৈষ্ণোর মহামায়া পূজাদ্বারা যে ধনরত্ন লাভ, তাহা কি একই পর্য্যায় বলিতে হইবে? কাত্যায়নীপূজা করিয়া গোপীগণ প্রার্থনা করিলেন,—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিগ্নধীশ্বরি।

নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥

কাত্যায়নী, যোগমায়া কৃষ্ণভক্ত। তাঁহাদের ভুক্তাবশেষ সকল ভক্তেরই কাম্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—“কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ’ নাম। ‘ভক্তশেষ’ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান ॥” অত্যাচ্ছ দেবদেবীর প্রসাদ আর

কাত্যায়নী বা যোগমায়া প্রসাদ একবস্তু নহে। কাত্যায়নী ও যোগমায়া চিংজগতের অধিষ্ঠাত্রী এবং কৃষ্ণ ভক্তনের সহায়কারিণী নিগুণা বস্তু। অতএব নিগুণ ব্রহ্মের উপাসক কি করিয়া সগুণ যুক্তা মারাদেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করিবেন ?

সেই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার লাভের উপায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

দৈবীহেমা গুণময়ী মম মায়া হুরতয়া ।

মামেব যে প্রপদন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥ (গীঃ ৭।১৪)

এই প্রসঙ্গে পূজকের আচার বিচারও লক্ষণীয়। আমরা সচরাচর কি দেখি। অত্যাশ্রয় দেবদেবীর উপাসক বা পূজকের তাঁর আরাধ্য দেবতার প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধার অভাব। ফলে যে সকল দেবতার চরণে নিজ কামনা-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্ত দেব-মন্দিরে ছুটাছুটি করে। কিন্তু বিনিময়ে সে কি পায়, তাহা সকলের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। বলা বাহুল্য, এই প্রসঙ্গে অঘরীষ রাজার প্রতি দুর্কসার ব্যবহার এবং ভক্ত প্রতি দুর্কসার আত্মরীক ব্যবহারে সুদর্শন চক্রের তাড়ন এবং বিভিন্ন দেবতার চরণে দুর্কসার প্রাণশিক্ষা আলোচনা করিলে মায়ামুগ্ধ জীবের কি গতি তাহা সহজেই অনুধাবন করা যায়। নীতিশাস্ত্র বলেন—

আলিঙ্গনং বরং মন্ত্রে ব্যাল-ব্যাদ্র-জন্মৌকসাম ।

ন সঙ্গং শল্যযুক্তানাং নানা-দেবৈক সেবিনাম্ ॥”

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের গানে পাই—বৈষ্ণব সঙ্গতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ, সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ ॥

“কৃষ্ণ পরসঙ্গই যদি আমাদের কাম্য হয়, তবে কৃষ্ণ কাক” প্রসাদই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। অধিকন্তু শাস্ত্রে ভগবৎ প্রসাদের কথাই উল্লেখ আছে। অত্যাশ্রয় দেবদেবীর স্বতন্ত্র প্রসাদের কথা উল্লেখ নাই। যাহারা শুদ্ধভাবে অত্যাশ্রয় দেবদেবীর পূজা করেন। তাহারাই একমাত্র নিবেদিত প্রসাদ দ্বারাই অত্যাশ্রয় দেবদেবীর ভোগ দেন। ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। সেই “ভক্তভুক্ত শেষ” হয় মহা-মহাপ্রসাদ” আখ্যান। ইহার ব্যতিক্রম হইলেই তাহা ‘বিষ্ঠামূল’ সমতুল্য হয়। এই প্রসঙ্গে নারায়ণের উচ্ছিষ্টে বঞ্চিতা পার্বতী দেবী শিবের প্রতি যে অভিলাষ দিয়াছিলেন তাহাও স্মরণযোগ্য।

শাস্ত্র বলেন যাঁহারা কৃষ্ণ-ভক্তনের সহায়ক, তাঁহারা ই পরম বন্ধু, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর গাহিয়াছেন,—সেই সে পিতা মাতা । শ্রীকৃষ্ণ চরণে যেই প্রেম ভক্তিদাতা ॥” এই প্রেমভক্তি দাতা সকলেই হইতে পারেন না । যাঁহাদের কৃষ্ণোন্মুখিবৃত্তি আছে, তাঁহারা ই সমর্থ । কৃষ্ণলীলা-রসাস্বাদনের কামনা যাঁহারা করেন, তাঁহারা ই যোগমাষার কৃপা লাভ করিয়া ভক্তিমার্গে এগিয়ে যান । অগ্রকামী যারা, তাহারা সংসার-কারাগারে দুর্গাদেবীর মায়ায় মোহিত হইয়া কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকেন ।

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ ।

অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ ॥

কৃষ্ণ বহির্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে ।

নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥ (চৈঃ চঃ)

“যেই কৃষ্ণ সেই দুর্গা বা কালী”—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বা কোন নিগম অথবা সাস্ত্রিক গ্রন্থে নাই বলিয়াই জানি এবং ভক্তমুখে শুনি । তবে কোন তামসিক বা রাজসিক পুরাণে আছে কিনা আমার জানা নাই । এই প্রসঙ্গে একটি কথা জানিয়া রাখা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমতী রাধারানীর জন্ত কালী মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন বা বিভিন্ন অবতারে ভক্তরক্ষণে ও অধর্ম্য বিনাশনে নৃসিংহ-বরাহ প্রভৃতি বিভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়াছেন । কিন্তু কালি অথবা কোন আধিকারীক দেব-দেবীগণ কখন কৃষ্ণমূর্তি ধারণ করিতে পারেন নাই । বিভিন্ন সাস্ত্রিক পুরাণে কৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ আছে কিন্তু আর কাহারও উল্লেখ নাই । দেবাদিদেব মহাদেব যিনি কালী বা দুর্গার পতিরূপে প্রকাশ তাঁহারও উপাশ্রুত আছেন উহা হর-পার্বতীর কথপোকথন বহু গ্রন্থেই প্রমাণ হয় । শুধু তাহাই নহে পরন্তু তাঁহার ধ্যানমগ্নতা বিষয় জানিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারও প্রভু রয়েছেন । অতএব সবকে একাকার করিতে গেলে মনিব ও ভৃত্যকে একাকার করার মতই হইবে । আর একটি বিষয় জানিতে হইবে যে, পূর্ণবস্তুর সর্বক্ষমতাই আছে । কিন্তু অংশ বস্তুর পূর্ণবস্তু হওয়ার সামর্থ্য নাই । এই প্রসঙ্গে শ্রুতি বলেন—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং পূর্ণমুদচ্যতে ।

পূর্ণশ্চ পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

অর্থাৎ পূর্ণরূপ অবতার হইতে পূর্ণরূপ অবতার প্রাদুর্ভূত হন ; অবতারী পূর্ণ হইতে লীলা পূরণের জন্ত পূর্ণ অবতার হইলেও অবতারীতে পূর্ণই অবশিষ্ট

থাকে, কিছুমাত্র ন্যূন হয় না। তাঁহার অবতারের প্রকটলীলা সমাপন হইলে অবতারীর পূর্ণতার বৃদ্ধি হয় না।

সুতরাং প্রাকৃত জগতের হিসাব এবং অপ্রাকৃত জগতের হিসাব একরূপ নহে। এই জগতের সবই চিৎজগতের হেয় প্রতিফলন। যেমন, চিৎজগতের হিসাব $১ - ১ = ১$; কিন্তু জড়জগতে $১ - ১ = ০$ ।

মাদৃশ অধমের কোন তত্ত্বজ্ঞান নাই। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাবলে যাহা বোধগম্য হইয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করিলাম। আপনার এই প্রশ্ন সর্বত্রই শোনা যায়। কারণ জীব তার ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে সব একাকার করিয়া ফেলে। এসম্বন্ধে পুনরায় আলোচনার অপেক্ষায় রহিলাম। মহাজনের বাণী শ্রবণ করিয়া আজকের মত লেখনি সমাপ্ত করিতেছি,—

“অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি’ বুদ্ধিমান।

নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান ॥” —ইতি

শ্রীবৈষ্ণবদাসাত্মস—

শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী

শ্রাদ্ধ

(পূর্বপ্রকাশিত ২২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইলে সর্বপ্রথমে ঈশ্বরগবানকে অন্ন নিবেদন করতঃ একমাত্র শ্রীহরির অবশেষ দ্বারাই ভগবদ্ভক্ত শ্রাদ্ধকার্য্য করিবেন। পদ্ম-পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—বিষ্ণুর নিবেদিত মহাপ্রসাদান দ্বারা শিবাদি দেবতার আরাধনা ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে উহা অক্ষয়ফল প্রসব করিয়া থাকে। স্বল্পপুরাণেও ব্রহ্মানারদ-সংবাদে দেখা যায়, যে ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশে প্রত্যহ ভক্তিসহকারে কেশবের পূজা করেন, তাঁহার গয়াশ্রাদ্ধাদি বা বহু পিণ্ডদানের প্রয়োজন কি ? হে মুনিশ্রেষ্ঠ, যাহার উদ্দেশে শ্রীহরির পূজা করা যায় তাঁহাকে নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিয়া পরমপদে আনয়ন করা হয়। হে নারদ, যিনি পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া হরির স্থান প্রদান করেন, পিতৃ-গণের সম্বন্ধে যাহা কিছু কর্তব্য হইতে পারে—তাহা সমস্তই তাঁহার দ্বারা আচরিত হইয়াছে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র

নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ও পৃথিবী কিছুই ছিল না। দেবতাবৃন্দ, পিতৃগণ ও যাবতীয় মনুষ্য বিষ্ণুর ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করেন, বিষ্ণুর আঘাত বস্ত্র আঘাণ করেন, হরির প্রীত বস্ত্র পান করেন। অতএব বিষ্ণুধর্ম উক্ত হইয়াছে—
প্রথমতঃ অগ্রভুক্ত ভগবান্কে না দিয়া পিতৃগণের উদ্দেশ্যে কিছু দিতে নাই ; তাহা করিলে প্রায়শ্চিত্তার্থ হইতে হয়।

শ্রীক্রে বৈষ্ণব-ভোজন করান উচিত। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ উপদেশা-
মৃতের চতুর্থ শ্লোকে বৈষ্ণবগণকে ভোজন করান ও তাঁহাদের উচ্ছিষ্টগ্রহণ
করাকে প্রীতির ছয়টি লক্ষণের অত্যন্তম বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। উহা
দ্বারা বৈষ্ণবসঙ্গ ও তৎফলে ভক্তিবৃদ্ধি হয়। শ্রীহরিভক্তিবিনাস স্বাক্ষরবচন
উদ্ধারপূর্বক বলিয়াছেন—যেসকল বিষয়মদান্ধব্যক্তি বৈষ্ণবের ব্যবহারিক-
দৃষ্টি-দর্শনে বৈষ্ণবকে মূঢ়বোধে বেদবিদগণকে শ্রীক্রে প্রদান করে, বিপ্রকৃত
সেই শ্রীক্রে রাক্ষসকর্তৃক গৃহীত হয়। বৈষ্ণব শ্রীক্রে গ্রাসপরিমিত অন্নভোজন
গণ্ডুষ-প্রমাণ জল পান করিলে সেই অন্ন স্নমেকসদৃশ এবং সেই জল সমুদ্র-
তুল্য হয়। নারদপুরাণে উক্ত হইয়াছে, হরির উদ্দেশ্যে পিতৃশেষ দ্রব্য অর্পণ
করিলে দাতার পিতৃগণকে রেতঃপান করাইয়া যন্ত্রণা ভোগ করাইতে হয়।
বিষ্ণুধর্ম লিখিত আছে যে, শ্রীহরির অবশেষ পরমান্ন পিতৃগণকে প্রদান
করিলে তাহা অক্ষয় হয়, কিন্তু কখনও ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও গুরু শ্রীহরিকে
পিতৃগণের শেষ প্রদান করিতে নাই। কি দক্ষ, কি পিতৃবর্গ, কি ইন্দ্রাদি-
প্রমুখ দেবতাগণ সকলেই শ্রীহরির কিঙ্কর। এইরূপ আবশ্যকীয় কৃত্য সমাপন-
পূর্বক সর্বত্রো বিত্যাগ করিয়া দিয়া বন্ধুবান্ধবগণের সহিত শ্রীমহাপ্রসাদান্ন
সম্মান করা কর্তব্য।

শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধারপূর্বক বলিতেছেন—

“স্বভাবৈষ্ঠঃ কৰ্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।

হরেন্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ।”

যাহারা কৰ্মজড়স্মার্ত্ত অর্থাৎ কৰ্মফলাসক্ত হইয়া প্রেত-শ্রাদ্ধাদিতে আসক্ত
ঐ সকল জড়প্রায় লোকগণকে (বিষ্ঠাতুল্য) অনিবেদিত দ্রব্য অথবা
অর্থাদি দ্বারা বঞ্চনা করিয়া বৈষ্ণবগণকে শ্রীহরির নিবেদিত পরমোপাদেয় বস্ত্র
প্রদান করা কর্তব্য। কৰ্মজড়স্মার্ত্তগণ অর্থলোলুপ, অর্থের জন্তই তাঁহাদের
শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে উৎসাহ ; স্ততরাং ঐ সকল কৰ্মজড় বিপ্রগণকে ভোগা দেওয়া
কর্তব্য।

কর্ষজডম্মার্ভগণের বিধানানুসারে কৃষ্ণ-পক্ষীয় একাদশীতে শ্রাদ্ধ প্রশস্ত কিন্তু ভগবদ্-ভক্তগণের শ্রীএকাদশীতে মহাপ্রসাদান্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণকে শ্রীএকাদশীতে মহাপ্রসাদান্ন প্রদান করিয়া সগণসহিত নরকপথের পথিক হন না। শ্রীনারায়ণে কোন অমেধ্য দ্রব্য যেমন মৎস-মাংসাদি নিবেদিত হইতে পারে না। সুতরাং ভগবদ্ভক্তগণ রক্তমাংসপুষ্প-বিষ্ঠাপূর্ণ মৃতদেহাদির দ্বারা পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তিবিধানে যত্নপর হন না। বৈষ্ণবগণ উপাধির শ্রাদ্ধ করেন না, আত্মার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন, ভূতপিশাচের শ্রাদ্ধ করেন না, নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের শ্রাদ্ধ করেন। ভগবদ্ভক্তগণ নিগুণ-স্বভাব, তাঁহারা পৈশাচিক শ্রাদ্ধের কোনও মতে পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় আজকাল বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তিগণও আত্মর সমাজের করাল-কবলে নিগৃহীত হইবার ভয়ে নরক-প্রাপক প্রেতশ্রাদ্ধ-কার্যে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আজকাল পুরোহিতগণ পুরের হিত না করিয়া প্রকৃতপক্ষে কি অহিতাচরণ করিতেছেন না? গুরুত্ব বৈষ্ণবত্ব, গোস্বামিত্বগণ কি পুত্রকন্টার বিবাহের জন্ত আত্মর সমাজের আনুগত্য করিয়া নিজেরা অন্ধতামিশ্রে পতিত অপর অন্ধ ব্যক্তিগণকে ঘোর নরকে পতিত করিতেছেন না? আজকাল যদি কেহ সংসাহসের উপর নির্ভর করিয়া বৈষ্ণব-শাস্ত্রবিধানানুযায়ী শ্রাদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন, অমনি তাঁহার গুরু-গৌসাই (?), পুরোহিত, ভাই, বন্ধু, সমাজ সকলেই তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন, তাঁহাকে 'একঘ'রে' বা নানাপ্রকার লাঞ্ছনা প্রদান করিতে বদ্ধ পরিকর হন। ধর্মের এইরূপ ব্যাভিচার-দর্শনে পরদুঃখদুঃখী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তাই তিনি বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ প্রচলনের বহু চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তৎফলে শুদ্ধ-বৈষ্ণবানুগত গৃহস্থ ভক্তগণের মধ্যে বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ-প্রথা অমূল্য হইতেছে। ঐকান্তিক বিরক্ত পরমহংস বৈষ্ণবগণের বিজয়োৎসব-বাসর উপস্থিত হইলে শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণসহ হরিনাম-কীর্তন ও মহোৎসবাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন দ্বারা শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করা কর্তব্য। শ্রীমহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের বিজয়ে নীলাচলের সকল নগরে হরিকীর্তন করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সিংহদ্বারে পসারিগণের নিকট হইতে শ্রীমহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া ভক্তগণসহ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিজয়োৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী

কীর্তন নিত্য

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের নবধাত্তিক-কথনে,—“শ্রবণং, কীর্তনং
বিষোঃ শ্রবণম্” শ্লোকে এই কীর্তনের কথা শুনিতে পাই। এই কীর্তনই
সেবা। সেব্যের প্রতি প্রীতির তারতম্যানুসারে এই কীর্তনের বৈশিষ্ট্য বা
বৈচিত্র্য দেখা যায়। অনিত্য বস্তু-বিষয়ের সেবা অল্প সময়ের জন্তু; কেন
না, আমরাও চিরকাল থাকিব না এবং সেই বস্তুও চিরকাল থাকিব না।
সুতরাং তৎবিষয়ে কীর্তন অনিত্য। কিন্তু নিত্যবস্তুর সেবা সে-প্রকার নয়।
যাঁহারা নিত্যকাল থাকেন তাঁহারাই অথও নিত্যকালের জন্তু সেই নিত্যবস্তুর
সেবা করিয়া থাকেন। “আবৃত্তিরসকুতুপদেশাং” বেদান্তদর্শনের এই উপদেশ
হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অসকুৎ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ—নিরন্তর শব্দ
ব্রহ্মের শ্রবণ কীর্তন-মননাদির দ্বারা আবৃত্তি অর্থাৎ অভ্যাস বা অনুশীলন
করিতে হইবে। এই বেদান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুও “কীর্তনীয়ঃ
সদা হরিঃ” উল্লেখ করিয়াছেন। মর্ত্যজীব আমরা সর্বদা কীর্তন করিতে
পারি না। সুতরাং এ মহোপদেশ কাহার জন্তু? কে নিত্যকাল কীর্তন
করিবেন? এসকল কথার মিমাংসা করা উচিত। যিনি কৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী,
কৃষ্ণানুরাগই যাঁহার স্বাভাবিকী বৃত্তি, কৃষ্ণই যাঁহার একমাত্র প্রীতির বিষয়,
সেই কৃষ্ণ-গুণমুগ্ধ, কৃষ্ণময়, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি
প্রচারে পরমোৎসুক নিত্য ব্রজবাসী শ্রীগুরুদেবই শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের কীর্তন
করিতে সমর্থ। এবং যাঁহারা এই শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং তাহার নিজজনগণের
কুপায় মননধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া অতিমর্ত্য হইয়াছেন, কৃষ্ণের সহিত
সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সন্তত গুরু-গোরাঙ্গের সেবায় নিযুক্ত আছেন, সেই গুরুদাস-
গণই সর্বক্ষণ হরিকীর্তন করিবার যোগ্য। আর যাঁহাদের কর্ণ আছে,
পূর্ব পূর্ব জন্মের পুঞ্জীভূত স্মৃতিফলে যাঁহারা এই বাস্তবসত্য-প্রচারকারী
জীবন্ত সাধুর মুখে চेतনবাণী শ্রবণ করিবার জন্তু অদম্য পিপাসাযুক্ত হইয়া
প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা সহকারে তাঁহাদের নিকট প্রণত হইয়াছেন ও
হইবেন, তাঁহারাই শাস্ত্রের এই আদেশপালনের যোগ্য। শাস্ত্রের বক্তা,
শ্রোতা এবং বক্তব্য বিষয় সবই নিত্য। কর্ণবেধ-সংস্কারের অভাবে আমাদের
কর্ণ সেবোন্মুখ না হওয়ায় আমরা সেব্য, সেবক ও সেবার নিত্যত্ব বা কীর্তনীয়
বস্তু, কীর্তনকারী ও কীর্তনের নিত্যত্ব বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বাস্তবসত্য-

କଥା-କୀର୍ତ୍ତନକାଳୀ ଯୁକ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ମିଳିତ ଡେଇଁନୋହେବୀ ବାଣି ଉଦ୍‌ବେଗ ମୋହନୀ
 ହିଲେଇ ଆନାଦେବ ଶକ୍ତେର ବା ଅହୁନିଶାଦି ଆମ ବାଙ୍କେ ନା । ମେଠିକରୁଇ ମାତ୍ର
 ବା ସାଧୁଙ୍କର ଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷେନ ବିକଟ ଚିନ୍ତାବଦ୍ୟ ଶ୍ରମଣେର ଶିଳାମନ ଦିଶା ପାଞ୍ଚନ ।
 କିନ୍ତୁ ସେ ହ୍ରାସାପ ଉପକ୍ରମିତ ବା ହେଲେ ଅସଦ୍ୟ: ବିକାଳେହା ଡେଇଁ ସାଧୁର ବନ୍ଧୁ
 ଶ୍ରୋତାକଳୀନ—ହିରାଂ ଲାଭ୍ୟବାକ୍ୟ । ବିକ୍ଷେପ ଯାତନା ଶ୍ରୋତୃଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ
 ଅନର୍ଥବୁଝକା ବିକଟେ ହିନିକଥା ଖୁଲିଲେ, ଆନାଦେବ ଅନର୍ଥ-ବିବୃଦ୍ଧିର ମହାବଳୀ
 ଲାହି । ତାହା ଅନର୍ଥବୁଝ ନାସକ ହାରି । ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ ହୁଏ ବର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ ହୁଲକାମନମତେ
 ନିଗଡ଼େ ସିଦ୍ଧରୂପାମଣୀରୁ ଶ୍ରୋତୃଷ୍ଠିତ କରିତେ ନା ଲାଗିଲେକ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀରୁ
 ଶ୍ରୋତୃଷ୍ଠିତ ନୁହେଁବାର ଚକ୍ର ବଦଳନ ପାଞ୍ଚନ, ତାହା ହଟାଳ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀରୁ ତଥା ଖୁଲିନା
 ଆସନ୍ତା କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମାତ୍ର ବାଜିତ ହେବା ପାଞ୍ଚ, ଓଡ଼ିଆ ନହେ ।

କିମି ଶ୍ରବଣ କରିବାହେନ କିମି କୀର୍ତ୍ତନ ନା କରିବା ବାଜିତେ ମହେନ ନା ।
 ଅସୁଖ ଓ ଚାକ୍ଷିକାବେଶରୁ ଶୁଣି ଶ୍ରବଣ ନୁହେଁ ବାଙ୍କେ ଏହା ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ ସାଧୁ
 ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀର ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ କିମି ଅନର୍ଥବୁଝେ ବଦଳନ ପାଞ୍ଚନ । ଡେଇଁନୋହେବୀ
 ବିକାଳ କୀର୍ତ୍ତନ କରିତେ ପଞ୍ଚନ । ଆହାର-ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅଭିମାନ ଅଭିମାନ ।
 ଆହାର ଅଭିମାନ କୀର୍ତ୍ତନର ମିଶ୍ରାହୁ, ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିକଳ ନୁହେଁ ନା । କହାକିରାଣ-
 ବୁଝ ବାଜିନ ଆହାର ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀରୁ ହିନି-ବାସ୍ୟ ମହାବଳୀ ଏହା ବିକଳ-
 ବାସ୍ୟ ବଦଳନ ମହେନ ଡେଇଁ ନୁହେଁ ନା । ଏହି ହିନିକୀର୍ତ୍ତନ ବିକାଳର ଚକ୍ର ।
 ନିବୋହୁବ ଚାକ୍ଷିକା ବାସ୍ୟ ନାହୁଁସେ ଡେଇଁନୋହେବୀ ଅଭିମାନ କିମି କୀର୍ତ୍ତନର
 ନୁହେଁ ମହାବଳୀର ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ କୀର୍ତ୍ତନ, ସେହି କୀର୍ତ୍ତନର 'ବ' ଓ 'ମହା'-ବଦଳବିବାରକ ।
 ଏହି ହିନିକୀର୍ତ୍ତନର ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ ଏହା ଡେଇଁ ନୁହେଁ ନା । ଏହି ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀରୁ ଡେଇଁନୋହେବୀ
 ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀରୁ ଡେଇଁ ନୁହେଁ ନା । ଏହି ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀରୁ ଡେଇଁ ନୁହେଁ ନା । ଏହି ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀରୁ
 ଡେଇଁ ନୁହେଁ ନା । ଏହି ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀରୁ ଡେଇଁ ନୁହେଁ ନା । ଏହି ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀରୁ ଡେଇଁ ନୁହେଁ ନା ।

ହୁଜେନ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ବାଜିତ କୀର୍ତ୍ତନ ଏକ ନାହିଁ । ହୁଜେନ ଆହାର ବଦଳବିବାରକ
 ହୁଜେନ-କୀର୍ତ୍ତନର କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀରୁ ଡେଇଁନୋହେବୀ ଅଭିମାନ କିମି କୀର୍ତ୍ତନ
 ହୁଜେନ କୀର୍ତ୍ତନ ଅନର୍ଥବୁଝକା ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀରୁ ଡେଇଁନୋହେବୀ ଅଭିମାନ କିମି କୀର୍ତ୍ତନ
 କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ନୁହେଁ । ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀରୁ ଡେଇଁନୋହେବୀ
 ହୁଜେନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଆହାର ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀରୁ ଡେଇଁନୋହେବୀ ଅଭିମାନ କିମି କୀର୍ତ୍ତନ
 ହୁଜେନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଆହାର ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀରୁ ଡେଇଁନୋହେବୀ ଅଭିମାନ କିମି କୀର୍ତ୍ତନ
 ହୁଜେନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଆହାର ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀରୁ ଡେଇଁନୋହେବୀ ଅଭିମାନ କିମି କୀର୍ତ୍ତନ
 ହୁଜେନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଆହାର ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀରୁ ଡେଇଁନୋହେବୀ ଅଭିମାନ କିମି କୀର୍ତ୍ତନ
 ହୁଜେନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଆହାର ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀରୁ ଡେଇଁନୋହେବୀ ଅଭିମାନ କିମି କୀର୍ତ୍ତନ

যাক। বাল্যকাল হ'লৈকে তুমিহা আশিৰভক্তি একে সেই অকৃতই মোৰ হ'ব আবার
হুবে অকৃত। শিল্পজাত বস্তুসকল নবা উৎস কামৰিত হইকেহে। আমাৰ
এই দুবন্ধা দেখিবা লাগে (৩১ : ৭৮, ৩২) বশিৰাওহে,—

মৈত্ৰ্য-অবিসংখ্যকৰ্ম্মসাক্ষি স্পৃহণ্ডমৰ্থাপণাবা ধৰ্ম্মঃ ।

বহীৰাং শাসনাচ্ছবিতং বিধিকমানাং বা পুণীত ষাৱৎ ।

বিধিকৰণ সপত্ত্বকৰ্ম্ম চিৰবিজীত বা হইগে ভক্তৰ আৱশ্য হ'ব বা।
কিন্তু এই বচন তৈত্ৰয়োপনিষদী শিকা যখন আমাৰ চিত্তত অবিহা
উপস্থিত হ'ব, তখন আমাৰ মন মলিয়া থাকে 'নাহু'ৰ চৰণে বিজীত হওঁলৈ
এক সাধনৰ পোষিতক বা তৈত্ৰয়পিত্ৰি বা ইতিবচৰ্ণণ কিভাবে বশিৰে ?
সাহুৰ শাসনশাস্ত্ৰ সম স্বৰ্ণৰ্পণ কৰিবা স্বৰ্ণ-বহুতৰ আৱশ্যক হোৱাত যেকো
কামিতা বা স্বাধীনতা কি কৰিবা উচিত ? মন যখন তুমিৰ আৱশ্যক এইজন
ধৰণেৰে তুমিৰ মন তখনই অকৃত্যি আদি জাৰাৰ কুলবাহাৰি বিবৰণ কলেক
কথা চিন্তা কৰিবা না পাৰিবা জাহাৰেই আকৃষ্ট হওঁবা পতি একে। জাৰা
জাৰ কৰ্ম্মবিত হওঁবা কেবল কটী পাই। জাৰাৰ অকৃত্যিৰে যখন আদি
কুল-মৈত্ৰ্য-সংসাৰ বচন বিৰোধিত খাতিৰাৰ পৰিচয় কৰাৰ। পাহুৰ কৰি
ভক্তৰ মন কৰি-ভক্ত-মৈত্ৰ্যেৰে বিলক মানা যখনে মৈত্ৰ্য কৰাৰেই মৈত্ৰ্যেৰে
সেবা কৰিবে সিহঁতে হইকে বিচাৰ হইবাৰ প্ৰয়োজন নহে। বৰাৰ অকৃত্যি
এক কৰ্ম্মৰ চিত্তশোভা যে অকৃত্যিৰ চিত্ত, একবা মকৰিচাৰণকাৰণ
কৰ্ম্মকাৰেই কৰিবা। হুতবাং অকৃত্যিৰ লইবা স্বাধীনতা কৰাৰ কাৰ্য্য,
অকৃত্যিৰ অকৃত্যি হইবাৰ কৰ্ম্মকাৰ কৰিবা একে হুত লক্ষ্যে বহুৰে কৰাৰ
আৰ সেৱা। পুণ্ডিকৰ পৰিচয়। বৈত্ৰয়ই পুণ্ডিকাৰ কৰ্ম্মকাৰ। মনোৰ বা
ভক্ত-মৈত্ৰ্য-সংসাৰ কাম উপাধাৰণ এতি কাম না থিৰা বাপুনাহ ও শিৰু-
শাসনশাস্ত্ৰৰ পদমৰণলক্ষণ মণি তুমিৰাই চক্ৰে।

বহুত আদি জাৰাৰ মনোৰ পৰাবৰ্ণ তুমি, বহুত লক্ষ্যে পুণ্ডিকৰে
আপুণ্ডিকাৰ জাৰাৰ মন লক্ষ্য বা, জাৰাৰে কৰাৰ জাৰাৰ কৰ্ম্মকাৰ হ'ব বা।
বহুতক আদি পুণ্ডিকাৰ সাহুৰ কৰ্ম্মকাৰ বা কৰিবা মৈত্ৰ্য মনোৰ পৰাবৰ্ণ-
প্ৰাধিকৰণ। যেকো-গণ্যকৰ্ম্ম মোৰ বাস্তৱ চিৰত থিৰা উপবেশপ্ৰাণী হই
এক কৰ্ম্মকাৰ। জাৰাৰে জাহাৰমৰ বহুত চিৰাৰ লইবাৰ কৰ্ম্ম এই শাসনশাস্ত্ৰ
কৰ্ম্মকাৰ কৰিবা মোৰপুৰে প্ৰবৰ হইবাৰ নাৰা আপা ও উপাধাৰণ হেৰ।
আদি মোৰ ও বহুতৰ জাৰা বশিত। ইতিবচৰ্ণণলক্ষণ বহুত জাৰাৰ মোৰমৈত্ৰ্য,

তাই আমি কোন মনোধর্মী জগদ্বাসীকে বা তথাকথিত জৈনিক শিক্ষিত-মানীকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করি না। এমনি আমার বুদ্ধির বহর !

বর্তমানে স্বস্থখকামী আমি জড়ভোগপর মনকেই গুরু করিয়াছি। ভোগ ও ত্যাগচিন্তা ছাড়া যাহার অস্ত্র কোন কাজ নাই, সেই মনকে গুরু বা শিক্ষক করিলে ভোগ ও ত্যাগ চিন্তা ছাড়া এবং তৎফল-স্বরূপ নরকপাত ব্যতীত আমার আর বেশী কি লাভ হইতে পারে ? এই মনের আনুগত্য করিয়া অনন্ত জন্ম কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন জন্মেই ত' সুবিধা হয় নাই ; এখনও দেখিতেছি যে, সেই মন কেবল অসৎ-চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকিয়া আনন্দ পাইতেছে। সুতরাং এখনও এই মনরূপ অসতের সঙ্গ বা মনোধর্মীগণের সঙ্গ—অসৎ জগতের সঙ্গ ছাড়িয়া প্রকৃত সাধুর সঙ্গে থাকিয়া তদুপদেশানুসারে ভগবৎ-সেবা-যাজনমুখে জীবন অতিবাহিত করা যে একমাত্র কর্তব্য এবং ইহাই যে জীবমাত্ত্বের চরমলক্ষ্য, পরমধর্ম, তাহাতে সন্দেহের কথা কি আছে ? তাই বলিতেছিলাম, এই দুষ্ট মন ও তদুদ্ভূতা দেহই আমার সর্বনাশ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে।

একটা দুষ্ট মন কিনা আমার গুরু ! সুতরাং আমার মঙ্গলামঙ্গলের কথা আর কি বলিব ? আমার দুঃখের কথা সকলেই অল্পবিস্তর বুঝিতে পারিতেছেন ; কিন্তু হতভাগ্য আমি যদি একটু স্থিরচিত্ত হইতাম, নিজের মঙ্গল যদি একটুও চাইতাম তাহা হইলে আমি আমার মনোধর্মীকে গুরু না করিয়া—মনকে আমার শিক্ষক না সাজাইয়া নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ মহাজনের চরণে বিক্রীত না হইয়া থাকিতে পারিতাম কি ? গুরুবৈষ্ণব আনুগতাহীন বা তৎপ্রীতিরহিত জীবন আমার ভাল লাগিত কি ? যদি বাস্তবিক মঙ্গল চাইতাম তাহা হইলে প্রতিমুহূর্তে সাধুকেই আমি বরণ করিতাম,—যাহার ফলে আমার দেহতরলী আমাকে ভগবৎরূপানুকূল-বায়ুতে অচিরেই দৈকুণ্ঠে লইয়া যাইত—আমার জীবনের সার্থকতা ভগবৎ-সেবাসিদ্ধিলাভ-মুখে হইত। সুতরাং যাহারা ভজন করিতে ইচ্ছা করেন, যাহারা মঙ্গলের পথ চান, তাহাদের প্রত্যেকেরই মনই যে আমাদের প্রধান শত্রু ইহা জানা উচিত নহে কি ? ভগবদ্ভক্তনোন্মুখ ব্যক্তিগণ এই পরমশত্রুর কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া গুরুবৈষ্ণব-সেবায় মনঃপ্রাণ নিয়োগপূর্বক আমাকে সেবাংসাহিত করুন, মনানুগত্য ছাড়িয়া গুরুানুগত্যের ভরসা দিন, ইহাই আমার নিবেদন।

—শ্রীঅদ্বয়জ্ঞানদাস ব্রজবাসী

শুদ্ধভজন

শুদ্ধ শ্রদ্ধা হইতে শুদ্ধ ভজন হয়। যেখানে হৃদয়ে ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা, সেইখানেই শুদ্ধভজনের কথা। জীব যখন নিশ্চিন্তভাবে জানিতে পারেন যে, মায়িক সংসার কারাগৃহ স্তরাং হেয় এবং কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও যোগাদি প্রক্রিয়া আমার স্বীয় স্বভাবকে নিশ্চয়রূপে আনিতে পারেন না, তখন কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাহা কিছু হয়, তাহা দৃঢ়তার সহিত বর্জন করিয়া কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্তা ও প্রতিপালক—ইহা দৃঢ়বিশ্বাস করত কৃষ্ণেচ্ছার অনুগত ও অকিঞ্চনভাবে কৃষ্ণচরণে শরণাগত হন। বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার ইহাই লক্ষণ। সম্বন্ধ-জ্ঞান হইতে অনন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাস হয়। হরিভজন করিতে হইলে ঐকান্তিক হওয়া চাই। জীবের স্ব-স্বরূপ উদয় করাইবার চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যক। যদি কেহ শুদ্ধভজন করিতে চান, তবে তিনি ভজন ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ রাখিবেন না। দেবাপরাধ ও নামাপরাধ হইতে সাবধান থাকিবেন। সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত হইয়া সর্বৈন্দ্রিয় দ্বারা আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। ইহারই নাম শুদ্ধা ভক্তি। কোনপ্রকার ভোগ বা মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ কপট বা অপরাধ থাকিলে সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন হয় না।

ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রদ্ধা-পূর্বক শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদি করিতে করিতে অনর্থসকল যতই হ্রাস পাইতে থাকিবে, ততই শ্রদ্ধাবৃত্তি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া নিষ্ঠা, রূচি, আসক্তি, ভাব বা রতিনামে পরিচিত হন। সাধনভক্তি হইতে ভাবভক্তি বা রতির উদয় হয়। রতি গাঢ় হইলে প্রেমভক্তি হয়। প্রেম আবার যত গাঢ়তর হইতে থাকে, ততই স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, ভাব ও মহাভাব পর্যন্ত উন্নত হয়। শান্তরতি, দাস্তরতি সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি ও মধুররতি—এই পঞ্চরতি। এই পঞ্চ মুখ্য ভক্তিরস স্থায়ীভাবে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত থাকে। হাস্ত, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রোদ্র, বীভৎস ও ভয়—এই সপ্তবিধ গৌণরস কারণ উপস্থিত হইলে ভক্তহৃদয়ে আগন্তুকরূপে উদিত হইয়া মুখ্যরসের পুষ্টিবিধান করিয়া নিবৃত্ত হয়। কৃষ্ণরতি দুইপ্রকার—ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রা ও কেবলা। বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা ও যথুরায় ঐশ্বর্য্য-মিশ্রা ভক্তি। এইজন্যই তথায় প্রেম সঙ্কুচিত, কিন্তু গোকুলে ঐশ্বর্য্যহীন কেবলা রতিতে পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিপরাকাষ্ঠাহেতু আশ্রয়ের বশ।

আমারা অনেক সময় অনেক পরিশ্রম করিয়া সাধন-ভজন করি বটে; কিন্তু বহু আয়াসেও কোন সফল উদয় হয় না। ইহার কারণানুসন্ধানে

কর্মজানাহি পণ্ডিত্যাদ কবিনা নবদুঃখভেষ্য পবিত্র ভক্তন ভক্তিনই গুণ-
স্বজন হন। কীন চকরাণ, হুম খৌনেব প্রভু, প্রেবই গীবেন আনাজন,
। প্রেমলে কল লাগ হন এক ভক্তিকালই প্রেম উৎপন্ন হয়—এইরূপ জ্ঞানই
সুধমবদ্যাকিৎস প্রানাজন জ্ঞান।

বহুশঙ্কাস না থাকিল হরিতরুন হন না। 'হন কল, আতি কোন'র'—
এই কথা একঘান বলিয়া হে শ্রমগ্ৰস্ত কাক, কান্যকে কল উদ্ধার করুন।
শ্রীনাথের এক কথা। শ্রীনাথন ছান শ্রীনারও নক করণায়ন। শ্রীনার আশ্রয়
কবিতা তখন কবিল ভক্তার শ্রীশ্রী উপাতি হন। কলটি বা ভক্তাতি থাকিল
শ্রীনার আশ্রয় হেন না। যেহে প্রকাশ ফলকামনার নাবই কলটকা। শ্রীশ্রী
হরিতে হইল—অন্য হইতে হইল—বিশ্বানক নইনে হইনে। শ্রীনাথনি
নাশ্রীত অত কামনা নহিত থাকিই নিবাসক, অনক না হইল। বহুশঙ্ক প্রভ-
বর্ধের হরিত বৃত্ত দাকা বাক্য, নতুনা তখন হইনে মা। প্রাকৃত অস্তিনারই
নক। বক্ত প্র কুটিলতা বনি না থাকে, তাহা নইলে সজ্জন অতনার্বন
নহিত বৃত্ত দাকা দাত। অতিশয়ক না পরপানতিই কলার লগন। কথা
হইলই প্রমা না কটি থাকিনে। অথচ ব কটি ঘনি না বাক্য, তাহা হইলে
কলান বনিত যোগযুক্ত নই। উহি না, কুটিতে বইবে। নিচ কলপ্রাক শ্রীক
কবিনা নেন কুটিতেছি। ন, কথা ত' লাগে নাই। অথচ উদ্ধার জিত
কাটিবা কাটিবা শ্রীপ্রভবিত্তানক্যক জানাই এই বিলু বইতে নিচুতি
পাইবান একমাত্র উপায়। বাহ্যিক বৈদ নাই, তাহান নিত্যানক প্রভু
আনেন। কিনি নীন্দ্র নক—কাহাণ্যব একমাত্র আশ্রয়; যদি কাহাণ্য
হইয়া থাকে, তবই তীব্রক অস্ত্রের নিক্ত ডাকা দাত, নতুবা অত প্রার্থনা
আদিবা বাবা সের। উদ্ধার, উদ্ধাপ্রভ, শ্রীকৃষ্ণী, উৎসাহ, উইৎসব—
এই সকল ভক্তীন বস্তুর আশ্রয় কথিত হইনে। উদ্ধাপ্রভ কলার যত্নেই
কল হইল, বহি কুটিলতা না থাকে। এক কথা ত'নহাও আশ্রয় অকলটি
কল প্রাতিত পাতি না কেন বা আশ্রয়ন তখন উদ্ধার হই না। কল
তখনে অস্ত্রব বহন না কথা চাকলা চেকনের বক্তার বা বর্ষ। যবদে
উহা নাশ্রীত হইতাহ, যেখান হয় যৌব, না হন কোটিনা আশ্রয়।
শ্রীনাথের কাছ কাটিবা কাটিবা নিচক হুমিনাব কবিলে শ্রীনাথের কলান
সবক অস্ত্রবিধা কটিত নাইন। অনিতা বধন চিত্রা নরা নোহ আশ্রয়।
গৎকর ও লুণ্ঠিতা না বা হই। হইত নিচুতি নই। কাহুতর হারা বহন হয়

সত্য, কিন্তু সাধু চিনিব কি করিয়া? শ্রীগুরুদেব কি কৃপা করিয়া সাধু চিনাইয়া দিবেন? সাধুগুরুর কৃপাতেই সাধু চিনা যায়। শরণাগত না হইলে সাধুকে চেনা যায় না। সাধুর চরণে শরণাগত ব্যক্তিই সাধুকে চিনিতে পারেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—শ্রীগুরুদেব ত' নিজেই সাধু—ভক্ত শ্রেষ্ঠ। তাঁহাকে যদি বঞ্চনা না করি, তবে তিনি বঞ্চনা করিবেন না। আমি যদি অকপটে সেবা করিতে চাই, তবে সেবা পাইবই। কৃষ্ণকে দিতে পারেন বলিয়াই ত' তিনি গুরু। আমার যদি শরণাগতি থাকে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে দিবেন। নিজকে দীন বলিয়া উপলব্ধি হইলে কৃপা পাওয়া যাইবে। শ্রীগুরুদেব ত' কৃষ্ণকে দিবার জ্ঞান—কৃপা করিবার জ্ঞানই প্রস্তুত, কৃপা করাই ত' তাঁহার স্বভাব।

জীবের দ্বিতীয় অনর্থ অসতৃষ্ণা। অসতৃষ্ণা বহুবিধ। ভগবানের সেবা ব্যতীত যা কিছু বাঞ্ছা সবই অসতৃষ্ণা। অসতৃষ্ণা থাকিলে কোনক্রমেই ভজন শুদ্ধ হয় না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছা সবই অসতৃষ্ণা।

ভুক্তি-মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।

সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥

অজ্ঞানতমের নাম कहিয়ে কৈতব।

ধর্ম্ম-অর্থ-কামবাঞ্ছা আদি এই সব ॥

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্বান ॥

সামান্য প্রতিষ্ঠাশা বা ভোগলালসার বশবর্তী হইয়া জীব কপট হইয়া পড়ে। সেই সমস্ত দুরাশা বা ছাই-পাশের আশা ত্যাগ না করিলে শুদ্ধভজন কি করিয়া হইবে? প্রতিষ্ঠাশা-চণ্ডালিনী যতদিন হৃদয়ে নৃত্য করিবে ততদিন পবিত্র-স্বভাবা প্রেমদেবী কিরূপে আসিবেন? অতএব বহুযত্নে ঐ দুর্ভাশা হৃদয় হইতে দূর করা কর্তব্য। প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা স্পর্শ না করাই ভাল—ইহাই শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর উপদেশ।

হৃদয়দৌর্বল্যই জীবের তৃতীয় অনর্থ। অতৃষ্ণাবশতঃ জীব অসদ্বিষয়ে এইরূপ অভিনিবেশ হইয়া পড়ে যে, সে কোনক্রমে ভক্তিসাধক কার্য্যগুলিকে আদর করিতে পারে না, ইহাই তাহার হৃদয়দৌর্বল্য। এই অনর্থের ফলে অসংসঙ্গে নানারূপ অসদ্যালোচনা, কুটীনাটী ও বহির্গুণাপেক্ষা প্রভৃতি বহু উৎপাতের সৃষ্টি হয়। হৃদয়দৌর্বল্যজাত কুটীনাটী হইতে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি

কল্প অপর্যায় উপস্থিত হয়। বিশেষ ভাৱে বিজ্ঞা বা লজ্জাক অভিযানেই
কলে বৈষ্ণৱ অধ্বাযুক্ত, তত্ত্ববিশুদ্ধ ও সম্পৰ্ধকে প্রভা হয় বা। বৈষ্ণৱ
ঐতিহ্য পরিধাৰ্ভে অশ্রদ্ধা তিন দিন বৃদ্ধি হইয়া জীবান অপ্রসংগিত নাহ
জায়া ও অক্ষয়ভেদে। একেবারেই দিনটো নহ।

বৃন্দাবন উপাসনা বা কৰ্ম্মিণে কিছু একে সেবাৰূপ পাওয়া যাক না। লক্ষ্য
দৌৰ্গন্ধাৰমতঃ অৰ্থেক সদয় ভক্তব্রতিবৃন্দ ক্রিয়া বা লজ্জাৰ একা আশ
না, অধ্ব্যকংগো বা অধ্ব্যকংগে নক্ষিঃবদীৰ প্রভি অপর্যায় কমে, আশাতে
ভবন অশুদ্ধ হয়। অতএব বলবান্ বাবুৰ মনপ্রকাৰে দ্বন্দ্বমৌজীনা উপাস
ধৰ্ম্মিণা ভবন উৎসাহ প্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা হতা করেই দ্বন্দ্বতনয়ে
লভায। ঈশ্বরঃপ্রভু বলবান্ হন, —

বৃদ্ধপ্রভ বিলা ডাক্তি না কন্যার দেহে।

নিরপেক্ষ বা হৈলৈ বর্ষ বা বতি বলবান্ ॥

অপর্যায়ই চতুৰ্থ অনর্থ। অতঃপৰ্য্য হইলে অপর্যায় বা অপর্যায় ফলে
দ্বন্দ্বমৌজীনা প্রভে। দ্বন্দ্বমৌজীনা প্রভিপ্রাপ্ত হইয়া অপর্যায় পরিণত হয়।
অপর্যায় নক্ষিণে বহু বাবৰ্ণেও ফল হয় না। অতঃপৰ্য্য বৈষ্ণৱাধ্ব্যকং,
অপর্যায় ও অপর্যায় প্রভেই অকলেই বিশেষ বাবৰ্ণে বাবা বহুভাৱে।
পাছ বৈষ্ণৱ, —

কলে ভবন বহিষ্টে বাবৰ্ণে প্রভে হয়।

বৃদ্ধপ্রভ বিলা ডাক্তি না কন্যার দেহে।

নিরপেক্ষ বা হৈলৈ বর্ষ বা বতি বলবান্ ॥

বিনি কলমঃ। ভাট পতি নাহি আশ।

বিনি কলম বা ভাটিলে বাক্তি পতিভাৱ ॥

বহু কলমঃ বহু লব বহুভাৱ।

বহু বহি প্রভে বহু, বহু অপর্যায়।

বহু বাসি আশাতে অপর্যায় পতুত।

কলমঃ-বহু প্রভে বা বহু অতুত।

অপর্যায় উপাসনা কৰ্ম্মিণে কলমঃ প্রভে-ভাৱে ভাটিলে + বহু কলে প্রভে-
ভাৱ হয়। অতঃপৰ্য্য বহু বহুভাৱে বা বহুভাৱে কলমঃ প্রভে-ভাৱে
কলমঃ অপর্যায় প্রভে-ভাৱ বা বহুভাৱে অপর্যায় প্রভে-ভাৱ হয় এবং
বহুভাৱে কলমঃ প্রভে-ভাৱ প্রভে-ভাৱ হয়। কলমঃ প্রভে-ভাৱ প্রভে-ভাৱ
কলমঃ প্রভে-ভাৱ বা বহুভাৱে বা বহুভাৱে। —ঈশ্বরঃপ্রভু বলবান্

বলিয়া ঐদ্ব্যাক্তে ঐবৎ-মন্দর বলা বইবে না, একজন মতে হে তিসি নিত-
মক-মন্দর। হিবণ্যকপিপুৰ কৃত্ত বইতে ঐবৃষ্টিগণের আবির্ভূত বইবাইলেন
বলিয়া ঐদ্ব্যাক্তিকে অল্পপুত্র বলা যাব না। ত্র্যম্বক শব্দিকা বইতে বনাবাস
আবির্ভূত হইবাতিলেন বলিয়া ত্র্যম্বকে বনাব-বিভূর পিতা বলা হয় না।
হুতমণ্ডে ভগবান্ ভাব্যাত্ত বর্কে প্রবেশ করিলেই যে তাঁহাকে যাক্ষসের
অটোপ বইবে, তাঁহা নহে। ঐহুত বনোবস্তীত তিতাপুত্র হে ত্র্যম্বক-
মন্দর বলায় ঐত্র্যম্বকসের শাবকীক পিতৃক।

ভগবান্ ঐকম বর্জ্যকানপকারম—বর্জ্যকান নিতা বইবাও ঐকমের
পুত্রক বীকার কবিগুণেন। ইহাও ক্রান্তে ঐকম জাকারিগায়েন হে, তিসি
বর্জ্যকানপকারে বটালও প্রেমিক ককট উৎসব প্রকাশের কানন। তক
প্রকাশনা কবিলে কৃত্ত প্রকাশিত বন না। এই কৃত্ত বাস্তব পুত্র—ভক্তের
পুত্রা আবে।

যাক্ত পাঠে জানা যাব,—ঐকম। হুত-বহুত অবতাব। বহুশ্রেষ্ঠ হোম
তাপা। বহুত বহুত ত্র্যম্বক ববে গুণতে আবির্ভূত বইবাইলেন। হোম
ও বন ত্র্যম্বাক বলিবাইলেন হে, তখন পৃথিবীত কহবংশ কবিগেন, তখন
হে ককিযনা গুণতে অবাসলে ভূপতি বইতে ত্র্যে পাঠক যাক্ত, ভগবান্
ঐহুত্রেতে তাহায়েন বেন সেইপ্রকার ভক্তি বহু। ত্র্যম্বক 'ভবাক্ত' বলিয়া
এই বহু অনুরোধিন করিলে হোম 'নিষ্ঠা-মাম' গুণতে এবং হুত 'শ্রোতা-
বাবে' বটোত বইবা ত্র্যে আবির্ভূত হন। এই কথা স্মিতা হেন ঐকম-
বনোবস্তে কৈব বর্জ্যকানী ব্যক্তিমাত্র হুত না কানন। ইহাও বর্জ্যকানী ত্র্যম্বক
সহজে ঐকম সমাজের পেশোবী তকু ঐহুতম্বকবস্তাক্ত বলিবগুণেন,—

"কিবা প্রসিদ্ধ যে, বৈকুণ্ঠবাসিন বোলোক-বাসিনগণের অবতাব, আকার
বর্জ্যকানপদবৈকুণ্ঠবাসিনগণের প্রতিরূপ। বর্জ্যকানপদে বৈকুণ্ঠবাসিনগণের
জান অবতাব বা বলিরে 'প্রতিরূপ' বলিবাহ কানন এই। হে, বৈকুণ্ঠ বাস্তব
অনুরূপিত হুত, বিহু বর্জ্যকানপদ বর্জ্যকান, তাহাতে ব্যক্তিকণে বিকিযাক।
বর্জ্যকানপদবৈকুণ্ঠবাসিনগণের প্রতিবিরূপ, অর্থাৎ বাস্তব অবতাব
নহেন, হেনতন-নিষ্ঠিত প্রতিরূপিবিলেহ। দেবগণ কীলারও বিহুত শ্রীতিন
কৃত্ত বনাবলে ব্যক্তিমাত্র দেবতাপ্রণেত অবতাব বইবাথকে, তাহেগণ। পাশোকে
বর্জ্যকান নিতাশ্রিন গোশবাক ঐবৎসের অবতাবে বৈকুণ্ঠ বন-মামক সিদ্ধাপণে।
ঐহুতই প্রতিরূপ হুতবাক হেত-বামক গহু। বলাতিৎ সেই গোলোকিত

নাই। এইজন্ত ব্রজরাজদম্পতি-অংশে দ্রোণ ধরাতে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, পরে অংশ অংশীতে প্রতিষ্ট হইয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজার দর্প চূর্ণ করিলেন, তখন ব্রজা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে নন্দপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের প্রেমসৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়াছেন,—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপ-ব্রজৌকসাম্।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রজ সনাতনম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩২)

অহো ! নন্দপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের কি মহাভাগ্য ! কি মহাভাগ্য !! যাহারা পরমানন্দপূর্ণ সনাতনকে তাঁহাদের নিজস্ব বান্ধবরূপে পাইয়াছেন।

শ্রীনন্দের কৃষ্ণসেবার মধ্যে কর্তব্যবুদ্ধির কোন বিচার নাই। সেখানে আছে কেবল হৃদয়ের স্বাভাবিক টান। একমাত্র স্বাভাবিক প্রেমবশতঃই শ্রীনন্দ নিজ নিত্য-পুত্রের সেবা করিয়া থাকেন। সর্বক্ষণ কৃষ্ণের স্মৃতি লইয়াই নন্দ ব্যস্ত। কৃষ্ণ কেবল চাহিতেছেন, আর নন্দ কেবল যোগাইতেছেন। চাওয়ার ধর্ম—সেবার ধর্ম নয়; সর্বস্ব দেওয়ার ধর্মই সেবার ধর্ম। যেখানে চাওয়া, সেখানে নিজের ভোগ, আর যেখানে সব দেওয়া, সেইখানেই সেবা—সেখানেই প্রেম।

এই নন্দের কৃপাই কৃষ্ণের কৃণালাভের একমাত্র উপায়। নিজেরা নন্দ সাজিলে নন্দনন্দের সেবা হয় না। নন্দের অনুগত হইলেই নন্দনন্দের সেবা সৌভাগ্য পাওয়া যায়। এইজন্ত দুর্গমসঙ্গমনীতে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, আমরা নন্দেরই উপাসনা করিব—নন্দেরই নিত্য মহিমা কীর্তন করিব। নিজেরা নন্দ হইবার কল্পনা-মাত্র করিলেও অহং-গ্রহোপাসনার চিন্তাপ্রোতে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের আনন্দের ভূমিকাস্বরূপ যে চেতনমগ্নতা, তাহার বিলোপসাধনরূপ চরম দণ্ড লাভ হইবে।

কৃষ্ণ শ্রীনন্দের প্রেমবাধ্য। এই কৃষ্ণ-সেবায় ঐশ্বর্যের লেশমাত্রও নাই। ঐশ্বর্যজ্ঞানে যে শিথিল প্রেম উদিত হয়, তাহাতে কৃষ্ণের প্রীতি নাই। যে ভক্ত আপনাকে হীন জ্ঞানিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, তাহার প্রেম ঐশ্বর্যগত। শ্রীকৃষ্ণ কখনও সেই প্রেমের অধীন হন না। কৃষ্ণ আমার পুত্র—এইরূপ বাৎসল্য, কৃষ্ণ আমার সখা—এইরূপ সখ্য, কৃষ্ণ আমার প্রাণপতি—এইরূপ মধুরভাবে যাহারা শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধভক্তি করেন, রসভেদে শ্রীকৃষ্ণকে হীন বা সম মনে করেন, সেইভাবে ভগবান্ তাঁহাদের অধীন হন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଙ୍ଗନେ ନବ ବସନ ମିଶ୍ରିତ ।
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଙ୍ଗନିବିଳ ଶ୍ରେୟେ ନାହିଁ ଯୋବ ଶ୍ରିତ ।
 ଆନାରେ ବିଷୟ କାଳେ ଆମମାକେ ହିନେ
 ତା'ର ଶ୍ରେୟେ ନା ଆସିଲା ହୁଏ ଅସିନ ।
 ଯୋବ ଗୁଣ, ଯୋବ ବଳ, ଯୋବ ଶ୍ରୀବଳାନ୍ତି ।
 ଏହି ତା'ରେ ବେଶେ ଯେତେ କରେ ଉଚ୍ଚତାନ୍ତି ।
 ଆନାରେ ବଳ ଯାଏ, ଆନାରେ ଗୁଣ-ହିନ ।
 ସେହିଭାବେ ହୁଏ ଆସି ତାହାଏ ଅସିନ ।
 ଯାହା ଯୋଗେ ପୁରତାଏେ ରହେନ ସ୍ବଳନ ।
 ଯାହା ହିନ-ଉପେକ୍ଷ କରେ ଶାଳକ-ମାଳନ ।
 ଯାହା ଉଚ୍ଚ ନାହାଁ କରେ କରେ ଉଚ୍ଚତାନ୍ତି ।
 ତୁମି କୋଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲେକେ—ତୁମି ଆସି ଗମ ।
 ଶ୍ରିମା ଯାହା ଯାହା କରି କରନ୍ତେ ଉପଶମ ।
 କେଉଁଠି ନାହିଁତେ ହେବେ ନେବେ ଯୋବ ନନ ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଙ୍ଗନୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଅନନ୍ୟାୟ ଚରଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ
 ନାମନ କରିତେ ଯାଅ—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାଙ୍ଗନୀଙ୍କ ଏକ ଯହିଁମା । ପଞ୍ଚମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ
 କୋଳେବ ଶ୍ରିତ, ଶ୍ରେୟେ ବଳ । ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
 ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ କୃପାୟ ଆନାରେବ ଏକମାତ୍ର ବସନ ହୁଏ । ତା'ର
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରିତେହି,—

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଦୃଢ଼ିତାନ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ।

— ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ

ସମିତି-ସମାଜନ

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ

ବିଷୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କେ

নদীবা থাকেব। স্মৃতিবাহিনী সহস্রাব্দে বিস্তৃত-বহুধর্মোন্মোদিত জনগণের
কণ্ঠস্থিত অমল-বাহিনী বিদ্যোৎসাহ অবাধাভিগম্য স্মৃতিভল নদী বর্ধিত হয়।
বিদ্যাত্ত বাণী প্রিয়োক্তব্য বৈদ্যত সন্নিহিত জীবন। অজ্ঞাত এই জিহ্বা নদে
গমনীবা।

উৎসাহের কথা শুনে সবই বিন বিক্রি মনোজ্ঞ-পছন্দী হয়ে কীট-
নিবন্ধক শ্রী, ঐল প্রচুণের প্রচুণ, বৈকুণ্ঠ-পদ-নির্দেশক
ঐশ্বর্য অমূল্য পছন্দী ও আনন্দ-বস্তুনি এবং শুধু অমূল্য জীবন-বস্তু
আলাপিত হয়েছিল। ঐ দিন অমূল্যের প্রিয়প্রাণের বিশ্বাসযোগ্যতা
হয়েছে অমূল্যের মনোজ্ঞ-পছন্দী নিবন্ধক কথা বলা।

উক্ত বিষয়ে সংস্কার। নতুনভাবে। অর্থাৎ বহু বিনামূল্য-সমাপ্ত। এক নতুন।
 ৪৫-নতুন। সংস্কার। নতুন। নতুন। নতুন। নতুন। নতুন। নতুন। নতুন।
 ৪৬-নতুন। নতুন। নতুন। নতুন। নতুন। নতুন। নতুন। নতুন।

**இலங்கை மருத்துவ அறிஞர்
திரிபாஸாஹ் இராமன்**

নিম্নত ৯৭ নম্বৰ (৪২ ২০১৭১০০) জ্ঞানদায় মানন-পেপাৰলৈ অকৃতম
শ্রীদেবানন্দ নক্ৰিওৰে তিৰোতান-উত্থনন সমিতিৰ আকৰ্ষণল শ্রীদেবানন্দ
শৌকীৰ নটে পূৰ্ণ পূৰ্ণ বহুতবেন জাৰ বাসিতা নইদানন্দ। শ্রীদেবানন্দ
নক্ৰিত শৌক-লীলান একজন সৈয়দ-অপহাৰীৰ অস্তিনন কনিদা বৈষ্ণৱ-কণৰ-
যে বিক্ৰম কনাবহু তাহা জগৎক বিক্ৰা বিহাৰেন। সেই শিষ্টান পুৰা
শ্রদধানকালৈ শ্রীশৌকীৰ দেৱাক সমিতিৰ অক্ৰেয়িক অক্ৰেটান অতি-৭২৪
নক্ৰিতকৈ এই কনটীৰা তিহিৰ অক্ৰতনন কৰা নন।

[illegible]

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার-আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) ।

২৬শে পৌষ, ১৩৭৭ ; ইং ১৯১৭

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈষ্কেব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-শ্রবণসজ্জারাদি বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপ-ধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৩শে মাঘ (ইং ১৩২৭১) শনিবার শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ শ্রিরপার্বদপ্রবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুষ্টিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভা-বির্ভাব-(মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া) তিথি হইতে ৫ই গোবিন্দ, ২রা ফাল্গুন (ইং ১৫২৭১) সোমবার ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমন্তুষ্টিপ্রজ্ঞান সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাগর (মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী) পর্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজা-পঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, মনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তন্ত্র-পঞ্চকের পূজা-হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন । প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে আমরা পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইব । এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবানুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে ।

বৈদ্যাসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—শনিবার পূর্কালে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি ও অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে প্রবন্ধ-পাঠ ও বক্তৃতা । রবিবার অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেব সম্বন্ধে আলোচনা । সোমবার পূর্কালে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান ও অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ ।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।







গোবিন্দ-পট্টিকা



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যরাড্যা সুপ্রসীদতি ॥

ধর্ম: বহুষ্ঠিত: পুংসাং বিষকুসেন-কথাসু য:

লোৎপাদয়েৎযেদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশ্ত ॥

অন্ত ধর্ম সূচকপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় স্থতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

২২শ বর্ষ { কীরোদশায়ী, ৩ গোবিন্দ, ৪৮৪ গোরাঙ্গ
শনিবার, ৩০ মাঘ, ১৩৭৭ ; ইং ১৩২।১৯৭১ } ১২শ সংখ্যা

সান্নিহাদং

শ্রী ব্রজবিনাস-স্তবম্

[শ্রীল-রঘুনাথ-দাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

পূর্ণঃ প্রেমরসৈঃ সদা মুররিপোদাসঃ সখা চ প্রিয়ং
স্বপ্রাণাৰ্জু দতোহপি তৎপদযুগং হিত্বেহ মাসান্ দশ ।
প্রীত্যা যো নিবসংস্তদীয় কথয়া গোষ্ঠং মুহুর্জিবয়
ত্যায়াতং কিল পশ্য কৃষ্ণমিতি তং মুৰ্দ্ধ্বা বহাম্যুদ্ধবং ॥৯৯॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসে পূর্ণ এবং কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণমিত্র যে উদ্ধব স্বীয় প্রাণ-
সমূহ হইতেও প্রিয়তম কৃষ্ণপাদযুগল ত্যাগপূর্বক বৃন্দাবনে বাস করিয়া
“শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে আগত প্রায়, তোমারা দর্শন কর” এইরূপ আশ্বাস
বাক্যে ব্রজবাসিগণকে দশমাস কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথাতেই জীবিত
রাখিয়াছিলেন, সেই শ্রীউদ্ধকে আমি শিরোধারণপূর্বক বন্দনা করি ॥৯৯॥

सुतां शब्द इत्यादि कृते नैदकं कस्यादित् ॥ ७८॥

ममः काश्यपः कन्याभिः विविधकर्मभानुविनः ।

ਪ੍ਰਸੰਨਾਪ੍ਰਿਯ ਭਾਇਕਾ ਭੁਭੁਕਸ਼ਿ ਫਲਸ਼ਿ ਫਿਰਿਭਨਾ

ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତିପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟାବଳିପାଇଁ । ୨୦୦୫

[illegible]

જુના જોડાઓદેવ: પ્રકિર્ણન મવાન્ય મધુર:

କୃତ ଶିଖାବର୍ଣ୍ଣାହାତ ଉଦୟପାର୍ବତୀଙ୍କ ସମାଧି

निकः३, यामिनाः विश्वव्यापकौत्तराने

ममस्तु शौका एव स हि ह मम शौकात्तु नैव ॥ १५ ॥

অতি শূন্য প্রতিফল নৃত্যনামক কবিতার প্রেরণার দ্বারা শ্রীমাদা
লালিন্দেব চরণাচার্য প্রকাশে যাত্রায়া বিজ্ঞপ্তি লিখার পথোন্মোচন আশ-
কৃত্তে অর্থায় শ্রীমাদকৃত্তে অর্থে প্রেরণকৃত্তে পুষ্টি হইয়া কাস-
কৃত্তেইহেন, সেই শ্রীমাদকৃত্তেইহেন বহাঙ্গাঙ্গ আদ্য লিখার উপায় অঙ্গ-
নাম ১১০০

नमः किंकिरु कन्यकोकटयुग्मः शोणितं मरुत्तमं हि त्वम्

सर्वोत्तमः सुखदः मोक्षोऽयम् ।

भा.टि.सं. १७ इ.स.सं. ६० नुं. १५५५ निवेदिता: सा.सं. ५५५५

अज्ञानाद्वैतानि सम्भूतानि तस्मिन् सर्वे भवा भवन्ति ॥१०॥

[illegible]

জন্মণ কঙ্কো কঙ্কো কিত্তিধরপণ্ডেবজিহ্ম গঠৈ
 পপনু্যথে কঙ্কোভ্যনবনকনু্যনবনহা ।
 পতন্ কাপি কাপ্যুচ্ছলিতমস্তমবন্য সনিলৈঃ
 কণা হেলিস্থানং নকলমপি সিন্ধ্যামি বিকলঃ ॥১০৬॥

আমি ভিষজ্ঞব, যে জানে! যে কৃষ্ণ! এই বলিয়া উদ্ভক্তের জ্ঞাত প্রলাপ-
 পূর্বক গোপবর্জনের নিকট জন্মণ করিলে কথিত এবং কোন কোন স্থানে
 প্রের বিকলতা বেড়ু স্থপিত হইতে হইতে তার আমি ব্যাকুল হিত
 উচ্ছলিত মনোরমের সনিল ছায়া আঁরাবাক্যকর জীত। আর কণা কানন
 করিব ॥১০৬॥

ন জ্ঞান্য ন চ নারদো নহি বরো ন প্রেমভক্তোভ্যমাঃ
 সমাগ্ জ্ঞাতুমিহাঙ্গসাইতি তথা বস্ত্রেচ্ছলদ্যধুধীং ।
 বিদ্বেকো বলদেব এষ পরিভা স্বার্থং সমাত্মা যুটং
 প্রেমাপুঙ্কজ এষ বেতি নিতবাং কিংস ব্রজো বর্ণ্যতে ॥১০৭॥

অক্ষ, নারদ, বনারেব এবং উক্ত প্রেমভক্ত সকল ধারেরা উচ্ছলিত
 বাবুদী শ্রী উক্তরূপে জানিতে পারিল না, কিন্তু একবার বলদেব এবং
 ব্রজাত্মা হোমিধীকণী ও প্রের বশতঃ উক্ত বিদ্বৎ জ্ঞানেল, আমি পণ্ড
 কৃষ্ণবরের ক্রমে বর্ণনা করিব ॥১০৭॥

অশ্রুত্ব কণমাত্মমচ্যুতপূরে প্রেমামৃত্যুত্বেনিনিধি
 ব্যাভেহেন্যচ্যুতলজ্জমৈবপি সমং মহং বসামি হৃদিং ।
 কিস্কৃত ব্রজবাসিনামপি সমং বেনাপি কেমাপ্যেং
 সংলাপৈর্ময় নির্ভরঃ প্রতি মুক্তবাসোহস্ত নিত্যাং যম ॥১০৮॥

আমি প্রের বহুত্রে সাত বইলেও কৃষ্ণবর পরিভার ক'বরা অস্ত
 কোর কপলধীবে ভববন্ধনের লবণ কণরাজি বলে করির তা বিদ্বৎ প্রেম-
 বাসিন্দ্রমর নবনা যে কোল প্রের পুত্র মাজিত বনিক যদি কৃষ্ণলাপ করিতে
 বন উ'বা কনিষ্ঠাও আমার প্রতিজন অত্যাধিকপুঙ্কজ বিতাই ত্রাজ বলে
 হউক ॥১০৮॥

ভগেন লপমজ্জর্য্যাবতীকৃত মুরমিমাঃ ।
 কণাৰাধিত রাবয়্যাঃ পাদবুস্তেরতিমর্ম ॥১০৯॥

স্বাময়ী অমৃতগবনতঃ শ্রীকৃষ্ণকৈ বাহ্যঃ অমৃতক কবিতা নিবন্ধন
যেই বৈষ্ণবানি জন লভ্যেয় বাবা। আত্মসিদ্ধি শ্রীরাবিকার শব্দযুগলে
কামার মতি বটব ১১৯৮।

ইদং নিবৃত্তমাবেশাচ্চ জবিলাস নাম তবঃ
সদা ব্রজকনোদ্রসমপুং মাধুরী বদুবাঃ।
মুখঃ কুহুকসমুচ্চাঃ পরিপটন্তি যে বস্তু তৎ
সদা পটিকরৈর্দৃঢ়াঃ মিথুনমত্র পশ্যন্তি তে ১১৯৯॥

॥ ইতি শ্রীজবিলাসস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥

ব্রজভবের কল্যানবান মাধুরী বাবা অ'ল পুণ্যর এই ব্রজবিলাস নামক
স্তব বাহ্যে আশ্রিত হয়েই নিবৃত্ত মাত্রে পাঠ কাহন জীর্ণতা লবিকর-
নগের সঙ্গিত ব্রজোকমুখি মিথুন কর্বাৎ শ্রীরাবাকৃষ্ণক এই মুখাখার বর্ণন
করেন ১১৯৮।

। ইতি শ্রীজবিলাস-স্তব সমাপ্ত ।

শোক-শান্তন

শ্রীশ্রীকটাপীঠার্তো করতঃ

ঐগৌড়ীক-পত্রিকা, কলিকাতা,

বৈ ১৯২৭ খ্রি, ১২শ বর্ষ

যেবদিত্যঃবদু—

আমি আজ প্রাণে পুরী বসেই শ্রীমদ্ পদবানকের ম'লিত ঐগৌড়ীক-
ম'লি আশ্রিত। ঐশ্বর্য আশ্রিতাই প্রমিলায়, জগৎবাহের ইচ্ছায় 'জোতা'
আশ্রিতগকে বাস্তবী চলিয়া গিয়াছে। 'জোতাক' আশ্রিত পুত্র জাতি
ছিল; যে এককর ককরাস। ঐশ্বর্যের বৃষ্টি আশ্রিতছিল ঐশ্বর্যের লিলা-
বাস্তবকে আশ্রিত। জীর্ণায় লেগা কবিতায়েন, জীর্ণায় বস্তুটুকু যেরা
গ্রহণ কবিতার আশ্রিততা ছিল, জাহা পাইয়াই সে চলিয়া গিয়াছে।

'তোতা' শব্দটি সাপসাতের নিকট চলেতে লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু সে
 ভীমাত্ম বৈষ্ণব। তাঁহাই নিজাকার্য্য অগম্যবোধে বৈষ্ণব বিশ্ব নিত
 অর্পণে প্রলাপ আসন্ন করেন এবং বর্ণবিদ্ভিষ্টমূল ভূতাকালে অমর্য্য
 করে। তবে তাঁহার যোগোক্তা অনুসারে বলনের ভীমারে দেখায়ে পাঠান
 যৌথানে হলিখা বাবা। সেই বলনের অতঃপরে বহালগীত অবস্থান,
 মনোমুখী অত্যন্তের অবস্থান—সুস্থবাহ 'তোতা' তাঁহার উপরে মস্তব
 লেখা অবস্থান উল্লেখ হলিখা বিবাহে। তাৎপৰ্য্য মণ্ডিতমিত্র বিভাগমক
 এক হইতে করে ভীমাত্ম বৈষ্ণব, তখন আপনি বিষ্ণুক পুষ্কায়
 কাগর করিতে গিলিলে আপনাই আর অত্যাচার হইলেন না। 'তোতা'র
 অনুসারিত্বের অর্থময় অবস্থান অবিনাশক, আপনি সেই অর্থময়
 লেখা অবস্থানে, এবং এলাপনের বৈষ্ণব কর্তব্য। ভূতাকালের মস্তমিত্র
 লক্ষ্যময় মণ্ডিতা লিখায়ে। 'তোতা'র ভীমাত্ম শক্তি-শক্তিময়ের বৈষ্ণব
 বিষ্ণুক বাতিব। অতঃপরে তোলাপত্র আবার তোলা-লিখার লক্ষ-মিত্র
 হইয়া। যে করতল জোগায়ন্ত সুতরাং অবস্থানের অধ্যাক্ষণে বৈষ্ণব-
 হুকেই তাঁহার কাৰ্য্যে অবস্থিত কাগ আপনি বাস্তবস্থানে আবৃত ময়
 কর্তৃকই অগম্য ভীমার অধীমতবাবল প্রদান করিয়া আপনকে বৈষ্ণব-
 ক্ষুত করিতেন বটে ইহাই অমিত বাচনা। জীবনের পুণ্যে কবা
 পত্রম করিবেন। 'শোক-পাতন' এবং 'শ্রীচৈতন্যভাবত' পাঠ করিবেন।
 হুকেই বৈষ্ণব বহাল একম অর্থম, তৎকালে বৃক জগদীকে, শব্দ-
 বিষ্ণুজিহবা জীবিত এবং মনোমুখী অবস্থানে মণ্ডিতমিত্রম দেখে, আপি
 মস্তম বাত, তোলাপত্রের মণ্ডিত বিভিন্ন মনোমুখী অর্থমিত্র। আপি হলিখা
 লেখা তোলা অর্থমের কলে কর্তব্য মণ্ডিত যৌথ বাল ময়ক আপি
 করিয়া আপনকে মণ্ডিতমিত্র করিসেবা করিবেন অর্থমের লিখে। আপনি
 'তোতা'র অর্থমের মনোমুখ্যের অর্থম ময়ক পাঠাবেন। অর্থমের বহো
 করেন বহাল অর্থ। আপি বাস্তবজীব, অর্থম আর কি বুঝাইব।

মিত্রশ্রীজীবন—

শ্রীমদ্বৈষ্ণবভাবত

— 'अप्युपनिषद्' ति. १६३

५.1 'देवकान्तशक्ति' अष्टमः अविमं चतुर्थाव आह किं ?

—“ମହାମେଘଦୂତ” ଓ “ସମାଧିତାଳିକା”

କ-୧ ଟେକ୍ସଟ୍‌ସ୍ ଶାନ୍ତିପୁଷ୍ପିକା ଟିକାଦେବୀ ମଞ୍ଜୁଳା ଦେବୀଙ୍କଦ୍ୱାରା

“মিনি জাতিগুণি করিয়া অষ্টদৈবজনের অন্তরানুভূতি-সরসে পড়াখুদ রস,
 তিরি হৃদযুক্তিরিক কণ্ঠ ব্যক্তি : তাঁরালে ‘দৈবজব’ বহো বর্ণনা কহা হাই
 কা। যে-হকল লোক জাতাজিয়ার কণে, বহোবর্ণনের করনানুভূতী জ্ঞানাদির
 পণ্ডীকার কল।” —একঃ জাঃ ১২ঃ

अ. १. देवकादस काष्ठिबुद्धि कथा अष्टादशोऽध्यायः

¹⁰ 'ସବି ଶ୍ୟାଂସୁଲକାର କହ କହଇ, ଖୁସି ଦେଖଇ କାହିଁକି ନାହିଁ ସବି ।'

— 'दैनिकसे काजिदुधि', पृ: ६७३: ७४२

३०। एकान् एकान् ज्ञातुं शक्तितां शिक्षां कथितान् देवकन-विद्यां ततः ।

“যিনি তৈরুৎপন্ন করিতেছেন, কালান্তর পর্যন্ত প্রবাহমান হইয়া, নষ্ট হইতেছেন ও পরমাণুগুলি পুনরাবৃত্তি হইয়া তৈরুৎপন্ন হইয়া কয়েক, তিনি ঐকান্ত-বিলক; তাঁহার কবরও রাখে কতি হইবে না। যিনি তৈরুৎপন্ন করিতেছেন, তিনি তৈরুৎপন্ন পুনরুৎপন্ন হইয়া ঐকান্ত হইবে ও কবরও তাঁহার লক্ষিত হইতে পারে; তাঁহার মৃত্যু কোর হইবে সত্যকথা নাই।

— **संयोजक**, पृ. 54

33। दक्षिण-मालासुर चरम उन्माद वि. १५।

“বৈকুণ୍ঠে কান্তিযুগি ত্যাম্ ক’রিত। শুদ্ধনারায়ণের লামুখ পদগুলি বেয়ে
ককি-পূর্কল-বুলল-সবিত।” — অকলককর্ণে নায়ের কলানাম, ৯: ৪৫।

उत्तर 1 विकसकनितरु माहारक एकाय कर्नितरु देवता ललाय हतु ?

‘ସେବ (ବିକ୍ର) ଶବ୍ଦରେ ବିକ୍ର-ବେଦନା ଥିବ ବଡ଼ ମାରାକେତ ଅଭିଧାନ
କରିବାର ନା. ଲେଖକ ଶ୍ରୀମତୀ କୁଳଦେବୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଂଜଳିରେ ।’

— **दशमः, ११**

॥ १ ॥ सुकन्यादत्ताय नमः ॥

কৃষ্ণকম্বোজটি কোমলপ্রকার পাণ্ডা খাট, লক্ষ্য করুন। বর্ষাকাল, সেখানে
 অগভীর থাকে। —২৫৫ নং ১ম অংশ

୧୩ । ସମସ୍ତକାରୀର ବିଚାର ବାଳିକେ ସୁଚିନ୍ତା । ବନ୍ଧା ବର୍ଜନା ।

“ହାତ୍ସ ଅବୈବ ଚିନ୍ତାଧାରମାତ୍ମିନୀମିତ୍ତେ ସୁଚିନ୍ତା । ନିବା ଗୁହ୍ୟଗୁପ୍ତ ଅନୁରାଗ
ବିଚିତ୍ତେହେନ, ଉନ୍ମାଦା ଆହାସବ ଫଳନଃ ଅସନ୍ନତି ହୈଷ୍ଟେହେ । ଏବମ ସମାଜ-
ମାତ୍ରେୟବର ମନବ ନହି କୁମାରୀଟି ବସିତ କଥା ଖଟି । ତାହା ହୃଦ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥର
ଅବତାର ଶକ୍ତି ନୈବ, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶକ୍ତି ନୈବ ନାମ ବକ୍ତିତ୍ବ ଏବଂ ସୁନାଦେବର
ମାରାତ୍ମକ ଉଦ୍ଧୃତି ହେବେ । ‘ଆମାତ୍ରେ ଶୌନେ ନାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ମ ଆରମ୍ଭା ବିଦ୍ଧଃ’—
ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ମା ଅବତାରମୁଖର ମନୋବଳ ହୁଏତେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ।”

—‘ସୁଚିନ୍ତା’, ମାତ୍ରା: ୩୪

୧୪ । ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ମିତ୍ତେ ମନ-ପାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଶୀର୍ଷନ କରା ଗି ଅନୁରାଗ
ନୈବ ।

“ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ମିତ୍ତେ ମନ-ପାତ୍ର ଶୀର୍ଷନ କରା ଗି ଅନୁରାଗ ନୈବ, ଉନ୍ମାଦା
ଆହାସବ ଫଳନଃ ଅସନ୍ନତି ହୈଷ୍ଟେହେ । ଏବମ ସମାଜ-ମାତ୍ରେୟବର ମନବ ନହି
କୁମାରୀଟି ବସିତ କଥା ଖଟି । ତାହା ହୃଦ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥର ଅବତାର ଶକ୍ତି ନୈବ,
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶକ୍ତି ନୈବ ନାମ ବକ୍ତିତ୍ବ ଏବଂ ସୁନାଦେବର ମାରାତ୍ମକ ଉଦ୍ଧୃତି
ହେବେ ।”

—‘ଅବତାରମିତ୍ତେ ମନ-ପାତ୍ର’, ମାତ୍ରା: ୩୫

୧୫ । କହାମିତ୍ତେ ମାତ୍ରାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ମା ନିବିଧା ଦୈବତ୍ବେନ ବିଦ୍ଧା କରା ଗି
ମାତ୍ରାତ୍ମକ ନୈବ ।

“ନୈବିଧ୍ୟ-ମିତ୍ତେ ମାତ୍ରାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ମା ନିବିଧା ଦୈବତ୍ବେନ ବିଦ୍ଧା କରା ଗି, ଉନ୍ମାଦା
ଆହାସବ ଫଳନଃ ଅସନ୍ନତି ହୈଷ୍ଟେହେ । ଏବମ ସମାଜ-ମାତ୍ରେୟବର ମନବ ନହି
କୁମାରୀଟି ବସିତ କଥା ଖଟି । ତାହା ହୃଦ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥର ଅବତାର ଶକ୍ତି ନୈବ,
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶକ୍ତି ନୈବ ନାମ ବକ୍ତିତ୍ବ ଏବଂ ସୁନାଦେବର ମାରାତ୍ମକ ଉଦ୍ଧୃତି
ହେବେ ।”

—‘କୁମାରୀ’, ମାତ୍ରା: ୩୬

୧୬ । ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ମା କେ ହେ ।

“ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ମାତ୍ମକ ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ମା କେ ହେ, ଉନ୍ମାଦା ଆହାସବ ଫଳନଃ ଅସନ୍ନତି ହୈଷ୍ଟେହେ ।
ଏବମ ସମାଜ-ମାତ୍ରେୟବର ମନବ ନହି କୁମାରୀଟି ବସିତ କଥା ଖଟି । ତାହା ହୃଦ୍ରେ
ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥର ଅବତାର ଶକ୍ତି ନୈବ, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶକ୍ତି ନୈବ ନାମ ବକ୍ତିତ୍ବ ଏବଂ
ସୁନାଦେବର ମାରାତ୍ମକ ଉଦ୍ଧୃତି ହେବେ ।”

—‘ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ମାତ୍ମକ’, ମାତ୍ରା: ୩୭

১৮। বহির্লিঙ্গ সেবাপদসি কি কি ?

“নাচুতা-বহিঃ যার ঈশ্ব-বলিবে ।
হাথে চড়ি’ বাহু তথা যজ্ঞস-পরীবে ॥
উৎসবে বা সেবে, আৰ্হ প্রবতি বা কলে ।
উজ্জ্বল অশৌচ-বহে বন্দ অ’জ্ঞে ।
এক স্বপ্নে প্রবাম, লগ্নুবে প্রবক্ষিণ ।
সেবা-প্রো প্রবসে’ পদ, বহু বীণা বীণ ।
সেবা-প্রো বহন, অতি তল্লব কবহ ।
‘মধ্যা কবা, উচ্চাভা-চতুর্ন-বি-চপ ।
নিগ্ধাভ্যুত, যুগ, অশাঙ্ক, রোমন ।
জুগত বা, পদাশা, অশাঙ্ক-বহন ।
পবন-প্রি, অশীপতা, বাহু-বোজ ।
পতিসে পৌষ উপভা-বোজ ।
দেবাপিষে-বিত্ত স্বা-কক্ষ-বীক ।
কালো-বিত্ত কল-বিত্ত অশাঙ্ক আৰ ।
অতঃপু অশাঙ্ক বাহু-বিত্ত ।
দেব-প্রতি গুণ কতি’ লগ্নুবে অশাঙ্ক ।
সেবা-প্রো অশাঙ্ক অশাঙ্ক-বিত্ত, লগ্নু ।
অশাঙ্ক-প্রতি বৌদ, বিত-অশাঙ্ক-অশাঙ্ক ।
দেব-প্রতি-বিত্ত—এই বাহু-প্রতি ।

সেবা-অপরোধ সভাপদসি প্রচরে ।—‘সেবাপদসি’, ৪২ শিঃ

১৯। অপরোধ কি কি ও অপরোধের লক্ষণ কি ?

“অপরোধ বহুরিষ হইলেও প্রবাহতঃ তিব ভাগে বিভক্তঃ—বৈকল্য-পতাল, সেবাপদসি ও মাসাপদসি । বৈকল্য-বাহু, লগ্নু ভাবে,—

বহিঃ বিলম্বি বৈ বৈ বৈ বৈ বৈ বৈ বৈ বৈ ।

অপরোধে বাহু বৈ বৈ বৈ বৈ বৈ বৈ বৈ ।

বৈকল্য-বহু করা, লগ্নু করা, অশাঙ্ক করা, অতিবহন বা কতি, বৈকল্য-বহু অতি বৈকল্য করা এবং বৈকল্য-বহু হইলুক না হওয়া—এই বহুটি অপরোধে অপরোধের মাসাপদসি । অপরোধ-প্রবাহী বৈকল্য-বহু অপরোধ বা বহু । সেবা-অপরোধ প্রবোধ-সেবাপদসি বিচার্য । মাসাপদসি—বহুরিষ ।

—‘বিভক্ত কল’, ১১৭

ସ୍ୱା. ୩୫. କାଳିଦାସ-ପ୍ରହରାଶ୍ରୀ ଗପିକାଙ୍କର : ମତ ?

“এ ব্যবস্থারচে (কাগজ-পত্র)-দরদ, পরিচালনা করা। জুনি রক-নিপাত।
 রান্নার মিকট অপর্যায় করিয়া যা। ‘উলো টৈ লং’ (টৈ: আ: ২৭) — এই
 বৈদ্য-ব্যবস্থা এসেই কৃষ্ণ-অবস্থা। দরদ মিকট-এর কৃষ্ণ শাস্ত্রোক্ত অবস্থা
 প্রকার ব্যবস্থায় আছে, তাছাড়াই জুনি অপর্যায় করা। কাগজ-পত্র মিকট
 কাগজ-পত্র করিয়া অর্ধ প্রত্যয় করিয়া যা। যদি কলিক হোতা থাকে,
 তবে প্রত্যয় বা বর্ণ-ব্যবস্থা লইয়া দরদ-অবস্থা তাৎপর্য প্রকাশ করাটাই।”

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization.

[illegible]

সম ১. জাতি-শক্তি-উন্নয়নের : ১৯৫১, ১৯৬১, ১৯৭১ ও ১৯৮১ সালের হিসাব।

[illegible]

বলিয়া প্রকাশ করিয়া, তাহাতে তাহাদের ক্রিয়া আরম্ভ করিল ! কিন্তু লোকে সহসা তাহাদিগের কার্য্য চিন্তিতে পারিয়া চতুর্দিকে তাহাদিগের প্রতি হাস্য করিতেছে । এখন সৰ্ব্বলোকেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, শ্রীধাম-মায়াপুরই শ্রীনবদ্বীপের চুড়ামণি পীঠ ।”

—‘নববর্ষে বিগত বর্ষের আলোচনা’, সং:তোঃ ৮১

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

আৰ্ত্তি নিবেদন *

পরমারাধ্য দেব !

কত দীর্ঘ দিন ধরি, তব চরণ দর্শন লাগি,
মনে মনে করেছিলু আশা ।

সব আশা না পুরিল, মনোরথ বিফল হইল,
আশাভঙ্গে দুঃখিত এ অধমা ॥

বুঝিয়াছি ভাল মতে, বিনা ভাগ্যে নাহি মিলে,
শ্রীগুরুর চরণ দর্শন ।

মম মন্দভাগ্য লাগি, সঙ্কোপনে সদা কাঁদি,
ধিক্ ধিক্ মোর এ'জীবন ॥

আমি ত' অধম অতি, তায়ে অতি মন্দমতি,
কৃপা না হইল মম প্রতি ।

প্রভু ! তুমিত' করুণাসিক্ত, অধম জনার বন্ধু,
উপেক্ষিলে কি হ'বে মোর গতি ??

যদিও অপরাধী আমি, তুমি 'ত একমাত্র গতি,
দয়া করো, না করহ বঞ্চন ।

তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, মোর ইচ্ছা পূর্ণ করু,
দিয়া তব অভয় চরণ ॥

—শ্রীমতী উমারানী

চুচুঁড়া (হুগলী) ।

* লেখিকা তাহার শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকগাচার্য্য জিদণ্ডি-স্বামী শ্রীশ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বামন মহারাজের দীর্ঘ দিন দর্শন নাপাইয়া আৰ্ত্তি নিবেদন করিয়াছেন ।

— প্রকাশক

সন্দର୍ভ-সান্ন

(শ্ৰীভাসন্দର୍ভ-৪)

উৎকৃষ্ট নগর অর্থাৎ যুদ্ধের লব মুক্তি হইতকাবে লোক হয়—লব ও
ক্রমবিকাশিত। এই বিবিধ মুক্তি—স্বত্বাভিযুক্তি ও ক্রমবিকাশিত নামে বর্ণিত।

স্বত্বাভিযুক্তির কথা। শ্ৰীভাসন্দর্ভে (২৫/১৪-২১) বর্ণিত—

সিহং স্বধর্মায়নাবিশ্রুতঃ সতির্ঘোষা সিন্ধুস্বয়ং শোভয় ।
দেশে চ কালে চ যতো ন যজ্ঞেণ আপান্ বিবাহ্যতাম্ । সিংহায়া ।
ইহাঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিরম্য । কটক এতঃ মিলয়েৎস্বয়ং ।
সন্তোষবাস্তবকৃত্বা কীরো লকোপপাতিবিবিস্তেত কৃত্যাম ।
ন যজ্ঞ কাশোহবিমিতাঃ পরঃ স্রষ্টুঃ কৃতো হ । যদা করতায় ন পৌষিণে ।
ন যজ্ঞ যজ্ঞ ন যজ্ঞযজ্ঞ ন যৈ বিকাশো ন অহাণু প্রযোজ্য ।
পরঃ পরঃ যৈকাশোহস্তি তদ্যন্তেতি নেকীত্যাত্ত্বমিন্দকরঃ ।
বিস্তৃত্য যৌর্য্যামনকরৌতঃ । সন্তোষকবাইলং ন্যে দ্যেই ।
ইহাঃ মুনিজুপমেষবেকিতো বিজ্ঞানবৃণ্ণীর্থা স্তব্ধিতাপন্য ।
অশাক্ষিমাণীতা তন্য আতাইবিতঃ স্বয়ং যুইংস্বয়ংস্বয়ংস্বয়ং ।
নান্যায় স্থিতং স্তব্ধিতোলা তদ্যুলাবসংস্বয়ংস্বয়ং ।
অন্তোহস্তবাস্তব বিহাঃ স্বয়ং স্বত্বাভিযুক্তিঃ পরঃ স্বয়ং ।
তদ্যাব্ তদ্যাব্ তদ্যাব্ তদ্যাব্ তদ্যাব্ তদ্যাব্ তদ্যাব্ তদ্যাব্ ।
সিহাঃ যুদ্ধোইহাঃ স্বত্বাভিযুক্তিঃ স্বত্বাভিযুক্তিঃ স্বত্বাভিযুক্তিঃ ।

অস্তিত্ববিষয়ে লোকের পরামর্শ যোগদান দ্বিতীয় স্থানে। শ্ৰীভাসন্দর্ভে লোকের
বিজ্ঞান করিয়া অর্থঃ স্বয়ং স্বত্বাভিযুক্তিঃ স্বত্বাভিযুক্তিঃ স্বত্বাভিযুক্তিঃ ।
বিচার না করিয়াই স্বত্বাভিযুক্তিঃ স্বত্বাভিযুক্তিঃ স্বত্বাভিযুক্তিঃ ।
এই স্থানে উপদেশসমূহক বর্ণনা করা। প্রথমে—ইঞ্জিন
সকলকে স্বয়ং করিয়েন অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে বিলীন করিয়েন।
নির্ণয় বুদ্ধিতে বিলীন করিয়েন। বুদ্ধিতে কেন্দ্র অর্থাৎ স্তব্ধীভবে, স্তব্ধ
স্তব্ধীভবে, স্তব্ধীভবে পরস্পরে বিজ্ঞিত করতঃ পরস্পর প্রাপ্ত স্বত্বাভিযুক্তিঃ
স্বত্বাভিযুক্তিঃ স্বত্বাভিযুক্তিঃ । এই প্রকার প্রাপ্ত স্বত্বাভিযুক্তিঃ (যুদ্ধ পুরুষের জ্ঞান)
ইহাৎসঙ্গে পরম প্রভু কাল । কাল প্রাপ্ত বিজ্ঞান করিয়ে লোকের না।
স্বত্বাভিযুক্তিঃ স্বত্বাভিযুক্তিঃ স্বত্বাভিযুক্তিঃ স্বত্বাভিযুক্তিঃ স্বত্বাভিযুক্তিঃ স্বত্বাভিযুক্তিঃ

বাহ্য্য। তাহাতে সত্ত্ব, রজস্তম গুণত্রয় নাহি, জগৎকারণভূত অহঙ্কার-
তত্ত্ব, মহত্ত্ব বা প্রকৃতিও নাই। যোগিগণ আত্মব্যতিরিক্ত বস্তুমাত্রকে
পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠাখ্য বিষ্ণুধামকে পরম প্রকৃতির অতীত বলিয়া
জানেন। তাঁহারা শ্রীভগবানে ও আপনাকে অভেদ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া
সেব্য শ্রীভগবানের শ্রীচরণ ক্ষণে ক্ষণে আলিঙ্গন করেন। তাঁহারা অনন্ত
সৌহৃদ অর্থাৎ শ্রীহরি ব্যতীত অজ্ঞ কাহাকেও ভাল বাসেন না। এইরূপে
শ্রীহরিতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত বুদ্ধি যতি বিষয়ে বৈরাগ্যবান হইয়া স্বরূপ সংপ্রাপ্ত
পরতত্ত্বাত্তবরূপ বীৰ্য্য দ্বারা বিষয়-বাসনা সমূলে বিনাশ করেন।

যোগিগণের দেহত্যাগের রীতি—পাদমূল দ্বারা মূলাধার (গুহ ও লিঙ্গের
মধ্যবর্তী স্থান) নিপীড়ন করিয়া অশ্রান্তভাবে শ্রবণবায়ুকে যথাক্রমে নাভি,
হৃদয়, বক্ষঃস্থল তালুমূল ক্রমশঃ ও ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া যাইবে। নাভিদেশে মণি-
পূরক চক্রে অবস্থিত প্রাণবায়ুকে হৃদয়স্থ অনাহত চক্রে তথা হইতে কর্ণ-
দেশের অধোভাগে বিদুদ্রচক্রে, তৎপরে তালুমূলে লইয়া যাইবে। অতঃপর
কর্ণ নেত্র নাসিকা, মুখ নিরোধপূর্বক প্রাণবায়ুকে ক্রমশঃ মধ্যস্থিত আঞ্জা-
চক্রে স্থাপন করিতে যদি সর্ব প্রকার ভোগাকাজ্জা রহিত হন তবে ঐস্থানে
অর্দ্ধমূর্ত্ত অবস্থানপূর্বক পরমব্রহ্মগত হইয়া প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া উহা
ভেদপূর্বক দেহ ত্যাগ করেন। ইহা সন্তোমুক্তী। সন্তোমুক্তযোগী দেহত্যাগের
পর ব্রহ্মধামে (নির্বিশেষ ধাম) বা বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

যদি সন্তোমুক্তি লাভের অভিলাষ না থাকে, ব্রহ্মপদ বা সিদ্ধগণের ক্রীড়া
স্থান—অনিমাদি ঐশ্বর্য্য বা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র আধিপত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা
থাকে, তবে উক্ত সম্পদসকল ভোগের জন্ত প্রাণবায়ু নির্গত করিতে হইবে।

যাঁহারা ক্রমমুক্তির অভিলাষী, তাঁহারা বিবিধ ভোগসম্পন্ন হইলেও
তাঁহাদের গতি কর্ম্মীর গতির মত নহে। কর্ম্মীর গতি পরিচ্ছিন্না, তাঁহারা
স্বর্গাদি ভোগ করত ভোগক্ষয়ে কর্ম্মপরতন্ত্র হইয়া নানা যোনি ভ্রমণ করে।
যোগের গতি তদ্রূপ নহে। বায়ুর মধ্যে যোগেশ্বরগণের লিঙ্গশরীর থাকে
তদ্বারা ত্রিলোকের ভিতরে বাহিরে গমনাগমন সম্ভব হয়। তাঁহারা
উপাসনা, অষ্টাঙ্গযোগ ও সমাধি দ্বারা এই গতি লাভ করেন।

হৃদয়ে ১০১টি নাড়ী আছে। তন্মধ্যে একটী অণ্ডক হইতে নিঃসৃত।
এই নারী দ্বারা উৎক্রমণে (দেহ ত্যাগ) মোক্ষ এবং অস্থান্য নাড়ী দ্বারা

[illegible]

বহুসংখ্যক গঠিত হুল পঞ্চভূত মাত্রা বিশিষ্ট, আর হুয় এবং হুয় পঞ্চভূত নিষিদ্ধ। তুল্যবহুভাষ্যের পর হুয়ের কাগ্য করিয়া হুয়ভেদে উচ্চ লোকে বসন হয়। অষ্টমাস্ত্র পঞ্চভূত এই হুয়ভেদেই আছে। মতানুসারে উচ্চ এবং অধঃস্থ এবেদকালে হয়। অষ্টমাস্ত্র হয়। পৃথিবী আশ্রয় এবেদকালে হুয় বা মিত্র পৃথিবীর লাভিন অংশে আশ্রয় হয়। অষ্টমাস্ত্র হুয় পৃথিবীভিত্তিক, অষ্টমাস্ত্র হুয় পৃথিবীভিত্তিক। পৃথিবী আশ্রয় এবেদকালে হুয় বা মিত্র পৃথিবীর লাভিন অংশে আশ্রয় হয়। অষ্টমাস্ত্র হুয় পৃথিবীভিত্তিক, অষ্টমাস্ত্র হুয় পৃথিবীভিত্তিক। পৃথিবী আশ্রয় এবেদকালে হুয় বা মিত্র পৃথিবীর লাভিন অংশে আশ্রয় হয়। অষ্টমাস্ত্র হুয় পৃথিবীভিত্তিক, অষ্টমাস্ত্র হুয় পৃথিবীভিত্তিক।

[illegible][illegible]

ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନକର୍ତ୍ତୃକ ଅ ବାବ ଆବୋଧିତ ଏହି ସଦନରୂପ ପ୍ରାକାଶେ ସ୍ଥାପିତ ହାସ
 ଶ୍ୟ ସମିତୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ।

संक्रमण/कटौती/मार्गदर्शक कोष्ठ/कटौती विवरण कोष्ठ/नमूना 3/आवृत्ति 4/वर्णित—

আজকে মন মজলে শুভিসিঙ্গে বসাবিধ।

ଆବିଷ୍କାରୀଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଟିମ୍ମି ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟାହତ କରାଯାଏ ।

[illegible]

ভক্তির ভাষ্য

পাশ ইন্দ্রশোক ও “বলোক—উত্তর লোক”ই অত্যন্ত যত্নবোধক। কৰ্ম-
বার্ষ বাণ বিমানের মত যে প্রারম্ভিকের ব্যবস্থা। যখন যান, তখনই পাশ
বিরট কন্যাকে পাশস্থান অবিতা। এইরকমই প্রারম্ভিক বসিবার
কীবল্যকে সুবরার পাশে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। কেবলমাত্র ঐশ্বর্যপূর্ণ
ভক্তিবোধ-প্রভাবে পাশস্থান অবিতা জিহবে কই হইল। থাকে। কৰ্ম-
প্রারম্ভিক ত’ দুইয়ের কথা। কাম্যার্থ অবিত্তির উল্লসনপাশ ভাব প্রবৃত্তি-
বাহ্য প্রবৃত্তি-ব্যবহার পাশ করিবার প্রাবল্যকর্ম জোপকাতী প্রবৃত্তি সরসা,
কিছু কিল্লম্বেই ঐশ্বর্যপূর্ণবিশ্বায়কী কৰ্মবীজক সম্পূর্ণ পথে বর্তমান।
ক্রিয়াক্রমবত বলিমাধে,—

কোটিং কেরলবা লক্ষ্যাক্ষিত্রের পরামর্শঃ।

এক পুষ্টি কাম্যমোদ জীবাধিব আদরঃ। (ভা. ৬/১৩৬)

পূর্বা বেত্তন বিদ্যারম্ভিক সম্পূর্ণে বিলাস করিয়া থাকে, তখন বাহুরেব-
পত্রাক্ষ ঐশ্বর্যের ভগবত্বকরণ ভক্তিবলে সমস্ত পাশক সমূলে উৎপাটিত
কায়ক। যেক আশোক-দামটী পূর্বেও পুষ্টিকারী এবং বিদ্যার-বিদ্যার
লাভবিত্তিক, তখন তদন্তেরক বা প্রেমমোদই ভক্তির পূর্বা পাশ্য এবং
শক্তি বা পাশ্যি বিদ্যার বাহুশালিক। পূর্বা উল্লিত হইলে যেমন অরে
কোষাও বীহার ব্যক্তিতে লাগে না, তখন কেবল ভক্তি উল্লিত হইলে
কীটের আর পারামর্শে প্রবৃত্ত থাকে না।

ক্রেমমী, প্রভল, মোহলমুতাকর, তর্জরী, লাক্ষ্যবন্ধ-বিদ্যাবাহ্য ও উৎকর্ষ-
কর্মী—ভক্তিই এই কটি পদ। বাহুরভক্তির প্রেমললনকর ম প্রভলম্ব
—এই পুষ্টি পদ অর্থে। লাক্ষ্যভক্তি ক ক্রটি পদ এবং প্রেমভক্তিকে
কর্মী পদ অর্থে। যখন ভক্তি পদেই ক্রেম মাই। ভক্তি ক্রেমলম্ব
পদম্ব ক্রেমমী। প্রেম ভিন্নলকায়—পাশ লালবীজ ও অরিতা। অপ্রারম্ভ
ও প্রারম্ভক্রেম পাশ হইলকার বাহ্য। অপ্রারম্ভিক অবস্থিত থাক এবং
বাহ্যব মোহবল আরম্ভ হইল। ভানই প্রারম্ভ পার। উল্ল পত্রাধি—আর
বাহ্য ভাক্রম্ব কলোপুষ্টি হইলকার, ভাক্রম্ব প্রারম্ভ পার। ভক্তিই প্রারম্ভ
এক প্রারম্ভ—উত্তরবিব সাপটী বিরট বসিতে মরম্ব। উৎকর্ষ উত্তরকে বসিমা-
ক্রেম,—“এ উৎকর্ষ, প্রারম্ভিক অর্থে যেমন কটিভারম্ভিক কমলাং করে, তখন
মরম্ববিত্তী ভক্তি বিদিল পাশক সমূলে বিরট করিয়া থাকে।” রবপুনারেও
লিখিত অর্থ,—“বীহায়েক বিজ বিজুভক্তিও একান্তকারে অহরক পীহা-
রিশের ‘মোহাম্ব’ ‘মৌ’ ‘কুট’ এক, ‘অ প্রারম্ভক’—এই পাশ-ভুক্তির ক্রেম

ক্রমে বিলম্ব প্রাপ্ত হয়। 'কলসায়ুধ' অর্থে প্রারম্ভ, 'দীক্ষা' অর্থে ধ্যানমনন বা প্রাথমিকের উদ্ভূত-অ-কার্য, 'কুট'-অ-র্থ কৌশলের উদ্ভূত-এবং 'অপ্রাসন্ন্য-কল'—বহোত্তে কুটিল-লক্ষণ কাঙ্ক্ষাময়। প্রারম্ভ নয় সার্থি।

[illegible]

अतिरिक्त विवरण :-

সামান্যই ঠাণ্ডে হলে বর্ষাঋতুতে
আমরা হাল পেতে লত সহনশীল কল ।
মাকাতানে "মুকি" হব, বর্ষাঋতুতে পেসি ।
ঐক্যগণকে তা'রই অকাঙ্ক্ষিত শক্তি ।

[illegible]

স্বঃ সিব্বাণ্ডং স্বকৃৎ গুণমিত্রে শাসনং শাসনমাত্রে
প্রজা-মুক্ত্যন্বয়েন স্তিতসামুদয়ঃ শব্দে যৌগিশ্চ ।
জ্যোতঃস্বকমসকৃৎসে স্বকৃৎ যত্নমভ্যাসে-
ন। ভাসেহি স্বকৃৎসি মুক্ত্যন্বয়েন শব্দে যৌগিশ্চ ।

[illegible]

পরমকরণাময় শ্রীভগবানের নাম-কীর্তনের ফলে প্রেম হয়—ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ব্যবধান রহিত হইলে শ্রীনামের ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। “নামৈকং যন্ত বাচি”—শ্লোকে ‘ব্যবহিতরহিতং’-শব্দটী শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর টীকার সহিত ভাল করিয়া আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ব্যবধান দুইপ্রকার—(১) বর্ণ-ব্যবধান বা শব্দ-ব্যবধান এবং (২) তত্ত্ব-ব্যবধান। বর্ণ বা অক্ষরগত ব্যবধান এবং তত্ত্ব-ব্যবধান শ্রদ্ধাহীন জীবের ইচ্ছিততর্পণ বা জড়ভোগপর প্রবৃত্তি হইতে জাত; সুতরাং তাহা শুদ্ধ নাম নহে, জড়ীয় শব্দ বা অক্ষরসমষ্টি মাত্র। সেখানে নাম-নামীর, শব্দ-শব্দীর মধ্যে ভেদ কল্পিত হয়; উহা শুদ্ধনামোচ্চারণ-ফলের অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক মাত্র; পক্ষান্তরে সেবোন্মুখ ব্যক্তির অক্ষুট বা খণ্ড আংশিক নামোচ্চারণরূপ ব্যবধানই যেখানে উদ্দিষ্ট, সেখানে সেইরূপ অক্ষুট বা খণ্ড আংশিক নামোচ্চারণরূপ ব্যবধান সত্ত্বেও শ্রীনামপ্রভু সেবোন্মুখ ব্যক্তির শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে আপন প্রভাব অর্থাৎ অনর্থক্ষয় ও প্রেমোদয়রূপ ফল-দানশক্তি প্রকটিত করেন। “রাজ-মহিষী” ও “হলংরিক্ত” শব্দোচ্চারণের দৃষ্টান্তে বা “হারাম” শব্দের দৃষ্টান্তে অজ্ঞকৃষ্টি বা সাধারণ-কৃষ্টিতে যাহা বুঝা যায়, প্রকৃত বিষয়কৃষ্টি তাহা নহে। সেবোন্মুখের পক্ষে যে কথা, অপরাধীর পক্ষে সে কথা নহে। ‘রাজমহিষী’, ‘হলংরিক্ত’ প্রভৃতি বর্ণব্যবহিত ‘রাম’ বা ‘হরি’ শব্দ দূরে থাকুক, বর্ণ-ব্যবহিত ‘হারাম’ শব্দ অসংখ্যবার উচ্চারণের দ্বারা যদি ‘শূকর’ উদ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা নামাভাস হইবে না; কেন না, সেখানে নাম-নামী বা শব্দ-শব্দীতে ভেদ আছে। ‘হারাম’ বা শূকর-শব্দটী তদুদ্দিষ্ট বস্তুতে ভেদ আছে—ইহাই জড়ের ধর্ম। কিন্তু যখন ‘হারাম’ শব্দের দ্বারা সর্বজীব-রমণ ‘রাম’ এই ভগবদ্-বস্তুর সঙ্কেত হয় অর্থাৎ যখন শব্দ শব্দীর অভেদের আভাস হৃদয়ে উদ্ভূত হয়, তখনই ‘হারাম’ শব্দ উচ্চারণের দ্বারা নামাভাস এবং তৎফলস্বরূপ অনর্থমুক্তি হইতে পারে; নতুবা ছুনিয়ায় যতলোক জড়ৈচ্ছিততর্পণমূলে ‘হারাম’ উচ্চারণ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্ত হইতে পারিতেন।

তত্ত্ব-ব্যবধান বা দেহ-দ্রবীণ-জনতা-লোভ পাশগুরুপ ব্যবধান অতীব গুরুতর। সেইরূপ ব্যবধান থাকিলে ভগবান্নাম উদ্ভূত হইতে বিলম্ব হয়। নিরন্তর নাম করিতে করিতে নামাপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমন্তুতিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ବିଶାଖା ପାଣି

[illegible]

যিনি প্রকৃতই বস্তুজগতের বেদ, তাঁহার দ্বিষ্ট বস্তুতেই ঐক্যভাব
লাভের বহিঃসুখি বার লাগাই। যোগের কথ্য দেহরক্ষণাধিকার্যেই
ঐক্য বসিঃসুখিলাভ ; দেহেরই তাঁহারই উলাস নৃত্যাদি হৃৎসুখিযী।
তৎকর্তব্যই যিনি আত্মপরিচয়বিশেষের আত্মক বাহ্যিক ঐক্য হৃৎসুখিষ্ট

বীহায়া বস্তুতাপেক্ষ ভগবদ্ভাক্তী বহুতর । ভীষ্মের 'বিষকী' লাক্ষ্যবাক্যে
সুচিতর বসুধীর্ষত্ত্ব বা নারকী লক্ষ্য—এই বা কাক্যবাহী নেবালতঃশুদ্ধ নারকী ।
লাক্ষ্যের ভলবানুকে ভীষ্মের লাক্ষ্যপাত্তের অগ্রতর নহে কারণ ইন্দ্রি
ভগবদ্ভাক্তেরই নামে ভীষ্মের দেবত্বের অচ্যুত্বিত নহে এবং সে কোরি
আমাদের ইচ্ছা অর্জিত যে, যেখানেই নেবদ্ব্যর্থন কিংকৎ অচ্যুত্বানের প্র
উদ্রীক পাবে, সেখানেই বিশ্ববুদ্ধির স্থান—এখানেই উপানক উপানক
ব্যক্তিগত স্বার্থ বিহীনতা ।

বীষ্মের প্রকৃত ভগবদ্ভাক্ত, ভগবান্ধব 'বর্জ্যবাস্যবধব' স্বরূপ
অনন্তর বহীনা বীহায়া অচ্যুত্বোক্তান্তিরিত সতল ভলবে বর্জ্য বা আত্মকর্তব্য
অভিজ্ঞান-লাভ-পুণ্যস্ব স্বপদভারতনা ইচ্ছাভেদ এতদ্রূপে কাক্ষ্যপাতি
ভগবান্ধব উপানক উপানক, ভীষ্মেরই নামে ভীষ্মের বিশ্ববুদ্ধির বুদ্ধি
আবরণেরা কল লভনা । এতদ্রূপে ইচ্ছাপ্রাপ্ত বর্জ্য লক্ষ্যপাত্ত
উচ্চতর বস্তুতাপেক্ষ ইচ্ছা লক্ষ্যমাত লক্ষ্যপূর্ণ বস্তুতাপেক্ষ ইচ্ছা
লাভের নিকট উপানকিত কারণ, আত্ম ইচ্ছা ইচ্ছা প্রকৃত ভগবদ্ভাক্তির
অভিজ্ঞান বস্তুতাপেক্ষ কারণ—“বস্তু আত্মের আলাপ বস্তুতাপেক্ষ বৈ বিশ্ববুদ্ধি ।”

যেখানে আত্মবাহির আলাপ কৃত্য বা বাস্তবপূনন ভগবত প্রকৃত
কৃত্য বা পুন্যের স্থান বহী, উরা বিশ্ববুদ্ধির পরাকাষ্ঠী । বিশ্ববুদ্ধি
মূল্যবাহী বহীনা ইচ্ছাভেদে কাক্ষ্যপাত্ত নান কারণ, উচ্চতর বৈ বর্জ্য
ভগবদ্ভাক্তের নিকট বহীতে বৈ ভগবত প্রকৃত লক্ষ্যপূর্ণ মূল্যবাহী বহীনা
ভগবান্ধব পুন্য-পুন্য কারণ, উনি প্রকৃত ভগবত ভগবত, আলাপ যে
প্রকৃত ভগবতের নিকট ভগবত ভগবত লক্ষ্য ও বীষ্ম কাক্ষ্য উচ্চতর বস্তু
বাস্তব অজ্ঞানভিলাষ ইচ্ছাপ্রাপ্তবস্তুতাপেক্ষ, সে প্রকৃত ভগবত প্রকৃত ভগবত
বস্তুতাপেক্ষ ইচ্ছাভেদে আলাপ আলাপ বিশ্ববুদ্ধি ভগবত যত । বহীনা কৃত্য
ভগবত প্রকৃত ভগবত ভগবত—

আলাপবাহী বৈ কৃত্য বাস্তবভিলাষ ভগবত ।

ব বানী কৃত্যতঃ স্বাম্যভিলাষে বা বর্জ্য লক্ষ্যে । (১৫: ৭৩: ৭)

আত্ম প্রকৃত প্রকৃত কৃত্যকর্ত্ত্বক কোনও কিছুই নির্ভিত প্রাণিত
বা ইচ্ছাভেদ বীষ্ম ভগবতপুন্যেই বস্তুতাপেক্ষ ইচ্ছাভেদ ভগবতভিলাষকারণ
বীষ্ম বস্তুতাপেক্ষ, কিন্তু উরা বর্জ্য প্রকৃত কাক্ষ্যপাত্ত লক্ষ্য নহে, প্রকৃত

দলহীন অকীৰ্ত্ত হইলে বরুণ তিহীতবার আশ্রয় বসিয়া হরিমন্ডকে
ক'লেব, আহে হ'মন্ড ! যজ্ঞাহুতীম কর । তক্ষুণে বণিকজ কহিলাম
—“ইহা বস !

“বস : পাপোপক্কায়েবহম ইবো : ভবেদিত্তি ৷”

পশ্চাৎ যখন বহোদয় হন তখনই উক্ত পক্ষার্হ পবিত্র হইয়া থাকে ।

অতঃপর বহোদয়ন ভাষ্যলগনকাল অকীৰ্ত্ত হইলে হরিমন্ড-সবীথে উপনীত
হইয়া হরিমন্ডের পূৰ্ণ প্রতিক্রিয়া অবন বসাইয়া প্রত্যাহ উপাসন করিলাম ।
তখন হরিমন্ড “ইহাব বসসমুহ বসন নিশ্চিত হইবে, তখন ইয়া পক্ষার্হ
হইবে ।”

“বস : পশ্চাত্ত বস্তু কথ মেবো : ভবেদিত্তি ৷”

হলিয়া বরুণকে প্রতিক্রিয়া কহিলাম । অতঃপর বহুদিনতরুণে
বসন আশ্রিত হইলেন, বসিলাম —“মুদক্ষ্যাকা পক্ষয়েতি ৷”—বহুদিন পূ-
ৰ্ণকাল হইয়াছে, প্রত্যাহ বস্তু কর । হরিমন্ড তক্ষুণে কহিলাম —

“যাত্তা কিলো বস : বাকু : বাক্ষ্যেব পবঃ পুত ৷”

অত্রি-পশ্চাৎ যখন বহুদিন কহিতে অর্থাৎ দুই কহিতে সময় হয়, তখনই
উক্ত পবিত্র হইয়া থাকে ।

ইতি পুজাপ্রণামাদনবিত্তিকরণা ।

কালঃ বক্‌কতা তঃ ত্বকো বেনত্নৈকত ৷

অর্থাৎ এইভাবে (তিনি : হরিমন্ড) পুজাপ্রণামকালে বহুদিনকালে যে
সবল ফল করিবে বলিয়েছিল, বরুণেরও উক্তার প্রার্থনায় সেই কাল
লগ্নেই প্রতীক্ষা করিবে লগিলে ।

কহিলে হরিমন্ড বহুদিন বরুণকে উক্তার বীর আর্থবহু পুত্রের বলিহীন
হায়া পক্ষকে লক্ষ্য করিতে যাত্তা, অপরদিক বরুণও হরিমন্ডের অনুষ্ঠিত
পুজাপ্রণামকালে । তেমনে “যাত্তা-বাক্য” ইয়াই যদিগ্‌বুদ্ধিহীন অহু-
ত্বকো উপলব্ধ হইয়া । যদিগ্‌বুদ্ধিবল্লভ কৃত্তা অর্থবহু ইবো : কালঃ প্রতীক্ষা
কাল আর্থবিত্তি কাল করতা : অংশ প্রকৃতি পক্ষাভায়ে পক্ষপূর্ণক
আশ্রয়হায়া : কালকালে বক্‌কতা, আবার যদিগ্‌বুদ্ধি-বল্লভ প্রকৃতি ত্বকো
আশ্রয় বহুদিন কবিত্ত হইতে প্রকৃতি কালী বা উক্তকাল ইবো :
পুজাপ্রণামাদন । অতঃপর নিম্নোক্তক নিম্নোক্ত এবং যদিগ্‌
প্রকৃতি পক্ষবহু কাল, প্রকৃতিবহু বহো পূর্ণ ইবো : নিম্নোক্তক

প্রভু পাদপদ্ম পূজা করিয়া তদ্বিনিময়ে কিছু প্রার্থনার পরিবর্তে ইহাই প্রকাশ করিয়া থাকেন—

নাহং বন্দে তব চরণয়োঃ স্তমদ্বন্দ্বহেতোঃ

কুন্তীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্ ।

রম্যা রমা যুততুলতা নন্দনে নাভিরন্তঃ

ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবরেয়ং ভবন্তম্ ॥

নিত্য ভূত্য ভগবদারাধনার কৃতকার্য্য হইয়া তৎপ্রাপ্তিকালে হৃদয়ে উপলব্ধি করেন—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং

ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব-মুনীন্দ্রগুহম্ ।

কাচং বিচিহ্নমপি দিব্যবত্ত্বং

স্বামিন্ কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে ॥

হে স্বামিন্ ! কাচ-অশ্বেষী হইয়া দেব-মুনীন্দ্রগুহ তোমা হেন দিব্যবত্ত্ব লাভ করিয়াছি, হে দেব ! কৃতার্থ হইয়াছি, আর বর চাহি না ।

তুমি ত আমার,

আমি ত তোমার,

কি কাজ অপর ধনে ॥

— শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

সংগ্রহ করুন !

সংগ্রহ করুন !!

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্তিত ধারায়

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্তৃক প্রকাশিত ৪৮৫ শ্রীগোরাধের

বিশুদ্ধ সারস্বত

শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে । বৈষ্ণবমাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য ।

আনুকূল্য—১'৫০ পয়সা, ডাক-নাশুল স্বতন্ত্র ।

243

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରାନ୍ତରାଳୟର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାଧାରଣ ନାମେ ପରିଚିତ । ତାହାର ସମ୍ପର୍କିତ ବଡ଼ଢ଼ଙ୍ଗା ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥିତି । ତାହାର ମାଧ୍ୟମିକ ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍‌ହି ରାଜ୍ୟର ଡିସ । କଳାପ ମୋରା, ଘୋଡ଼ି, ଗୋରା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କବିତା ବିନାବିଳାସ କରିବେ ।

রাজ্যকে রাণ্যকাল হইতেই তাঁহার বখিত হস্তগ্রহিণীয়ে অত্যন্ত
আনন্দ লাইতেহ। একদিন মহাশয় তাঁহার পুত্র উপস্থিত হইলেন।
ঐশ্বর তাঁহাকে ঘেরিয়া ক্রমিকর অস্বার্থতা করিলেন। মহাশয় বলিলেন
যে, ঐশ্বর তুমি লক্ষ্যকাক-সেরা কর কোর? এই বের, সময় মঙ্গলচণ্ডী,
খিরবাই পুত্রা বরিয়া বক্ত রক্তহের অধিকারী, আর তুমি হুবেলা বাটীত
শাক মা। লক্ষ্যকাক লোকের মাঝাকৃতির হুহিত আত্মর লক্ষ্যকাক। বাধ্যব,
আজ্ঞা প্রদর্শন করিবার নিহিতই পরিচালনেনে অগত্যা তাঁহার কৃত্যের
বিষয় এইছিল প্রদ করিলেন। বক্তকাক ঐশ্বর বলিলেন,— তুমি
বক্তহের অধিকারী হইলেও বক্তল লোকেরই লক্ষ্য একইবাণ কাকটে।
বক্তা কাকটে বাধ্যবম বক্তোবরি থাকিব ঐশ্বর বাধ্যদি প্রদ করবে,
আর লক্ষ্যকাক কৃত্যের ঐশ্বর কাকটে এবং বক্ত-কাক বক্তা রামা বিচার
করে; বক্তক আচার্য আচার্য বক্তো বক্তা লীক-ঐশ্বর কাকট প্রাকৃতিক
প্রাকৃতিকতা হইতে আনন্দকাক করে। বক্তাও ঐশ্বর বেকী বিদ্য কাকট
লক্ষ্য হরনা। বক্তল প্রাকট আলর কাকটকাকটে কাকটকাক কাহ।

সম্মান প্রদানের বৈধতা বহিষ্কার করা কঠোর-কূটনায়ের কার্য বলিষ্ঠ। সাম্প্রতিক
সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁরাই পুঙ্খানুপুঙ্খ করে নান। পুরাতন পন্থা দ্বারা, শ্রীক
দর্শন কুলদেব-কুলদেবের অধীনে বান্ধবার প্রত্যাবর্তন করিতেছেন তখন
কৃষ্ণচরিত্রী তাঁরাই বলিলেন যে, বান্ধবার প্রত্যাবর্তন করিতেছেন তখন
ফাকা বইলে তোমার কথা বিত্ত আশ্রমেই বহিষ্কার করা যাকি। —

“सदस्यवर्गः-सुख-वैशिष्ट्यात्तया सन्तः शुभाश्च ।

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਿਖਾਤ: ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਿਖਾਤ-1958-59

বঙ্গদেশেই সংস্কারের প্রকৃত বিধান ; কারণ বঙ্গদেশের ভিত্তর থাকিলে রক্ষক-
পুলকর্ষি কৃষিকর সর্বত্র হইবে । তাই মনলাকাক্ষী দাফিতার কাণ্ডিতিক লুপ-
অলেকা ক্রম-সহানুহোদ্যসহে গুণি থাকি রাষ্ট্রীয় মনে কারণ । অন্তঃসংস্কার
সিদ্ধান্তই এইতে পাই,—

^१या शिवा बलवन्तमात्रः कदा। अथिति नश्यो ।

एकान्तं वाच्यं कृतवन्ति न। विना लक्षणेन तुल्यः ।

[illegible]

বোম্বেস্থানীয় শ্রদ্ধা গ্রীষ্মের তীব্র আলো-বাতাসে বনে করিয়া যুদ্ধ চিত্রভাষ্য
ক'রো! ক'রো! হে, ভোলা! কি লক্ষ্যকর জীব মাঠ? রথারও আলো
স্বপ্ন নগর হুইল ক'রো! ক'রো! বিজয় বকল হইতে। ক'রো! হে ভোলা!
স্বপ্ন নগর হুইল ক'রো! ক'রো! বিজয় বকল হইতে। ক'রো! হে ভোলা!
স্বপ্ন নগর হুইল ক'রো! ক'রো! বিজয় বকল হইতে। ক'রো! হে ভোলা!

শ্রীমদ্বৈষ্ণবে অর্চনাকালে বহাগ্রহ একত্রিত ঐশ্বর্য কহিলেন যে, তুমি
 আত্মার নিকট যম প্রার্থনা কর, আমি যেইনিহি মম জ্ঞানার দ্বিত্তি।
 অমম জ্ঞান কর্ণন কর। ঐশ্বর্য জানিও হেবিলেব, শ্রীমদ্বৈষ্ণবে ঐশ্বর্য-
 রিহেব। লজ্জাগণ কংগুল বিহেব, ঐশ্বর্য-বিধান। মমজ্ঞান কর কহিলেব,
 জ্ঞানজ্ঞান মমজ্ঞান উপর কর। বিজ্ঞান করিব। ঐশ্বর্যজ্ঞান করিব।
 ঐশ্বর্য মমজ্ঞান করিব। জ্ঞানজ্ঞান করিব। ঐশ্বর্যজ্ঞান করিব।
 জ্ঞানজ্ঞান করিব। ঐশ্বর্যজ্ঞান করিব। জ্ঞানজ্ঞান করিব।
 জ্ঞানজ্ঞান করিব। ঐশ্বর্যজ্ঞান করিব। জ্ঞানজ্ঞান করিব।
 জ্ঞানজ্ঞান করিব। ঐশ্বর্যজ্ঞান করিব। জ্ঞানজ্ঞান করিব।

ଜି ହାନ ଶବ୍ଦ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣର ସହାସ୍ରକ୍ର ଶବ୍ଦାବଳିରୁ ଗଠିତ ହୋଇଅଛି । ଶ୍ରୀରାମ
ବିଳାସରେ ଯେ, କୁଣ୍ଡଳି ଆକାଶର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ତୋହାଟ ବେଳେ କାହା
ଆହାର ବିଚିନୀର ଚାନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିଆ ଶ୍ରବଣ କରିବ ଏକଥ ବସିବୁଡ଼ି ଆସି
ନୋହେବ କରିବ । ସଫଳତା ଓ ଶୋଭାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏତାବନରେ ଏହିପ୍ରକାର ବସିବାହାଲିବ—

"सत्यं धर्मं च विदुः सर्वे"

नमः कृतेऽः न हि नमः ।

ସଂସ୍କୃତିର ଶକ୍ତିମୟ ଗତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବର୍ଦ୍ଧନର ଫଳ ରୂପେ ଆସିବେ । ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଉଦୟ ସାମିଲାନ,—

যে ব্রাহ্মন নাড়ি নিল যোর শোণা পাত ।

যে ব্রাহ্মন নটক যোন কয় কয় বাখ ।

যে ব্রাহ্মন যোন দাস করিল কামেল ।

যোন প্রভু হটক তাঁ'ন চন্দ-মুখে ।

শ্রীমদ এই বলিয়া প্রমথনোপ ক্রন্দন কবিত্তে লাগিলেন । অতীত
জন্মগণের জীবনও এইরূপ অতিক্রমিত ক্রন্দন কবিত্তে লাগিলেন ।
তখন মহাপ্রভু বলিলেন যে, “এক মহানরকে কাটা কাটায়াই যখন” ।
শ্রীমদ বলিলেন তামান মানবাকি বুঝা কিছুই আমি চাই না । তখন
মহাপ্রভু তাঁহার বিনাশালা অভিযোগ পরোক্ষ করিলেন ।

মহাপ্রভু মহাপ্রবল কঠিন বল কবিত্তে বলিলেন—এক নিত্যানন্দাশ্রম
কামকরনকে ধলিলেন । যে রাজ্যে যখন তামা কঠিন বল কবিত্তে লাগিলেন
এই দিনই—যি প্রকরে শ্রীমদ একটা লাউ আনিয়া । শ্রীমদ লাউ
মুখ-মুখ-মুখ । লাউ করাইয়া ক্রন্দন করিতে মহাপ্রভু লাগিলেন ।
যেদিন তিনি আন করিলেন এ’লাউ আন বাগনা হইল না । কিন্তু
কানাইই অন্যরনতি পথে এনকম কিছু বুঝ আনিয়া—মহাপ্রভু তখন
কলমীক ধলিলেন যে, তুমি ইহা এনকমই তখন কন এন মহাপ্রভু জানা
ক্রন্দন করিলেন ।

—শ্রীমদ বলিয়া প্রমথনোপ

নিবেদন

‘শ্রীপত্রিকা’ এই সংখ্যার দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল । মহাপ্রভু
প্রাচীনগণের নিকট বাহু-মহাপ্রভু, বীহা-মহাপ্রভু
এখনও প্রবল বল নাই তাঁহারা যের অবিলম্বে তাঁহা পাঠাইয়া
আমাদিগকে সেবার মহাপ্রভু ও উৎসাহিত করেন ।

তিনিত শ্রীমদ—

কর্মোপায়ক,

‘শ্রীগৌড়ীক-পত্রিকা’

শ্রীনবদ্বীপধাম-পৰিক্ৰমায় আস্থান

শ্রীশ্ৰীকল্পমোহনোদয় নবদ্বীপ

শ্রীমৌড়ীৰ বেদান্ত সমিতি

(বঙ্গ বেজিষ্টাৰ্ড)

শ্রীহেমানন্দ মৌড়ীৰ ঘৰ,

ভেৰাৰিপাড়া, পেনং, মহকুমা -

মৌড়া (পঃ বঙ্গ) ।

সাঁহৰ মন্ত্ৰাবলম্বীৰ নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতীৰী পথঃ ভক্তদ্বান শ্রীশ্রীশ্ৰীমদ্বদ্বীপধাম মৌড়ীৰ পৰিক্ৰমায়
বিখ্যাত-ভুৱন মন্ত্ৰালয়ত আৰিষ্ঠা-কিৰিগুৰা (কালনী পুৰিমা)
উপলক্ষ্যে শ্রীমৌড়ীৰ বেদান্ত সমিতিৰ উদ্যোগে উপক্ৰিষ্টক
টিকানায় আগামী ২১শে ফাল্গুন ১৩৭৭, ইঃ ৬ই মাৰ্চ ১৯৩১, শনিবাৰ
বহিতে ২৪শে ফাল্গুন, ১২ই মাৰ্চ, শুক্লবসন্ত পৰ্য্যন্ত সপ্তাহখালী বিঘটি
মহা-মহোৎসবেৰ অনুষ্ঠান হইবে । এই বহনপুৰ্ণানে প্ৰত্যহ পাঠ,
কীৰ্ত্তন, বক্তৃতা, ইষ্টপোষ্টী, শ্রীবিগ্ৰহ-সেবা, মহাপ্ৰসাদ বিতৰণাদি
বিবিধ ভক্তাস দাৰ্জিত হইয়া থাকে ।

বিধানতঃ এতদুপলক্ষ্যে শ্রীনবদ্বীপ-ধামেৰ অন্তৰ্গত ৪৪টি (২৪)
দ্বীপ দৰ্শন, ভক্তদ্বান-বাহা-কীৰ্ত্তন ও মহা-মহোৎসবেৰে বোল
ফোন ধাম-পৰিক্ৰমা করা হইবে । এই বসন্তে শ্রীশ্ৰীশ্ৰীমদ্বদ্বীপধাম
মহোৎসব-উদ্যোগ ও মহাপ্ৰসাদ-সেবা ও ভক্তদ্বান অংশবোৰে বহন
নবদ্বীপে প্ৰত্যহপুৰ্ণ কৰিবৰ বাবদ্য হইয়াছে ।

ধৰ্ম্মপ্ৰাণ বহন-মহোৎসবেৰ উক্ত শুভভক্তাপুৰ্ণানে বহন-মহোৎসব
কৰিলে অবিভিৰ সনাতন-পৰমায়িত্ত ও উৎসাহিত হইবেন । এই
মহোৎসবেৰ শুভ উপলক্ষ্যে কৰিবা প্ৰাণ, অৰ্ঘ, বুদ্ধি ও বাকাহাৰ
নমিত্তিৰ সেৱা-কাৰ্য্যে বহনপুৰ্ণিত্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে ভক্তদ্বীপে পুৰ্ণিত্তি
অৰ্জিত হইবে ।

শ্রীশ্রীমৌড়ীৰ মহাপ্ৰভুৰ মহোৎসব এবং নবদ্বীপ-পৰিক্ৰমা-
পত্ৰী পৰ-পুৰ্ণিত্তি প্ৰদত্ত হইলা ইতি—১২ই মাৰ্চ ১৩৭৭, ইঃ ১৩।১৭।

ভক্তদ্বান-কপালেশ্বৰাখী—

সত্যদ্বন্দ্ব,

শ্রীমৌড়ীৰ বেদান্ত সমিতি

পরিক্রমা ও জনোৎসব-পঞ্জী

১। ২১শে ফাল্গুন, ৬ই মাঘ লক্ষ্যবার । (১) **ঐন্দ্রোক্ষমখীপ** (কৌরবান্য) —সমাপ্ত্যর্পণান্তে ঐন্দ্রোক্ষ-যোদ্ধাশ্রী ঐবাহু-মাতাপুত্র উৎসব্রে লক্ষ্যং প্রদত্ত ইহা বহুশস্য, আদিরাচা, অরতিকুট, অ.শ্য-হুংস-কুট, হুংস-বিহুং, হরিহরপেত্র, লুবিংহপত্রী (মহাভোজ প্রসাদ-সেবা) । (২) **ঐষকখীপ** (শবদান্য) —মাকিমা, কাটকায়া আশ্বখাশ, বাবলপুত্র, হংসোদ্রুপ ।

২। ২২শে ফাল্গুন, ৭ই মাঘ লক্ষ্যবার । (১) **ঐকোমখীপ** (লালান্যমাস্য) —অধশ্রীপত্র কোল, তেজস্বিন কোল, কোলের আ.ম.ক. কোলকুটপত্র, কোলেরক পত্র, লম্বুত্রপত্র, টালাকাটি (১২। ১৪) **ঐককুখীপ** (অর্জুনান্য) —কাকুপুত্র ।

৩। ২৩শে ফাল্গুন, ৮ই মাঘ, লক্ষ্যবার । (১) **ঐমকুখীপ** (বন্দন্যান্য) —জাযশস (অকুপুত্রিভান, বিজাযশস) অম্যকুখীন তট্টাবর্ণের লাট) এবং (২) **ঐমোহকমখীপ** (মাকান্য) —মাকখাছি (শ্রীল কৃষ্ণাশ্বখাশ টাকুপের লাট), ৬ষ্ঠশ্রীলা বা একটালো মাকান্য পক্ষপাতপেত্র অকুখান্য) ।

৪। ২৪শে ফাল্গুন, ৯ই মাঘ, লক্ষ্যবার । (১) **ঐককুখীপ** (শবদান্য) —ককুপাতা, ককুপুত্র, ইন্দ্রকুপুত্র, অ.শ্যের উ.জা.এবং ৬ **ঐশীমকুখীপ** (শ্রবদান্য) —শিবুলিকা, শাকোকা, লোহিতকা, হংসোদ্রুপ, ১০ পুত্র, অ.শ্যের কোলখীপত্র শ্রীল ককুপাতাশ্রবদান্য একাঙ্গী বসাবোজের যত্নাধি ও মোড়াফাললা ।

৫। ২৫শে ফাল্গুন, ১০ই মাঘ, লক্ষ্যবার । (১) **ঐমকুখীপ** (মাক-মিহদান্য) —ঐবাহু-মাতাপুত্র ঐর্গাক-ককুপাতা, ঐবাহু-অশ্বন, ঐবাহু-ককুপত্র, ঐবাহু-ককুপত্র (ঐবাহু-মাক-মাক-মাক-ককুপত্র) অশ্বপুত্র শ্রীল ককুপাতার যত্নাধি, অ.শ্য-অশ্বন এবং ঐবাহু-শ্রীল ককুপত্র লাট, টাকুপাতার যত্নাধি প্রকৃতি লক্ষ্যান্তে ঐবাহু-অকুখান্য ।

৬। ২৬শে ফাল্গুন, ১১ই মাঘ, লক্ষ্যবার — **ঐঐন্দ্রোক্ষ-কমোৎসব** ।

৭। ২৭শে ফাল্গুন, ১২ই মাঘ, লক্ষ্যবার — **লীলারম্য মহোৎসব** (মহা-প্রসাদ বিতরণ) ।

উল্লেখ্যঃ—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিলে বা জানাশাতি পাঠান্তরে ইচ্ছা করিলে পরিচয়তাবারী মিলিতলায়ী **ঐঐমকুখীপ** বোঝান বামন মকুখীপের বিবট পুত্রপুত্র টিকানার আশ্রয় বা প্রোহিতব্য ।

শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর নিবন্ধ-মহোৎসব

বিগত ২রা মাঘ (ইং ১৬।১।৭১) শনিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আকরস্থল শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে শ্রীল নরহরি ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র তিরোভাব-মহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। অজ্ঞাতশত্রু শ্রীল ঠাকুর মহাশয় জগদগুরু ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত। শ্রীল প্রভুপাদের অশ্রুতম একনিষ্ঠ সেবকগণের মধ্যে তিনিও একজন। তাঁহার সেবানোষ্টবতা দর্শনে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে 'সেবা-বিগ্রহ' উপাধীতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি প্রভুবরের সহিত তাঁহার অচ্ছেদ্য অকৃত্রিম ঘনিষ্ঠতাই তাঁহাকে সমিতির পৌরাণিকত্বে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। সারস্বত-গগনে আবিভূত এই মহাপুরুষের অবদান সারস্বত গোড়ীয়গণ বিশেষভাবে অবগত আছেন। তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার সর্বসাধারণেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রাচীন স্তম্ভ। তিনি অধিকাংশ সময় নবদ্বীপস্থ মঠেই অবস্থান করিতেন এবং তাঁহার উপরেই মঠের সেবাকার্য্যের দায়িত্ব হ্রাস্ত ছিল। তাঁহার তিরোভাব-তিথি-দিবসে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের আলেখ্য স্থাপন করতঃ তদীয় শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করা হয় এবং তত্বদেশে শ্রীশ্রীগুরু-গোরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-জীউকেও ঐ দিবস মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগ নিবেদন করা হয়।

উক্ত দিবস সন্ধ্যায় শ্রীমঠের শ্রীহরি-সঙ্কীৰ্তন-নাট্য-মন্দিরে তদীয় বিরহ-সভার অনুষ্ঠান হয়। তাঁহার অহৈতুকী আশীর্বাদে জীবকুল চরিসেবা গ্রহণে তৎপর হউন—ইহাই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনাঞ্জলি।

সার-কথা

কৃষ্ণ কিম্বে বশ হন?

জ্ঞান-কর্মা-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।

কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেম-রস॥

গৌরকৃষ্ণের সেবা কিরূপ ?

গোবিন্দ কহে—আমার সেবা সে নিয়ম ।
 অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন ॥
 ‘সেবা’ লাগি’ কোটি ‘অপরাধ’ নাহি গনি ।
 স্ব-নিমিত্ত ‘অপরাধাভাসে’ ভয় মানি ॥
 নিকৃপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি ।
 প্রীতিবিষয়কস্বখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥

ঐকান্তিক সেবক ও সেবা কিরূপ ?

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছারে প্রভুর চরণ ।
 সেই প্রভু ধন্য, যে না ছারে নিজ-জন ॥
 দুর্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে ।
 সেই ঠাকুর ধন্য, তা’রে চুলে ধরি’ আনে ॥

বর্ষান্তে বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপায় বৈকুণ্ঠবার্তাবহ ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’ জগতের পার-
 মাণ্ডিক ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া আজ দ্বাবিংশ বর্ষ পূর্ণ করিলেন । জাগতিক
 শত-সহস্র বাধাবিপত্তির মধ্যেও শ্রীপত্রিকা গুরুবর্গের মনোহরীষ্টের বিজয়
 ঘোষণা করিয়া অকুতিমান্ জনগণের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছেন । অকপট
 হরিভজন-পিপাসু সজ্জনগণ তাঁহার মঙ্গলময় কৃপাসঙ্গ পাইয়া পরমোপকৃত ও
 কৃতার্থ হইতেছেন । তাঁহার বাস্তবসত্য-বাণী হরি-ভক্তনোন্মুখ জীবকুলকে
 সংশোধিত করিয়া তাহাদিগকে শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গের অকপট সেবার পথে
 সুপরিচালিত করিতেছেন ; দুর্বল, অকপট হরিসেবাভিলাষীর হৃদয়ে চিদ্বল
 সঞ্চার করিয়া শ্রীগুরুদেব অনর্থপীড়িত ভবরোগগ্রস্থ জীবের অনর্থোপশম
 করিয়া তাহাদিগকে নিত্যনিরাময়ের পথে লইয়া যাইতেছেন ।

[illegible][illegible]

বাহ্যিক দ্বিকা অন্তঃস্থের বাহ্যিক দ্বিকা পাতের আয়তন $\frac{1}{2} \pi r^2$ ।
 দ্বিকার প্রতি বিদ্যুৎ, $Q = \frac{1}{2} \pi r^2 \epsilon_0 \epsilon_r E$ ।

একটি জাহাজীল হুঁতে পাঁবে না। তাঁহাদের কবজমাত্তমী লক্ষিত হুঁৎপা-
বহুত তাহানিপথে ঐশত্রিক প্রেবপ্রাণব হইতে বুঁতে বাখিবে। তাহাদের
জাহায অমতা বৈমুখ্যসোম্যমব বাব বাখিকতা তাহানিকেন কেবল খিআখি
লটি করিবে। তাহাদের বহলেত কজ খতপট সেবকগমেব কেবমহাজ
কবজমাত্তমী প্রাৰ্ণনা বাকীত অল্প উপাৰ বাই।

[illegible][illegible]

— 四 十 四 —

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

- ১। “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা” প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন।
- ২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৬.০০ টাকা, বাৎসরিক ৩.২৫ টাকা। ভারত ও পাকিস্থানবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি, পি-তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।
- ৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।
- ৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। সর্বদা গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।
- ৫। শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন। নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।
- ৬। শ্রীমন্নহা প্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাধরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সং-আলোচনা সর্বদা আদরণীয়।
- ৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে “কার্য্যাধ্যক্ষ”, অথবা ‘প্রকাশক’, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-কার্য্যালয়, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) —এই ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত গুরুভক্তি-গ্রন্থাবলী

- ১। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী)—বার্ষিক ভিক্ষা ৫.০০, ২। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ (১ম ও ২য় খণ্ড)—২.৭৫ পঃ, ৩। সাংখ্য-বাণী—১.১২ পঃ, ৪। মায়াবাদের জীবনী বা বৈষ্ণব-বিজয়—৩.০০ টাকা। Sree Chaitanya Mahaprabhu—1.00., ৬। প্রেম-প্রদীপ—১.৭৫ পঃ, ৭। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী—১.৭৫ পঃ, ৮। শরণাগতি (ঘামুন-ভাবাবলী-সহ)—.৬০ পঃ, ৯। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—৩.৭৫ পঃ, ১০। জৈবধর্ম (বাংলা)—৫.০০ টাকা, ১১। ঐ (হিন্দী-সংস্করণ)—১০.০০, ১২। শ্রীশ্রীমন্নহা প্রভুর-শিক্ষা—১.৭৫ পঃ, ১৩। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্—১.০০ টাকা, ১৪। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিভ্রমণ—১.৭৫ পঃ, ১৫। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণসংগ্ৰহ)—১.২৫, ১৬। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী (প্রাচীন কাব্য)—১.০০ টাকা, ১৭। শ্রীমৈত্রেয়-পঞ্জিকা—১.৫০ পঃ, ১৮। শ্রীদামোদরোষ্টকম্—.৬০ পঃ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-মহারাজের স্থাপিত

ভুক্তভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

- ১। শ্রীদেৱানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক।
- ২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হগলী)
রক্ষক—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী।
- ৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, পোঃ মথুরা (মথুরা), ইউ. পি.
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।
- ৪। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীগজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী।
- ৫। শ্রীপিছন্দা গৌড়ীয় মঠ—পিছন্দা, আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীরমানাথ ব্রজবাসী।
- ৬। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীউপানন্দ ব্রজবাসী।
- ৭। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—শ্রীদীনদয়াদ্রুনাথ ব্রহ্মচারী।
- ৮। শ্রীপিছন্দা পাদপীঠ—পিছন্দা, আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী।
- ৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌড়ীয় আশ্রম—হরিখালিবাজার, ইটামগরা পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীদয়ালহরি ব্রহ্মচারী।
- ১০। শ্রীষাণ্ট গৌড়ীয় আশ্রম—জাপট মহল্লা, কালনা পোঃ, (বর্দ্ধমান)
রক্ষক—শ্রীঅধোক্ষতদাস বাবাজী মহারাজ।
- ১১। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র—কোরণ্ট, রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ।
- ১২। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম—পূবাণকাছারী রোড, মাথাভাঙ্গা পোঃ, (কুচবিহার)
রক্ষক—শ্রীগোরাচাঁদদাস বাবাজী মহারাজ।
- ১৩। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীবিষ্ণুরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ।
- ১৪। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ।
- ১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়ারাপাড়া রোড, নবদ্বীপ, (নদীয়া)
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ।
- ১৬। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীবৃষভাসু ব্রহ্মচারী।